শেকস্‌পীয়ার রচনাবলী

[চতুর্থ খণ্ড]

অনুবাদ

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

সূচীপত্র

সম্পাদকমণ্ডলী

SHAKESPEARE RACHANABALI VOL. IV

Translated by : Sudhansu Ranjan Ghose

শেক্‌স্‌পীয়ার

ম্যাথু আর্নল্ড

তুমি মুক্ত, অন্য কবিরা যবে বিচার বিতর্কে বিজড়িত
যতই প্রশ্ন করি, হেলাভরে হাসি হাস শান্ত উপেক্ষার
ইন্দ্রিয়-অতীত জ্ঞানের প্রতিমূর্তি তুমি, সমুন্নত যে পাহাড়
সুদূর নক্ষত্রলোকে শুধু তার শীর্ষদেশ করে অপাবৃত।
আকাশের অন্তর্লোকে বিরাজিত তোমার যে প্রাণরঙ্গভূমি
সমুদ্রের গভীরে গাঁথা স্থিতবদ্ধ পদতল দৃশ্যতঃ যার
সতত কুহেলিকাময় প্রান্তভাগ সানুদেশ তার
সহজেই ধরা দেয় সন্ধানী দৃষ্টির যত ব্যর্থ সীমা চুমি।
হায় তুমি, যে শুধু পরিচিত নক্ষত্র আর সৌরলোকে
আপন চেষ্টায় তুমি শিক্ষা ও সম্মানের শীর্ষে উন্নীত
যদিও অবাধে বিচরণ তুমি করে গেছ মানুষের যত মনোলোকে
প্রকৃত পরিচয় তোমার রয়ে গেছে সকলের কাছে অজ্ঞাত।
সেই ভাল। ব্যর্থতা বেদনা যত দুর্বলতা আছে এ জীবনে
পরিব্যক্ত পূর্ণরূপে তোমার ও প্রদীপ্ত ভ্রূ-কুঞ্চনে।

অনুবাদঃ সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

মাচ এ্যাডো এ্যাবাউট নাথিং

নাটকের চরিত্র

ডন পেড্রো : আরাগণের রাজা
ডন জন : ঐ অবৈধ ভ্রাতা

ক্লডিও : ফ্লোরেন্সের যুবক
ও সভাসদ
বেনেডিক : পডুয়ার যুবক
ও সভাসদ
লিওনাতো : মেসিনার গভর্ণর
এ্যাণ্টনি : ঐ ভ্রাতা
বালথাসার : ডন পেড্রোর অনুচর
হোরাশিও } ডন জনের অনুচরদ্বয়
কনরেড

ফ্রায়ার ফ্রান্সিস
ডগবেরি : পুলিস কনস্টেবল
ভার্জেস : গ্রাম্য মোড়ল
ভৃত্য
জনৈক বালক
হিরো : লিওনাতোর কন্যা
বিয়াত্রিস : লিওনাতোর ভাইঝি
মার্গারেট } হিরোর সহচরী
আর্সুলা
দূতগণ, প্রহরী ও অনুচরবর্গ

ঘটনাস্থল : মেসিনা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। লিওনাতোর বাড়ির সম্মুখস্থ স্থান।

(জনৈক দূতসহ লিওনাতো, হিরো ও বিয়াত্রিসের প্রবেশ)

লিও। এই চিঠির মারফৎ আমি জানতে পারলাম যে আরাগণের রাজা ডন পেড্রো আজ রাতে মেসিনাতে আসছেন।

দূত। তিনি অনেক নিকটে এসে পড়েছেন এতক্ষণে। আমি যখন তাঁর কাছ হতে আসি তখন তিনি এখান হতে পুরো দু' মাইল দূরেও ছিলেন না।

লিও। এই যুদ্ধে কত জন লোক তোমরা হারিয়েছ ?

দূত। সাধারণ লোক সামান্য কিছু মরেছে, নামকরা একজনও যায়নি।

লিও। কোন যুদ্ধজয়ের পর বিজেতারা যখন পূর্ণসংখ্যায় ফিরে আসে স্বদেশে তখন তাদের সে জয়ের গৌরবের তাৎপর্য দ্বিগুণ বেড়ে যায়। দেখছি ডন পেড্রো ক্লডিও নামে একজন ফ্লোরেন্সবাসীকে প্রভূত সম্মানে ভূষিত করলেন।

দূত। সে সম্মানের যোগ্য বটে এবং ডন পেড্রোও সে কথা মনে রেখেছেন। বয়সের তুলনায় সে অনেক বেশী বীরত্ব দেখিয়েছে, সামান্য মেষশাবকের দেহাবয়বের মধ্যে এ যেন সিংহের বিক্রম। তার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা এত বেশী যে আমি তা বলে ঠিকমত বোঝাতে পারব না।

লিও। তার একজন কাকা এই মেসিনাতে আছেন। তিনি একথা শুনলে নিশ্চয়ই খুব আনন্দিত হবেন।

দূত। আমি তাঁকে এরই মধ্যে চিঠির দ্বারা এ সংবাদ জানিয়েছি। তিনি একথা শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। তিনি এতদূর আনন্দিত হলেন যে আনন্দে তাঁর চোখে জল এসে গেল।

লিও। তিনি কেঁদে ফেললেন?

দূত। হ্যাঁ, চোখে তাঁর রীতিমত জল এসে গেল।

লিও। এ যেন দয়ার উদার পরিপ্লাবন। অশ্রুর দ্বারা প্রায়ই যাদের মুখ এইভাবে বিধৌত হয় তারা সত্যিই সৎ ও খাঁটি লোক। কারো দুঃখে আনন্দ প্রকাশ করার থেকে আনন্দে অশ্রুপাত অনেক বেশী ভাল।

বিয়াত্রিস। আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারেন, সিনিয়র মাউন্তান্তো কি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছেন?

দূত। আমি ও নামের কোন ভদ্রলোককে জানি না। সৈন্যদলের মধ্যে এ নামের কেউ নেই।

লিও। একথা কেন জানতে চাইছ ভাইঝি?

হিরো। আমার বোন জানতে চাইছে পদুয়ার সিনিয়র বেনেডিকের কথা।

দূত। ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনি ফিরে এসেছেন এবং আগের মত প্রফুল্লই আছেন।

বিয়া। মেসিনাতে তিনি পাখি ধরার ফাঁদ পেতেছিলেন আমার কাকার ভাঁড়ের সঙ্গে বাজি রেখে। কতগুলো পাখি তিনি মেরেছেন?

লিও। তুমি কিন্তু সিনিয়র বেনেডিকের বদনাম করছ। তিনি কিন্তু তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করবেন বলতে পারি।

দূত। তিনি এ যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গেই লড়াই করেছেন।

বিয়া। তুমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছ তার খাতির করে। তিনি খুব ভাল খেতে পারেন।

দূত। তিনি সত্যিই একজন ভাল সৈনিক।

বিয়া। মেয়েদের কাছে ভাল সৈনিক। কিন্তু একজন লর্ডের কাছে?

দূত। লর্ডের কাছে লর্ড, মানুষের কাছে মানুষ। অর্থাৎ তিনি সর্বগুণে ভূষিত।

বিয়া। তাই নাকি? তাহলে তিনি ত অনেক গুণের বোঝাভারে খুবই ভারাক্রান্ত। কিন্তু হায়, আমাদের সকলকেই একদিন মরতে হবে।

লিও। তুমি কিন্তু আমার ভাইঝির কথায় ভুল বুঝো না। মহামান্য বেনেডিক আর আমার ভাইঝির মধ্যে এক মধুর দ্বন্দ্ব চলেছে। ওদের দুজনের দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই চলবে দুজনের মধ্যে।

বিয়া। হায়, কিন্তু সে লড়াইয়ে কোন লাভই হয় না ওঁর। এর আগের লড়াইয়ে তাঁর পাঁচটা বুদ্ধির মধ্যে চারটে বুদ্ধি উনি হারান। ফলে একটিমাত্র বুদ্ধির দ্বারা উনি চলছেন। সেই একটুখানি বুদ্ধির উত্তাপ কোন মতে ওঁর মাথায় অবশিষ্ট আছে বলেই তার জোরে উনি অন্ততঃ ওঁর ঘোড়ার সঙ্গে ওঁর পার্থক্যটা বজায় রাখতে পেরেছেন। সেই বুদ্ধির জোরেই উনি বলতে পারেন উনি একজন বুদ্ধিবাদী জীব। এইটুকু সম্মানই শুধু অবশিষ্ট আছে ওঁর জীবনে। এখন ওঁর সঙ্গী কে আছে? প্রতি মাসেই ত উনি একজন করে নতুন ভাই পান।

দূত। কেমন করে তা সম্ভব?

বিয়া। কেন, এটা খুবই সহজ কথা। উনি সকলকে সহজভাবে বিশ্বাস করেন। ওঁর বিশ্বাসটা মাথার টুপীর মত। ক্ষেত্রবিশেষে দরকার পড়লেই সে বিশ্বাসের টুপীটা পাল্টে নিতে পারেন।

দূত। আমি দেখছি, ভদ্রলোক আপনার সুনজরে নেই।

বিয়া। না। তার নাম আমি আমার বইএর মধ্যে পেলে আমার পড়ার ঘরটা পুড়িয়ে ফেলতাম। কিন্তু কই বল, কে এখন ওঁর সঙ্গী হিসাবে আছে? শয়তানের রাজ্যে যাবার জন্য সমুদ্রযাত্রায় সঙ্গী হবার মত কোন যুবক কি উনি পাননি?

দূত। এখন ওঁর সঙ্গী আছেন মহামান্য সামন্তপ্রবর ক্লডিও।

বিয়া। ও ভগবান! তাহলে ত রোগবীজাণুর মত ক্লডিও বেচারাকে ধরে থাকবে। মহামারী রোগের থেকে ও লোককে আক্রমণ করে বেশী তাড়াতাড়ি এবং আক্রান্ত ব্যক্তি পাগল হয়ে যায়। ভগবান ক্লডিওকে রক্ষা করুন। তিনি যদি বেনেডিকের দ্বারা আক্রান্ত হন তাহলে তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তাঁকে হাজার পাউণ্ড খরচ করতে হবে।

দূত। আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই।

বিয়া। তা করতে পার বন্ধু।

লিও। তুমি ত আর কখনো পাগল হয়ে যাবে না ভাইঝি?

বিয়া। না, জানুয়ারি মাসে যদি কখনো গরম না পড়ে তাহলে আমিও কখনো পাগল হব না।

দূত। ডন পেড্রো এসে গেছেন।

ডন পেড্রো, ক্লডিও, বেনেডিক, বালথাসার, ও অবৈধ সন্তান জন এর প্রবেশ

ড. পেড্রো। মহামান্য লিওনাতো, আপনি কি ঝামেলা সহ্য করার জন্যই এখানে এসেছেন? জগতের রীতিই ত হচ্ছে খরচপত্রকে এড়িয়ে যাওয়া আর আপনি সে খরচ বহন করার জন্য তৈরী হয়ে এসেছেন?

লিও। আপনার মত মহামান্য অতিথির আগমনে কখনো কোন ঝামেলাই আমরা সহ্য করতে অরাজি হইনি; আপনি যদি ঝামেলা হতেন তাহলে ঝামেলা বা কষ্ট চলে গেলে সুখ ও আরাম অবশিষ্ট থাকত; কিন্তু তা হয় না।

আপনি চলে গেলে আমি দুঃখ পাই; আপনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও চলে যায়।
ড. পেড্রো। আপনি স্বেচ্ছায় যত বোঝা চাপিয়ে নিতে চান মাথায়। আমার মনে হয় এ আপনার কন্যা।
লিও। এর মা অনেকবার আমায় এই কথাই ত বলেছে স্যার।
বিয়া। এ বিষয়ে কি আপনার কোন সন্দেহ আছে যে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন একথা?
লিও। সিনিয়র বেনেডিক, ওর জন্মের সময় তুমি শিশু ছিলে।
ড. পেড্রো। আমরা বেশ বুঝতে পারছি তুমি মানুষ হয়েও আসলে একটি শিশু। তবে সত্যিই, মেয়েটি নিজেই নিজের পিতা। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ও-ই যেন এক সম্মানিত পিতা।
বেনে। লিওনাতো ওঁর পিতা হলেও তার নাম উনি ওঁর ঘাড়ে কখনই বহন করতেন না। গোটা মেসিনা শহরের বিনিময়েও না। যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে।
বিয়া। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি বেনেডিক, তুমি আপনার মনে বকে যাচ্ছ, কেউ তোমার কথা লক্ষ্য করছে না।
বেনে। মাননীয়া ঘৃণা দেবী, তুমি এখনো জীবিত আছ?
বিয়া। সিনিয়র বেনেডিকের সব খাদ্য মুখের কাছে থাকতে ঘৃণা দেবী মরে যাবে? তুমি তার সামনে এলে সমস্ত সৌজন্যও ঘৃণায় পরিণত হয়ে যায়।
বেনে। তাহলে সে সৌজন্য সামান্য জামার মতই বদলানো যায়। কিন্তু একমাত্র তুমি ছাড়া আমাকে সব মেয়েরাই ত ভালবাসে। তবে আমি চাই আমার অন্তরটা যেন পাথরের মত শক্ত থাকে এবং আমি যেন কোন মেয়েকে কখনো ভাল না বাসি।
বিয়া। তাহলে মেয়েদের পক্ষে সেটা হবে দারুণ সুখের ব্যাপার। তা না হলে তারা একজন দুষ্ট প্রেমনিবেদনকারীর দ্বারা জর্জরিত হত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার মনটাও তোমারই মত। আমি বরং কাক দেখে ঘেউ ঘেউ করতে থাকা আমার কুকুরের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনব, তবু প্রেমিকের শপথবাক্য শুনতে পারব না।
বেনে। ঈশ্বর করুন তোমার মনের এই সিদ্ধান্ত যেন অটল থাকে। তোমার মত এই ধরনের বিকৃত মুখ যেন কোন ভদ্রলোকের কপালে না জোটে।
বিয়া। তোমার মুখখানার মত যদি আমার মুখটা না হত তাহলে বিকৃতি এ মুখের কোন ক্ষতিই করতে পারত না।
বেনে। বাঃ তুমি দেখছি বেশ বাচাল, তোতাপাখির চমৎকার মাস্টার।
বিয়া। আমার জিবের মধ্যে যে পাখি আছে তা তোমার পশুটার থেকে ভাল।
বেনে। তোমার জিবের মত আমার ঘোড়াটার গতি হলে ভাল হত। আর তুমি সে ঘোড়ার সওয়ার হলে আরো ভাল হত। তবে পথটা যেন তোমার ভাল। আমি সব সময় সৎ পথেই চলি।

বিয়া। তুমি সব সময় ঘোড়ার চালে চল! আমি তোমাকে আগে হতেই চিনি।
ড. পেড্রো। সেইটাই হলো মোট কথা লিওনাতো। সিনিয়র ক্লডিও সিনিয়র বেনেডিক আমার প্রিয় বন্ধু, লিওনাতো আপনাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করেছে। আমি তাকে বলেছি আমরা সকলে অন্ততঃ একমাস এখানে থাকব। সে অন্তরের সঙ্গে কামনা করছে কোন কারণে যাতে আমরা আরো বেশী দিন থাকতে বাধ্য হই। আমি জোর গলায় শপথ করে বলতে পারি উনি ভণ্ড নন এবং উনি অন্তরের সঙ্গেই একথা বলছেন।
লিও। যদি আপনি শপথ করে বলেন তাহলে সে শপথ অবশ্যই ভঙ্গ হবে না। (ডন জনকে) আপনাকে আমার সম্ভাষণ জানাই, ভাইএর সঙ্গে আপনার পুনর্মিলন হয়েছে জেনে খুশি হলাম। আপনাকে যথাসাধ্য আমার সমস্ত সেবা দান করব।
ড. জন। আপনাকে ধন্যবাদ, আমি বেশী কথার মানুষ নই। তবে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।
লিও। আপনি কি এখন যাবেন?
ড. পেড্রো। আপনার হাত দিন লিওনাতো। আমরা একসঙ্গেই যাব।
(বেনেডিক ও ক্লডিও ছাড়া সকলের প্রস্থান)
ক্লডিও। বেনেডিক, সিনিয়র লিওনাতোর কন্যাকে দেখেছ?
বেনে। আমি তাকে এমনি দেখেছি, তবে ভাল করে দেখিনি।
ক্লডিও। মেয়েটি কি খুব ভদ্র নয়?
বেনে। তুমি কি সরলভাবে খোলা মন নিয়ে এ প্রশ্ন করছ এবং তুমি কি আমার সরল নিরপেক্ষ মতামত চাও? তুমি ত জান আমি নারী জাতির কড়া সমালোচক।
ক্লডিও। না। আমার অনুরোধ ঠিকমত বিচার করে বল।
বেনে। কেন, আমার মনে হয় ও এত ছোট এবং নীচ যে এ উচ্চ বা বড় প্রশংসার উপযুক্ত নয়। আমি তার সম্বন্ধে শুধু এই কথাই বলতে পারি। সে কুৎসিত, সে যা তাই, তাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না।
ক্লডিও। তুমি ভাবছ আমি ঠাট্টা করছি। আমার অনুরোধ, সত্যি করে বল তুমি, তুমি তাকে পছন্দ করো কি না।
বেনে। তুমি যে তার সম্বন্ধে এত কিছু জানতে চাও তার কারণ কি, তুমি কি তাকে কিনবে?
ক্লডিও। জগতের কেউ কি এত মূল্যবান রত্ন কিনতে পারে?
বেনে। হাঁ, সেই মূল্যবান রত্নের কৌটোও বটে। কিন্তু একথা তুমি গম্ভীর ভাবে গুরুত্ব সহকারে বলছ না খেলার ছলে বলছ? মিথ্যাবাদী জ্যাকের মত তুমি কি মিথ্যাকথা জ্যাকের মত বলতে চাও দেবদেবতা খরগোস শিকার করে আর ভালকান একজন কাঠের মিস্ত্রী? বলত কি অর্থে তোমার কথাটা ধরব?
ক্লডিও। আমার চোখে তার মত মিষ্টি মেয়ে আমি জীবনে কোথাও কখনো

দেখিনি।

বেনে। আমি এখনো চশমা ছাড়াই দেখতে পাই। তবু আমি এখনো এমন মেয়ে কোথাও কখনো দেখিনি। তার এক বোন আছে যার সৌন্দর্য তার থেকে অনেক বেশী অর্থাৎ যেমন ডিসেম্বর মাসের থেকে মে মাস অনেক বেশী সুন্দর। কিন্তু আশা করি তুমি তার স্বামী হতে চাও না?

ক্লডিও। যদিও আমি অবশ্য তাকে বিয়ে করতে চাই না, তবু হিরোর মত সুন্দরী মেয়েকে স্ত্রী হিসাবে পেলেও আমি তার ব্যাপারে ঠিক থাকতে পারব বলে আমি বলতে পারি। আমি নিজেকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারি না।

বেনে। ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে? জগতে কি এমন একজনও নেই যে খাঁটি থাকতে পারে এ ব্যাপারে? কেউ কি বিয়ে না করে ষাট বছর কাটাতে পারবে না? খাওদাও যা খুশি করগে। কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে রবিবারগুলো কাটিয়ে দেবে। ঐ দেখ, ডন পেড্রো তোমাকে খুঁজতে আসছে।

ডন পেড্রোর পুনঃপ্রবেশ

ড. পেড্রো। এখানে তোমরা এমন কি গোপন কাজ করছ যার জন্য লিওনাতোর সঙ্গে যাওনি?

বেনে। আমার অনুরোধ, আপনি আমাকে বলার জন্য কোন চাপ দেবেন না।

ড. পেড্রো। আমার প্রতি তোমার একটা আনুগত্য আছে।

বেনে। শোন ক্লডিও, আমি বোবার মত চুপ করে থাকব তা জেনে রেখো। কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি শুনুন মহামান্য রাজন, ক্লডিও প্রেমে পড়েছে। কার সঙ্গে? তার উত্তরটা খুবই ছোট। তার উত্তর হচ্ছে লিওনাতোর খর্বাকৃতি কন্যা হিরো।

ক্লডিও। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্যি হয় তাহলে তাই হোক।

বেনে। পুরাণের সেই কাহিনীর মত। কিন্তু সে কাহিনীর মত ঠিক এ ব্যাপারটা নয়, তবে তাই যেন হয়।

ক্লডিও। আমার প্রেমের যদি আপাততঃ পরিবর্তন না হয় তাহলে ঈশ্বর করুন তার যেন উল্টো হয়।

ড. পেড্রো। তাই হোক। যদি তুমি তাকে ভালবাস তাহলে সে নিশ্চয়ই মেয়ে হিসাবে খুবই যোগ্য হবে।

ক্লডিও। আপনি কি আমাকে এ ব্যাপারে জড়াবার জন্যই একথা বলছেন?

ড. পেড্রো। সত্যি কথা বলছি, আমি আমার মনের কথা বলেছি।

ক্লডিও। বিশ্বাস করুন, আমি আমার মনের কথা বলেছি।

বেনে। আমি তাকে যে ভালবাসি এটা বেশ বুঝতে পারছি।

ড. পেড্রো। সেও যে পাত্রী হিসাবে যোগ্য তা আমি জানি।

বেনে। আমি বুঝতে পারছি না তাকে কি করে ভালবাসা যায়, সে যে কি করে যোগ্য মেয়ে হলো তাও বুঝলাম না।

ড. পেড্রো। তুমি সৌন্দর্য বিচারের ব্যাপারে একেবারে নাস্তিক।
ক্লডিও। এ বিচার উনি সব সময় ইচ্ছামত করে থাকেন।
বেনে। একজন নারী আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলেন এজন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ দান করি ; একজন নারী আমায় লালন পালন করেন, এজন্য তাঁকেও ধন্যবাদ দিই। কিন্তু তা বলে বিয়ে করে কোন মেয়েকে গলায় ঝোলাতে পারব না, তার জন্য জগতের নারীরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আমি যেমন নারীদের অবিশ্বাস করে তাদের অসম্মান করব না। তেমনি তাদের বিশ্বাস করে আমার নিজের প্রতি কোন অন্যায় করতে পারব না। আসলে তাহলে দাঁড়াল এই যে আমি সারাজীবন অবিবাহিত রয়ে যাব।
ড. পেড্রো। আশা করি আমার মৃত্যুর আগেই আমি দেখব ভালবাসতে গিয়ে তোমার মুখটা মলিন হয়ে যায় কিভাবে।
বেনে। ক্রোধ, অসুস্থতা অথবা ক্ষুধার দ্বারা মলিন হতে পারে আমার মুখ, কিন্তু প্রেমের দ্বারা কখনো হবে না। আমি ভালবাসতে গিয়ে যে পরিমাণ রক্ত হারাব, মদ খেয়ে সে রক্ত আমি যোগাব। ভালবাসার জন্য দরকার হলে আমি বেশ্যাখানায় গিয়ে ধর্ণা দেব। চারণ কবি হয়ে ঘুরে বেড়াব সেও ভাল তবু ভালবেসে বিয়ে করব না।
ড. পেড্রো। ঠিক আছে, তুমি যদি তোমার এই প্রতিশ্রুতি থেকে বিচ্যুত হও তাহলে কিন্তু আমিই তোমাকে দোষ দেব।
বেনে। যদি আমি তাই করি তাহলে আমাকে ফাঁসি দেবে অথবা গুলি করে মারবে। আর যে আমাকে ধরবে তার পিঠ চাপড়ে তার প্রশংসা করবে ও তাকে আদম বলে ডাকবে।
ড. পেড্রো। ঠিক আছে কালক্রমে দেখা যাবে কি হয়। কালক্রমে বলদের কাঁধে জোয়াল পড়বে।
বেনে। বর্বর পশু ষাড় কাঁধে জোয়াল বইতে পারে কিন্তু জ্ঞানবান মানুষ বেনেডিক যদি বিয়ের ভার বহন করে তাহলে ষাঁড়ের শিংগুলো উপড়ে আমার কপালে বসিয়ে দেবে আর একটা কাগজে এই কথাটা লিখে আমার গায়ে ঝুলিয়ে দেবে, 'এইখানে ঘোড়া ভাড়া দেওয়া হবে।' তার মানে হবে 'এই বেনেডিক বিয়ে করে ফেলেছে।'
ক্লডিও। তা যদি সত্যিই একদিন ঘটে তাহলে একদিন তুমি তোমার মাথায় শিং দেখে পাগল হয়ে যাবে।
ড. পেড্রো। না, প্রেমদেবতা যদি ফুলশর না হানে তাহলে তুমি নিজেই ছটফট করবে।
বেনে। তাহলে আমি এক ভূমিকম্পের জন্য প্রতীক্ষা করব।
ড. পেড্রো। ঠিক আছে, কালের বশে চলবে। ইতিমধ্যে মহামান্য বেনেডিক তুমি একবার লিওনাতোর কাছে যাও। তাকে গিয়ে বলবে আমি অতি অবশ্য নৈশভোজনের সময় তার সঙ্গে মিলিত হব, কারণ সে এর জন্য অনেক

যোগাড় করেছে।

বেনে। তার কাছে যাবার আমার আরো অনেক কারণ আছে। সুতরাং বলছি কি—

ক্লডিও। সুতরাং তোমার ব্যাপারটা ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দাও। আমার বাড়ি থেকে—যদি আমার—

ড. পেড্রো। জুলাই মাসের ছয় তারিখে। তোমার প্রিয় বন্ধু বেনেডিক।

বেনে। না না, ঠাট্টা করো না। তোমাদের আলোচনার মধ্যে কিছু টুকরো সত্য আছে। তবে তোমরা তোমাদের বিবেককে পরীক্ষা করে দেখ। আমি চলে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

ক্লডিও। মহারাজ, আপনি আমার কিছু উপকার করতে পারেন।

ড. পেড্রো। আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই কিছু নীতি উপদেশ শিক্ষা দিতে চাই। সে নীতি উপদেশ মেনে চললে তোমার ভালই হবে।

ক্লডিও। আচ্ছা লিওনাতোর কি কোন পুত্রসন্তান আছে ?

ড. পেড্রে। হিরো ছাড়া তার অন্য কোন সন্তান নেই। হিরোই হচ্ছে তার একমাত্র উত্তরাধিকারী। তুমি কি তার রূপে মুগ্ধ হয়েছ ?

ক্লডিও। আপনারা যখন যুদ্ধে গিয়েছিলেন আমি তখন তাকে দেখেছিলাম সৈনিকের দৃষ্টিতে, তখন দেখে তাকে পছন্দ হয়েছিল ঠিক। কিন্তু তখন হাতে বৃহত্তর কাজ থাকায় ভালবাসার কথা ভাবতে পারিনি। কিন্তু এখন আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছি, এবং যুদ্ধের কথা মন থেকে সরে যাওয়ায় তার জায়গায় সূক্ষ্ম মেদুর কামনা ভিড় করে আসছে। এখন বুঝতে পারছি তরুণী হিরো কত সুন্দরী। মনে হচ্ছে যুদ্ধে যাবার আগে যদি তাকে দেখতাম।

ড. পেড্রো। তুমি দেখছি শীঘ্রই প্রেমিক হয়ে যাবে এবং কথার কচকচি দিয়ে শ্রোতাদের কানকে বিদ্ধ করবে। যদি তুমি হিরোকে ভালবেসে থাক এবং সেই ভালবাসা পোষণ করে থাক অন্তরে তাহলে আমি তার সঙ্গে ও তার বাবার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করব। তুমি তাকেই পাবে। এর জন্যই কি তুমি গল্পটা ফাঁদনি ?

ক্লডিও। আপনি কত সুন্দর করে প্রেমের ক্ষততে ওষুধ দিতে পারেন। মানুষের মুখের রং দেখে তার প্রেমজনিত সব দুঃখের কথা বলে দিতে পারেন। কিন্তু আমার এই ভালবাসা ক্ষণিকের আবেগোচ্ছ্বাস বলে যাতে মনে না হয় তার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে আমার ভালবাসার সততার পরিচয় দিয়ে যাব।

ড. পেড্রো। নদীর চেয়ে সেতুটা আরো চওড়া হওয়ার দরকার কেন জান ? তার কারণ হলো প্রয়োজন। আমি তোমার যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করব। আজ রাত্রে আমরা আমোদ প্রমোদ করব। আমি ছদ্মবেশে তোমার অভিনয় করব হিরোর কাছে এবং তাকে বলব যে আমি ক্লডিও। তাকে তখন আমি মনের কথা খুলে বলব। তাকে আমার সব কথা শুনতে বাধ্য করব। তার

বাবার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করব। পরিশেষে এই কথা দাঁড়াল যে তুমি তাকে পাবে এবং শীঘ্রই তার ব্যবস্থা করা হবে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। লিওনাতোর বাসভবন।
লিওনাতো ও এ্যান্টনিওর গোপনে প্রবেশ

লিও। কেমন আছ ভাই? তোমার পুত্র কোথায়? সে কি এই গান বাজনার ব্যবস্থা করেছে?

এ্যান্ট। হ্যাঁ, সে এ বিষয়ে খুবই ব্যস্ত। তবে ভাই, তোমাকে আমি এমন এক অদ্ভুত খবর দেব যা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।

লিও। খবরটা কি ভাল?

এ্যান্ট। খবরটা আপাতদৃষ্টিতে ভাল লাগবে। আজ আমার বাগানে যখন রাজা আর ক্লডিও একসঙ্গে বেড়াচ্ছিল তখন তাদের কথাবার্তা আমার একজন লোক শুনতে পায়। রাজা ক্লডিওকে বলে যে তোমার কন্যা আমার ভাইঝিকে ভালবাসে। আজ রাতে এক নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। আজ যদি তাকে কেউ নৃত্যানুষ্ঠানে দেখতে পায় সে নাকি এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

লিও। যে লোক এ খবর তোমায় দিয়েছে তার বুদ্ধি বলে কোন জিনিস আছে?

এ্যান্ট। লোকটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। আমি তাকে ডেকে পাঠাব। তুমি নিজে তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করবে।

লিও। না না, ঘটনাটা না ঘটা পর্যন্ত আমরা এটা স্বপ্ন বলে মনে করব। কিন্তু আমি এ খবরটা আমার মেয়েকে জানাব যাতে সে কার্যক্ষেত্রে এর উপযুক্ত জবাব দিতে পারে। যাও তাকে এ ব্যাপারটা জানাও। (মঞ্চের উপর দিয়ে কয়েক জন চলে গেল দেখে) ভাই, তাহলে তোমাকে যা করতে বলেছি তা করে ফেল। ক্ষমা করো ভাই। চল আমিও যাই। আমি তোমার কথামত চলব। লক্ষ্য রাখবে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। লিওনাতোর বাসভবন।
ডন জন ও কনরেডের প্রবেশ

কন। আপনার মনটা অতিরিক্ত বিষাদে ভরা কেন হুজুর?

ড. জন। যে ঘটনা এই বিষাদের জন্য দায়ী তারও যেমন শেষ নেই এই বিষাদেরও তেমনি শেষ নেই।

কন। আপনি যুক্তি সহকারে কাজ করুন।

ড. জন। কিন্তু তার ফলে কী এমন ভাল ফল পাব?

কন। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার না পেলেও তার ফলে অন্ততঃ ধৈর্যসহকারে সব কিছু সহ্য করতে পারবেন।

ড. জন। আমি একথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে শনির লগ্নে তোমার জন্ম হলেও তুমি পরের দুঃখে নৈতিক প্রতিকারের প্রলেপ দিচ্ছ। আমি নিজে যা

ভাল বুঝি তা পরিষ্কার করে বলতে কোন বাধা নেই। কোন সঙ্গত কারণ থাকলে আমি অবশ্য বিষণ্ণ বোধ করি। কিন্তু বিনা কারণেই হাসতে পারি। ক্ষিদে পেলে খাই আর ঘুম পেলে ঘুমোই। অপর কোন লোকের কাজের ধার ধারি না। মনে আনন্দ এলে হাসি এবং পরের সুখে হিংসা করি না।

কন। কিন্তু এসব বিনা চেষ্টাতেই করা উচিৎ। সম্প্রতি আপনার ভাই-এর সঙ্গে আপনি বিরোধিতা করছেন এবং আপনার ভাই আপনাকে হাত করেছেন। তবে আপনার নিজের সুবিধামত ঘটনাকে খাপ খাইয়ে নেবেন।

ড. জন। আমি বরং বন বা ঝোপের মধ্যে কীট হয়ে থাকব তবু তাঁর বাগানে গোলাপ হয়ে থাকব না। আমি সকলের ঘৃণা লাভ করব সে ভাল, তবু কারো ভালবাসা চাইব না। আমি কোন সৎ তোষামোদকারী হতে চাই না। তার চেয়ে আমি সরল প্রকৃতির শয়তান হয়ে থাকতে চাই। আমাকে বন্দুক ও অস্ত্র দিয়ে বিশ্বাস করতে পার। আর আমি খাঁচার মধ্যে বসে গান করতে চাই না। আমার মুখ থাকলে কামড়াব এবং স্বাধীনতা থাকলে আমি আমার ইচ্ছামত কাজ করবই। ইতিমধ্যে আমি যা তাই থাকতে দাও আমায়, আমাকে বদলাবার চেষ্টা করো না।

কন। আপনার অসন্তোষকে কোন কাজে লাগাতে পারেন না?

ড. জন। হ্যাঁ, আমি তা কাজে লাগাই। কে আসছে?

বোরাশিওর প্রবেশ

কি খবর বোরাশিও?

বোরা। আমি এক বিরাট নৈশভোজন থেকে এইমাত্র আসছি। আপনার ভাই রাজা লিওনাতোর দ্বারা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। আমি আপনাকে এক সুপরিকল্পিত বিয়ের কথা জানাতে পারি।

ড. জন। এর ফলে কারো কোন ক্ষতি করা হবে কি? কোন সে নির্বোধ যে বিয়ের বলি হতে যাচ্ছে?

বেনে। কে আবার, আপনার ভাইএর ডান হাত?

ড. জন। কে? খুব ভাল লোক ক্লডিও?

বোরা। হ্যাঁ, সেই।

ড. জন। একজন প্রকৃত জমিদার। কিন্তু পাত্রী কে? যার উপর নজর পড়েছে তার?

বোরা। হিরোর উপর। লিওনাতোর কন্যা এবং উত্তরাধিকারিণী।

ড. জন। তাহলে খুব ভালই পাত্রী। কেমন করে তুমি জানতে পারলে এ কথা?

বোরা। আমি একটা ঘর থেকে শুনলাম রাজা আর ক্লডিও এ বিষয়ে কথা বলছে। আমি ওৎ পেতে তাদের কথা শুনে জানতে পারলাম যে রাজা আজ ছদ্মবেশে হিরোকে প্রেম নিবেদন করে তার মন জয় করে পরে কাউন্ট ক্লডিওর হাতে তাকে সমর্পণ করবে।

ড. জন। এস, এস। চল আমরা সেখানে যাই। এতে কিন্তু আমার অসন্তোষ বেড়েই উঠবে। কারণ আমার শুধু এই কথাটা মনে জাগবে যে আমরা বৃদ্ধরা যে ভালবাসার রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছি যুবকরা সে রাজ্য দখল করে নিয়েছে। তোমরা আমাকে একটা কাজে সাহায্য করবে?
কন। হ্যাঁ, আপনার জন্য মৃত্যু বরণ করতেও পারব।
ড. জন। চল সেই বিরাট নৈশভোজনে যোগদান করিগে। আমি হেরে গিয়েছি শুনে তারা বেশী আনন্দ পাবে। রাঁধুনিটা যদি আমার মনোমত হত। কি করতে হবে ওখানে গিয়ে ঠিক করা হবে।
বোরা। আপনি যা বলবেন তাই করব। (যুবকের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লিওনাতোর বাসভবনের অভ্যন্তরে একটি বড় কক্ষ।

লিওনাতো, এ্যান্টনিও, হিরো, বিয়াত্রিস, মার্গারেট,
আর্সুলা ও অন্যান্যদের প্রবেশ

লিও। আচ্ছা কাউন্ট জন কি নৈশভোজনে আসেননি?
এ্যাণ্ট। আমি তাঁকে দেখিনি।
বিয়া। ভদ্রলোককে দেখতে বড় বিশ্রী লাগে। তাকে দেখার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গাটা জ্বালা জ্বালা করে আমার।
হিরো। লোকটা সব সময়েই বিষণ্ণ থাকে।
বিয়া। লোকটা অর্ধেকটা ঠিক বেনেডিকের মত। দুজন দুরকমের। একজন পাথরের প্রতিমূর্তির মত কোন কথাই বলে না, আর একজন অনবরতই বকবক করে।
লিও। তাহলে বেনেডিকের জিব আছে কাউণ্ট জনের মুখে আর কাউণ্ট জনের অর্ধেক বিষাদ আছে বেনেডিকের মুখে।
বিয়া। লোকটার পা আর পায়ের পাতাটা ভাল কাকা। লোকটার টাকাও আছে। এই ধরনের লোক জগতের যে কোন মেয়ের মন জয় করতে পারবে।
লিও। সত্যি কথা বলছি ভাইঝি, তোমার কখনো বিয়েই হবে না, যদি তোমার মুখের জোর না থাকে।
এ্যাণ্ট। সত্যিই মেয়েটা বড় অভিশপ্ত।
বিয়া। অভিশপ্ত মানে, খুব বেশী অভিশাপগ্রস্ত। লোকে বলে ঈশ্বর নাকি অভিশপ্ত গরুকে ছোট শিং দেন আর খুব বেশী অভিশপ্ত গরুকে মোটেই শিং দেন না।

লিও। সুতরাং যেহেতু তুমি খুব বেশী অভিশপ্ত, ঈশ্বর তোমাকে মোটেই কোন শিং দেবেন না।

বিয়া। ঠিক তাই। ঈশ্বর যদি আমাকে কোন স্বামী না দেন, তাহলে আমি রোজ সকালে বিকালে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করব ঈশ্বরের কাছে। আমি আমার স্বামীর মুখে কোন চুল দাড়ি সহ্য করতে পারব না।

লিও। যার মুখে দাড়ি নেই এমন লোককে তুমি স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে পার।

বিয়া। তাকে নিয়ে আমি কি করব? আমার পোষাকে তাকে সাজিয়ে আমার পরিচারিকা বানিয়ে রাখব। যার মুখে দাড়ি আছে তার যৌবন পার হয়ে গেছে আর যার মুখে দাড়ি নেই সে পুরুষ মানুষই নয়। সুতরাং সে যুবক নয়, তাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই আর যে মানুষ নয় আমাকে তার কোন প্রয়োজন নেই।

লিও। তুমি কি তাহলে নরকে যাবে নাকি?

বিয়া। না। তবে নরকের দ্বার পর্যন্ত যাব আর সেখানে এক শিংওয়ালা এক শয়তান আমাকে দেখতে পেয়ে বলবে, বিয়াত্রিস, স্বর্গে যাও। নরকে তোমাদের মত কুমারী মেয়ের স্থান হবে না। সুতরাং আমার সাঙ্গপাঙ্গদের নরকে রেখে আমি চলে যাব স্বর্গে আর শিংওয়ালা শয়তানটা আমাকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে যেখানে অবিবাহিত লোকরা বসে থাকে। সেখানে আমরা কুমারীরা গিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করব।

এ্যাণ্ট। (হিরোর প্রতি) আচ্ছা ভাইঝি, আমার মনে হয় তুমি তোমার পিতার কথা শুনবে।

বিয়া। সত্যিই তাই। আমার কাকার মত আমার অত পিতৃভক্তি নেই। আমার কাকা বরং বলতে পারে, বাবা তুমি যা করবে তাই হবে।

লিও। শুনছ ভাইঝি, আমি কিন্তু তোমাকে বিবাহিত দেখতে চাই।

বিয়া। যতদিন না পুরুষ মানুষরা মাটি ছাড়া অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি না হবে ততদিন আমি বিয়ে করব না। মাটি দিয়ে তৈরি একটা পুরুষ যদি কোন মেয়েকে শাসন করে সেটা সে মেয়ের পক্ষে শোক দুঃখের কারণ হয় না কি? না কাকা, আমি তা পারব না। আদমের পুত্ররা আমার জ্ঞাতি ভাই। সত্যি কথা বলতে কি, আপন জ্ঞাতিভাইকে বিয়ে করা এক পাপের কাজ।

লিও। শোন কন্যা, আমি যা বলেছি তা যেন মনে রেখো। রাজা যদি তোমার প্রেম প্রার্থনা করে তাহলে তার যথাযোগ্য উত্তর যেন দিও।

বিয়া। দোষটা আমার নয়, দোষটা গানের সুরের। ঠিক সময়ে যদি গানের সুরটা আমার মন গলাতে না পারে তাহলে সে দোষটা বাদ্যযন্ত্রের। রাজা যদি তোমাদের চোখে এত ভাল পাত্র হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে বলবে সবকিছুর মধ্যে একটা তাল আর ছন্দ আছে। সুতরাং নাচ দেখিয়ে তাকে তাল মান শিখিয়ে দেবে। তার মুখের মত জবাব দেবে।

লিও। ভাইঝি, তুমি আমার কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ।

বিয়া। আমার চোখটা ভাল কাকা। দিনের আলোতে আমি গীর্জাগুলো ভালই দেখতে পাই।

লিও। মুখোশ নৃত্যে অংশগ্রহণকারীরা এসে গেছে ভাই। তাদের জায়গা করে দাও।

(এ্যাণ্টনিও মুখোশ পরল)

ডন পেড্রো, ক্লডিও, বেনেডিক, বালথাসার, ডন জন ও বোরাশিওর মুখোশ পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ

ড. পেড্রো। হে মহিলা, তুমি কি তোমার বন্ধুর সঙ্গে নাচবে ?

হিরো। তুমি নীরবে মধুর দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চল। আমি তোমার সঙ্গেই নাচব।

ড. পেড্রো। আমাকে তোমার সঙ্গ দান করবে ?

হিরো। যখন খুশি হবে আমি সম্মত হব তোমার কথায়।

ড. পেড্রো। কখন তুমি খুশি হয়ে রাজী হবে আমার কথায় ?

হিরো। যখন তোমাকে ভাল লাগবে আমার। তার আগে যেন ঘৃণা আমার মন জুড়ে থাকে।

ড. পেড্রো। আমার ঘরে আছে লোক। যদি ভালবাস তাহলে আস্তে কথা বল।

(আড়ালে নিয়ে গেল হিরোকে)

বাল। আমাকে তোমার পছন্দ হয় ত ?

মার্গা। তোমার খাতিরেই আমি তোমাকে পছন্দ করব না। আমার অনেক দোষ আছে।

মার্গা। আমি খুব উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করি।

বাল। তার জন্যে আমি তোমাকে আরো বেশী করে ভালবাসব। তোমার প্রার্থনা যারা শুনবে তারা তথাস্তু বলে জানবে তোমায়।

মার্গা। ঈশ্বর আমাকে যেন একজন সুন্দর নাচিয়েকে স্বামী হিসাবে দান করেন!

বাল। তথাস্তু।

মার্গা। আর নাচের সময় সে যেন আমার চোখের দৃষ্টির বাইরে থাকে।

বাল। আর কোন কথা নয়।

আর্সুলা। আমি আপনাকে চিনি। আপনি মহামান্য এ্যাণ্টনিও।

এ্যাণ্ট। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, আমি তা নই।

আর্সুলা। আপনার মাথা নাড়ার ধরণ দেখে আপনাকে তাই মনে হচ্ছে।

এ্যাণ্ট। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এ্যাণ্টনিওর ভূমিকায় অভিনয় করছি।

আর্সুলা। আপনি যদি এ্যাণ্টনিও না হন তাহলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। আপনি ঠিক এ্যাণ্টনিও। তাঁর মত শুকনো কাঠের মত হাতটা

ওঠানামা করছে। আপনি তিনিই।

এ্যান্ট। এক কথায় বলছি, আমি তিনি নই।

আর্সুলা। আপনি কি মনে করছেন আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখেও আমি আপনাকে চিনতে পারছি না? মানুষের গুণ কি কখনো ঢাকা থাকে? আপনি হচ্ছেন তিনি।

বিয়া। কে তোমাকে একথা বলল বলবে কি?

বেনে। না, আমাকে ক্ষমা করবে।

বিয়া। তুমি কে সেকথা তুমিও কি বলবে না?

বেনে। এখন না।

বিয়া। এটা সত্যিই ঘৃণার ব্যাপার। আমি বলতে পারি একথা বেনেডিক বলেছে।

বেনে। কে সে?

বিয়া। তুমি তাকে ভালভাবেই চেন।

বেনে। বিশ্বাস করো, আমি জানি না।

বিয়া। সে কি কখনো তোমাকে হাসায়নি?

বেনে। আমার অনুরোধ, বলত সে কে?

বিয়া। সে রাজবিদূষক মোটেই নয়। সে একজন আসলে নির্বোধ ভাঁড়। সে খালি পরের নিন্দে করে বেড়ায়। একমাত্র উচ্ছৃংখল ব্যক্তিরাই তার সাহচর্যে আনন্দ পায়। তার প্রশংসা করার যদি কিছু থাকে তা হলো তার শয়তানি, প্রশংসা করার মত বুদ্ধি তার নেই। একই সঙ্গে সে সকলকে আনন্দ দেয় আর তাদের রাগিয়ে তোলে। লোকে তাই তাকে দেখে উপহাস করে মারে। মনে হয় সে এখন দূরে আছে; সে এখন আমার কাছে থাকলে ভাল হত।

বেনে। আমি যখন লোকটাকে চিনি আমি তোমার কথা তাকে সব বলে দেব।

বিয়া। তাই করো। তবে লোকটা আমার উপর টেক্কা দিতে চায়। খালি তুলনা দেবে। আমরা হাসলে বা ঠাট্টা করলে বিষণ্ণ হয়ে কি ভাবে। আজ রাতে ও বোধ হয় খাবে না। চল আমরা আমাদের নেতাদের অনুসরণ করি।

বেনে। সব ভাল ভাল কাজেই নেতাদের অনুসরণ করা উচিত।

বিয়া। যদি তাঁরা আমাদের কুপথে চালিত করেন তাহলে পরের বার থেকে আমরা তাঁদের অনুসরণ করব না। (নৃত্য। ডন জন, ক্লডিও, বোরাশিও ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

ডন জন। একথা সত্যি যে আমার ভাই হিরোর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছে এবং এই প্রেমের জন্যেই সে তার পিতার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে ফেলেছে। মেয়েরা সব চলে যাও। শুধু একজন মুখোশধারী নাচিয়ে থেকে যাও।

বোরা। আমি জানি তিনি হচ্ছেন ক্লডিও; আমি তার চেহারা দেখেই বুঝতে পারি।

ডন জন। তুমি কি সিনিয়র বেনেডিক নও?

ক্লডিও। তুমি আমাকে ভালভাবেই চেন; আমিই হচ্ছি সেই।

ডন জন। শোন ভদ্র, তোমাকে আমার ভাই খুব ভালবাসে। সে এখন হিরোর প্রতি প্রেমাসক্ত। আমার অনুরোধ তুমি তাকে এই প্রেমাসক্তি থেকে নিবৃত্ত করো। কারণ মেয়েটি পাত্রী হিসাবে আমাদের বংশমর্যাদার উপযুক্ত নয়। রাজার সঙ্গে এ বিষয়ে কাজ করলে তুমি তা পারবে।

ক্লডিও। কি করে তুমি জানলে যে সে হিরোকে ভালবাসে?

ডন জন। আমি তাকে এই প্রেমের ব্যাপারে শপথ করতে শুনেছি।

বোরা। আমিও তাই শুনেছি। সে শপথ করেছে আজ রাতেই সে তাকে বিয়ে করবে।

ডন জন। চল আমরা ভোজসভায় যাই।

(ডন জন ও বোরাশিওর প্রস্থান)

ক্লডিও। এইভাবে আমি ক্লডিও কান দিয়ে যত সব দুঃসংবাদ শুনে বেনেডিকের নামে তার জবাব দিলাম। কথাটা সত্যি, যুবরাজ প্রেম করছেন। একমাত্র প্রেমের বিষয় ছাড়া বন্ধুত্ব আর সব বিষয়েই ঠিক থাকে। সুতরাং যারা প্রেমে পড়ে তারা সবাই আপন সুরে কথা বলে। তারা সবাই নিজের চোখ দিয়ে দেখে ও বিচার করে, অন্য কারো কথা শোনে না। সৌন্দর্যের মধ্যে আছে এমনই এক যাদু যার মোহের কাছে মানুষের সব বিশ্বাসের দৃঢ়তা গলে জল হয়ে যায়। একথার যে প্রমাণ আমি পেয়েছি তা অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং বিদায় হিরো।

বেনেডিকের পুনঃপ্রবেশ

বেনে। কাউন্ট ক্লডিও?

ক্লডিও হ্যাঁ, বল আমিই সেই ক্লডিও।

বেনে। এস, যাবে আমার সঙ্গে?

ক্লডিও। কোথায়?

বেনে। নিকটেই যাব, তোমার নিজের জেলায় কাজের জায়গায়। কিভাবে গলার মালাটা পরবে? সুদখোরের শিকলের মত না লেফটন্যান্টের রুমালের মত? যে কোন একজনের মত গলায় তোমায় পরতেই হবে, কারণ যুবরাজ তোমার হিরোকে হাত করে ফেলেছে।

ক্লডিও। আমি চাই যুবরাজ তাকে পেয়ে সুখী হোক।

বেনে। কথাটা বললে গরুর সং পাইকারের মত। কিন্তু তুমি কি মনে কর যুবরাজ তোমার ভাল করছে?

ক্লডিও। দয়া করে তুমি আমায় একা থাকতে দাও।

বেনে। বাঃ, তুমি দেখছি অন্ধ লোকের মত কাজ করছ। যে ছেলেটি

তোমার মাংস চুরি করেছে তাকে না মেরে তুমি মারছ একটা স্তম্ভকে।
ক্লডিও। যদি তা না কর আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাব। (প্রস্থান)
বেনে। হায়, হতভাগ্য আহত বনমুরগী। তখন ও গিয়ে ঢুকবে বনের ভিতর। আমার প্রিয়তমা বিয়াত্রিস আমাকে জেনেও জানবে না। যুবরাজ হচ্ছে বোকা লোক। হা! আমি যুবরাজ সেজে গেলে বেশ মজা হবে। কারণ আমি এখন মনের আনন্দে আছি। তবে এতে কিন্তু আমার নিজের উপরই অবিচার করা হবে, কারণ আমি ত আর আসলে যুবরাজ নই আর তার মত আমার খ্যাতিও নেই। বিয়াত্রিসের মনটা বড় ছোট আর তিক্ত আর তার জন্তে জগতের সব কিছুকেই ছোট ভেবে অগ্রাহ্য করে। সেই জন্তে আমাকে ও প্রত্যাখ্যান করে। এখন আমি তার প্রতিশোধ নেব।

ডন পেড্রোর পুনঃপ্রবেশ

ড. পেড্রো। আচ্ছা মশাই, কাউণ্ট কোথায় জানেন? তাঁকে দেখেছেন?
বেনে। মহাশয়, আমি তাঁকে বলেছিলাম যে আপনি এই যুবতী নারীর শুভেচ্ছা লাভ করেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে সেই উইলো গাছের তলায় বসেছিলাম। আমি তাঁকে একটা পরিত্যক্ত মালার মত জ্ঞান করেছিলাম অথবা একটা খুঁটিতে বেঁধে রেখে দিতে চেয়েছিলাম যাতে তাঁকে সহজেই বেত্রাঘাত করা যায়।
ড. পেড্রো। বেত্রাঘাত! কেন, কী দোষ তিনি করেছেন?
বেনে। তিনি সামান্ত একটা স্কুলবালকের মত পরিষ্কার ন্তায়-নীতি সব লঙ্ঘন করেছেন। ছোট ছেলেরা যেমন কোন বাসা দেখতে পেয়ে তার সঙ্গীকে দেয় আর সেই সঙ্গী তা চুরি করে নেয় তেমনি উনিও নিজের জিনিস ছেড়ে দিচ্ছেন।
ড. পেড্রো। তুমি কি মানুষকে বিশ্বাস করা অন্যায় বলবে? চুরি করাটাই ন্তায় নীতি লঙ্ঘনের কাজ?
বেনে। তা না হয় মানলাম। তবে মালাটা বা লাঠিটা ত আর মিথ্যা হবার নয়। মালাটা সে পরবে নিজের গলায় আর লাঠিটা দিয়ে সে আঘাত দেবে তোমার গায়ে, কারণ তুমি তার পাখির বাসাটা চুরি করেছ।
ড. পেড্রো। আমি সে পাখিদের গান গাইতে শেখাব। তারপর ফিরিয়ে দেব মালিকের কাছে।
বেনে। যদি তাদের গানে তোমার কথার জবাব মেলে তাহলে বুঝতে হবে তোমার কথা ঠিক।
ড. পেড্রো। তোমার সঙ্গে সুন্দরী বিয়াত্রিসের একটা ঝগড়া আছে। যে ভদ্রলোক তার সঙ্গে নেচেছিলেন তিনি তাকে বলেন যে তুমি নাকি তার উপর অবিচার করেছ।
বেনে। ওরা আমার সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করেছে যে তা সহ্য করা যায় না। একটা সবুজ পাতাওয়ালা ওক গাছই তার কথার জবাব দিতে পারত। আমার

মুখোশটা জীবন্ত হয়ে উঠে ঝগড়া করতে লেগে গেল তার সঙ্গে। আমার আত্মমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে সে আমাকে বলল যে আমি হচ্ছি রাজার বিদূষক, আমি হচ্ছি খুব বোকা। আমার উপর এমনভাবে বিদ্রূপ বর্ষণ করতে লাগল যে আমি মুখোশধারী নাচিয়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম আর উপস্থিত সকলেই আমাকে দৃষ্টি দ্বারা বিদ্ধ করতে লাগল। তার প্রতিটি কথা ছুরির মত শানিত। তার নিঃশ্বাসে এমন ভয়ঙ্কর বিষ মেশানো আছে যে কোন জীবন্ত প্রাণী তার মুখের কাছে নাকের কাছে যেতে পারে না। তার নিঃশ্বাসের সেই বিষ সুদূর আকাশের ধ্রুবতারাকেও কলুষিত করে তুলবে। যত গুণাবলীতেই ভূষিত হোক না কেন আমি ও মেয়েকে বিয়ে করব না। তার পোষাকের থেকে হিংসা ও নরহত্যার দেবী এটের পোষাক ভাল। ঈশ্বর করুন, কোন পাপী লোক যেন তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। ও যখন যেখানে থাকে সেইখানেই শুরু হয় নারকীয় গোলমাল। লোকে যেন নরকে যাবার জন্যেই ওর প্রতি কামনায় ফেটে পড়ে।

ক্লডিও, বিয়াত্রিস, লিওনাতো ও হিরোর পুনঃপ্রবেশ

ড. পেড্রো। দেখ দেখ ও আসছে।

বেনে। আপনি কি আমায় জগতের আর এক প্রান্তে কোন কাজ দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে? যে কোন সামান্য অজুহাতে আমি চলে যাব পৃথিবীর শেষ প্রান্তে। আমি সুদূর এশিয়া থেকে একটা দাঁত তোলার যন্ত্র এনে দেব। আদ্যিকালের বুড়ো শাঁখের দাড়ি থেকে চুল এনে দেব। পিগমিদের কাছে পাঠাবার মত কোন খবর আছে কি? আমাকে দেবার মত কোন কাজ নেই?

ড. পেড্রো। না, কোন কিছুই নয়, আমি চাই শুধু তোমার সাহচর্য।

বেনে। হা ভগবান! কিন্তু আমি ত কাউকে সঙ্গদানের কাজটা পছন্দ করি না। আমি অন্য কারো কথা কি, আমি আমার নিজের কথাই সহ্য করতে পারি না। (প্রস্থান)

ড. পেড্রো। এস মেয়ে এস, তুমি মহামান্য বেনেডিকের অন্তর হারিয়েছ।

বিয়াত্রিস। তা বটে প্রভু, সে তার অন্তরটা আমায় ধার দিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। তার বিনিময়ে আমিও আমার অন্তরটা দিয়েছিলাম। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে আপনি অবশ্য বলতে পারেন আমি আমার অন্তরটা হারিয়েছি।

ড. পেড্রো। কিন্তু তুমি তাকে বশীভূত করে ফেলেছ সুন্দরী।

বিয়া। কিন্তু আমি চাই না সে আমাকে বিয়ে করুক আর আমি কতকগুলো মূর্খ সন্তানের জননী হই। আমি কাউন্ট ক্লডিওকে সঙ্গে করে এনেছি যাঁর খোঁজ করার জন্য আপনি আমায় পাঠিয়েছিলেন।

ড. পেড্রো। কি করব কাউন্ট? তুমি বিষণ্ণ কেন?

ক্লডিও। বিষণ্ণ নয় ত প্রভু।

ড. পেড্রো। তবে কি অসুস্থ?

ক্লডিও। তাও না প্রভু।

বিয়া। কাউন্ট অসুস্থও নয়, বিষণ্ণও নয়, আবার সুস্থও নয়, অসুস্থও নয়। একেবারে কমলালেবুর মত গোল আর ঐ রকম তার রং।

ড. পেড্রো। তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ওর মুখের ভাবটা হবে মিথ্যা। শোন ক্লডিও, তোমার নামে আমি হিরোর কাছে প্রেম নিবেদন করেছিলাম এবং এখন তার মন আমরা জয় করেছি। আমি তার বাবাকে কথাটা বলেছি এবং এবিষয়ে তার সম্মতিও লাভ করেছি। এবার বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করো। ঈশ্বর তোমাদের সুখী করুন।

লিও। কাউন্ট, তুমি আমার কন্যাকে গ্রহণ করো। তার সঙ্গে তার সমস্ত সম্পত্তিও তোমারই প্রাপ্য। তুমি তার উপযুক্ত পাত্র।

বিয়া। বল কাউন্ট, কী, তোমার এতে মত আছে ত?

ক্লডিও। নীরবতা হচ্ছে আনন্দের প্রকৃত দূত। মানুষ কত সুখী তা মুখে বললে তার সে সুখ ছোট হয়ে যায়, তার সুখের গুরুত্ব ও গৌরব কমে যায়। হে সুন্দরী, তুমি যেমন আমার, আমিও তেমনি শুধু তোমার। আমি নিজেকে সঁপে দিচ্ছি তোমার কাছে। আমি চাই চিরস্থায়ী হোক আমাদের এই হৃদয়-বিনিময়।

বিয়া। কি বলতে চাও বল ভাই। আর যদি কিছু বলতে না পার তাহলে একটা চুম্বন দিয়ে ওর মুখটা বন্ধ করে দাও যাতে সেও কোন কথা বলতে না পারে।

ড. পেড্রো। সত্যি বলছি মেয়ে, তোমার মনটা কিন্তু হাসি খুশিতে ভরা।

বিয়া। তা বটে প্রভু। ধন্যবাদ হে হতভাগ্য নির্বোধ। আমার ভাই ওকে বলে দিয়েছে ও নাকি আমার মন জয় করে ফেলেছে।

ক্লডিও। আর সেও আমার মন জয় করে ফেলেছে ভাই।

বিয়া। এই মিলনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এইভাবেই দুনিয়ার সব লোক চলে। কিন্তু আমি চলব না, কারণ আমি অভিজ্ঞতার পোড় খাওয়া মানুষ। আমি বরং পৃথিবীর এক কোণে বসে এক স্বামীর জন্য চেঁচাব।

ড. পেড্রো। সুন্দরী বিয়াত্রিস, আমি তোমার স্বামী এনে দেব।

বিয়া। আমি বরং আপনার পিতার কোন সন্তানকে গ্রহণ করব। তারা সবাই স্বামী হিসাবে যোগ্য।

ড. পেড্রো। তুমি কি আমাকে গ্রহণ করবে সুন্দরী?

বিয়া। না না প্রভু। আমাকে তাহলে কাজের জন্য আর একজনকে গ্রহণ করতে হবে। আপনার দাম এত বেশী যে আপনাকে প্রত্যহ ব্যবহার করা যাবে না। তবে আমাকে কিন্তু ক্ষমা করবেন। আমি আনন্দের কথা অনেক বললেও বাজে কথাই বেশী বলি।

ড. পেড্রো। তোমার মৌনতা দেখলে আমার রাগ হয়। হাসি খুশিতেই তোমাকে ভাল মানায়। নিশ্চয় কোন আনন্দঘন শুভ মুহূর্তে তোমার জন্ম হয়।

বিয়া। না প্রভু, মুহূর্তটা ঠিক শুভ না, কারণ আমার জন্মের সময় আমার মা নিশ্চয় প্রসব বেদনায় চিৎকার করেছিল আর তখন দূর আকাশে একটা তারা নাচছিল। ভাই, ঈশ্বর তোমাদের সুখী করুন।

লিও। ভাইঝি, আমি যা যা তোমাকে বলেছি মনে রাখবে ত ?

বিয়া। আমাকে ক্ষমা করবেন। (প্রস্থান)

ড. পেড্রো। সত্যি কথা বলতে কি মেয়েটা খুবই আমোদপ্রিয়।

লিও। ওর মধ্যে বিষাদের কোন নামগন্ধ নেই। একমাত্র ঘুমন্ত অবস্থাতেই ওকে কিছুটা বিষণ্ণ দেখায়। আমি আমার মেয়ের কাছে শুনেছি ও প্রায়ই দুঃখের স্বপ্ন দেখে আর হাসতে হাসতে জেগে ওঠে।

ড. পেড্রো। ও স্বামীর কথা শুনতেই চায় না।

লিও। না। কোনক্রমেই না। ও ওর প্রেমিকদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেয়।

ড. পেড্রো। বেনেডিকের স্ত্রী হিসাবে ওকে বেশই মানাবে।

লিও। ওদের দুজনের বিয়ে হলে কথা বলে বলে ওরা পাগল করে তুলবে নিজেদের।

ড. পেড্রো। কাউণ্ট ক্লডিও, তুমি কখন গীর্জায় যাবে ঠিক করেছ ?

ক্লডিও। আগামী কাল প্রভু। বিয়ের অনুষ্ঠান সব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময়টা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে।

লিও। সোমবারের আগে তা হবে না। আমার পুত্র সাতদিন এখানে নেই। আর তাছাড়া এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার. মনোমত সব আয়োজন হয়ে উঠবে না।

ড. পেড্রো। সময়টা কি করে কাটবে ভাবতে হবে না তোমায়। যদি তোমরা তিনজনে আমায় সাহায্য করো তাহলে আমি বেনেডিক ও বিয়াত্রিস দুজনকে এক বিরাট ভালবাসার পাহাড়ের চূড়ার উপর তুলে দেব। আমার কথামত তোমরা যদি সাহায্য করো তাহলে আমি আমার মনোমত ব্যাপারটাকে সাজিয়ে তুলব।

লিও। কথা দিলাম প্রভু। দশ দশটা রাত আমায় জেগে কাটাতে হলেও আমি আপনার কথামত চলব।

ক্লডিও। আমি প্রভু।

ড. পেড্রো। হিরো তুমি ?

হিরো। একজন ভাল পাত্রের হাতে আমার বোনকে তুলে দেবার জন্য আমি ভদ্রভাবে যে কোন কাজ করতে রাজী আছি।

ড. পেড্রো। আমি যতদূর জানি পাত্র হিসাবে বেনেডিক খারাপ নয়। সুতরাং আমি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে পারি। সে সত্যিই মহৎ প্রকৃতির মানুষ, সাহস ও সততায় পরিপূর্ণ তার অন্তর। আমি তোমায় শিখিয়ে দেব, তোমার বোনকে বেনেডিকের প্রতি প্রেমাসক্ত করে তোলার জন্য কি কি করতে

হবে। আর তোমাদের সাহায্যে আমি দেখব বেনেডিক যাতে বিয়াত্রিসের প্রেমে পড়ে। একাজ যদি করতে পারি তাহলে আমরাই হব প্রেমের দেবতা এবং তার সব গৌরব আমরাই লাভ করব। এস তোমরা আমার সঙ্গে। আমি আমার পরিকল্পনার কথা একে একে বলব তোমাদের।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। লিওনাতোর বাসভবন।

ডন জন ও বোরাশিওর প্রবেশ

ড. জন। কথাটা সত্যি। কাউণ্ট ক্লডিও লিওনাতোর কন্যাকে বিয়ে করবে।

বোরা। তা অবশ্য বটে প্রভু, তবে আমি এ বিয়ে ভেঙে দিতে পারি।

ড. জন। এ বিষয়ে যে কোন বাধা বা প্রতিকূলতা সাদরে গৃহীত হবে আমার দ্বারা। আমি তাকে মোটেই দেখতে পারি না। তার প্রেমকে নষ্ট করে দিতে পারে এমন যে কোন পন্থাই আমি অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করব। কেমন করে এ বিয়ে ভেঙে দিতে পার ?

বোরা ! সৎভাবে নয় প্রভু। তবে এমন গোপনে কাজটা করব যে কোন অন্যায় আমার মধ্যে কেউ খুঁজেই পাবে না।

ড. জন। সংক্ষেপে বল কেমন করে কি করবে।

বোরা। আশা করি আপনার একটা কথা মনে আছে, হিরোর পরিচারিকা মার্গারেটের সঙ্গে আমার কতখানি ভাব আছে আমি তা আপনাকে বলেছিলাম।

ড. জন। হ্যাঁ, তা মনে আছে।

বোরা। গভীর রাত্রিতে আমি তাকে তার মনিবকন্যার ঘরের জানালার দিকে নজর রাখতে বলব।

ড. জন। এই বিয়েটা বন্ধ করে কি এমন লাভ হবে ?

বোরা। এর থেকে যদি কিছু খারাপ ঘটে তাহলে আপনি সেটা সামলাবেন। আপনি আপনার ভাই যুবরাজের কাছে চলে যান। তাঁকে বলুন, তিনি তাঁর খ্যাতিমান ভাই ক্লডিওর সঙ্গে একটা অসতী কলঙ্কিত মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাঁর নিজের প্রতিই অসম্মান করছেন। আর সে মেয়ে হচ্ছে হিরো।

ড. জন। এর থেকে কি প্রমাণ হয় ?

বোরা। এর থেকে যুবরাজের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হবে, ক্ডিওকে বিরক্ত করা হবে, হিরোর ক্ষতি করা হবে, আর লিওনাতোকে হত্যা করা হবে।

ড. জন। তাদের ধিক্কৃত করার জন্য আমি যে কোন কাজ করতে পারি।

বোরা। তাহলে যান। একটা ভাল সময় বুঝে আমি ডন পেড্রো আর কাউণ্ট ক্লডিওকে এক জায়গায় জড়ো করব দুজনকে। তাদের বলুন হিরো আমাকে ভালবাসে। আপনার ভাইয়ের সম্মানের খাতিরে ওদের মধ্যে এক ঈর্ষা ঢুকিয়ে দিন। আপনার ভাই-ই এই বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাঁর বন্ধুর যশ মানের সব কৃতিত্ব তাঁর। অথচ তাঁর সেই বন্ধু এত যশ ও মানের অধিকারী

হয়েও এই ধরনের একটা মেয়েকে কিনা ভালবেসে বিয়ে করতে যাচ্ছে। ওরা অবশ্য পরীক্ষা না করে দেখে একথা বিশ্বাস করবে না। তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে বলবে, তার প্রমাণও হাতে হাতে পেয়ে যাবে যখন আমাকে হিরোর জানালায় দেখতে পাবে। মার্গারেটকে আমি হিরো বলে ডাকব, তাও শুনতে পাবে। আর মার্গারেটও আমাকে বোরাশিও বলে ডাকবে। বিয়ের নির্ধারিত দিনের আগের রাতেই ওদের নিয়ে আসবে। এর মাঝে আমি ঘটনাগুলোকে এমনভাবে সাজিয়ে তুলব যাতে হিরোকে বাইরে বেরোতে দেখতে পাওয়া না যায়, যাতে তার প্রেমের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে ওদের মনে, ঈর্ষা জাগে ওদের মনে আর তার ফলে বিয়ের সব আয়োজন উল্টে যায়।

ড. জন। যত খারাপই হোক না কেন এ চক্রান্ত আমি কার্যে পরিণত করবই। তবে কাজটা খুব সাবধানে চাতুর্যের সঙ্গে করবে আর এই নাও তোমার হাজার ডুকেট পারিশ্রমিক।

বোরা। আপনি শুধু হিরোর নিন্দাটা ভালভাবে করবেন। আমার কাজ আমি ঠিক করব, যাতে বিফল না হয়।

ড. জন। আমি আপাততঃ গিয়ে ওদের বিয়ের দিনটা জেনে আসি।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। লিওনাতোর বাগানবাড়ি।

একাকী বেনেডিকের প্রবেশ

বেনে। শুনছ ও ছেলে!

বালক। (ভিতর থেকে) হ্যাঁ মশাই শুনছি।

বেনে। আমার ঘরের জানালায় একটা বই আছে, এনে দাও ত।

বালক। (উপর থেকে) আমি এখানেই রয়েছি মশাই।

বেনে। আমি তা জানি। আমি চাই তুমি আমাকে বইটা দিয়ে যাও। (বালকের প্রবেশ ও প্রস্থান) আমি একথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে কোন লোক অপর কোন লোককে প্রেমে পড়ে বোকার মত আচরণ করতে দেখে তাকে বিদ্রূপ করতে পারে। কিন্তু পরে সেই লোকই নিজে প্রেমে পড়ে নিজের কাছেই হয়ে ওঠে ঘৃণার পাত্র। ক্লডিও হচ্ছে এই ধরনের এক মানুষ। আগে সে কোন নূতন ভাল অস্ত্রাগার দেখার জন্য দুশ মাইল পথ ছুটে যেত আর আজ সে দশ রাত জেগে কোন নূতন পোষাককে নিজের দেহের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করত। আগে আগে সে সহজ ভাষায় সরল কথা বলত সৈনিক ও সৎ লোকদের মত। কিন্তু আজ তার কথা কোন ভোজসভায় পরিবেশিত বিচিত্র ভোজ্যদ্রব্যের মত বিস্ময়কর। আমিও কি ওর মত হব এবং ওর চোখ দিয়ে দেখব? কিন্তু প্রেম আমাকে প্রাণহীন ঝিনুকে পরিণত না করা পর্যন্ত আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। কোন নারীই আমার মন ভোলাতে পারবে না। মনে করো, কোন নারী খুব সুন্দরী, কিন্তু আমারও সৌন্দর্য আছে, সুতরাং

আমাকে হারাতে পারবে না। কোন নারী যদি বিদূষী হয় তাহলে আমারও জ্ঞান বিদ্যা আছে। ধর কোন নারী গুণবতী, কিন্তু আমারও গুণ আছে। কোন একটি নারীর মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত গুণ মূর্ত হয়ে উঠছে ততক্ষণ সে আমার সমকক্ষ হতে পারবে না। সে নারী অবশ্যই ধনী হবে। আবার জ্ঞানীও হবে। তা না হলে আমি তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখব না। সে হবে গুণবতী, তা না হলে আমি তাকে সস্তা ভাবব। সে হবে সুন্দরী, তা না হলে আমি তাকাব না তার পানে। সে হবে শান্ত, তা না হলে তাকে আমার কাছে আসতে দেব না। সে হবে মহৎ, তা না হলে দেবদূতের পরিবর্তে তাকে গ্রহণ করব না। তার কথাবার্তা হবে গানের মত মিষ্টি। তার চুলের রং ঈশ্বরের মন ভুলিয়ে দেবে। হায় যুবরাজ এবং মহাশয় প্রেম! আমি কিন্তু লুকিয়ে পড়ি।

(সরে গেল) ডন পেড্রো, লিওনাতো ও ক্লডিওর প্রবেশ

ড. পেড্রো। এস এস, এ গান আমরা শুনতে পারি ?

ক্লডিও। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু। দেখুন দেখুন সন্ধ্যাটা কেমন শান্ত স্তব্ধ, যেন সমগ্র বিশ্বজগতের আপাত বৈচিত্র্যের অন্তরালে নিহিত নিগূঢ় ঐক্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নিশ্চুপ হয়ে আছে।

ড. পেড্রো। বেনেডিক কোথায় লুকিয়ে আছে তা জান ?

ক্লডিও। নিশ্চয় নিশ্চয় হুজুর। গান শেষ হয়ে গেলেই আমরা বাছাধনকে মজা দেখিয়ে দেব।

সঙ্গীতরত অবস্থায় বালথাসারের প্রবেশ

ড. পেড্রো। এস বালথাসার। আমরা তোমার গান শুনব।

বাল। আমার মত এত খারাপ গলাওয়ালা লোককে আবার গান গাইতে বলে গানের অপমান করতে বলবেন না।

ড. পেড্রো। দয়া করে গান করো, আর যেন তোমায় এ বিষয়ে সাধাসাধি করতে হয় না।

বাল। তুমি যখন সাধাসাধির কথা বললে তখন আমি অবশ্যই গান গাইব। আমি দেখেছি অনেক প্রেমিক এমন সব মেয়েকে প্রেম নিবেদন করে যাদের তারা ভালবাসে না ; অথচ তারা তাদের ভালবাসে বলে শপথ করে।

ড. পেড্রো। এস এস, আর যদি বাজে তর্ক করতেই চাও তাহলে তা গানের মাধ্যমে করো।

বাল। কিন্তু জেনে রাখবে উল্লেখ করার মত কোন গান আমার জানা নেই।

ড. পেড্রো। এসব হচ্ছে কথার কারসাজি। নাও নাও। (গান)

বেনে। এখন দেখছি তার মন মজে গেছে।

বালথাসারের গান

দুঃখ করো না, দুঃখ করো না শুন বরনারী,
পরুষ জাত প্রতারক চিরকালের ভারী।
এক পা তারা রাখে জলে এক পা রাখে কূলে

এক জায়গায় কখনো স্থির থাকে নাক ভুলে।
তাই ত বলি দুঃখ করো না যাও ভুলে যাও সব
খুশি মনে অপর সুখ করো অনুভব।
দুঃখের কথা যত আছে, আছে মনের ব্যথা
হয় যেন গো নিমেষেতে সুখের কথকতা।
গান করো না কূলের বালা, শোন কথা সার
পুরুষ জাতের গুণের কথা কি বলব আর।
পুরুষ জাত প্রতারক আদিকাল হতে
দুঃখ করে দিবানিশি কি ফল পাবে তাতে?

ড. পেড্রো। শপথ করে বলছি, গানটা কিন্তু ভাল।

বাল। এ গানের গায়ক কিন্তু ভাল নয় প্রভু।

ক্লডিও। না, তা বটে। তোমার গান সেরকম ভাল নয়।

বেনে। ও কুকুরের মত এমনভাবে ঘেউ ঘেউ করছে যে ওকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো উচিত। ভগবান করুন, ওর খারাপ গলা কারো যেন কোন ক্ষতি না করে। এর থেকে আমি যদি কোন রাতের অলক্ষুণে কালপেঁচার ডাক শুনতাম তাহলে ভাল হত।

ড. পেড্রো। তা বটে, শুনছ বালথাসার? আমাদের জন্য কিছু ভাল গায়ক-বাদকের ব্যবস্থা করে দাও। আগামী কাল রাত্রিতে হিরোর ঘরের জানালার ধারে সেই গান-বাজনার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাল। যথাসাধ্য তার চেষ্টা করব আমি প্রভু।

ড. পেড্রো। তাই করো, বিদায়। (বালথাসারের প্রস্থান) এদিকে এস লিওনাতো। আজ তুমি কি বলছিলে—তোমার ভাইঝি বিয়াত্রিস মাননীয় বেনেডিকের প্রেমে পড়েছে?

ক্লডিও। আমার ত মনে হয় ঐ ধরনের মেয়ে কোন লোককে ভালবাসতে পারে না।

লিও। না, আমিও বলি না। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা এই যে মেয়েটা যে বেনেডিককে বাইরে প্রকাশ্যে ঘৃণা করত বলে মনে হত সেই বেনেডিককে ভালবাসে।

বেনে। সেটা কি সম্ভব? সেদিকে বাতাস কি কখনো বইতে পারে?

লিও। শপথ করে বলছি প্রভু। একথা শুনে আপনারা কি ভাবছেন তা আমি বলতে পারব না। তবে বেনেডিক যে মেয়েটির সক্রোধ ভালবাসার আবেগের বস্তু, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ড. পেড্রো। এমন হতে পারে যে সে ভালবাসার ভাণ করছে।

ক্লডিও। সত্যি বলছি মেয়েটা তাকে যথেষ্ট ভালবাসে।

লিও। হা ভগবান, ভাণ! ভাণ কখনো সত্যিকারের ভালবাসার আবেগের এমন সমতুল হয়নি এর আগে।

ড. পেড্রো। সে তার ভালবাসার আবেগের কি পরিচয় বাইরে দিয়েছে ?
ক্লডিও। ' টোপটা বঁড়শীতে গাঁথবার ভাণ করে, মাছ সে টোপ গিলবেই।
লিও। কি পরিচয় ? আপনি আমার মেয়েকে সে কথা বলতে শুনেছেন এখনি।
ক্লডিও। হ্যাঁ, সে তা বলেছিল।
ড. পেড্রো। বল বল সে কি বলেছিল। তুমি আমাকে আশ্চর্য করে তুলছ। আমি ত ভাবতাম যে কোন ভাবাসার আক্রমণের কাছে তার অন্তরাত্মা অজেয়।
লিও। আমারও তাই মনে হত। বিশেষ করে বেনেডিকের ভালবাসা তাকে কখনো জয় করে নিতে পারবে না আমিও তাই ভাবতাম।
বেনে। আমি প্রথমে এটা মিথ্যা ভাবতাম। কিন্তু যেহেতু শুভ্রশ্মশ্রু এক বৃদ্ধ একথা বলেছে, অবিশ্বাস করতে পারি না। তাঁর মত এমন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কখনো চাতুর্যের অন্তরালে কোন সত্যকে ঢেকে রাখতে পারেন না।
ক্লডিও। তাঁর গায়েও প্রেমের হাওয়া লেগেছে।
ড. পেড্রো। মেয়েটা কি তার ভালবাসার কথা বেনেডিককে জানিয়েছে ?
লিও। না, সে শপথ করেছে সেকথা সে কখনো জানাবে না। এইটাই তার অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ।
ক্লডিও। একথা সত্যি। তোমার মেয়ে তাই বলেছে। যে মেয়ে তার সঙ্গে একদিন ঘৃণার ভাণ করে এসেছে সে কি কখনো লিখতে পারে যে আমি তোমাকে ভালবাসি ?
লিও। সে এখন তাই বলল। এখন সে তাকে একথা চিঠি লিখে জানাতে যাচ্ছিল। একথা লিখতে গিয়ে এক রাতেই সে বুড়ি হয়ে যাবে, কিন্তু এক পাতা চিঠি লিখতে পারবে না। আমার মেয়ে সব কথা বলেছে।
ক্লডিও। তুমি এক তা কাগজের কথা বলছ। এবার আমি বুঝতে পারছি তোমার মেয়ে বেশ ঠাট্টা করেছিল।
লিও। যখন সে চিঠিটা লিখছিল তখন আমার মেয়ে তা পড়ে তার মধ্যে বেনেডিক আর বিয়াত্রিসের নাম দেখতে পায়।
ক্লডিও। হ্যাঁ তাই।
লিও। ও চিঠিটা সে হাজার টুকরো করে ছিঁড়ে দেয়। চিঠিটা লেখার পর নিজেকে নিজেই গাল দেয়। নিজে নিজে বলে যে লোক তার কথা শুনবে না তাকে চিঠি লেখা উচিত হয়নি। সে চিঠি লিখলে আমিও তার কথা শুনতাম না। যদিও আমি তাকে ভালবাসি তথাপি…
ক্লডিও। তারপর নতজানু হয়ে মাটিতে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বুক চাপড়াতে লাগল আর চুল ছিঁড়তে লাগল। নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগল—ও প্রিয়তম বেনেডিক, ঈশ্বর আমায় ধৈর্য দিন।
লিও। হ্যাঁ সত্যিই সে তা করেছে। আমার মা তাই বলছিল। আবেগের তাড়নায় মেয়েটা এতই বিচলিত হয়ে উঠেছে যে আমার মেয়ে ভয় করছিল ও হয়ত রাগের মাথায় কোন একটা ভুল করে বসতে পারে, নিজের উপর অবিচার

করতে পারে। কথাটা খুবই সত্যি।

ড. পেড্রো। বিয়াত্রিস একথা কারো কাছে প্রকাশ না করলেও বেনেডিক অন্য কারো কাছ থেকে একথা শুনেছে।

ক্লডিও। কিন্তু তার ফলে কি হবে? বেনেডিক একথা হেসে উড়িয়ে দেবে আর ঠাট্টা করবে মেয়েটাকে নিয়ে।

ড. পেড্রো। তা যদি করে ত ঠিকই করবে। মেয়েটা সত্যিই ভাল; মেয়েটা যে গুণবতী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ক্লডিও। মেয়েটার জ্ঞানবুদ্ধিও প্রচুর।

ড. পেড্রো। মেয়েটার সব ভাল, কিন্তু বেনেডিককে ভালবাসার ব্যাপারে সে কিন্তু ভাল কাজ করেনি।

লিও। হায় প্রভু, জ্ঞানবুদ্ধি আর আবেগ অনুভূতির দ্বন্দ্ব চলেছে তার তরুণ নারীদেহের মধ্যে। জ্ঞানবুদ্ধির থেকে রক্ত বা আবেগানুভূতির জোর যে বেশী আর সে দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে সে বিষয়ে আমি বহু প্রমাণ পেয়েছি। তার জন্য আমার দুঃখ হয় আর তার কারণও আছে। কারণ আমি তার কাকা আর অভিভাবক।

ড. পেড্রো। সে যদি আমাকে এই ভালবাসা দান করত। আমি তাহলে সব কিছু বাদ দিয়ে তাকে আমার অর্ধাঙ্গিনী করে তুলতাম। আমার অনুরোধ তুমি বেনেডিককে একথা বলবে এবং সে কি বলে তা আমায় পরে বলবে।

লিও। তাতে কি তোমার কিছু ভাল হবে?

ক্লডিও। হিরো মনে ভাবছে বিয়াত্রিস মারা যাবে। হিরো বলছে যদি বেনেডিক তাকে ভাল না বাসে তাহলে ও মারা যাবে। আবার যদি ওর ভালবাসার কথা জানাজানি হয়ে যায় তাহলে ও মারা যাবে। আবার বেনেডিক যদি ওর কাছে প্রেম নিবেদন করে তাহলে তা সহ্য করতে পারবে না। তার চেয়ে ও বেনেডিককে যথারীতি গালাগালি করবে সে ভাল।

ড. পেড্রো। হ্যাঁ, গালাগালি রাগারাগি সে ভালই করে। সে যদি আবার তার প্রেমটাকে একটু নরম করে নিবেদন করে তাহলে বেনেডিক তা ঘৃণা করবে। তোমরা সবাই জান লোকটার অন্তরটা বড় জঘন্য।

ক্লডিও। না, সে হচ্ছে সত্যিকারের মানুষ।

ড. পেড্রো। লোকটার মুখে কিন্তু হাসিখুশি লেগেই আছে।

ক্লডিও। ভগবানের নামে বলছি আমার যতদূর মনে হয় লোকটা বুদ্ধিমান।

ড. পেড্রো। অবশ্য তার কথাবার্তায় এমন কিছু স্ফুলিঙ্গ বার হয় যা দেখে তাকে বুদ্ধিমান মনে হয়।

লিও। আমার ত মনে হয় সে সাহসীও বটে।

ড. পেড্রো। আমার তো তাকে সাহসে হেক্টর বলে মনে হয়। বীরত্বে সে হেক্টর আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। কোন ঝগড়া বিবাদের সময় সে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। বিজ্ঞ জনের মত হয় সে তা এড়িয়ে যায়, অথবা খৃস্টানসুলভ

আশঙ্কায় যে কোন ঝগড়ার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।
লিও। যদি সে ঈশ্বরকে ভয় করে তাহলে অবশ্যই শান্তিরক্ষা করে চলতে হবে। আর যদি সে শান্তি ভঙ্গ করে তাহলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাকে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়তে হবে।
ড. পেড্রো। হ্যাঁ সত্যিই সে ভয় করে। অবশ্য তার হাসিঠাট্টার বহর দেখে মনে হয় সে ঈশ্বরকে ভয় করে না। আমি তোমার ভাইঝির জন্য সত্যিই দুঃখিত। আচ্ছা, আমরা কি বেনেডিককে খুঁজে বার করে তার ভালবাসার কথাটা বলব?
ক্লডিও। না, না সেকথা কখনো বলো না। বরং সৎ পরামর্শের দ্বারা ওর মন থেকে ও ভালবাসা মুছে দাও।
লিও। না, তা সম্ভব নয়, তার আগেই ওর অন্তরটাই মরে যাবে।
ড. পেড্রো। ঠিক আছে, তোমার মেয়ের কাছে পরে এবিষয়ে শুনব। ততক্ষণে মেয়েটার মনে ভালবাসার উত্তাপটা ঠাণ্ডা হয়ে যাক। আমি বেনেডিককে ভালবাসি, তবে আমার ইচ্ছা ও নিজে আত্মপরীক্ষা করে দেখুক ও এত ভাল মেয়েটার পক্ষে কত অযোগ্য।
লিও। প্রভু আপনি কি এখন যাবেন? খাবার প্রস্তুত।
ক্লডিও। বেনেডিক যদি ওকে ভাল না বাসে তাহলে আমার সব ধারণাই মিথ্যা হবে।
ড. পেড্রো। সেই একই ভালবাসার জাল বিয়াত্রিসের জন্যও পাতা হবে। আর সেই জাল তোমার মেয়ে আর তার পরিচারিকা বয়ে নিয়ে যাবে। ব্যাপারটা খুব মজার হবে এবং মূকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে দৃশ্যটা দেখানো হবে। খাবার জন্যে তাকে ডেকে পাঠাও। (ড. পেড্রো, ক্লডিও ও লিওনাতোর প্রস্থান)
বেনে। (এগিয়ে এসে) এতে ছলচাতুরীর কিছু নেই। তারা সবাই মেয়েটার জন্য দুঃখ করছে। ওরা এসব কথা শুনেছে হিরোর কাছ থেকে। মনে হচ্ছে তার ভালবাসায় সকলের সমর্থন আছে। আমাকে ভালবাসে! সে ভালবাসা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। আমার সম্বন্ধে সব সমালোচনার কথাই আমি শুনলাম। ওরা বলছে আমি যদি দেখি বিয়াত্রিস আমায় ভালবাসছে তাহলে আমি অহঙ্কার করব। ওরা আরো বলছে সে মরবে তবু আমার প্রতি কোন ভালবাসার লক্ষণ প্রকাশ করবে না। আমি কখনো বিয়ের কথা ভাবিনি; আমি কোন অহঙ্কার প্রকাশ করব না। যারা অপরের কাছ থেকে নিজের দোষের কথা শুনতে পায় ও তার সংশোধনের চেষ্টা করে তারা সত্যই ভাগ্যবান। ওরা বলছে মেয়েটি সুন্দরী এবং কথাটা সত্যি। মেয়েটি গুণবতীও বটে। আমি একথা অস্বীকার করতে পারি না। ওর জ্ঞানবুদ্ধিও আছে, তবে ওর একটা দোষ আমাকে ভালবাসে না। এতে তার বুদ্ধি বা নিবুদ্ধিতা কিছুই প্রকাশ হয় না। আমি তাকে সত্যিই প্রচণ্ডভাবে ভালবাসি। আমাকে কিছু তীক্ষ্ণ সমালোচনার টুকরো এখন সহ্য করতেই হবে। কারণ আমি

এতদিন বিয়ের বিরুদ্ধে কথা বলে এসেছি। কিন্তু পরে সেই বিয়ের জন্যই ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। মানুষ যে মাংস যৌবনে ভালবাসে তা বার্ধক্যের সময় দেখতে পারে না। যখন আমি বলেছিলাম আমি চিরকুমার হয়ে থাকব তখন আমি ভাবতে পারিনি জীবনে কোনদিন বিয়ে করব। এই যে বিয়াত্রিস আসছে। মেয়েটা যে সুন্দরী তা দিবালোকের মতই স্পষ্ট। আমি ওর চোখে মুখে ভালবাসার লক্ষণ দেখতে পেয়েছি।

বিয়াত্রিসের প্রবেশ

বিয়া। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি তোমাকে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য ডাকতে এলাম।

বেনে। সুন্দরী বিয়াত্রিস, তোমার এই কষ্টের জন্য ধন্যবাদ।

বিয়া। আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য তোমার যত কষ্ট হয়েছে তত কষ্ট আমার এখানে আসতে হয়নি। কষ্ট হলে আমি এখানে আসতাম না।

বেনে। তাহলে দৌত্যগিরি করতে তোমার ভাল লাগে।

বিয়া। তুমি যেমন একটা ছুরির ডগা ধরে একটা দাঁড়কাককে ভয় দেখাতে ভালবাস। তোমার দেখছি ক্ষিদে নেই। বিদায়। (প্রস্থান)

বেনে। হা! 'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তোমাকে ভোজনালয়ে ডেকে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।' এ কথার মধ্যে দুটো মানে আছে। 'আমাকে ধন্যবাদ দিতে তোমার যত কষ্ট হয়েছে এখানে আসতে আমার তত কষ্ট হয়নি।' —এর মানে এই যে তোমার জন্য যে কোন কষ্ট ধন্যবাদের মত সহজ মনে হয় আমার কাছে। তার উপর আমার যদি মায়া না হয় তাহলে আমি একটা আস্ত শয়তান। যদি তাকে আমি ভাল না বাসি তাহলে আমি একটা ইহুদী। আমি তার ছবিটা নিয়ে আসব।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। লিওনাতোর বাগানবাড়ি।

হিরো, মার্গারেট ও আর্সুলার প্রবেশ

হিরো। যাও মার্গারেট, ছুটে বৈঠকখানা ঘরে চলে যাও। সেখানে গিয়ে দেখবে আমার খুড়তুতো বোন বিয়াত্রিস যুবরাজ আর ক্লডিওর সঙ্গে কথা বলছে। তার কানে কানে বলগে আমি আর আর্সুলা বাগানে বেড়াচ্ছি আর বেড়াতে বেড়াতে তার সম্বন্ধেই কথা বলছি। তাকে আরো বলবে তুমি আমাদের কথা আড়ি পেতে শুনেছ এবং তাকে লুকিয়ে সেই কুঞ্জবনটার মাঝখানে ঢুকতে বলবে যেখানে সূর্যের আলোয় কত ফল পেকে সূর্যকে আড়াল করে রাখে। রাজানুগ্রহে

শক্তিমান হয়ে ওঠা কোন ব্যক্তি যেমন তার সেই শক্তির উৎসের বিরুদ্ধেই তার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। সেই কুঞ্জবনে ফুল ফলের রাজ্যে লুকিয়ে থেকে আমাদের কথাবার্তা শুনবে সে। এই হচ্ছে তোমার কাজ। একাজ ভালভাবে করবে। এখন যাও।

মার্গা। আমি তাকে এখনি ডেকে আনব। (প্রস্থান)

হিরো। শোন আর্সুলা, বিয়াত্রিস এলে আমরা শুধু বেনেডিকের কথাই বলব। আমি তার নাম করলেই তুমি তার যতদূর সম্ভব প্রশংসা করবে। আমি শুধু বলব বেনেডিক বিয়াত্রিসের প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছে। এই ঘটনার মাধ্যমে প্রেমদেবতার ফুলশরে প্রেমিকরা আহত হবেই। নাও এবার শুরু করো।

পিছনে বিয়াত্রিসের প্রবেশ

ঐ দেখ বিয়াত্রিস কেমন আমাদের কথা শোনার জন্য চুপি চুপি আসছে।

আর্সুলা। সোনালী ডানা মেলে কিভাবে মাছ রূপালি জল কেটে যেতে যেতে লোভে পড়ে টোপওয়ালা বঁড়শীটা গিলে খায় তা দেখাই হলো মাছধরার সবচেয়ে বড় মজা। আমরাও এখন বিয়াত্রিসকে সেইভাবে মাছধরার মত ধরছি। সে এখন উডবাইন ঝোপের ধারে লুকিয়ে আছে। আমি যা করব বলেছি ঠিক করব। তোমার কোন ভয় নেই তাতে।

হিরো। চল আমরা তার কাছ দিয়ে একটু এগিয়ে যাই। তা না হলে ছলনাময় যে মিথ্যা কথার টোপ বঁড়শীতে গেঁথে রেখেছি তা ও শুনতে পাবে না। (কুঞ্জবনের দিকে এগিয়ে গেল) সত্যি বলছি আর্সুলা, মেয়েটা বড় ঘৃণ্য। ও পাহাড়ী লোকেদের মত রাগী।

আর্সুলা। কিন্তু বেনেডিক যে বিয়াত্রিসকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে সে বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত?

হিরো। সে কথা স্বয়ং যুবরাজ তার ভাবী স্বামী বলেছেন।

আর্সুলা। তাঁরা কি বিয়াত্রিসকে একথা জানাবার জন্য আপনাকে বলেছেন?

হিরো। তাকে একথা জানাতে তাঁরা আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু বেনেডিকের প্রতি আমার ভালবাসার খাতিরে আমিই বরং তাঁদের এবিষয়ে নিষেধ করেছিলাম। বলেছিলাম, এই ভালবাসাকে কেন্দ্র করে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিক বেনেডিকের মধ্যে আর বিয়াত্রিসকে যেন একথা জানানো না হয়।

আর্সুলা। কেন আপনি তা বলেছেন? আপনি কি চান না বিয়াত্রিসের মত ভাল মেয়েকে শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে পেয়ে ভদ্রলোক সুখী হোক?

হিরো। হায় প্রেমের দেবতা! আমি জানি সে এ সুখের যোগ্য ব্যক্তি, কিন্তু বিয়াত্রিসের মত অহঙ্কারী মেয়ে আর একটিও নেই। তার চোখে মুখে ঘৃণা আর অবজ্ঞার চিহ্ন। সে চোখে যা কিছু দেখে তাকেই ছোট ভাবে। সে নিজের বুদ্ধিকে এত বড় ভাবে যে তার তুলনায় যে কোন বস্তুকে ছোট মনে হয় তার। সে কখনো ভালবাসতে পারে না। তার মনে কোন স্নেহ ভালবাসা রূপ পরিগ্রহ

করতে পারে না। নিজেকে সে এত বেশী ভালবাসে।

আর্সুলা। তা বটে, আমিও তাই মনে করি। সুতরাং তাকে বেনেডিকের ভালবাসার কথা জানানো উচিত নয়, তাহলে ও তার সেই ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে।

হিরো। তুমি ঠিকই বলেছ। বিজ্ঞ বিরল গুণসম্পন্ন ও সুগঠিতদেহ এমন কোন যুবককে জানি না যাকে ও খারাপ ভেবে ছোট করে দেখেনি। লোকটার মুখখানা যদি সুন্দর হয় তাহলে বলবে তার বোন হিসাবে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল। লোকটা যদি দেখতে কালো হয় তাহলে বলবে প্রকৃতি একটা ভাল জিনিস গড়তে গড়তে ভুল করে বসেছে। যদি লম্বা হয় তাহলে বলবে বাজে মাথাওয়ালা একটা বর্শা, যদি বেঁটে হয় তাহলে বলবে অন্যায়ভাবে কেটে ফেলা একটা গাছ, যদি বাচাল হয় তাহলে বলবে চঞ্চল চপল বাতাসের মত হালকা, যদি স্বল্পভাষী হয় তাহলে বলবে নীরব নিশ্চল এক পাথর। এইভাবে ও সব মানুষের খারাপ দিকটাকে বড় করে দেখবে, সরলতা সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণের দ্বারা মানুষ যে যোগ্যতা অর্জন করে তা ও কখনো স্বীকার করবে না।

আর্সুলা। এই পরশ্রীকাতরতা কখনই প্রশংসনীয় নয়।

হিরো। না। যে কোন দিক থেকেই দেখ না কেন বিয়াত্রিসের প্রশংসনীয় কোন গুণই নেই। কিন্তু সে কথা কে তাকে বলবে? যদি আমি একথা বলি সে আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। সে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে আমাকে এতদূর লজ্জা দেবে যে আমার মরতে মনে হবে। সুতরাং ছাইচাপা আগুনের মত বেনেডিক জলে-পুড়ে খাক হয়ে যাক। বিদ্রূপজনিত লজ্জার আঘাতের থেকে মৃত্যু ঢের ভাল।

আর্সুলা। তবু বেনেডিকের ভালবাসার কথা তাকে বলুন, সে কি বলে তা শুনুন।

হিরো। না, তার চেয়ে আমি বেনেডিকের কাছে যাব। গিয়ে বলব সে তার অন্তরের ভালবাসার সঙ্গে যুদ্ধ করুক আর আমার বোনের নামে কিছু নিন্দার কথা বলব। কারো সম্বন্ধে কোন খারাপ কথা মানুষের ভালবাসাকে কিভাবে বিষাক্ত করে তোলে তা সবাই জানে না।

আর্সুলা। আপনার বোনের প্রতি এত অন্যায় করবেন না। তাকে এতটা ছোট করে দেখা অবিচার করা হবে তার প্রতি। আসল কথা তার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ যে সে মাননীয় বেনেডিকের মত বিরল গুণসম্পন্ন এক ভদ্রলোককে প্রত্যাখ্যান করছে।

হিরো। সে একমাত্র আমার প্রিয় ক্লডিও ছাড়া সারা ইটালির মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি।

আর্সুলা। আমার অনুরোধ, আমার উপর রাগ করবেন না। আমার যতদূর মনে হয় মাননীয় বেনেডিক চেহারায় ব্যক্তিত্বে কথাবার্তায় ও বীরত্বে সারা ইটালির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

হিরো। তা বটে, তার নামটা খুব ভাল।

আর্সূলা। তার নামটা রাখার আগেই তিনি এসব গুণ অর্জন করেছিলেন। আপনার বিয়ে কখন হচ্ছে ?

হিরো। কেন, এই ত আগামী কাল। ভিতরে এস আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে কিছু পোষাক দেখাব এবং কোনটা পরলে আমাকে কাল সবচেয়ে ভাল মানাবে তা তুমি বলবে।

আর্সূলা। উনি ধরা পড়ে গেছেন আমি বলে দিচ্ছি ম্যাডাম।

হিরো। যদি তা হয় তাহলে ওর ভালবাসার কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়বে। প্রেমের দেবতা কাউকে তীর দিয়ে বিদ্ধ করে হত্যা করে, কাউকে বা ফাঁদে আবদ্ধ করে। (হিরো ও আর্সূলার প্রস্থান)

বিয়াত্রিস। (এগিয়ে এসে) আগুনের মত কি কথা কানে আমি শুনছি ? একথা কি সত্যি ? আমার অহঙ্কার আর অবজ্ঞার জন্য কি ধিক্‌ত হচ্ছি আমি ? হে ঘৃণা বিদায়! হে কুমারী হৃদয়ের অহঙ্কার বিদায়! এ অহঙ্কার এ ঘৃণা মানুষকে কোন গৌরবই দান করতে পারে না। হে বেনেডিক, দীর্ঘজীবী হও! আমি আমার দুর্বার হৃদয়কে বশীভূত করে তোমার প্রেমময় হস্তে সমর্পণ করব। যদি তুমি আমাকে সত্যিই ভালবেসে থাক তাহলে দয়াপরবশ হয়ে আমাদের প্রেমকে এক পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করবে। আর পাঁচজন লোকে যখন বলছে তুমি একজন সুযোগ্য ব্যক্তি আমি সে কথা অবশ্যই বিশ্বাস করব, তাদের থেকে আরো বেশী করে বিশ্বাস করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য। লিওনাতোর বাসভবন।

ডন পেড্রো, ক্লডিও, বেনেডিক ও লিওনাতোর প্রবেশ

ড. পেড্রো। তোমার বিয়ের অনুষ্ঠানকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি থেকে যেতে পারি, তারপর আমি এ্যারাগণ চলে যাব।

ক্লডিও। আমি আমার বিয়েতে আপনাকে নিয়ে যাবই।

ড. পেড্রো। না, তোমার বিয়ের সুখের ব্যাপারে সেটা হবে এক কলঙ্কিত বাধা; একটা ছেলেকে একটা নতুন কোট দেখিয়ে তাকে পরতে নিষেধ করলে যেমন হয়। আমি বেনেডিকের সাহচর্যের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। তার মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা অব্দি লোকটা আনন্দের প্রতিমূর্তি। সে দু তিন বার প্রেমদেবতার ধনুকের ছিলা কেটে দিয়েছে। তাই প্রেমদেবতা মদনদেব ওর প্রতি ফুলশর হানতে সাহস পায় না। ওর অন্তরটা ঘণ্টার মত খাঁটি। ও যা ভাবে মুখে তাই প্রকাশ করে।

বেনে। বাঃ বলিহারি। তুমি যতটা বললে আমি ততটা ভাল নই।

লিও। আমিও তাই বলি। আমার মনে হয় তুমি খুব বিষাদপ্রবণ আর মনমরা হয়ে গেছ।

ক্লডিও। আমার মনে হয় ও প্রেমে পড়েছে।

ড. পেড্রো। চুলোয় যাক ওর কথা। ওর দেহে প্রেমে পড়ার মত খাঁটি রক্ত

এক ফোঁটাও নেই। ও যদি বিষণ্ণ হয় তাহলে বুঝতে হবে ওর টাকার দরকার।

বেনে। আমার দাঁতের ব্যথা হয়েছে।

ড. পেড্রো। সে দাঁত তুলে ফেল।

বেনে। ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দাও।

ক্লডিও। আগে দাঁতটাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দাও তারপর সেটাকে টেনে তুলে ফেল।

ড. পেড্রো। কি ব্যাপার! দাঁতের ব্যথার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলছ?

লিও। দাঁতের ভিতর পোকা আছে না দাঁতটা ঠাট্টা করছে তোমার সঙ্গে?

বেনে। যার দুঃখ সে ছাড়া আর সবাই সে দুঃখকে তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দিতে পারে।

ক্লডিও। তবু আমি বলি কি, সে প্রেমে পড়েছে।

ড. পেড্রো। তার চোখ মুখ দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। তাকে শুধু কখনো ফরাসী, কখনো ওলন্দাজ, কখনো জার্মান বলে মনে হয়।

ক্লডিও। যদি সে কোন মেয়ের প্রেমে না পড়ে তাহলে প্রেমে পড়ার পুরনো লক্ষণ সব ব্যর্থ হবে। সে কোনদিন সকালবেলায় তার টুপীটাকে মাথায় ঠিকভাবে নেয় না।

ড. পেড্রো। কেউ কোনদিন তাকে নাপিতের কাছে কামাতে দেখেছ?

ক্লডিও। না।ৎ তবে নাপিতের লোককে তার কাছে দেখা গেছে। আর তার গালের উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছে।

লিও। হ্যাঁ, তার মুখে দাড়ি না থাকার জন্য তাকে আগের থেকে কম বয়সের বলে মনে হচ্ছে।

ড. পেড্রো। না না, ও মুখে বিড়ালের চর্বি মাখে। সেই গন্ধ দেখে তুমি ওকে ধরতে পারবে।

ক্লডিও। আসলে ওর মধুর যৌবনই প্রেমে পড়েছে। যৌবনের ধর্মই ত এই।

ড. পেড্রো। আর তার সবচেয়ে বড় লক্ষণ হলো বিষাদ।

ক্লডিও। ও কখন ওর মুখ ধোয়?

ড. পেড্রো। হ্যাঁ, ও মুখ ধোয় প্রসাধনের জন্য। তার জন্য লোকে কত কথা বলাবলি করে।

ক্লডিও। কিন্তু তার হাসিখুশিতে ভরা হালকা মনটা বীণার তারের মত হঠাৎ এখন থেমে গেছে।

ড. পেড্রো। মোট কথা হলো সে প্রেমে পড়েছে।

ক্লডিও। আমি জানি কে তাকে ভালবাসে।

ড. পেড্রো। আমিও জানি কে তাকে ভালবাসে। তবে আমি জোর করে বলতে পারি যে ওকে ভালভাবে জানে না সেই ওকে ভালবাসে।

ক্লডিও। হ্যাঁ, তার নানা রকমের দুরবস্থা সত্ত্বেও যে তার জন্য মরতে চায় সেই তাকে ভালবাসে।

ড. পেড্রো। উপর দিকে মুখটা তুলে মেয়েটাকে কবর দেওয়া হবে।

বেনে। এত সব কথা সত্ত্বেও আমার দাঁতের ব্যথা গেল না। মাননীয় বৃদ্ধ মহাশয়, আপনি আমার পাশে আসুন। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে যা এই সব কাঠের ঘোড়াগুলোর শোনা উচিত নয়।

(বেনেডিক ও লিওনাতোর প্রস্থান)

ড. পেড্রো। আমি আমার জীবনের বিনিময়ে বলতে পারি বিয়াত্রিসের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবেই।

ক্লডিও। হ্যাঁ তাই। হিরো ও মার্গারেট এখন বিয়াত্রিসের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। এরপর দেখবে দুটো ভালুক যখন পরস্পরকে দেখবে আর কামড়াবে না।

ডন জনের প্রবেশ

ড. জন। প্রভু এবং আমার ভাই, ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন।

ড. পেড্রো। সুপ্রভাত ভাই।

ড. জন। আপনার অবসর থাকলে আমি কিছু কথা বলব আপনার সঙ্গে।

ড. পেড্রো। গোপনে?

ড. জন। যদি আপনার তাতে কোন অসুবিধা না হয়। তবে ক্লডিও তা শুনতে পারেন, কিন্তু আমি যা বলব তা ক্লডিও সম্পর্কেই।

ড. পেড্রে। কি ব্যাপার?

ড. জন। (ক্লডিওর প্রতি) আপনি কি আগামী কালই বিয়ে করতে চান?

ড. পেড্রো। তুমি জান কাল ওর বিয়ে।

ড. জন। আমি তা জানি না, আমি যা জানি উনি জানেন।

ক্লডিও। যদি এ বিয়েতে কোন বাধা থাকে তাহলে আমাকে তা খুলে বল।

ড. জন। তুমি ভাবতে পার আমি তোমাকে ভালবাসি না। ভালবাসি কি না তা পরে জানতে পারবে, তবে এখন যা করছি তাই দিয়েই আমাকে ভালভাবে বিচার করে দেখতে পার। আমার ভাই নিশ্চয় তোমাকে ভালবাসে এবং সে তোমার বিয়েতে যথেষ্ট সাহায্য করছে। - কিন্তু এ বিয়েটা ঠিক হচ্ছে না, সব শ্রম পণ্ড হবে।

ড. পেড্রো। কেন কি ব্যাপার?

ড. জন। আমি কথাটা বলতেই এসেছিলাম, তবে সময় খুবই অল্প। কথাটা হচ্ছে এই যে মেয়েটার সম্বন্ধে অনেক দিন ধরে নানা কথা শোনা যাচ্ছে; মেয়েটা বিশ্বস্ত নয়।

ক্লডিও। কে হিরো?

ড. জন। হ্যাঁ তাই—লিওনাতোর হিরো, তোমার হিরো, সকলের হিরো।

ক্লডিও। অবিশ্বস্ত?

ড. জন। মেয়েটা এত দুষ্ট প্রকৃতির যে অবিশ্বস্ত কথাটা তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আরো খারাপ বিশেষণ পেলে তাকে বিশেষিত করতাম তাই দিয়ে। এখন অবাক হয়ো না, এর পরেও আশ্চর্য হবার অনেক কিছু আছে। আজ রাত্রে

আমার সঙ্গে যাবে। গিয়ে দেখবে তার ঘরের জানালা খোলা। অথচ আগামী কাল অর্থাৎ একদিন পরে তার বিয়ে। এর পরেও যদি তাকে ভালবাস তাহলে তাকে আগামী কাল বিয়ে করতে পার। তবে এই ঘটনার দ্বারা অবশ্যই তোমার আহত সম্মান তোমার মনকে প্রশ্ন করবে।

ক্লডিও। এ কি কখনো হতে পারে?

ড. পেড্রো। আমি ত তা মনে করি না।

ড. জন। চোখে দেখেও যদি কোন জিনিস বিশ্বাস করার সাহস না থাকে তাহলে তা স্বীকার করো না। তবে যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও তাহলে আমি তোমাকে অনেক কিছু দেখাব। আর অনেক কিছু দেখা শোনার পর সেইমত কাজ করবে।

ক্লডিও। আজ রাত্রে যদিও কিছু খারাপ দেখি, কেন তবে বিয়ে করব না? আগামী কাল সকলের সামনে তাহলে তাকে লজ্জা দেব।

ড. পেড্রো। যেহেতু তোমার জন্য আমি তাকে প্রেম নিবেদন করেছিলাম আমিও তাকে অপমানিত করব।

ড. জন। আমার কথামত ঘটনাটা তুমি না দেখা পর্যন্ত আমি আর কিছু বলব না। মধ্য রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তারপর সত্য আপনিই প্রকাশিত হবে।

ড. পেড্রো। হায়, সুখের দিনটা কিভাবে দুঃখে পরিণত হলো!

ক্লডিও। কী দুষ্টুমিরই না পরিচয় পাচ্ছি এর মধ্যে!

ড. জন। কী একটা বিরাট দুর্ঘটনাকে প্রতিহত করা হলো—ব্যাপারটা দেখার পর একথা নিশ্চয়ই বলবে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। রাজপথ

রাজার জনৈক পাহারাদারসহ ডগবেরি ও ভার্জেসের প্রবেশ

ডগ। তুমি কি একজন সৎ ও খাঁটি মানুষ?

ভার্জেস। হ্যাঁ। যারা খাঁটি নয় তাদের দেহ ও মনের দিক থেকে অনেক শাস্তি ভোগ করতে হয়।

ডগ। যুবরাজের প্রহরীর বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে তাকে এর থেকে বেশী শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ভার্জেস। ঠিক আছে, তাদের কাজ বুঝিয়ে দাও ডগবেরি।

ডগ। প্রথমে বল, কে সবচেয়ে কনস্টেবল হবার বেশী যোগ্য?

১ম প্রহরী। হুগো আউটকেক স্যার অথবা জর্জ সীকোল। কারণ তারা দুজনেই লিখতে পড়তে পারে।

ডগ। এদিকে এস প্রতিবেশী সীকোল। তোমার নামটা পেয়েছ ঈশ্বরের কৃপায়। জনপ্রিয় লোক হয়ে জন্মানোটা ভাগ্যের কথা, কিন্তু লিখতে পড়তে শেখাটা মানুষ নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করতে পারে।

২য় প্রহরী। দুটোই মাস্টার কনস্টেবল—

ডগ। তোমার এই দুটো গুণই আছে তুমি হয়ত বলবে। কিন্তু তুমি ভাল ও যোগ্য লোক তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দাও ; তার জন্য গর্ব ও বড়াই করো না। তুমি যে লিখতে পড়তে পার তা সবাই জানতে পারবে, তার জন্য বড়াই করার দরকার নেই। তুমি হচ্ছ সবচেয়ে জ্ঞানবুদ্ধিহীন অথচ সবচেয়ে যোগ্য লোক। তুমি লণ্ঠন বইবে। এই হলো তোমার কাজ। তুমি রাস্তায় কোন ভবঘুরে লোক দেখলেই তাকে থামতে বলবে রাজার নাম করে।

২য় প্রহরী। কিন্তু যদি সে না থামে ?

ডগ। কেন, তাহলে তাকে না দেখার ভাণ করবে এবং তাকে যেতে দেবে। তখন অন্যান্য পাহারাদারদের ডাকবে এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দেবে এই বলে যে একটা জোচ্চোরের হাত থেকে ভালয় ভালয় নিষ্কৃতি পেয়েছ।

ভার্জেস। যদি সে রাজার নামে না থামে তাহলে বুঝতে হবে সে রাজার প্রজাই নয়।

ডগ। সত্যিই ত, ওদের কাজ শুধু রাজার প্রজাদের নিয়ে। তোমরা শুধু রাজার প্রজাদের ব্যাপারেই মাথা ঘামাবে। তবে দেখো যেন, রাস্তায় গোলমাল করো না। কারণ পাহারাদার গোলমাল করলে কেউ তা সহ্য করবে না।

২য় প্রহরী। আমরা কথা বলার থেকে বরং ঘুমোব। আমরা জানি কিভাবে কি করতে হয়।

ডগ। তুমি পুরোন ও অভিজ্ঞ পাহারাদারের মত কথা বলছ। ঘুমোনোর কোন দোশ আছে বলে আমি ত মনে করি না। তবে শুধু দেখবে যে তোমাদের জিনিসপত্র কেউ চুরি করে নিয়ে না যায়। তোমরা শুধু মদের দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবে আর যারা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে উঠেছে তাদের বাড়ি গিয়ে ঘুমোতে বলবে।

২য় প্রহরী। যদি তারা সেকথা না শোনে ?

ডগ। কেন তাহলে তারা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তাদের একা থাকতে দেবে। তার পরেও যদি তারা তোমাদের কথার ঠিক জবাব না দেয় তাহলে বুঝবে তাদের সঙ্গে তোমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

২য় প্রহরী। ঠিক আছে স্যার।

ডগ। যদি কোন চোর দেখতে পাও তাহলে তোমরা তোমাদের কর্তব্য-পরায়ণতার বশবর্তী হয়ে অবশ্যই তাকে অসৎ লোক হিসাবে সন্দেহ করবে। তবে তাদের মত লোকের সঙ্গে যত কম মিশবে ততই তোমার সততা প্রকাশ পাবে।

২য় প্রহরী। যদি আমরা তাকে চোর বলে বুঝতে পারি তাহলে কি তার গায়ে হাত দেব না আমরা ?

ডগ। তোমাদের পদমর্যাদা অনুসারে তা অবশ্য পার। কিন্তু আমার মতে আলকাতরায় হাত দিলে হাত নোংরা হয়। যদি কোন চোর ধরতে পার তাহলে তোমাদের সবচেয়ে ভাল কাজ হবে তাকে নিজের ভুল বুঝতে

শেখানো আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সঙ্গ পরিত্যাগ করা।

ভার্জেস। তোমাকে সবাই তাই খুব দয়ালু বলে।

ডগ। সত্যিই, আমি একটা কুকুরকে পর্যন্ত স্বেচ্ছায় ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে চাই না। মানুষ ত দূরের কথা।

ভার্জেস। রাত্রে যদি কোন শিশুর কান্না শোন তাহলে তাকে চুপ করাবার জন্য ধাত্রীকে ডেকে দেবে।

২য় প্রহরী। কিন্তু ধাত্রী যদি ঘুমিয়ে থাকে এবং আমাদের ডাক শুনতে না পায়?

ডগ। ঠিক আছে, তাহলে নীরবে চলে যাবে সেখান থেকে। কোন ভেড়ী যদি তার বাচ্চার কান্না শুনতে না পায় তাহলে সে অবশ্যই কোন গরুর বা বাছুরের ডাক শুনতে পাবে না।

ভার্জেস। তা বটে।

ডগ। তোমাদের উপর ভার দেওয়া কাজের এখানেই শেষ। শোন, তোমাদের রাজাকে ধরে আনতে হবে। যদি তাঁকে দেখতে পাও তাহলে তাঁকেও দাঁড় করাবে।

ভার্জেস। না, মেরীর নামে বলছি তা কখনো পারব না।

ডগ। প্রত্যেকে এর জন্য পাঁচ শিলিং করে পাবে। রাজাকে যে চেনে সেই তাকে পথে আটকাতে পারবে। তবে রাজা থামতে না চাইলে তাঁকে থামাবে না। কোন প্রহরী যেন কাউকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য না করে, কারণ সেটা অন্যায়।

ভার্জেস। কথাটা সত্যি।

ডগ। হা হা হা। যাও সব, শুভরাত্রি। যদি গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা ঘটে তাহলে আমাকে জাগাবে। এই সব উপদেশ ও পরামর্শ মেনে চলবে। যাও তোমরা।

২য় প্রহরী। ঠিক আছে মালিক, আমরা আমাদের কাজ বুঝে নিয়েছি। আমরা গীর্জায় এই বেঞ্চের উপর রাত দুটো পর্যন্ত বসে থাকব। তারপর বিছানায় গিয়ে শোব।

ডগ। আর একটা কথা, আমার অনুরোধ, মাননীয় লিওনাতোর বাড়ির দরজার দিকেও নজর রাখবে। আজ রাতে গোলমালের সম্ভাবনা আছে। যাও বিদায়। ভাল করে পাহারা দেবে কিন্তু, আমার অনুরোধ।

(ডগবেরি ও ভার্জেসের প্রস্থান)

বোরাশিও ও কনরেডের প্রবেশ

বোরা। কী কনরেড!

২য় প্রহরী। (জনান্তিকে) থাম থাম, নড়বে না।

বোরা। শোন কনরেড, আমি বলছি।

কন। আমি ত তোমার বগলের ভিতরেই রয়েছি দাদা।

বোরা। সম্মিলিত প্রার্থনার নামে বলছি, আমার বগলটা চুলকাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল ওখানে পাঁচরা হবে।

কন। আমি তার ওষুধ এনে দেব। এখন কি বলবে বল।

বোরা। এখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, এই বাড়িটার তলায় দাঁড়াও। আমি পাগলের মত সব কথা বলে যাচ্ছি।

২য় প্রহরী। (স্বগত) নিশ্চয় কোন চক্রান্ত মালিক, তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে শোন।

বোরা। এইভাবে আমি ডন জনের কাছ থেকে হাজার টাকা লাভ করেছি।

কন। এত খোলাখুলিভাবে শয়তানি কি করে করা সম্ভব? ধনীরা যদি গরীবদের উপর শয়তানি করতে পারে তাহলে গরীবরাও সে শয়তানির শোধ নিতে পারে।

কন। সত্যিই আশ্চর্য লাগছে।

বোরা। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি পোষাক পরার রীতি জান না।

কন। তবু আমি যা পরনে পরে আছি তা পোষাক।

বোরা। কিন্তু আমি বলতে চাইছি পোষাক পরার রীতি।

কন। রীতি যা আছে আমি তার ধার ধারি না।

বোরা। চুপ করো। দেখতে পাচ্ছ না তোমাকে এই পোষাকে কেমন ছদ্মবেশী চোরের মত লাগছে?

২য় প্রহরী। (স্বগত) আমি জানি একটা চোর ভদ্রবেশে গত বছর থেকে আমার চোখে ধূলো দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তার নামও জানি।

কন। না।

বোরা। দেখতে পাচ্ছ না এই রীতিটা কেমন চোরের মত পাঁচ বছরের ছেলে থেকে শুরু করে তিরিশ বছরের লোকের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের মাথাটা ঘুরিয়ে দেয়। এই পোষাক পরার রীতির কোন মাথামুণ্ড নেই। কখনো ফ্যারাওর সৈনিকদের মত কখনো ধর্মযাজকদের মত এক একটা রীতির ঢেউ আসে।

কন। এই সবই আমি দেখেছি। দেখেছি মানুষের থেকে এই রীতির খুব তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হয়। কিন্তু তুমি নিজে পোষাকের রীতি নিয়ে এত বেশী মাথা ঘামাচ্ছ যে তোমার আসল কথাটা আমাকে এখনো বললে না।

বোরা। না, তা বলিনি। জেনে রেখো, আজ আমি হিরোর পরিচারিকা মার্গারেটের প্রতি হিরোর নামে প্রেম নিবেদন করেছি। মেয়েটি তার মালিক-কন্যার ঘরের জানালা থেকে আমাকে হাজার বার শুভরাত্রি জানিয়েছে আর এই প্রেমের দৃশ্যটা আমার মালিকের চক্রান্তে বাগানে লুকিয়ে যুবরাজ আর ক্লডিও দেখেছে।

কন। তারা কি মার্গারেটকে হিরো মনে করেছে?

বোরো। তাদের মধ্যে দুজনে তাই মনে করেছে, কিন্তু আমার মালিক জানে

মেয়েটা মার্গারেট। আমার মালিক ডন জনই হিরোর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ক্লডিওর মনটা বিষিয়ে দেয় এবং ক্লডিও রেগে যায়। তারপর ক্লডিওকে আমাদের এই প্রেমের দৃশ্যটা দেখিয়ে তার ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় হিরোর বিরুদ্ধে। ক্লডিও শপথ করে পরের দিন বিয়ের আসরে সকলের সামনে হিরোকে লজ্জা ও অপমানে জর্জরিত করে তাকে প্রত্যাখান করবে ঘৃণাভরে।

২য় প্রহরী। দাঁড়াও, আমরা তোমাকে রাজার নামে অভিযুক্ত করছি।

১ম প্রহরী। আমাদের উপরওয়ালা কনস্টেবলকে ডাক। আমরা এক বিরাট চক্রান্ত আবিষ্কার করেছি যার কথা কেউ কখনো শোনেনি।

২য় প্রহরী। এবং তাদের মধ্যে একজন চোর আছে। আমি তাকে চিনি।

কন। মালিক, মালিক!

২য় প্রহরী। কথা বলো না, আমরা তোমাকে অভিযুক্ত করছি। আমাদের সঙ্গে চল।

বোরা। ঠিক আছে, আমরা যে ভাল মানুষ তার প্রমাণ দেব।

কন। ঠিক আছে, চল, আমরা যাব তোমাদের সঙ্গে। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। হিরোর শয়নকক্ষ।

হিরো, মার্গারেট ও আর্স্যুলার প্রবেশ

হিরো। ও ভাল মেয়ে আর্স্যুলা, আমার বোন বিয়াত্রিসকে জাগাও। তাকে উঠতে বল।

আর্স্যুলা। বলছি।

হিরো। তাকে এখানে আসতে বল।

আর্স্যুলা। ঠিক আছে। (আর্স্যুলার প্রস্থান)

মার্গা। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার অন্য জামার কলারটা ভাল।

হিরো। না না মার্গারেট, আমি এই জামাটাই পরব।

মার্গা। না না আমি বলছি এটা ভাল নয় এবং আপনার বোনও একথা বলবে।

হিরো। আমার বোন বোকা আর তুমিও বোকা। আমি এই জামাটাই পরব।

মার্গা। আমার মনে হয় চুলটা আরো একটু বাদামী হলে ভাল হত। আপনার বহির্বাসটা খুবই ভাল; এমনটি দেখাই যায় না। লোকে মিলানের ডিউকপত্নীর যে বহির্বাসটার প্রশংসা করে সেটাও আমি দেখেছি।

হিরো। ও, ওরা বলে ওদেরটাই ভাল।

মার্গা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ওদেরটা যতই ভাল হোক, আপনার মত কখনই নয়। সোনার জরির কাজ করা রূপোর ফিতে দেওয়া মুক্তো বসানো এমন বহির্বাস কেউ কোথাও পাবে না। শুধু এর গঠনরীতিটা একটু পুরনো।

হিরো। আমার অন্তরটা আজ খুব ভারী। আজ আমি এইটাই পরব।

মার্গা। আপনার অন্তরটা যদি এমনিতেই ভারী থাকে তাহলে শীঘ্রই আর

একজনের অন্তরের ভারে সেটা আরো ভারী হয়ে উঠবে।

হিরো। ধিক তোকে, তোর লজ্জা নেই?

মার্গা। কিসের লজ্জা? সম্মানের সঙ্গে কথা বলার? একজন ভিক্ষুকের পক্ষেও বিয়ে কি সম্মানের নয়? আর আপনার প্রণয়ী কি বিয়ে না করেও একজন সম্মানজনক ব্যক্তি নন? প্রণয়ী কেন স্বামীও বলতে পারি। আর স্বামী গ্রহণে আপত্তিটাই বা কিসের? আমি ত মনে করি স্বামী-স্ত্রী হিসাবে আপনাদের দুজনকে ভালই মানাবে। বিয়াত্রিসকে জিজ্ঞাসা করুন। এই ত উনি আসছেন।

বিয়াত্রিসের প্রবেশ

হিরো। সুপ্রভাত বোন।

বিয়া। সুপ্রভাত প্রিয় হিরো।

হিরো। কেন, কি হলো তোমার? তোমার শরীরটা কি খারাপ, অমন গলায় কথা বলছ কেন?

বিয়া। আমার মনে হচ্ছে আমার গলায় আর কোন স্বরই নেই।

মার্গা। হাততালি দাও, হালকা যে প্রেম তার কোন বোঝা নেই। আপনি কি গান করবেন? আমি তাহলে নাচব।

বিয়া। হে হালকা চটুল প্রেম, চলে যাও। তোমার স্বামীর যদি আস্তাবল থাকে তাহলে তোমার দ্রুতগামী ঘোড়ার অভাব হবে না।

মার্গা। কী খারাপ কথা। আমি একথায় ঘৃণাভরে লাথি মারি।

বিয়া। এখন পাঁচটা বাজে বোন। এখন তোমার প্রস্তুত হয়ে নেওয়া উচিত। সত্যি কথা বলতে কি, আমি খুব অসুস্থ। হে-হো।

মার্গা। বিয়ের জন্য প্রস্তুত—একটা দাঁড়কাক, ঘোড়া না স্বামীর জন্য?

বিয়া। না, একটা চিঠির জন্য।

মার্গা। ঠিক আছে, আপনি যেন আবার বেঁকে বসবেন না। আর আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে সব পণ্ড করে দেবেন না।

বিয়া। এর মানে কি ভাঁড় মহাশয়া?

মার্গা। এর মানে কিছুই জানি না, ঈশ্বর প্রত্যেক লোককেই তার আকাঙ্খিত বস্তু দান করেন।

হিরো। এই আস্তানাগুলো কাউণ্ট আমায় পাঠিয়েছেন। এতে খুব সুন্দর গন্ধ বার হচ্ছে।

বিয়া। আমার নাকটা বুজে গেছে বোন। আমি গন্ধ পাচ্ছি না।

মার্গা। একে কুমারী মেয়ে, তার উপর নাক বুজে গেছে। খুব সর্দি করেছে।

বিয়া। হা ভগবান! তোমার বোধশক্তি বলে কোন জিনিস মাথায় আছে?

মার্গা। আপনার মাথা থেকে বেরিয়ে সেই বোধশক্তি আমার মাথায় এসে ঢুকেছে, কেননা আমার যা বুদ্ধি আছে তা সচরাচর পাওয়াই যায় না।

বিয়া। তোমার যে দ্ধি চোখে দেখাই যায় না, তা তোমার মাথার টুপীতে

ঝুলিয়ে রাখা উচিত। আমার শরীরটা খারাপ।

মার্গা। কার্ডুয়াস বেনেডিক্টাসের নাম হৃদয়ে জপ করতে থাকুন। কুমারী মেয়ের তিনিই হচ্ছেন ত্রাণকর্তা।

হিরো। এই নামটা ওকে কাঁটার মত বিঁধছে।

বিয়া। বেনেডিক্টাসের নাম কেন? এ নাম করার মধ্যে কী এমন যুক্তি বা নীতি আছে?

মার্গা। সত্যি কথা বলতে কি, এর মধ্যে কোন নৈতিক তাৎপর্য নেই। আপনি ভাল বুঝতে পারছেন আমার ধারণা আপনি প্রেমে পড়েছেন। অবশ্য আমাকে এত খোকা ভাববেন না যা কানে শুনব তাই ভাবতে শুরু করব। আমি একথা ভাবতেই পারিনা যে আপনি প্রেমে পড়েছেন অথবা প্রেমে পড়তে পারেন। তবে হ্যাঁ, বেনেডিক মানুষের মত মানুষ বটে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, জীবনে কখনো বিয়ে করবেন না। তবে তাঁর অন্তর না চাইলেও তিনি এখন সে মত পাল্টেছেন। এখন আপনার মতের কিভাবে পরিবর্তন সাধন করা হবে তা জানি না। তবে আশা করি অন্যান্য মেয়ের মত আপনিও নিজের চোখ দিয়েই দেখবেন।

বিয়া। বাঃ তোমার জিহ্বার গতি ত বেশ দ্রুত।

মার্গা। তবে সে চলার মধ্যে কোন ভুল পদক্ষেপ বা ছন্দপতন নেই।

আর্সুলার পুনঃপ্রবেশ

আর্সুলা। শীগ্‌গির সরে যান। রাজা, কাউণ্ট, মাননীয় বেনেডিক, ডন জন ও শহরের যত সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনাকে গির্জায় নিয়ে যাবার জন্য এখানে আসছেন।

হিরো। হে আমার বোন, ভাল মেয়ে মার্গারেট আর আর্সুলা, আমাকে পোষাক পরিয়ে দাও। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। লিওনাতোর বাসভবন।

ডগবেরি ও ভার্জেস সহ লিওনাতোর প্রবেশ

লিও। আমার কাছে আপনারা কি চান হে ভদ্র প্রতিবেশী?

ডগ। আপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোপন কথা আপনাকে বলব।

লিও। সংক্ষেপে বলুন যা বলার, কারণ এখন আমি কত ব্যস্ত তা নিজের চোখে দেখছেন।

ডগ। তা দেখছি স্যার।

ভার্জেস। এ কথা সত্যি স্যার।

লিও। কথাটা কি বন্ধু?

ডন। বৃদ্ধ ভার্জেস বড় সৎ লোক স্যার।

ভার্জেস। হ্যাঁ স্যার, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার মত সৎ বৃদ্ধ লোক আর দ্বিতীয় একটি পৃথিবীতে বেঁচে নেই।

ডন। তুলনা করে নিজেকে ছোট করো না ভার্জেস।

লিও। আপনারা বড় বাজে বকছেন।

ডন। আপনি একথা বলছেন বটে স্যার, তবু আমরা রাজার মত বিরক্তিকর নই। সে বিরক্তির আস্বাদ যদি পেতেন।

লিও। সেই সব বিরক্তির বোঝা আমার উপর ঢেলে দেবে নাকি?

ডন। সে বিরক্তির বোঝার ওজন হাজার পাউণ্ড হলেও আপনার উপর চাপিয়ে দিতাম। কারণ আপনার যে প্রশংসা আমি শহরে শুনেছি তাতে আমি শত গরীব হলেও খুবই খুশি।

ভার্জেস। আমিও খুশি।

লিও। তোমার কি বলার আছে তা জানতে চাই।

ভার্জেস। বলছি। আজ রাতে পাহারা দিতে দিতে কয়েকজন চোর ধরেছি।

ডন। লোকটা বুড়ো হলেও বড় ভাল স্যার। শুধু সে বেশী কথা বলে। লোকে বলে বয়স হলে বুদ্ধিনাশ হয়। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন। কি বল ভদ্র প্রতিবেশী ভার্জেস? সব মানুষ কখনো ত সমান হতে পারে না। দুজন লোক ঘোড়ায় চেপে গেলে একজনকে সামনে আর একজনকে পিছনে বসতে হয়, তেমনি দুজন ভাল লোকের মধ্যে একজন বেশী ভাল আর একজন কম ভাল হবেই।

লিও। হ্যাঁ, সে কিন্তু তোমার মত ভাল নয়।

ডগ। এটা হচ্ছে ভগবানের দান, এতে আমার কিছু কৃতিত্ব নেই।

লিও। আমায় এখন যেতে হবে।

ডগ। একটা কথা স্যার। আমরা পাহারা দেবার সময় দুজন লোক ধরেছি। আজ সকালে তাদের বিচার করতে হবে।

লিও। তোমরা তাদের পরীক্ষা করে আমাকে খবর দেবে। আমার এখন খুব তাড়াতাড়ি আছে। তোমরা তা দেখতেই পাচ্ছ।

ডগ। তা ত দেখতেই পাচ্ছি।

লিও। যাবার আগে তোমরা কিছু মদ পান করে যেও। বিদায়।

দূতের প্রবেশ

দূত। প্রভু, আপনি গিয়ে আপনার কন্যাকে সম্প্রদান করবেন, ওরা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

লিও। আমি যাচ্ছি। আমি প্রস্তুত। (লিওনাতো ও দূতের প্রস্থান)

ডগ। যাও প্রিয় সহকর্মী, ফ্রান্সিস সীকোলের কাছে যাও। কলম কালি নিয়ে এস। এখন আমাদের এদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ভার্জেস। এবং সেটা আমাদের বিচক্ষণতার সঙ্গে করতে হবে।

ডগ। এতে আমাদের বুদ্ধির কোন অভাব হবে না। আমি বলে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে জেলে গিয়ে দেখা করবে। আমরা যে বহিষ্কারের আদেশ দেব তা কোন বিজ্ঞ লেখককে দিয়ে লেখাতে হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। গীর্জা।

ডন পেড্রো. ডন জন, লিওনাতো, ফ্রায়ার ফ্রান্সিস, ক্লডিও, বেনেডিক, হিরো বিয়াত্রিস ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

লিও। আসুন ফ্রায়ার ফ্রান্সিস, আপনি প্রথমে সংক্ষেপে এবং সাদাসিদেভাবে বিবাহকার্য সম্পন্ন করুন। পরে তাদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলবেন।

ফ্রান্সিস। আপনি এই নারীকে বিবাহ করার জন্য এখানে এসেছেন?

ক্লডিও। না।

লিও। হ্যাঁ, এই মেয়েটাকে ও বিয়ে করবে। আপনিই ওদের বিয়ে দেবেন।

ফ্রান্সিস। তুমি কি এই কাউণ্টকে বিবাহ করার জন্য এখানে এসেছ কন্যা?

হিরো। হ্যাঁ।

ফ্রান্সিস। যদি তোমাদের কারো মনে কোন বাধা বা কোন বিরুদ্ধ মনোভাব থাকে তাহলে তা খুলে বল।

ক্লডিও। তুমি কি আমার সম্বন্ধে কোন গোপন তথ্য জান?

হিরো। না।

ফ্রান্সিস। আপনি কি কিছু জানেন কাউণ্ট?

লিও। না জানি না।

বেনে। তাহলে হা হা করে সবাই হাস।

ক্লডিও। হে ধর্মপিতা, আপনার অনুমতি নিয়ে একটা কথা বলছি। আচ্ছা আপনি কি আপনার কন্যাকে মুক্ত ও অকুণ্ঠ চিত্তে আমাকে সম্প্রদান করবেন?

লিও। যে মুক্ত চিত্তে ঈশ্বর আমাকে এই কন্যা দান করেছেন তেমনি মুক্ত চিত্তে আমিও তোমাকে দান করতে প্রস্তুত?

ক্লডিও। কিন্তু এই অমূল্য দানের কি প্রতিদান আমি দেব?

ড. পেড্রো। কিছুই চাই না, তুমি যেন জীবনে ওকে কোনদিন ত্যাগ করো না।

ক্লডিও। হে রাজন, আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কিন্তু লিওনাতো, আপনি আপনার কন্যাকে ফিরিয়ে নিন। আপনি এই পচা কমলালেবুটিকে আমাকে দান করবেন না। সে শুধু নারীসুলভ সম্মান ও মর্যাদার মিথ্যা পরাকাষ্ঠা মাত্র। দেখুন ও কেমন লজ্জায় মলিন হয়ে উঠছে। দেখুন, ও কেমন চাতুর্য্য আর সত্যের প্রতীয়মান রূপের অন্তরালে ওর পাপকে ঢেকে রেখেছে। ওর মুখের মধ্যে কোথায় সেই রক্তের আভা যা ওর নারীসুলভ সরল গুণের পরিচয় দান করতে পারে? আপনারা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা সবাই জানেন ও আপাতদৃষ্টিতে কুমারী; কিন্তু আসলে ও তা নয়। অবৈধ

শয্যার উত্তাপের আস্বাদ ও গ্রহণ করেছে। ওর এ লজ্জা শীলতার নয়, পাপচেতনার।

লিও। আপনি কি বলতে চান?

ক্লডিও। আমি বলতে চাই যে আমি এই নিষ্ঠুরা ব্যভিচারিণীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই না।

লিও। অবশ্য আপনি নিজে যদি তার যৌবনের প্রতিরোধ সত্বেও তার কুমারীত্বকে নষ্ট করে থাকেন—

ক্লডিও। আপনি কি বলবেন তা জানি। যেহেতু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে আমার, আপনি হয়ত বলবেন আমি তাকে স্বামী হিসাবে আলিঙ্গন করেছি এবং এইভাবে তার অপরাধ স্খালন করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু না লিওনাতো, আমি কোনদিন কোন বড় কথা বলে তাকে প্রলুব্ধ করিনি। আমি তাকে বোনের মত দেখেছি ও স্নেহ করে এসেছি।

হিরো। আমাকেও কি এর থেকে আলাদা কিছু বলে মনে করেছ?

ক্লডিও। দূর হয়ে যাও! মনে হওয়া! আমি এর সম্বন্ধে সব কথা লিখে রাখব। তুমি ছিলে আমার কাছে একদিন অস্ফুট কুসুমকোরকের মত স্বর্গীয় আসনে অধিষ্ঠিত; ডায়েনার মত পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু এখন আমি জানি বর্বর পশু অথবা ভেনাসের মত অপবিত্র ও কলুষিত তোমার রক্ত।

হিরো। আজ কি আমার প্রণয়ী অসুস্থ যে তিনি এমন লম্বা লম্বা কথা বলছেন?

লিও। হে যুবরাজ, আপনি কেন কোন কথা বলছেন না?

ড. পেড্রো। কি কথা বলব? আমার এক বন্ধুকে এমন এক কলুষিত মেয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা হচ্ছিল একথা জানতে পেরে আমি অপমান বোধ করছি।

লিও। এসব কথা সত্যিই কি কেউ বলেছে অথবা তা আমি স্বপ্নে শুনেছি?

ড. জন। স্যার, এসব কথা সত্যিই বাস্তবে বলা হয়েছে আর তা সত্য।

বেনে। এটাকে ঠিক বিবাহবাসর বলে মনে হচ্ছে না।

হিরো। তা বটে। হে ভগবান!

ক্লডিও। লিওনাতো, আমি কি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি? ইনিই কি যুবরাজ? ইনিই কি যুবরাজের ভাই? এরই নাম কি হিরো? এইগুলো কি সত্যিই আমাদের সব নিজের?

লিও। হ্যাঁ, এসব তাই। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

ক্লডিও। আমি শুধু একটা প্রশ্ন আপনার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করব এবং আপনি আপনার পিতৃত্বের জোরে সে প্রশ্নের সদুত্তর দেবার জন্যে তাকে আদেশ করুন।

লিও। যেহেতু তুমি আমার সন্তান, আমি তোমাকে সে উত্তর দেবার জন্য আদেশ করছি।

হিরো। হে ভগবান, আমাকে রক্ষা করো। কী পরিস্থিতির মধ্যেই না তুমি আমাকে ফেললে? এ কোন ধরনের প্রশ্নোত্তর?
ক্লডিও। সত্যি করে বল তোমার নাম কি?
হিরো। আমার নাম কি হিরো নয়? কে আমার নাম মুছে দিতে পারে?
ক্লডিও। একমাত্র হিরোই তার নিজের নাম ও নারীত্বের সব সম্মানকে মুছে দিতে পারে। গত রাত্রিতে তোমার ঘরের জানালা দিয়ে কোন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলে? তুমি যদি সত্যিকারের মনে প্রাণে কুমারী হও, তাহলে একথার ঠিক উত্তর দাও।
ড. পেড্রো। তাহলে তুমি যথার্থ কুমারী নারী নও। শোন লিওনাতো, আমি দুঃখিত। আমি আমাদের সম্মানের নামে শপথ করে বলছি, আমি নিজে, আমার ভাই আর এই কাউণ্ট গতরাত্রিতে ওকে ওর ঘরের জানালা দিয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি এবং যে লোক ওর সঙ্গে কথা বলেছে সে নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে এর আগে হাজার বার ওর সঙ্গে গোপনে এইভাবে কথা বলেছে।
ড. জন। ছি ছি! ও কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করাও অন্যায় প্রভু। এমন কোন সৎ বা শুদ্ধ ভাষা নেই যা দিয়ে এই অপরাধের কথা উচ্চারণ করা যায়? হে সুন্দরী, তোমার এই কুকর্মের জন্য আমি দুঃখিত।
ক্লডিও। হে হিরো, তুমি কি ধরনের মেয়ে? তুমি বাইরে যতখানি সুন্দর তার অর্ধেক সৌন্দর্য যদি তোমার অন্তরে থাকত। কিন্তু হে কলুষিত সুন্দরী, বিদায়! হে পবিত্র অধর্মচারিণী ও অধর্মীয় পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক, বিদায়। আজ হতে আমার অন্তরের ভালবাসার সব দরজা বন্ধ করে রাখব। আমার দু চোখের পাতার উপর অনুলিপ্ত থাকবে এমনই এক অনুমান যার মাধ্যমে জগতের যে কোন সুন্দর বস্তুর মধ্যে কোন মহিমার পরিবর্তে দেখব শুধু কলুষিত ও ক্ষতিকারক এক গ্লানি।
লিও। এখানে কি এমন কোন শানিত ছুরি নেই যা আমার বুককে আমূল বিদ্ধ করতে পারে? (হিরো মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল)
বিয়া। কি হলো বোন, কেন তুমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছ?
ড. জন। চলুন, এবার আমরা যাই। এই সব নিন্দার কথা প্রকাশিত হয়ে পড়লে এমনিই হয়। (ডন পেড্রো, ডন জন ও ক্লডিওর প্রস্থান)
বেনে। উনি এখন কেমন আছেন?
বিয়া। মনে হয় মারা গেছে। শীগগির ছুটে এস কাকা। হিরো, হিরো! কাকা, বেনেডিক, ফ্রায়ার!
লিও। হে নিয়তি, তোমার মৃত্যুশীতল হাত সরিয়ে নিও না। ওর এই লজ্জাকে ঢেকে রাখার পক্ষে মৃত্যুই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সুন্দর আবরণ।
বিয়া। কেমন আছ বোন?
ফ্রান্সিস। শান্ত হও মা।

লিও। আবার তুমি মুখ তুলে চাইছ?
ফ্রান্সিস। কেন চাইবে না?
লিও। কেন চাইবে? পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই লজ্জা দিচ্ছে না তাকে? তার রক্তের মধ্যে যে গলদ আছে তার কথা কি সে অস্বীকার করতে পারে? আর তোমায় বাঁচতে হবে না হিরো, আর তুমি চোখের পাতা খুলো না। যদি আমি দেখি তোমার মৃত্যু না হয়, যদি এই সব লজ্জার আঘাত আত্মসাৎ করে ফেল, তাহলে লোকের ভর্ৎসনা সহ্য করতে না পেরে আমি নিজে তোমার জীবন নাশ করব। কেন আমি তোমার মত সন্তান লাভ করেছিলাম? কেন আমি তোমার মত সন্তান লাভ না করে কোন এক ভিখারীর সন্তান তুলে নিইনি? তাহলে সে কোন অন্যায় করলে বলতে পারতাম, এ সন্তান আমার নয়, কারণ এর জন্মের জন্য কোন এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি দায়ী। কিন্তু এ সন্তান আমার নিজের। এ সন্তান আমার নিজের স্নেহের বস্তু। এর জন্য একদিন গর্ব অনুভব করতাম আমি। আজ যে কলঙ্কের কালিমার গভীরে আমরা নিমজ্জিত, কোন বিশাল সমুদ্রের জলরাশিও তার সব কলঙ্ককে ধৌত করে তাকে নির্মল করে তুলতে পারবে না।
বেনে। স্যার, ধৈর্য ধরুন। আমি নিজে এত বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়েছি যে কি করতে হবে তা খুঁজে পাচ্ছি না।
বিয়া। আমি নিজের আত্মার নামে শপথ করে বলতে পারি আমার বোনের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে।
বেনে। আচ্ছা, আপনি কি গতরাত্রিতে ওঁর কাছে এক বিছানায় শুয়েছিলেন?
বিয়া। না, সত্যিই না। একমাত্র গতকাল ছাড়া এক বছর তার কাছে শুয়েছি।
লিও। তাহলে সব ঠিক, সব সত্যি। দুজন যুবরাজ কি মিথ্যা কথা বলবেন? যে ক্লডিও তাকে এত ভালবাসত, যে তার কলঙ্কের কথাকে অশ্রু দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে, সে কি মিথ্যা কথা বলবে? ওর কাছ থেকে চলে যাও। ওকে মরতে দাও।
ফ্রান্সিস। আমার কথা শুনুন। এতক্ষণ আমি কোন কথা বলিনি। আমি এতক্ষণ ভালভাবে লক্ষ্য করে এসেছি। আমি লক্ষ্য করেছি অজস্র নির্দোষ লজ্জা দেবদূতসুলভ শুভ্রতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর মুখে। ওর মুখে এমনই এক পবিত্র আগুনের জ্যোতি ফুটে উঠেছে যা ওর কুমারীত্বের উপর যুবরাজদ্বয় দ্বারা চাপিয়ে সব কলঙ্ককে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। যদি এই কন্যা নির্দোষ নিষ্পাপ না হয়, যদি এই অপবাদ মিথ্যা না হয় তাহলে আমাকে নির্বোধ বলে ডাকবেন, তাহলে আমার বয়স ও পদমর্যাদাকে আর বিশ্বাস করবেন না।
লিও। তা আর হতে পারে না ধর্মপিতা। তার যত কিছু গুণই থাক না কেন, সে যে পাপ করেছে আর সে সব গুণ থাকতে পারে না। সে শপথ-ভঙ্গের পাপ করেছে আর সে পাপের কথা সে অস্বীকারও করছে না। যে

নগ্ন পাপের কথা আর সকলের সমক্ষে প্রকাশিত সে পাপ ক্ষমা দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছেন কেন ?

ফ্রান্সিস। আচ্ছা কন্যা, কে সে লোক যার কথা বলে তোমাকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে ?

হিরো। যারা আমাকে অভিযুক্ত করছে তারাই জানে। আমি এ ধরনের কোন লোককে জানি না। আমি এমন কোন জীবন্ত মানুষকে জানি না যে আমার কুমারীসুলভ শালীনতা নষ্ট করেছে। যদি আমি কোন পাপ করে থাকি তবে সে পাপের জন্য কেউ যেন আমায় ক্ষমা না করেন। হে পিতা, আমি যে গত রাত্রিতে অসময়ে কোন লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম সে কথা প্রমাণ করুন। তারপর আমায় পরিত্যাগ করুন, ঘৃণা করুন ও মৃত্যুযন্ত্রণা দান করুন।

ফ্রান্সিস। এক অদ্ভুত সংশয় দেখা দিয়েছে যুবরাজদের মনে।

বেনে। তাঁরা তুজনেই সম্মানিত ব্যক্তি। এ ব্যাপারে যদি তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি ভুল পথে চালিত হয় তাহলে বুঝতে হবে এ কাজ কোন অবৈধ সন্তানের, যে একজন আস্ত শয়তান।

লিও। আমি জানি না, ওরা সত্যি কথা বলেছে কি না। যদি তারা সত্য বলে আমি তাহলে এই হাত দিয়ে আমার মেয়েকে ছিঁড়ে ফেলব। আর যদি তারা মিথ্যা বলে তাহলে তারা শত অহঙ্কারী হলেও তাদের এ কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল পাবে। এখনো আমার দেহে রক্ত আছে, এখনো বার্ধক্যে বুদ্ধিনাশ হয়নি আমার। এখনো আমার বিষয়সম্পত্তি সব তুর্ভাগ্যবশতঃ ফুরিয়ে যায়নি। এখনো আমার জীবনে এমন কিছু ঘটেনি যাতে আমার বন্ধু বান্ধবেরা আমায় ত্যাগ করতে পারে।

ফ্রান্সিস। একটু থামুন, আমার একটা পরামর্শ শুনুন। যুবরাজদের নিন্দা-বাক্যে আপনার কন্যা মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছে। আপনি তাকে কিছুদিনের জন্য গোপনে লুকিয়ে রেখে বাইরে প্রচার করুন যে সে মারা গেছে। তার জন্য প্রথাগতভাবে শোক পালন করুন, আপনাদের পারিবারিক স্মৃতিস্তম্ভে তার জন্য স্মৃতিফলক গেঁথে দিন। এবং এইভাবে শেষকৃত্যসম্পর্কিত সব অনুষ্ঠান একে একে পালন করুন।

লিও। এর ফলে কি হবে ?

ফ্রান্সিস। যদি ঠিকমত এই সব কাজ করা হয় তাহলে তার উপর আরোপিত সব কুৎসা শোকবিলাপে পরিণত হবে। এর ফল কিছুটা ভাল হবেই। তবে আমি শুধু এই জন্যই এই পথ অবলম্বন করতে যাচ্ছি না। আমি চাই এর থেকে আরো ভাল কিছু ফল পাওয়া যাবে। যখন একথা প্রচার করা হবে যে মেয়েটি তার নিন্দার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করেছে তখন সেকথা শুনে সকলেই তুঃখ করবে; তাকে ক্ষমার চোখে দেখবে। কারণ আমরা যতক্ষণ কোন ভাল জিনিস ভোগ করি তার উপযুক্ত মর্যাদা বুঝতে

পারি না। সে জিনিস না হারানো পর্যন্ত তার উপযুক্ত দাম দিই না। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝি না। ক্লডিওর ক্ষেত্রেও তাই হবে। সে যখন শুনবে হিরো তার কথাতেই প্রাণত্যাগ করেছে তখন তার জীবনের সব মধুর কথাগুলো তার মনে পড়বে। তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আরো সুন্দর মনে হবে তার কাছে। সে জীবিত অবস্থায় যতখানি না ছিল তার থেকে অনেক বেশী সুন্দরমধুর ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে ক্লডিওর কাছে। যদি তার অন্তরে প্রেম বলে কোন জিনিস থেকে থাকে তাহলে সে তার জন্য তখন শোক করবেই। তখন সে ভাববে তার অভিযোগ সত্য হলেও সে অভিযোগের কথা উত্থাপন না করলেই ভাল হত। যদি এইভাবে সব কাজ করা হয় তাহলে আমি যা বলছি তার থেকে আরো ভাল ফল লাভ করা যাবে। আবার এ অভিযোগ যদি মিথ্যাও হয় তাহলে এ অভিযোগ যারা করেছে তাদের সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। যদি এর থেকে ভাল ফল কিছু না পাওয়া যায় আপনি অন্ততঃ তাকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখবেন যাতে সে নির্জনে কোন গুপ্ত স্থানে ধর্মীয় জীবনযাপন করতে পারে, যাতে সকল মানুষের দৃষ্টি ও নিন্দার আঘাতের বাইরে রয়ে যেতে পারে।

বেনে। মাননীয় লিওনাতো, ধর্মযাজক যা উপদেশ দেন দিন, এবার আমার কথা শুনুন। যদিও আপনি জানেন যুবরাজ আর ক্লডিওকে আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসি তথাপি এক্ষেত্রে আত্মা যেমন দেহের অভ্যন্তরে থেকে গোপনে কাজ করে যায় তেমনি নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে আমিও আপনাকে সাহায্য করে যাব।

লিও। তাহলে এবার আমি শোকসাগরে ভাসব।

ফ্রান্সিস। ঠিক বলেছেন। এখনি চলে যান এখান থেকে। অদ্ভুত রোগের ওষুধের জন্য অদ্ভুত দেশে যেতে হয়। এখন এস মেয়ে, যাতে তুমি বাঁচার মত বাঁচতে পার তার জন্য মৃত্যুর ভাণ করো। আজকের এই বিবাহের দিনটা দীর্ঘ মনে হচ্ছে। ধৈর্য করো। সহ্য করো।

(বেনেডিক ও বিয়াত্রিস ছাড়া সকলের প্রস্থান)

বেনে। সুন্দরী বিয়াত্রিস, তুমি কি এতক্ষণ ধরে কাঁদছিলে?

বিয়া। হ্যাঁ কাঁদছিলাম এবং আরো অনেকক্ষণ ধরে কাঁদব।

বেনে। আমি কিন্তু এটা চাই না।

বিয়া। তুমি এটা না চাইতে পার; আমি এটা করছি স্বাধীনভাবে।

বেনে। আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি তোমার সুন্দরী বোনের উপর অন্যায় করা হচ্ছে।

বিয়া। যে লোক এই অত্যাচারের প্রতিকার করবে সেই হবে আমার একমাত্র যোগ্য প্রণয়ী।

বেনে। তোমার সে প্রণয়লাভের কি কোন পথ আছে?

বিয়া। খুব ভাল পথই আছে, কিন্তু সে ধরনের কোন বন্ধু নেই।

বেনে। এ কাজ কি কোন মানুষে করতে পারে?

বিয়া। এটা মানুষেরই কাজ, কিন্তু তুমি পারবে না।
বেনে। আমি তোমাকে যতটা ভালবাসি পৃথিবীর কোন বস্তুকে তত ভালবাসি না। এটা কি আশ্চর্যের কথা নয় ?
বিয়া। কিন্তু সেকথা আমি জানি না বলেই আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে। এটা যদিও আমার পক্ষে বলা সম্ভব হত যে আমি পৃথিবীর সব বস্তুর থেকে ভালবাসি তথাপি আমার কথা বিশ্বাস করবে না, আবার অবিশ্বাসও করবে না। আমি এটা স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করছি না। আমার বোনের জন্য সত্যিই দুঃখিত।
বেনে। আমি আমার এই তরবারি ছুঁয়ে শপথ করে বলছি বিয়াত্রিস তুমি আমাকে ভালবাস।
বিয়া। শপথ করো না।
বেনে। আমি শপথ করে বলব যে তুমি আমাকে ভালবাস। যে শপথ করে বলবে যে আমি তোমাকে ভালবাসি না আমি তার শপথ তাকে খেতে বাধ্য করব।
বিয়া। তুমি কি তোমার শপথ ফিরিয়ে নেবে না ?
বেনে। এমন কোন ভাল শপথ নেই যা দিয়ে সে শপথ আমি খেতে পারি। আমি তোমার কথার প্রতিবাদ করে বলছি আমি তোমাকে ভালবাসি।
বিয়া। তাহলে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।
বেনে। কি অপরাধের জন্য সুন্দরী বিয়াত্রিস ?
বিয়া। একটা কথা তুমি আমাকে বলতে দাওনি। আমিও তোমার কথার প্রতিবাদ করে বলতে যাচ্ছিলাম যে আমি তোমাকে ভালবাসি।
বেনে। তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে আমায় ভালবাস।
বিয়া। আমি তোমাকে এতদূর ভালবাসি যে কেউ সে কথার প্রতিবাদ করতে পারবে না।
বেনে। এবার বল, কি করতে হবে তোমার জন্য।
বিয়া। ক্লডিওকে হত্যা করো।
বেনে। না। গোটা বিশ্বজগতের বিনিময়েও না।
বিয়া। আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে তুমি আমাকে মৃত্যুসম আঘাত দিলে। যাও, বিদায়।
বেনে। দাঁড়াও সুন্দরী বিয়াত্রিস।
বিয়া। আমি এখন এখানে থেকেও তোমার কাছ থেকে বহু দূরে। তোমার মধ্যে কোন ভালবাসা নেই। আমার অনুরোধ তুমি আমাকে যেতে দাও।
বেনে। বিয়াত্রিস—
বিয়া। সত্যি বলছি আমি চলে যাব।
বেনে। প্রথমে আমরা দুজনে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হব।
বিয়া। তুমি ভাবছ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার থেকে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা

পারি না। সে জিনিস না হারানো পর্যন্ত তার উপযুক্ত দাম দিই না। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝি না। ক্লডিওর ক্ষেত্রেও তাই হবে। সে যখন শুনবে হিরো তার কথাতেই প্রাণত্যাগ করেছে তখন তার জীবনের সব মধুর কথাগুলো তার মনে পড়বে। তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আরো সুন্দর মনে হবে তার কাছে। সে জীবিত অবস্থায় যতখানি না ছিল তার থেকে অনেক বেশী সূক্ষ্মমধুর ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে ক্লডিওর কাছে। যদি তার অন্তরে প্রেম বলে কোন জিনিস থেকে থাকে তাহলে সে তার জন্য তখন শোক করবেই। তখন সে ভাববে তার অভিযোগ সত্য হলেও সে অভিযোগের কথা উত্থাপন না করলেই ভাল হত। যদি এইভাবে সব কাজ করা হয় তাহলে আমি যা বলছি তার থেকে আরো ভাল ফল লাভ করা যাবে। আবার এ অভিযোগ যদি মিথ্যাও হয় তাহলে এ অভিযোগ যারা করেছে তাদের সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। যদি এর থেকে ভাল ফল কিছু না পাওয়া যায় আপনি অন্ততঃ তাকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখবেন যাতে সে নির্জনে কোন গুপ্ত স্থানে ধর্মীয় জীবনযাপন করতে পারে, যাতে সকল মানুষের দৃষ্টি ও নিন্দার আঘাতের বাইরে রয়ে যেতে পারে।

বেনে। মাননীয় লিওনাতো, ধর্মযাজক যা উপদেশ দেন দিন, এবার আমার কথা শুনুন। যদিও আপনি জানেন যুবরাজ আর ক্লডিওকে আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসি তথাপি এক্ষেত্রে আত্মা যেমন দেহের অভ্যন্তরে থেকে গোপনে কাজ করে যায় তেমনি নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে আমিও আপনাকে সাহায্য করে যাব।

লিও। তাহলে এবার আমি শোকসাগরে ভাসব।

ফ্রান্সিস। ঠিক বলেছেন। এখনি চলে যান এখান থেকে। অদ্ভুত রোগের ওষুধের জন্য অদ্ভুত দেশে যেতে হয়। এখন এস মেয়ে, যাতে তুমি বাঁচার মত বাঁচতে পার তার জন্য মৃত্যুর ভাণ করো। আজকের এই বিবাহের দিনটা দীর্ঘ মনে হচ্ছে। ধৈর্য করো। সহ্য করো।

(বেনেডিক ও বিয়াত্রিস ছাড়া সকলের প্রস্থান)

বেনে। সুন্দরী বিয়াত্রিস, তুমি কি এতক্ষণ ধরে কাঁদছিলে?

বিয়া। হ্যাঁ কাঁদছিলাম এবং আরো অনেকক্ষণ ধরে কাঁদব।

বেনে। আমি কিন্তু এটা চাই না।

বিয়া। তুমি এটা না চাইতে পার; আমি এটা করছি স্বাধীনভাবে।

বেনে। আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি তোমার সুন্দরী বোনের উপর অন্যায় করা হচ্ছে।

বিয়া। যে লোক এই অত্যাচারের প্রতিকার করবে সেই হবে আমার একমাত্র যোগ্য প্রণয়ী।

বেনে। তোমার সে প্রণয়লাভের কি কোন পথ আছে?

বিয়া। খুব ভাল পথই আছে, কিন্তু সে ধরনের কোন বন্ধু নেই।

বেনে। এ কাজ কি কোন মানুষে করতে পারে?

বিয়া। এটা মানুষেরই কাজ, কিন্তু তুমি পারবে না।

বেনে। আমি তোমাকে যতটা ভালবাসি পৃথিবীর কোন বস্তুকে তত ভালবাসি না। এটা কি আশ্চর্যের কথা নয় ?

বিয়া। কিন্তু সেকথা আমি জানি না বলেই আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে। এটা যদিও আমার পক্ষে বলা সম্ভব হত যে আমি পৃথিবীর সব বস্তুর থেকে ভালবাসি তথাপি আমার কথা বিশ্বাস করবে না, আবার অবিশ্বাসও করবে না। আমি এটা স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করছি না। আমার বোনের জন্য সত্যিই দুঃখিত।

বেনে। আমি আমার এই তরবারি ছুঁয়ে শপথ করে বলছি বিয়াত্রিস তুমি আমাকে ভালবাস।

বিয়া। শপথ করো না।

বেনে। আমি শপথ করে বলব যে তুমি আমাকে ভালবাস। যে শপথ করে বলবে যে আমি তোমাকে ভালবাসি না আমি তার শপথ তাকে খেতে বাধ্য করব।

বিয়া। তুমি কি তোমার শপথ ফিরিয়ে নেবে না ?

বেনে। এমন কোন ভাল শপথ নেই যা দিয়ে সে শপথ আমি খেতে পারি। আমি তোমার কথার প্রতিবাদ করে বলছি আমি তোমাকে ভালবাসি।

বিয়া। তাহলে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।

বেনে। কি অপরাধের জন্য সুন্দরী বিয়াত্রিস ?

বিয়া। একটা কথা তুমি আমাকে বলতে দাওনি। আমিও তোমার কথার প্রতিবাদ করে বলতে যাচ্ছিলাম যে আমি তোমাকে ভালবাসি।

বেনে। তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে আমায় ভালবাস।

বিয়া। আমি তোমাকে এতদূর ভালবাসি যে কেউ সে কথার প্রতিবাদ করতে পারবে না।

বেনে। এবার বল, কি করতে হবে তোমার জন্য।

বিয়া। ক্লডিওকে হত্যা করো।

বেনে। না। গোটা বিশ্বজগতের বিনিময়েও না।

বিয়া। আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে তুমি আমাকে মৃত্যুসম আঘাত দিলে। যাও, বিদায়।

বেনে। দাঁড়াও সুন্দরী বিয়াত্রিস।

বিয়া। আমি এখন এখানে থেকেও তোমার কাছ থেকে বহু দূরে। তোমার মধ্যে কোন ভালবাসা নেই। আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে যেতে দাও।

বেনে। বিয়াত্রিস—

বিয়া। সত্যি বলছি আমি চলে যাব।

বেনে। প্রথমে আমরা দুজনে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হব।

বিয়া। তুমি ভাবছ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার থেকে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা

সহজ হবে।

বেনে। ক্লডিও কি তোমার শত্রু ?

বিয়া। যে আমার আত্মীয় সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে, তার সম্মানহানি করে, সে কি তার চরম শয়তানির পরিচয় দেয়নি ? আমি যদি পুরুষ মানুষ হতাম ! প্রকাশ্যে সকলের সামনে তাকে অভিযুক্ত করে তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে নিন্দার বোঝা। হে ভগবান ! যদি আমি পুরুষ মানুষ হতাম আমি প্রকাশ্য বাজারে তার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে খেতাম।

বেনে। আমার কথা শোন বিয়াত্রিস।

বিয়া। জানালা দিয়ে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলা ! এটা কি কথা হলো ?

বেনে। তা অবশ্য না, তবে বিয়াত্রিস—

বিয়া। হায় হিরো ! তার উপর অবিচার করা হয়েছে, তার উপর কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে এখন অসহায়।

বেনে। কিন্তু—

বিয়া। হায় যত রাজ-রাজরা ও জমিদারের দল ! খুব ভাল। আমি যদি সে কাউণ্ট ক্লডিরও জন্য পুরুষ হয়ে জন্মাতাম। অথবা যদি আমার কোন বন্ধু আমার জন্য সত্যিকারের পুরুষের মত কাজ করতে পারত। কিন্তু এখন কোন সতিকারের পুরুষের মত পুরুষ নেই। তাদের সব পুরুষত্ব গলে জল হয়ে মিষ্টি তরল এক সৌন্দর্যবোধে পরিণত হয়েছে। মানুষ হয়ে উঠেছে জিহ্বাসর্বস্ব ! এখন সব মানুষের সব বীরত্ব শুধু মিথ্যা বলা ও শপথ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমি এই কথাসর্বস্ব ইচ্ছাসর্বস্ব পুরুষ মানুষ হওয়ার থেকে নারী হয়ে দুঃখের মধ্যেই জীবন যাপন করব।

বেনে। থাম থাম বিয়াত্রিস, আমি এই হাত দিয়ে শপথ করে বলছি আমি তোমাকে ভালবাসি।

বিয়া। আমার প্রতি প্রেমের খাতিরে শুধু শপথ না করে তোমার হাত দিয়ে অন্য কাজ করো।

বেনে। মহান ক্লডিও হিরোর প্রতি অন্যায় করেছে একটা অন্তর দিয়ে তুমি বিশ্বাস করো ?

বিয়া। হ্যাঁ, যেমন বিশ্বাস করি আমার একটা মন বা আত্মা আছে।

বেনে। ঠিক আছে, কথা দিলাম। আমি ওকে যুদ্ধে আহ্বান জানাব। আমি তোমার হস্ত চুম্বন করে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। এই হাত দিয়ে শপথ করছি ক্লডিও আমাকে বাধ্য করবে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। আমার সম্বন্ধে তোমার যে উচ্চ ধারণা আছে আমি সেইমতই কাজ করব। যাও, তোমার বাবাকে গিয়ে সান্ত্বনা দাওগে। আমি বাইরে বলব সে মারা গেছে। এই কথা রইল। বিদায়। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। কারাগার।

বহির্বাস পরিহিত অবস্থায় ডগবেরি, ভার্জেস ও সেক্সটন এবং কনরেড ও বোরাশিও সহ পাহারাদারদের প্রবেশ

ডগ। আমাদের সকলেই কি এসে গেছে?

ভার্জেস। সেক্সটনের জন্য আসন চাই।

সেক্সটন। অভিযোগকারী কারা?

ডগ। আমি আর আমার সহকর্মী।

ভার্জেস। তা ঠিক, তবে ওদের আগে জেরা করতে হবে।

সেক্স। কিন্তু অপরাধী কারা? ওদের মাস্টার কনস্টেবলের সামনে হাজির করো।

ডগ। হ্যাঁ, আমার কাছে ওদের হাজির করো। তোমার নাম কি বন্ধু?

বোরা। বোরাশিও।

ডগ। তোমার নামটা লিখে ফেল। তোমার নাম?

কন। আমি একজন ভদ্রলোক এবং আমার নাম কনরেড।

ডগ। ঠিক আছে, তোমার নামটাও লিখে ফেল। তোমরা কি ঈশ্বরের সেবা করো?

কন। }
বোরা। } হ্যাঁ, আমরা ত তাই মনে করি।

ডগ। একথা লিখে রাখ যে ওরা মনে করে ওরা ঈশ্বরের সেবা করে। ঈশ্বরের নামটা আগে লেখ। কারণ শয়তানের উপর ঈশ্বরকে অবশ্যই স্থান দিতে হবে। বন্ধুগণ, এটা আগেই প্রমাণিত হয়েছে যে তোমরা সাধারণ এ জুয়াচোরদের থেকে একটু ভাল। ঠিক আছে তোমাদের থেকে এটা একটু পরেই বোঝা যাবে।

কন। আমরা কিন্তু স্যার জুয়াচোর নই।

ডগ। চমৎকার রসিক লোক। এস দেখি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। তোমার কানে কানে বলব কথাটা। আমার কথা হচ্ছে এই যে তোমরা আসলে জুয়াচোর নও, জুয়াচোরের ভাণ করছ।

বোরা। আমি বলছি স্যার, আপনি যা বলছেন আমরা তা নই।

ডগ। ঠিক আছে সরে দাঁড়াও। ওরা দুজনেই একই ব্যাপারে জড়িত। লিখে নিয়েছ যে ওরা কোন কিছুই নয়?

সেক্স। মাস্টার কনস্টেবল, আপনি কিন্তু ঠিক পথে জেরা করছেন না। আপনি ওদের অভিযোগকারী পাহারাদারদের ডেকে আমুন।

ডগ। হ্যাঁ তা বটে, সেটাই সবাই করে। পাহারাদারদের আসতে দাও। শোনো তোমরা, আমি তোমাদের রাজার নামে অভিযুক্ত করছি।

১ম প্রহরী। এই লোকটা স্যার রাজার ভাই ডন জনকে শয়তান বলেছিল।

ডগ। লেখ লেখ, যুবরাজ ডন জন একজন শয়তান। রাজার ভাইকে

শয়তান বলাই ত এক অপরাধ।

বোরা। মাস্টার কনস্টেবল—

ডগ। থাম থাম। শান্ত হও। আমি তোমার চোখের দৃষ্টিটা পছন্দ করি না।

সেক্স। তাকে আর কিছু বলতে শুনেছিলে?

২য় প্রহরী। হিরোর নামে মিথ্যা অভিযোগ আনার জন্য ডন জনের কাছ থেকে এক হাজার ডুকেট নিয়েছিল।

ডগ। এটা ত বিরাট জুয়াচুরি।

ভার্জেস। সম্মিলিত প্রার্থনার নামে বলছি, তা বটে।

সেক্স। আর কি বল।

১ম প্রহরী। আর ওর সেই কথার উপর ভিত্তি করে কাউন্ট ক্লডিও হিরোকে সকলের সামনে অপমান করে এবং বিয়ে করতে অস্বীকার করে।

ডগ। ও, এর জন্য তুমি চিরকালের জন্য নিন্দিত হবে।

সেক্স। আর কি?

২য় প্রহরী। আর কিছু না।

সেক্স। এই যথেষ্ট বন্ধুগণ, এসব কথা ওরা অস্বীকার করতে পারবে না। যুবরাজ জনকে আজ গোপনে চুরি করে নিয়ে গেছে। আজ সকালে অভিযুক্ত ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। মাস্টার কনস্টেবল মশাই, ওদের বেঁধে লিওনাতোর কাছে নিয়ে চলুন। আমি গিয়ে জেরার কথা বলছি।
(প্রস্থান)

ডগ। ওদের বেঁধে ফেল।

ভার্জেস। ওদের হাত দুটো বেঁধে ফেল।

কন। দূর হয়ে যাও বদমাস কোথাকার!

ডগ। ঈশ্বর আমার জীবন রক্ষা করুন। ওর কথাটা লিখে রাখ, রাজার উর্ধ্বতন কর্মচারী নাকি বদমাস। ওদের বেঁধে ফেল। পাজী দুষ্ট চাকর কোথাকার।

কন। দূর হয়ে যাও, তুমি একটি গাধা।

ডগ। তুমি আমার পদমর্যাদা আমার বয়স কিছু অনুমান করতে পারলে না? ও এসে আমাকে নাকি গাধা বলল। ঠিক আছে, আমি গাধা। একথাটা লেখা না থাকলেও ভুলে যেওনা যে আমি গাধা। শয়তান, তুমি যে কত বড় ধার্মিক ব্যক্তি তা শীঘ্রই প্রমাণিত হবে। আমি গাধা। তবে জেনে রেখো, আমি আরো অনেক কিছু। আমি একজন অফিসার, একজন গৃহস্থ ব্যক্তি, একজন সুন্দর ব্যক্তি, আমি আইন, আমি ধনবান, আমার দুটো গাউন আছে। নিয়ে যাও তাকে। আমি গাধা একথাটা ভাগ্যিস লেখা থাকবে না। তা হলেই হয়েছিল আর কি। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। লিওনাতোর বাসগৃহের সম্মুখস্থ ভাগ।
লিওনাতো ও এ্যান্টনিওর প্রবেশ

এ্যান্ট। তুমি যদি এইভাবে দুঃখ করো তাহলে মরে যাবে। এইভাবে দুঃখকে প্রশ্রয় দেওয়া কখনই গুণী লোকের উচিত না।

লিও। আমার অনুরোধ আমাকে আর উপদেশ দিও না। এ উপদেশ অনাবশ্যক শোনাচ্ছে আমার কানে। জলাশয়ে জল ফেলার মত আমাকে বৃথা উপদেশ দিও না। আমার মত সমান দুঃখে যে দুঃখী একমাত্র সে ছাড়া আমাকে যেন আর কেউ সান্ত্বনা দিতে না আসে। আমার মত যে তার সন্তানকে ভালবাসত, সন্তান ছিল যার একমাত্র আনন্দের বস্তু সেই ধরনের পিতাকে এনে দাও আমার কাছে। দেখি সে কেমন ধৈর্যের কথা বলে। তার দুঃখের সঙ্গে আমার দুঃখকে মেপে তুলনা করে দেখ। যার দুঃখ সব দিক দিয়ে আমার দুঃখের সমান সে যদি তার সব দুঃখ চেপে রেখে আর্তনাদ না করে হাসতে পারে তাহলে তাকে নিয়ে এস আমার কাছে, তাহলে আমি তার কাছে শিখব ধৈর্য কাকে বলে। কিন্তু ভাই এ ধরনের কোন লোকই পাবে না। কারণ মানুষ কেবল সেই দুঃখেই সান্ত্বনা দান করে, যে দুঃখ সে নিজে অনুভব করে না। কিন্তু একবার যদি সে দুঃখ সে নিজে আস্বাদন করে তাহলে তার উপদেশ পরিণত হয়ে উঠবে আবেগে। সে দুঃখ আস্বাদ না করা পর্যন্ত সে মানুষের ক্রোধের উপর উপদেশের প্রলেপ দেবে, রেশমী সুতো দিয়ে বাঁধতে চাইবে প্রচণ্ড উন্মত্ততাকে। যন্ত্রণাকে হাওয়া দিয়ে সারাবার চেষ্টা করবে আর কথা দিয়ে বেদনা সারাতে চাইবে। দুঃখে ভারাক্রান্ত যে কোন ব্যক্তিকেই ধৈর্য শেখাতে চায় সব মানুষ। কিন্তু কোন মানুষেরই এমন কোন গুণ বা নৈতিক শক্তি নেই যার জোরে সে দুঃখের দিনে সেই ধৈর্যের শিক্ষা নিজে মেনে চলতে পারে। সুতরাং আমাকে আর কোন উপদেশ দিতে এস না। আমার দুঃখ কোন প্রচার বা বিজ্ঞাপনের অপেক্ষা রাখে না।

এ্যান্ট। তাহলে মানুষ ও শিশুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ?

লিও। দয়া করে চুপ করো। আমি হচ্ছি রক্ত মাংসের মানুষ। এমন কোন দার্শনিক ব্যক্তি নেই যিনি তাঁর দাঁতের যন্ত্রণা নীরবে ধৈর্যসহকারে সহ্য করতে পারেন। তাঁরা ঈশ্বর নিয়তি ও সহ্যশক্তির কথা যতই লিখুন না কেন তাঁরা কার্যক্ষেত্রে তা মেনে চলতে পারেন না।

এ্যান্ট। তবু সব ক্ষয়ক্ষতি নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিও না। যারা তোমায় দুঃখ দিয়েছে তাদেরও কিছু ভাগ নিতে দাও।

লিও। এটা অবশ্য যুক্তির কথা। আমি তা করব। আমার অন্তরাত্মা বলছে হিরোর উপর মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। একথা একদিন ক্লডিও

ও যুবরাজ জানতে পারবেই যায়া একদিন তাকে অপমানিত করেছে তারা ভুল বুঝবেই।

এ্যাণ্ট। এখানে যুবরাজ আর ক্লডিও ব্যস্ত হয়ে আসছেন।

ডন পেড্রো ও ক্লডিওর প্রবেশ

ড. পেড্রো। সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!

ক্লডিও। আপনাদের দুজনকেই সুপ্রভাত।

লিও। একটা কথা শুনবেন প্রভু!

ড. পেড্রো। আমরা এখন ভীষণ ব্যস্ত লিওনাতো।

লিও। কিছু ব্যস্ত প্রভু? আপনি এখন খুবই ব্যস্ত?

ড. পেড্রো। আমাদের সঙ্গে আবার ঝগড়া করতে এস না!

এ্যাণ্ট। ও যদি ঝগড়া করে তাহলে আমরা ছোট হয়ে যাব।

ক্লডিও। কে তার প্রতি অন্যায় করল?

লিও। তুমি, তুমি অন্যায় করেছ আমার প্রতি। ভণ্ড প্রতারক তুমি। যাক, আর তরবারিতে হাত দিতে হবে না, আমি তোমাকে ভয় করি না।

ক্লডিও। আপনার মত একজন বৃদ্ধকে যদি এ হাত ভয় দেখায় তাহলে সে হাত অভিশপ্ত হোক। বিশ্বাস করুন, আমি তরবারি ধরে আসলে কিছুই করতে চাইনি।

লিও। যাও, যাও। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করো না। আমি বোকার মত কথা বলছি না। আমি আজ বার্ধক্যের চাপে পড়ে অতীতের কৃতিত্বের জন্য বড়াই করছি না অথবা আজ আমি বৃদ্ধ না হলে কি করতাম তাও বলছি না। ক্লডিও, তুমি যা করেছ তার জন্য তোমায় মাথা দিতে হবে। তুমি আমার ও আমার নির্দোষ সন্তানের উপর এতদূর অন্যায় করেছ যে আমি আর তোমার প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারছি না। আমি আমার এই পক্ক কেশ ও দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তোমাকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করছি। তোমার নিন্দার আঘাত তার অন্তরকে এমনভাবে বিদ্ধ করেছে যে সে আজ তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সমাহিত। আমাদের যে সমাধিক্ষেত্রে কখনো কোনদিন কোন কলঙ্ক প্রবেশ করতে পারেনি আজ তোমার শয়তানি সেখানে কলঙ্ক লেপন করেছে।

ক্লডিও। আমার শয়তানি?

লিও। হ্যাঁ, তোমার শয়তানি ক্লডিও তোমার, আমি বলছি।

ড. পেড্রো। তুমি বয়সে বৃদ্ধ হলেও সত্য কথা বলছ না।

লিও। আমি এ অভিযোগের সত্যতা তার দেহের উপর প্রমাণ করব প্রভু। যদি তার সাহস থাকে তাহলে সে আসুক। তার যৌবনের জৌলুস, তার যুদ্ধে পারদর্শিতা, তার ক্রীড়াদক্ষতা প্রভৃতি সত্ত্বেও আমি তাকে দেখে নেব।

ক্লডিও। এখান থেকে চলে যান। আপনার সঙ্গে আমার কোন কাজ নেই

লিও। তুমি কি আমাকে বোকা বানাতে চাও? তুমি আমার সন্তানকে হত্যা করেছ। এবার আমার মত একজন মানুষকে হত্যা করো বালক।

এ্যাণ্ট। ও আমাদের দুজনকেই হত্যা করবে এবং আমরা দুজনেই মানুষ। আগে কিন্তু তোমাকে আমাদের একজনকে হত্যা করতে হবে। এস বালক, আমার সঙ্গে এস। আগে আমাকে পরাস্ত করো। আমি তোমাকে বেত্রাঘাত করব।

লিও। ভাই—

এ্যাণ্ট। তুমি নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দাও। ঈশ্বর জানেন আমি আমার ভাইঝিকে কতখানি ভালবাসতাম। আজ সে মৃত, কতকগুলো শয়তানের নিন্দাবাক্যের শেল তাকে বিদ্ধ করেছে। আমি যেমন সাপের জিব ধরে টেনে ছিঁড়ে দিতে পারি, তেমনি তোমারও জিব বার করে দেব। সাহস থাকে ত আমার আহ্বানে সাড়া দাও।

লিও। ভাই এ্যাণ্টনি—

এ্যাণ্ট। তুমি চুপ করো। ওরা কিরকম মানুষ আমি তা জানি। ওরা হচ্ছে কতকগুলো ঝগড়াটে ছেলে, ওদের ক্ষমতা কতখানি তা আমি জানি। ওরা হচ্ছে বিলাসী দুর্নীতিপরায়ণ। বাইরে এমন একটা ভাব দেখায় যাতে মনে হয় ওরা ভয়ঙ্কর। ওরা মুখে বড় বড় কথা বলে, মনে সাহস থাকলে শত্রুদের ঘায়েল করত। এইমাত্র ওদের যোগ্যতা।

লিও। কিন্তু ভাই এ্যাণ্টনি—

এ্যাণ্ট। এস এস। কে কি মনে করল তাতে যায় আসে না। তুমি এর মাঝে এস না। আমি এদের কিভাবে শিক্ষা দিতে হয় তা জানি।

ড. পেড্রো। আপনারা দুজনেই ভদ্রলোক। আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। আপনার কন্যার মৃত্যুর জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি আমার সম্মানের নামে শপথ করে বলছি, আপনার কন্যার উপর যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে তা সব সত্য এবং তার প্রমাণ আছে।

লিও। হায় প্রভু—

ড. পেড্রো। আমি আপনার কথা শুনতে চাই না।

লিও। শুনতে চান না? এস ভাই এস, আমি নালিশ করবই।

এ্যাণ্ট। এবং আমিও করব।

লিওনাতো ও এ্যাণ্টনিওর প্রবেশ

ড. পেড্রো। দেখ দেখ। আমরা যার খোঁজ করছি সেই লোকই এখানে আসছে।

বেনেডিকের প্রবেশ

ক্লডিও। কি খবর?

বেনে। সুপ্রভাত।

ড. পেড্রো। আসুন আসুন। এক দারুণ ঝগড়া বাধার একটু আগেই তুমি এসে পড়েছ।

ক্লডিও। এখনই দুজন দন্তহীন বৃদ্ধ লোক আমাদের নাক দুটো কেটে দিত।

ড. পেড্রো। লিওনাতো আর তার ভাই। কি ভাবছ? যদি লড়াই বাধত তাহলে ওরা আমাদের সঙ্গে পেরে উঠত না, কারণ আমরা ওদের তুলনায় বয়সে যুবক।

বেনে। যে ঝগড়া অমূলক তাতে বীরত্ব দেখিয়ে কোন লাভ নেই। আমি আপনাদের দুজনের খোঁজে এসেছি।

ক্লডিও। আমরাও তোমার খোঁজ করছি। আমরা এখন দারুণ চিন্তিত ও বিষণ্ন এবং সে বিষাদ দূর করতে চাই। তুমি কি এ ব্যাপারে তোমার বুদ্ধি প্রয়োগ করবে?

বেনে। সে বুদ্ধি আছে আমার তরোয়ালের খাপে। আমি কি তা বার করব?

ড. পেড্রো। তুমি কি তোমার বুদ্ধি তোমার পাশে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াও?

ক্লডিও। কেউ তা কখনো করেনি। আমি তোমাকে বুদ্ধি বার করতেই বলছি। তোমার সে বুদ্ধি বার করে চারণ কবিদের মত আনন্দ দাও আমাদের।

ড. পেড্রো। আমি একজন সৎ লোক। সত্যি বলছি ওকে কেমন মলিন দেখাচ্ছে। আচ্ছা তুমি কি অসুস্থ অথবা ক্রুদ্ধ?

ক্লডিও। কি ব্যাপার, সাহস অবলম্বন করো। যে দুঃখ একটি বিড়ালকে হত্যা করেছে, সেই দুঃখকে তুমি হত্যা করতে পার।

বেনে। স্যার, আমিও তোমার কথার জবাব দেব। বুদ্ধির বিনিময়ে বুদ্ধির কসরৎ দেখাব। তবে বিষয়বস্তুটা অন্য ধরনের।

ক্লডিও। তাহলে ওকে অন্য বিষয়বস্তু দিন।

ড. পেড্রো। ও তোমাকে ক্রমশই দোষ দিচ্ছে। আমার মনে হয় সত্যিই ও রেগে গেছে।

ক্লডিও। যদি তাই হয় তাহলে সে রাগ কি করে প্রশমিত করতে হয় তা ও জানে।

বেনে। আমি কি তোমার কানে কানে একটা কথা বলব?

ক্লডিও। সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বানের হাত থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

বেনে। (ক্লডিওকে চুপিচুপি) আমি টাট্টা করছি না, তুমি একটি শয়তান। তুমি কি করেছ তা আমি তোমাকে বলব। আমাকে তার কৈফিয়ৎ দাও, তা না হলে আমি তোমার কাপুরুষতার প্রতিবাদ করব। তুমি একটি ভাল মেয়ের জীবনাবসান ঘটিয়েছ। তার মৃত্যুর জন্য তোমাকে দুঃখ করতেই হবে। কি ব্যাপার আমাকে খুলে বল।

ক্লডিও। ঠিক আছে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। সুতরাং এখন আনন্দ করতে পারি।

ড. পেড্রো। কী, একটা ভোজ দেবে?

ক্লডিও। তাকে ধন্যবাদ, সে আমাকে একটা বাছুরের মাথা আর শুয়োরের

মাংস খাওয়াবে। জানি না মোরগ খাওয়াবে কি না।

বেনে। তোমার বুদ্ধি দেখছি বেশই কাজ করছে।

ড. পেড্রো। আমি তোমাকে বলব বিয়াত্রিস সেদিন তোমার কিভাবে প্রশংসা করছিল। আমি বলেছিলাম তোমার চমৎকার বুদ্ধি আছে। সে তখন বলেছিল, হ্যাঁ খুব চমৎকার ছোট্ট একটু বুদ্ধি আছে। আমি তখন বললাম, তার বুদ্ধিটা অনেক বড়, সে বলল, হ্যাঁ বড়, কিন্তু বড় মোটা। সে আরো বলল, তার সে বুদ্ধি কাউকে আঘাত করে না। আমি বলব, ভদ্রলোক খুব জ্ঞানী। তিনি খুব ভাল কথা বলতে পারেন। সে তখন বলল, হ্যাঁ তিনি সোমবার রাত্রে কোন শপথ করে মঙ্গলবার সকালেই তা ভঙ্গ করেন। অবশেষে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তিনি সারা ইটালির মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

ক্লডিও। এর পর সে আকুলভাবে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, সে বিষয়ে কিছু গ্রাহ্য করে না।

ড. পেড্রো। হ্যাঁ, সে তাই করেছিল। যদি সে তাকে ভয়ঙ্করভাবে ঘৃণা করে থাকে তাহলে তাকে গভীরভাবে ভালবাসে। বৃদ্ধলোকের কন্যা আমাদের তাই বলল।

ক্লডিও। হ্যাঁ সব বলেছিল। সে আরো বলেছিল সে কখন বাগানে লুকিয়ে ছিল ঈশ্বর তাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

ড. পেড্রো। কিন্তু কখন আমরা বুনো ষাঁড়ের শিংগুলো বুদ্ধিমান বেনেডিকের মাথায় চাপিয়ে দিতে পারব ?

ক্লডিও। আর সেই শিংএর তলায় লেখা থাকবে, এখানে বিবাহিত বেনেডিক বাস করে।

বেনে। বিদায় বালক, তুমি আমার মন জান। আমি চাই তুমি এবার রসিকতা করো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমার রসিকতা আনাড়ী লোকের অস্ত্রচালনার মত কাউকে আঘাত করে না। হা ভগবান, তোমার অনেক সৌজন্যের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আর তোমার সঙ্গে মিশব না। তোমার ভাই মেসিনা থেকে পালিয়ে গেছে। তুমি একটি সুন্দরী নির্দোষ মেয়েকে হত্যা করেছ। আমি ও ল্যাকবিয়ার্ড একসঙ্গে মিলিত হয়ে আলোচনা করে যথাকর্তব্য নির্ধারণ করব। তার আগে পর্যন্ত শান্তি বিরাজ করুক। (বেনেডিকের প্রস্থান)

ড. পেড্রো। সত্যিই এ ব্যাপারে তার নিষ্ঠা ও আগ্রহ আছে।

ক্লডিও। হ্যাঁ, তার আগ্রহ খুবই গভীর। বিয়াত্রিসের প্রেমের খাতিরে আমি তোমাকে নিষেধ করব।

ড. পেড্রো। তোমাকে নাকি সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করেছে ?

ক্লডিও। হ্যাঁ, বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে।

ড. পেড্রো। মানুষ কি মজার জীব দেখ। সে যখন পোষাক পরে বার হয়

তখন বুদ্ধিটাকে ফেলে রেখে যায়।
ক্লডিও। তখন তাকে বাঁদরের সামনে দৈত্যের মত দেখায়।
ড. পেড্রো। থাম থাম, আমার অন্তরটা উপড়ে ফেল, আমাদের বিষাদে ডুবিয়ে দাও। সে কি বলবে যে আমার ভাই পালিয়ে গেছে?

কনরেড ও বোরাশিওসহ ডগবেরি ও ভার্জেসের প্রবেশ

ডগ। এস এস স্যার, বিচার যদি তোমাকে পোষ মানাতে না পারে তাহলে তার ন্যায়দণ্ডে যুক্তি বলে কোন জিনিস থাকবে না। তুমি একজন পাকা ভণ্ড এবং তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত।
ড. পেড্রো। কী ব্যাপার, আমার ভাইএর দুজন লোককে বেঁধে আনা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে বোরাশিও একজন।
ক্লডিও। তাদের অপরাধ কি তা শুনুন হুজুর।
ড. পেড্রো। হে কর্মচারিবৃন্দ, এরা কি অন্যায় করেছে?
ডগ। মহাশয়, এরা মিথ্যা সংবাদ দান করেছে। তারা মিথ্যা কথা বলেছে। দ্বিতীয়তঃ নিন্দা করেছে। অবশেষে তারা একটি মেয়ের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করেছে। তৃতীয়তঃ তারা অন্যায় প্রমাণ পরীক্ষা করে দেখেছে। মোট কথা, তারা মিথ্যাবাদী শয়তান।
ড. পেড্রো। প্রথমে আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি তারা কি করেছে, দ্বিতীয়তঃ আমি জিজ্ঞাসা করছি কি তাদের অপরাধ, সব শেষে জিজ্ঞাসা করছি তারা কি জন্য অভিযুক্ত হয়েছে। মোট কথা, তোমরা তাদের কি অভিযোগে অভিযুক্ত করছ।
ক্লডিও। ঠিকমত বিচার করে দেখতে গেলে এই সব কথার অর্থ হলো একটা।
ড. পেড্রো। তোমরা কার কাছে কি দোষ করেছ যার জন্য তোমাদের এখানে আনা হয়েছে? এই উচ্চশিক্ষিত কনস্টেবল এত চতুর যে এঁর কথা বোঝাই যায় না। তোমাদের অপরাধ কি?
বোরা। হে যুবরাজ, আমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ আর চাইবেন না। আমার কথা শুনুন, এই কাউন্ট যদি আমাকে হত্যা করে ত করতে দিন। আমি আপনার চোখে ধূলো দিয়েছি। আপনার বুদ্ধিতে যা ধরা পড়েনি এই নির্বোধরা তা প্রকাশিত করেছে লোকসমক্ষে। এরা গত রাতে আমার কথা ওৎ পেতে শুনেছে। আমি এই ভদ্রলোকের কাছে স্বীকার করেছি আপনার ভাই ডন জন কিভাবে হিরোর উপর কলঙ্ক আরোপ করার জন্য প্ররোচিত করে। আমি বলেছি কিভাবে আপনারা ফুলবাগানে এসে আমাকে হিরোর পোষাকপরা মার্গারেটের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছেন। তার বিয়ের সময় আপনারা কিভাবে তাকে অপমান করেন তাও বলেছি। আমার শয়তানির প্রমাণ তারা পেয়েছে, যে শয়তানির কথা লোকের কাছে প্রকাশ করার লজ্জার থেকে মৃত্যু ঢের ভাল। আমি আর আমার মালিকের মিথ্যা অভিযোগের জন্য হিরোর মৃত্যু হয়েছে। আমি আমার শয়তানির পুরস্কার ছাড়া আর

কিছুই চাই না।
ড. পেড্রো। এই কথাগুলো কি লৌহশলাকার মত তোমার রক্তে প্রবেশ করছে না ?
ক্লডিও। ও যখন কথাগুলো বলছিল তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন বিষ পান করছি।
ড. পেড্রো। কিন্তু আমার ভাই কি তোমাকে নিযুক্ত করেছিল একাজে ?
বোরা। হ্যাঁ, এবং তার জন্যে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়েছে।
ড. পেড্রো। শয়তানির কাঠামোতেই ওর গোটা দেহটা তৈরি এবং শয়তানির জন্যই ও পালিয়ে বেড়াচ্ছে।
ক্লডিও। হায় হিরো, তোমার ভাবমূর্তি প্রথম প্রেমের সেই দিনের মত উজ্জল হয়ে উঠেছে আজ আবার।
ডগ। এস, বিবাদীদের নিয়ে এস। আমাদের লোক এর মধ্যে লিওনাতোকে খবর দিয়েছে। মহাশয়গণ, একথা ভুলে যাবেন না যে ক্ষেত্রবিশেষে আমি গাধা হই।
ভার্জেস। এই মাননীয় লিওনাতো ও আমাদের লোক এসে গেছেন।

পুলিসের লোকসহ লিওনাতো ও এ্যান্টনিওর পুনঃপ্রবেশ

লিও। এদের মধ্যে শয়তান কে ? তার চোখমুখ একবার দেখি, যাতে ভবিষ্যতে তার মত দেখতে কোন লোক দেখতে পেলে তাকে এড়িয়ে যেতে পারি।
বোরা। যে আপনার প্রতি অন্যায় করেছে তাকে যদি দেখতে চান ত আমাকে দেখুন।
লিও। তুমিই কি সেই ঘৃণ্য ক্রীতদাস যার দূষিত কথার আঘাত আমার নির্দোষ সন্তানকে হত্যা করেছে।
বরা। হ্যাঁ, আমিই একা।
লিও। না শয়তান, এখানেও মিথ্যা বলছ তুমি। এখানে দুজন তোমরা রয়েছ—একই সম্মানে ভূষিত এই ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তি পলাতক যার এব্যাপারে হাত আছে।
ক্লডিও। আমি জানিনা কিভাবে আপনাদের ধৈর্য ধারণ করতে বলব। তথাপি আমি কিছু কথা বলতে চাই। তোমরা কি ধরনের প্রতিরোধ চাও তা তোমরা নিজেরাই বেছে নাও। আমার পাপের জন্য যে শাস্তি আপনি দিতে চান সে শাস্তি চাপিয়ে দিন আমার উপর। তবে আমি শুধু একটু ভুল করেছি, আসলে কোন পাপ করিনি।
ড. পেড্রো। আমার আত্মার নামে শপথ করে বলছি আমিও কোন পাপ করিনি। তথাপি এই ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর দেওয়া যে কোন শাস্তির গুরুভার মাথা পেতে নেব।
লিও। আমি ত তোমাকে আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি না।

সেটা অসম্ভব। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ মেসিনার সব লোককে জানিয়ে দেবে আমার কন্যা কত নির্দোষ এবং কিভাবে মিথ্যা কলঙ্কের জন্য প্রাণত্যাগ করেছে। তোমার ভালবাসার জন্য যদি দুঃখ হয়ে থাকে তাহলে তার সমাধিস্তম্ভের কাছে গিয়ে সকরুণ সুরে বিলাপ করবে। আজ সারারাত গান করবে। কাল সকালে আমার বাড়ি যাবে, এবং যেহেতু তুমি আমার জামাতা হতে পারবে না তুমি ভাইএর জামাতা হবে। কারণ আমার ভাইএর একটি কন্যা আছে। সে কন্যাটি আমার মৃত কন্যার এক যথার্থ প্রতিচ্ছবি। সে আমাদের দুই ভাইএর সমস্ত বিষয়সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। যে অধিকার তুমি একদিন আমার কন্যাকে দান করেছিলে সেই অধিকার তুমি আমার ভাইএর কন্যাকে দান করবে। তাহলে আমার প্রতিশোধ বাসনার অবসান ঘটবে।

ক্লডিও। হে মহৎপ্রাণ মহাশয়! আপনার অসীম দয়া অশ্রু আকর্ষণ করছে আমার চক্ষু হতে। আমি আপনার প্রস্তাব সাদরে বরণ করে নিচ্ছি। এখন থেকে হতভাগ্য ক্লডিওর কথা ভুলে যাবে।

লিও। আগামী কাল তাহলে আমি তোমাকে আশা করব আমার বাড়িতে। আজকের রাতের মত বিদায় নিচ্ছি আমি। এই দুষ্ট লোকটাকে মার্গারেটের সামনা সামনি আসতে হবে, যে মার্গারেটকে তোমার ভাই এই অন্যায় কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেছিল।

বোরা। না, আমার আত্মার নামে শপথ করে বলছি সে একাজে নিযুক্ত হয়নি। যখন সে আমার সঙ্গে কথা বলে তখন সে কি করেছে তা সে জানেও না। আমি যতদূর জানি সে সব সময় ধর্ম ও ন্যায়সংগত কাজই করে থাকে।

ডগ। তাছাড়া স্যার, একটা কথা লেখা নেই, এই অপরাধী বিবাদী আমাকে গাধা বলেছিল। আমার প্রার্থনা শাস্তিদানের সময় একথাটা যেন মনে থাকে। আর একটা কথা, পাহারাদার ওদের এক বিকৃতদেহী লোকের কথা বলতে শুনেছে। ওরা বলছিল সে কোন তালা ঝুলিয়ে রেখে এবং ঈশ্বরের নামে টাকা ধার করে সে টাকা কোনদিন শোধ করে না। সে টাকা ও এতদিন ভোগ করে এসেছে। ওর ব্যবহারে মানুষ নির্দয় হয়ে উঠেছে এবং আর কখনও কেউ তাকে টাকা ধার দেবে না। আমার অনুরোধ, ওকে এ ব্যাপারে পরীক্ষা করে দেখুন।

লিও। তোমার নিষ্ঠা ও কষ্ট স্বীকারের জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমায়।

ডগ। আপনি কৃতজ্ঞ ও একজন সম্মানিত ব্যক্তির মত কথা বলছেন। আপনার মত লোকের সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

লিও। তোমার কষ্টের জন্য এই নাও বখশিস।

ডগ। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

লিও। আমি কিন্তু আপনার কাছে একজন পাকা জুয়াচোরকে রেখে গেলাম। আমার অনুরোধ, ওর সংশোধনের জন্য ওকে যেন উপযুক্ত শাস্তি

দেবেন যাতে ওর স্বভাবের পরিবর্তন হয় এবং এই দৃষ্টান্ত দেখে যেন ওদের মত আর পাঁচজন শিক্ষা পায়। ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার মঙ্গল কামনা করি। ঈশ্বর আপনার হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করুন। আপনাকে এখান থেকে চলে যাবার অনুমতি দিচ্ছি। যদি আমাদের পুনরায় দেখা হওয়ার জন্য কারো মধ্যে কোন ইচ্ছা জাগে ঈশ্বর যেন তাহলে তা হতে না দেন। এস ভাই।

(ডগবেরি ও ভার্জেসের প্রস্থান)

লিও। আগামীকাল সকাল অব্দি আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আপাততঃ বিদায়।

এ্যান্ট। বিদায় প্রভু। আগামী কাল আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে।

ড. পেড্রো। আমরা ঠিক যাব, এর অন্যথা হবে না।

ক্লডিও। আজ রাত্রিতে আমি হিরোর সঙ্গে শোক করব।

(ডন পেড্রো ও ক্লডিওর প্রস্থান)

লিও। (পাহারাদারকে) নিয়ে চল ওদের। আমরা মার্গারেটের সঙ্গে কথা বলে দেখব কিভাবে তার এই পাজী লোকটার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো।

(পৃথকভাবে সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। লিওনাতোর বাগানবাড়ি।

বেনেডিক ও মার্গারেটের প্রবেশ

বেনে। আমার অনুরোধ সুন্দরী মার্গারেট, বিয়াত্রিসের সঙ্গে আমার কথাবার্তার ব্যবস্থা করে আমার প্রশংসাভাজন হয়ে ওঠ।

মার্গা। তাহলে আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে একটা চতুর্দশপদী কবিতা লিখবে?

বেনে। সে কবিতা এমন উচ্চাঙ্গের হবে যে কেউ জীবনে সেরকম লিখতে পারবে না। আর সত্যিই তুমি তার যোগ্য।

মার্গা। তাহলে কেউ আমার উপরে উঠতে পারবে না।

বেনে। তোমার বুদ্ধিটা গ্রে হাউণ্ড কুকুরের মুখের মত।

মার্গা। আর তোমার বুদ্ধিটা অদক্ষ খেলোয়াড়ের ব্যর্থ আঘাতের মত।

বেনে। সত্যিকারের পুরুষোচিত বুদ্ধি কোন নারীকে আঘাত করে না। আমার অনুরোধ এবার বিয়াত্রিসকে ডাক।

মার্গা। আমাকে তোমার তরবারি দাও।

বেনে। এ অস্ত্র নারীদের পক্ষে বিপজ্জনক।

মার্গা। ঠিক আছে, আমি বিয়াত্রিসকে ডাকব। আশা করি তার পা আছে।

(মার্গারেটের প্রস্থান)

বেনে। সুতরাং সে আসবেই। (গান)

প্রেমের দেবতা তুমি দাও সাড়া দাও
কত দূরে আছ তুমি কোন উর্ধ্বলোকে

তুমি জান কত যোগ্য আমি—

আমি বলতে চাই আমি গানের ব্যাপারে কত যোগ্য। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে আমি এত যোগ্য যে লেণ্ডার, ট্রয়লাস প্রভৃতি পৌরাণিক প্রেমিকরা আমার তুলনায় প্রেমিক হিসাবে নিতান্ত তুচ্ছ। তবে আমার একটা দোষ আমি আমার প্রেম কাব্যের ছন্দে প্রকাশ করতে পারি না। আমি নারীর প্রতি প্রেমের কবিতার ছন্দ খুঁজে পাই না, শুধু ছেলেদের ছড়ার ছন্দ খুঁজে পাই। আমার জন্মের সময় আকাশে এমন গ্রহের প্রকোপ ছিল যা ছন্দ বোঝে না।

বিয়াত্রিসের প্রবেশ

হে সুন্দরী বিয়াত্রিস, আমি যখন ডাকব তখন কি আসতে পারবে?

বিয়া। হ্যাঁ মাননীয় মহাশয়, আবার যখন বলবে তখন চলে যেতে পারব।

বেনে। ওগো, তুমি ততক্ষণ অর্থাৎ আমি না বলা পর্যন্ত তুমি থাক।

বিয়া। এখন বিদায়, আমি যাচ্ছি। তবে যাবার আগে আমায় জানতে দাও, তোমার সঙ্গে ক্লডিওর কি হয়েছে।

বেনে। শুধু কিছু তিক্ত কথা বিনিময়। এবার আমি তোমাকে চুম্বন করতে চাই।

বিয়া। খারাপ কথা মানেই দূষিত বাতাস। দূষিত বাতাস মানেই দূষিত নিঃশ্বাস। সুতরাং আমি তোমার চুম্বন না নিয়েই পালিয়ে যাব।

বেনে। তোমার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ যে তুমি তার থেকে আসল কথাটা জোর করে বার করে নিয়েছ। কিন্তু আমি তোমাকে সোজাসুজি বলে দিচ্ছি, ক্লডিওকে আমি সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করেছি। আমি শীগ্‌গির তার জবাব চাই। সে জবাব না পেলে আমি তাকে কাপুরুষ বলে ডাকব। এখন আমার অনুরোধ, বল আমার কোন দোষের জন্য আমার প্রেমে পড়েছ তুমি?

বিয়া। তোমার সব দোষগুলোর জন্য। তারা সব একত্রিত হয়ে কোন গুণকে প্রবেশ করতে দেবে না তোমার চরিত্রের মধ্যে। এবার বল, আমার কোন গুণের জন্য তুমি কষ্ট করে আমার প্রেমে পড়েছ?

বেনে। কষ্ট করে প্রেমে পড়া—বেশ কথা ত। তা সত্যিই বটে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি তোমার প্রেমে পড়েছি।

বিয়া। তোমার অন্তর ছাড়াই তুমি ভালবেসেছ। আমি কিন্তু আমার বন্ধু যাকে ঘৃণা করে তাকে ভালবাসতে পারব না।

বেনে। তুমি আর আমি দুজনে এমন বুদ্ধিমান যে কেউ শান্তিপূর্ণভাবে ভালবাসতে পারবে না পরস্পরকে।

বিয়া। তুমি কত বুদ্ধিমান তা তোমার কথাতেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এমন কোন প্রকৃত বুদ্ধিমান লোক নেই যে নিজেই নিজের প্রশংসা করে।

বেনে। ওটা পুরনো দিনের কথা বললে বিয়াত্রিস। এখন যে লোক তার মরার আগে সমাধিলিপি রচনা করে যায় না, মরার পর শুধু ঘণ্টাধ্বনি আর তার বিধবা স্ত্রীর সকরুণ বিলাপ ছাড়া আর কিছুই তার ভাগ্যে জোটে না।

বিয়া। আর সে বিলাপ কত দিন ধরে চলে শুনি ?
বেনে। কেন এক ঘণ্টা। সুতরাং কেউ বিশেষ বাধা না দিলে আমি নিজেই নিজের প্রশংসা করব এবং আমি জানি কত প্রশংসার যোগ্য। এখন বল তোমার বোন কেমন আছে ?
বিয়া। খুবই অসুস্থ।
বেনে। তুমি কেমন আছ ?
বিয়া। খুব অসুস্থ।
বেনে। ঈশ্বরের সেবা করো, আমাকে ভালবাস আর নিজেকে সংশোধন করো। এবার আমি চলে যাব। এদিকে তাড়াতাড়ি একজন আসছে।

আর্সুলার প্রবেশ

আর্সুলা। ম্যাডাম, তুমি তোমার কাকার কাছে চল। তিনি এখন বাড়িতে আছেন। এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে হিরোকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং তার জন্য যুবরাজ ও ক্লডিওকে খুবই গালাগালি করা হয়েছে। এই সব কিছুর মূলে আছে ডন জন। সে এখন পালিয়ে গেছে। এখনি আবার আসবে।
বিয়া। আমার সঙ্গে গিয়ে খবরটা ভাল করে শুনবে ?
বেনে। আমি তোমার অন্তরের মধ্যে বেঁচে থাকব, তোমার কোলে মাথা দিয়ে মরব আর তোমার চোখের মধ্যে সমাহিত হব। তার উপর আপাততঃ তোমার সঙ্গে তোমার কাকার কাছে যাব। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। গীর্জাপ্রাঙ্গণ।

তিন চারজন বাতিধারকসহ ডন পেড্রো ও ক্লডিওর প্রবেশ

ক্লডিও। এই কি লিওনাতোর স্মৃতিস্তম্ভ ?
সভাসদ। হ্যাঁ।
ক্লডিও। (পাঠ করতে লাগল) সমাধিলিপি

নিন্দার আঘাতে হিরো করিয়াছে মৃত্যুবরণ
মৃত্যুতে হয়েছে তার সার্থক নব-উত্তরণ।
জীবনে পেয়েছে যে লজ্জার হীন অনুভব
মৃত্যু দিয়েছে তারে অক্ষয় যশের গৌরব।

এখন গান করো, প্রার্থনার গান করো।

গান

হে রাত্রির দেবতা তুমি মার্জনা করো
শোকের পালনে মোদের সহায়তা করো।
যাদের কথায় কন্যা হয়েছে নিহত
সমাধির পাশে তারা হয় সমবেত।
হে সমাধিগহ্বর তুমি হও অপাবৃত
কুমারী কন্যার দেহ করো অনাবৃত।

ক্লডিও। তোমার সমাধিতে প্রতি বছর এমনি করে এসে শোকদিবস পালন করব।

ড. পেড্রো। সুপ্রভাত ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের মশাল নির্বাপিত করুন। নেকড়েরা তাদের শিকার শেষ করেছে। ঐ দেখুন, তন্দ্রাচ্ছন্ন ধূসর পূব দিগন্তে সবিতৃদেবের রথচক্রের অগ্রভাগে দিবালোক পরিদৃষ্ট হচ্ছে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। এবার আমরা স্থান ত্যাগ করব। বিদায়।

ক্লডিও। বিদায়, প্রত্যেকেই আপন পথে চলে যাবে।

ড. পেড্রো। এখন এখান থেকে যাওয়া যাক, তারপর লিওনাতোর বাড়ি যাব আমরা সকলে। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। লিওনাতোর বাসভবন।

লিওনাতো, এ্যাণ্টনিও, বেনেডিক, বিয়াত্রিস, মার্গারেট, আর্স্যুলা, ফ্রান্সিস ও হিরোর প্রবেশ

ফ্রান্সিস। আমি আপনাকে বলিনি হিরো নির্দোষ ?

লিও। ফ্রান্সিস ও ক্লডিও দুজনেই যারা একদিন হিরোকে অভিযুক্ত করেছে তারাও নির্দোষ। কিন্তু মার্গারেটের এ ব্যাপারে কিছুটা দোষ আছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কিছুটা জড়িয়ে পড়েছে এ ব্যাপারে।

এ্যাণ্ট। সব ব্যাপারটার এভাবে নিষ্পত্তি হলো বলে আমি সত্যিই খুশি।

বেনে। আমিও আনন্দিত। না জেনে ক্লডিওকে কত দোষই না দিয়েছি।

লিও। হে আমার কন্যা এবং সকল মহিলাবৃন্দ, তোমরা একটা ঘরে চলে যাও। আমি ডেকে পাঠালে তোমরা মুখোস পরে চলে আসবে। যুবরাজ এবং ক্লডিও তাদের কথামত আমার কাছে এখনি আসবে। তোমার কাজের কথা তোমার নিশ্চয় মনে আছে ভাই। তুমিই তোমার ভাইএর কন্যাকে ক্লডিওর হাতে সম্প্রদান করবে। (মহিলাদের প্রস্থান)

এ্যাণ্ট। এ কাজ আমি আন্তরিকতার সঙ্গেই করব।

বেনে। হে ধর্মযাজক, আপনাকে কষ্ট করে একটা কাজ করতে হবে।

ফ্রান্সিস। কি করতে হবে আমায় বলুন।

বেনে। হয় আমাকে আবদ্ধ করবেন অথবা মুক্ত করবেন। মাননীয় লিওনাতো, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী সত্যিই আমাকে অনুরাগের চোখে দেখেন।

লিও। সে চোখ আমার কন্যাই তাকে দান করেছে। একথা সত্য।

বেনে। আমিও প্রেমের চোখে তাকিয়ে তার সে অনুরাগের প্রতিদান দিয়েছি।

লিও। যুবরাজ, ক্লডিও আমার কাছ থেকে সব কিছু শুনেছে। এখন তোমার অভিমত কি ?

বেনে। আপনার কথাটা কেমন রহস্যময় স্যার। আমার ইচ্ছা আজকের এই শুভ দিনে আমি এক পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই এবং এ ব্যাপারে আমি মহান ধর্মযাজকের সাহায্য চাই।

লিও আমি তোমার ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাই

ফ্রান্সিস। আমিও আমার সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দান করছি। এই ত যুবরাজ ও ক্লডিও এসে গেছেন।

অনুচরবর্গসহ ডন পেড্রো ও ক্লডিওর প্রবেশ

ড. পেড্রো। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে সুপ্রভাত জানাই।

লিও। সুপ্রভাত যুবরাজ ও ক্লডিও। ক্লডিও, তুমি কি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে একান্তই বিবাহ করতে চাও?

ক্লডিও। সে ইথিওপিয়াবাসীর মত কালো হলেও আমি তাকে বিয়ে করব।

লিও। তাকে ডেকে আন ভাই। পুরোহিত প্রস্তুত। (এ্যান্টনিওর প্রস্থান)

ডন পেড্রো। কি হলো বেনেডিক, তোমার মুখখানা এমন ঝড়-বৃষ্টি মেঘসমন্বিত দুর্যোগঘন দিনের মত ভারী কেন?

ক্লডিও। আমার মনে হয় ও ভাবছে প্রেমের ঘুমন্ত ষাঁড়টাকে কি করে বশ করবে।

বেনে। এইভাবেই চিরকাল চ'লে আসছে। একদিন এমনি কোন এক ষাঁড় আর গাভীর মিলনে তোমার মত এক বাছুরের জন্ম হয়।

মহিলাগণসহ এ্যান্টনিওর পুনঃপ্রবেশ

ক্লডিও। এখানে সবাই আসছে, আমি কোন মেয়েটিকে ধরব?

এ্যান্ট। এই মেয়েটিকে আমি দান করছি তোমায়।

ক্লডিও। হে সুন্দরী, কই দেখি তোমার মুখ?

লিও। না, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ওর মুখ দেখতে পাবে না।

ক্লডিও। এই পবিত্র ধর্মযাজকের সামনে তোমার হাত দাও। আমি তোমার স্বামী, অবশ্য যদি তুমি আমায় পছন্দ করো।

হিরো। আমি যখন জীবিত ছিলাম, আমি ছিলাম তোমার অন্য স্ত্রী। আর তুমি যখন আমায় ভালবাসতে তখন তুমি ছিলে অন্য স্বামী। (মুখোস খুলে)

ক্লডিও। অন্য হিরো।

হিরো। মাথায় কলঙ্ক নিয়ে একজন হিরোকে মরতে হয়েছে। কিন্তু আমি এখন বেঁচে আছি এবং আমি আজও কুমারী আছি।

ড. পেড্রো। আগেকার হিরো মারা গেছে।

লিও। হিরো মারা গেছে, কিন্তু তার কলঙ্ক বেঁচে আছে।

ফ্রান্সিস। এই সমস্ত বিস্ময়জনক বস্তুর ব্যাখ্যা করতে পারি। এই সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে হিরোর মৃত্যু সম্পর্কে সব কথা বলব। এখন সকলে গীর্জায় চলুন।

বেনে। চুপ করুন হে ধর্মযাজক, বলুন বিয়াত্রিস কোনটি?

বিয়া। আমিই হচ্ছি বিয়াত্রিস (মুখোস খুলে) তোমার ইচ্ছা কি?

বেনে। তুমি কি আমাকে ভালবাস না?

বিয়া। যতখানি ভালবাসা উচিত ঠিক ততখানি, তার বেশী নয়।

বেনে। তাহলে তোমার কাকা, যুবরাজ ও ক্লডিও প্রতারিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন তুমি তাঁদের ঠকিয়েছ।

বিয়া। তুমি কি আমায় ভালবাস না?

বেনে। যুক্তিসম্মতভাবে যতটা ভালবাসা সম্ভব ঠিক ততটুকুই ভালবাসি।

বিয়া। তাহলে আমার বোন মার্গারেট আর আর্স্‌লা প্রতারিত হয়েছে। তারা বলেছে তুমি তাদের ঠকিয়েছ।

বেনে। তারা শপথ করে বলেছে তুমি আমার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলে।

বিয়া। তারা বলেছিল তুমি আমার জন্য প্রায় প্রাণে মরে গিয়েছিলে।

বেনে। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। তাহলে তুমি আমায় ভালবাস না।

বিয়া। না, শুধু বন্ধুত্বের আদান প্রদান।

লিও। এস ভাইঝি, আমার মনে হয় তুমি এই ভদ্রলোককে ভালবাস।

ক্লডিও। আমি শপথ করে বলতে পারি সে তাকে ভালবাসে, কারণ এর হাতে একটা কাগজ রয়েছে যাতে বিয়াত্রিসের উদ্দেশ্যে একটা চতুর্দশপদী কবিতা লেখা আছে।

হিরো। এখানে আর একটা কাগজ আছে আমার বোনের হাতে লেখা, তাতে বেনেডিকের প্রতি তার ভালবাসা জানিয়েছে।

বেনে। আশ্চর্য! আমাদের অন্তরের বিরুদ্ধেই আমাদের হাত এই সব লিখেছে। যাই হোক, এস, আমি তোমাকে গ্রহণ করব।

বিয়া। আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করব না। কিন্তু এই উজ্জ্বল দিবালোকের নামে শপথ করে বলছি, আমি এক বিরাট প্ররোচনার কাছে আত্মসমর্প করতে বাধ্য হয়েছি। তাছাড়া তোমার জীবনরক্ষার জন্যও কিছুটা বটে কারণ আমি শুনেছিলাম তুমি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছিলে।

বেনে। থাম থাম। আমি তোমার মুখ বন্ধ করে দেব।

(বিয়াত্রিসকে চুম্বন করে

ড. পেড্রো। একি করছ বেনেডিক, তুমি বিবাহিত লোক না?

বেনে। আমি বলে দিচ্ছি যুবরাজ, আমি কারো অলঙ্কারপূর্ণ কথার ধার ধাি না। আমাকে কেউ আমার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। আমি যখন বিয়ে করব বলেছি তখন বিয়ে করবই। আমি ভেবেছিলাম প্রেমে ব্যাপারে তোমাকে পরাস্ত করব। কিন্তু এখন দেখছি তুমি অপরাজেয়, কার তুমিও আমার বোনকে ভালবাস।

ক্লডিও। আমি ভেবেছিলাম তুমি বিয়াত্রিসকে প্রত্যাখ্যান করবে। এখ দেখছি তার আর সম্ভাবনা নেই।

বেনে। এস এস, আমরা হচ্ছি পরস্পরের বন্ধু। এখন বিয়ের আগে এ একবার প্রাণ খুলে নাচি। নেচে আমাদের অন্তর আর আমাদের স্ত্রীদের পাগুলো হালকা করি।

লিও। আমরা পরে নাচব।

বেনে। এখন গান বাজাও। যুবরাজ, আপনি একটা স্ত্রী গ্রহণ করুন, মাথায় শিং পরিধান করুন। শিংওয়ালা লোকের মত সম্মানিত ব্যক্তি আর কেউ থাকতে পারে না।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। প্রভু, আপনার ভাই জন পালিয়ে যাবার সময় ধরা পড়েন। তাঁকে সশস্ত্র প্রহরীরা মেসিনাতে আবার ফিরিয়ে এনেছে।

বেনে। আগামী কাল পর্যন্ত তার কথা আর ভাবতে হবে না। আমি পরে তার উপযুক্ত শাস্তির কথা তোমাদের বলে দেব। এখন বাঁশি বাজাও।

(নৃত্য। সকলের প্রস্থান)

কোরিওলেনাস

নাটকের চরিত্র

কায়াস মার্সিয়াস : পরবর্তীকালে কায়াস মার্সিয়াস কোরিওলেনাস নামে পরিচিত

টিটাস লার্তিয়াস } ভলসিয়ানদের বিরুদ্ধে
কমিনিয়াস } নিযুক্ত সেনাপতিদ্বয়

মেনেনিয়াস এ্যাগ্রিপ্পা : কোরিওলেনাসের বন্ধু

সিসিনিয়াস ভেলুটাস } জনগণের
জুনিয়াস ব্রুটাস } শাসক

মার্সিয়াস : কোরিওলেনাসের তরুণ পুত্র

জনৈক রোমক প্রহরী

নিকানার : জনৈক রোমবাসী

তুলিয়াস অফিদিয়াস : ভলসিয়ান সেনাপতি

অফিদিয়াসের সেনানী

অফিদিয়াসের দলে যোগদানকারী ষড়যন্ত্রকারীগণ

আড্রিয়ান : জনৈক ভলসিয়াবাসী

এ্যান্টিয়াম শহরের জনৈক নাগরিক

দুইজন ভলসিয়ান প্রহরী

ভলিউমনিয়া : কোরিওলেনাসের মা

ভার্জিলিয়া : কোরিওলেনাসের স্ত্রী

ভ্যালেরিয়া : ভার্জিলিয়ার বান্ধবী

ভার্জিলিয়ার পরিচারিকা

রোম ও ভলসিয়ার সিনেটের সদস্যগণ, সাধারণ জনগণ, সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, দূতগণ, অফিদিয়াসের ভৃত্যগণ ও অনুচরবর্গ।

ঘটনাস্থল : রোম ও তার চারিপার্শ্বস্থ অঞ্চল, কোরিওলি ও তার চারিপার্শ্বস্থ অঞ্চল : এ্যান্টিয়াম।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম। রাজপথ।

বিভিন্ন রকমের অস্ত্রশস্ত্রসহ একজন বিদ্রোহী নাগরিকের প্রবেশ

১ম নাগরিক। এর পর কোন কিছু করার আগে আমার কথা শোন।

সকলে। বল, বল,

১ম নাগ। আত্মসমর্পণ করার থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে তোমরা দৃঢ়সংকল্প ত ?

১ম নাগ। প্রথমতঃ তোমরা জান কায়াস মার্সিয়াস জনগণের শত্রু ?

সকলে। আমরা তা জানি, জানি।

১ম নাগ। তাকে আমরা হত্যা করব। আমরা ইচ্ছামত খাদ্যশস্যের দাম নিয়ন্ত্রিত করতে পারব, এতে তোমার মত কি ?

সকলে। আর কথা বলে কাজ নেই। এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হোক।

২য় নাগ। একটা কথা নাগরিকবৃন্দ।

১ম নাগ। আমরা হচ্ছি গরীব নাগরিক, লোকে বলে প্যাট্রিসিয়ান। আমরা কোন দোষ করলে কারা আমাদের বাঁচাবে ? আমাদের কাছে দুঃখ কষ্টের উৎস ওদের কাছে তাই প্রাচুর্যের কারণ। আমাদের দুঃখকষ্টের বিনিময়ে ওরা লাভ করে প্রচুর অর্থ। আমরা এইভাবে জাহান্নামে বা উচ্ছন্নে যাবার আগে ওদের উপর প্রতিশোধ নাও। দেবতারা জানেন আমি একটা রুটি না পেয়ে ক্ষুধার তাড়নায় বলছি, কোন প্রতিশোধ বাসনার তাড়নায় নয়।

২য় নাগ। তোমরা কি বিশেষ করে কায়াস মার্সিয়াসের বিরুদ্ধে যেতে চাও ?

১ম নাগ। প্রথমে তার বিরুদ্ধে ; সে হচ্ছে জনগণের শত্রু।

২য় নাগ। দেশের কি সেবা সে করেছে তা জান ?

১ম নাগ। তা অনেক কিছু করেছে। তবে তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকতে পারত। কিন্তু তার অত্যধিক অহঙ্কারের জন্যই তার এই অবস্থা।

২য় নাগ। না, তার মনে কোন হিংসা নেই।

১ম নাগ। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি সে যা কিছু বড় কাজ করেছে মনে হিংসা নিয়েই করেছে। যদিও নরম মনের লোকরা বলবে সে দেশের জন্য সব কিছু করেছে, তবু আসলে কিন্তু তার মাকে তৃপ্ত করার জন্য করেছে, নিজের অহঙ্কার চরিতার্থ করার জন্য করেছে। তার শত গুণ থাকা সত্ত্বেও সে অহঙ্কারী।

২য় নাগ। তার স্বভাবের যে দিকটা পরিবর্তন করতে পারে না সেই দিকটাকেই তার দোষ বল তোমরা। কোনক্রমেই তোমরা বলতে পার না যে সে লোভী।

১ম নাগ। যদি তা না পারি তাহলেও তার দোষ আছে। তার অনেক দোষ আছে। (ভিতরে চিৎকার) কিসের চিৎকার ? শহরের অন্য দিকটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আমরা এখানে কি সব আজেবাজে কথা বলছি। রাজধানীতে চল।

সকলে। চল, চল।

১ম নাগ। থাম, কে আসছে ?

মেনেনিয়াস এ্যাগ্রিপ্পার প্রবেশ

২য় নাগ। দেশের সুযোগ্য সন্তান মেনেনিয়াস এ্যাগ্রিপ্পা যিনি চিরকাল

জনগণকে ভালবেসে আসছেন।

১ম নাগ। তিনি যথেষ্ট সৎ। এমনি যদি সকল লোক হত।

মেনে। অস্ত্র হাতে কোথায় যাচ্ছ হে দেশবাসী? কি ব্যাপার? বল, আমার অনুরোধ।

১ম নাগ। আমাদের উদ্দেশ্যের কথা সিনেট না-জানা নয়। এক পক্ষকাল আগে হতে জানে আমরা কি করতে চাই। এখন কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের সে উদ্দেশ্যের পরিচয় দান করব। তারা বুঝতে পারবে আমরা একেবারে নিরস্ত্র নই।

মেনে। হে আমার প্রিয় প্রতিবেশী ও বন্ধুগণ, কেন তোমরা নিজেদের বিপদে ফেলবে?

১ম নাগ। আমরা ত আগেই বিপদে পড়েছি স্যার।

মেনে। আমার কথা শোন বন্ধুগণ, প্যাট্রিসিয়ানরা তোমাদের যথেষ্ট বদান্যতা-সহকারে সেবা করেছে। আজ তোমরা অভাব অনটনে যে কষ্ট পাচ্ছ তার জন্য আকাশের পানে হাত তুলে সারা রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দেবতাদের উত্তেজিত করতে পার। তোমরা সরকারের বিরুদ্ধে যে বাধা বা বিক্ষোভ সৃষ্টি করবে দেবতারা বিক্ষুব্ধ হলে তাঁদের বাধা দশগুণ তীব্র হবে। এটা জানবে যে প্যাট্রিসিয়ানরা নয়, দেবতারাই তোমাদের অভাব অনটনের জন্য দায়ী। আর তার প্রতিকারের জন্য সশস্ত্র বিপ্লব নয়, নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে হবে দেবতাদের কাছে। এক বিরাট বিপর্যয়ের দ্বারা যে দুর্দশার মধ্যে পড়েছ সে দুর্দশা আরও বাড়তে পারে। তোমরা শত্রু হিসাবে নিন্দা করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের যে কর্ণধারগণ তোমাদের পিতৃস্নেহে সযত্নে লালন পালন করছেন, তোমরা সেই কর্ণধারগণকেই ধিক্কার দিচ্ছ অকারণে।

১ম নাগ। সযত্নে পালন করেন? তা বটে, আজ পর্যন্ত তাঁরা কোন যত্নই নেননি আমাদের প্রতি। তাঁরা শুধু আমাদের অভাব আর দুর্দশার মাঝে ঠেলে দিয়েছেন দিনে দিনে। তাঁদের খাদ্যভাণ্ডার খাদ্যশস্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে আর আমরা নিঃস্ব হয়ে উঠেছি। তাঁরা সুদখোরদের সমর্থন করার জন্য কত নীতিবাক্য উচ্চারণ করেছেন। ধনীদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা যে কোন ব্যবস্থা নাকচ করে তাঁরা প্রতিদিন দরিদ্র জনগণকে দমন করার জন্য শৃঙ্খলিত করার জন্য নতুন নতুন আইন প্রণয়ণ করেন। যুদ্ধ আমাদের ধ্বংস করতে না পারলেও তাঁরা আমাদের ধ্বংস করবেনই। এই হচ্ছে তাদের ভালবাসার নমুনা।

মেনে। তোমাদের স্বীকার করতে হবে হয় তোমরা হিংসার বশবর্তী হয়ে একথা বলছ না হয় নির্বুদ্ধিতার বশে একথা বলছ। আমি তোমাদের একটা সুন্দর গল্প বলব। সে গল্প তোমরা শুনে থাকতে পার। কিন্তু যেহেতু আজ এ কাহিনী আমার উদ্দেশ্য কিছুটা সিদ্ধ করবে সেই হেতু আমিই তার পুনরাবৃত্তি করব।

১ম নাগ। ঠিক আছে, আমরা তা শুনব স্যার। তবে কোন কাহিনীর

পুনরাবৃত্তি করে আমাদের অপমান করা উচিত নয়। তবু আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা তা শুনব।

মেনে। এক সময় মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পেটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা অভিযোগ করে বলে, সারা দেহের মধ্যে পেট এক গহ্বরের মত অলস অকর্মণ্য অবস্থায় পড়ে থাকে, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত পরিশ্রম করে না। অথচ দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দেখা শোনা, অনুভব করা প্রভৃতি কাজগুলি মিলে মিশে করে সারা দেহের ক্ষুধাতৃপ্তির ব্যবস্থা করে। তখন পেট এই সব অভিযোগের উত্তরে বলল—

১ম নাগ। পেট কি উত্তর দিল?

মেনে। আমি তোমাদের সেকথা বলব। একটা উপমা দিয়ে বলব। পেট হেসে উপহাসের ছলে দেহের বিদ্রোহী অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে হিংসার সঙ্গে উত্তর করল, যে হিংসার সঙ্গে তোমরা আমাদের সিনেটের সদস্যগণকে অভিযুক্ত করছ।

১ম নাগ। পেটের উত্তর—কি? রাজকীয় মুকুটে ভূষিত মস্তক, প্রহরারত চক্ষু, পরামর্শদাতা হৃৎপিণ্ড, সৈনিকসদৃশ বাহু আর দ্রুতগামী অশ্বসদৃশ পদযুগল, জয়ঢাকসদৃশ জিহ্বা ও অন্যান্য সাহায্যকারী প্রত্যঙ্গগুলি—

মেনে। তারপর কি হলো? বল, আমায় আগেই বল।

১ম নাগ। অত্যাচারী লোভী পেটের দ্বারা কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো নিয়ন্ত্রিত ও দমিত হবে?

মেনে। ঠিক আছে, তারপর?

১ম নাগ। ওরা যদি সবাই অভিযোগ করে তাহলে পেট কি উত্তর দেবে?

মেনে। আমি তোমাদের তা বলব। যদি তোমরা একটু ধৈর্য ধরো তাহলে আমি পেটের উত্তর কি তা বলব।

১ম নাগ। আপনি তা বলতে বড় দেরি করছেন।

মেনে। এবার তা শোন বন্ধুগণ। অভিযোগকারী অঙ্গপ্রত্যঙ্গদের মত পেট কিন্তু হটকারী নয়। গম্ভীর ও বিচক্ষণ পেট অবশেষে উত্তর করল, ঠিকই বলেছ বন্ধুগণ, যে খাদ্যের উপর তোমরা জীবনধারণ করো সেই সব খাদ্য আমিই প্রথমে গ্রহণ করি। কারণ আমিই হচ্ছি দেহের ভাণ্ডার ও বিপণি। কিন্তু মনে রাখবে আমি সেই খাদ্য রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কে প্রেরণ করি। সবচেয়ে শক্তিশালী স্নায়ু ও সবচেয়ে দুর্বল ও ক্ষুদ্র শিরা উপশিরা পর্যন্ত আমার প্রেরিত সেই খাদ্য হতে তাদের জীবনীশক্তি আহরণ করে। এবং যদিও হঠাৎ—পেট এই কথা বলল।

১ম নাগ। হ্যাঁ স্যার। বাঃ, বেশ কথাই বলেছে।

মেনে। পেট আরও বলল, যদিও তোমরা সবাই আমি যা তোমাদের দিই সঙ্গে সঙ্গে তা দেখতে পাও না, তথাপি তোমরা সবাই খাদ্যের আসল অংশটুকু শোষণ করে নিয়ে শুধু ছিবড়েগুলো আমার জন্য রেখে দাও। তোমরা এ ব্যাপারে কি বল?

১ম নাগ। এটা ত পেটের উত্তর। কিন্তু আপনি এই উত্তরটা এক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য করে তুলবেন ?

মেনে। রোমের সিনেট বা সর্বোচ্চ আইন পরিষদের সদস্যগণ হচ্ছেন সেই পেট আর তোমরা হচ্ছ সেই বিদ্রোহী বিক্ষুব্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কারণ দেখ তাঁরা সৎ পরামর্শ ও উপযুক্ত যত্নের সঙ্গে তোমাদের সুখশান্তি বিধানের জন্য সমস্ত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এমন কোন জনকল্যাণকর কাজ দেখতে পাবে না যা তাঁদের হাত থেকে আসেনি। সে কাজ তোমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তোমরা যারা এই জনতার ভিত্তি অর্থাৎ তাদের পায়ের বুড়ো আঙুল, তারা কি বল ?

১ম নাগ। জনতার পায়ের বুড়ো আঙুল ? কেন ওকথা বললেন ?

মেনে। এই বিদ্রোহী জনগণের মধ্যে তোমরাই সবচেয়ে নিচ এবং দরিদ্র। তোমরা যারা নীচ ও হীন বংশোদ্ভূত ব্যক্তি, কিছু না কিছু স্বার্থ বা সুবিধা লাভের জন্য এই কাজ করছ। আজ ধূর্ত ইঁদুরের মত লাঠিসোটা নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছ।

কায়াস মার্সিয়াসের প্রবেশ

হে মহান মার্সিয়াস, অভিবাদন গ্রহণ করুন।

মার্সি। ধন্যবাদ। কি ব্যাপার, বিক্ষোভকারী দুর্বৃত্তের দল, কেন তোমরা তোমাদের অসঙ্গত মতামতগুলোকে অযথা চুলকে ঘা করে তুলছ ?

১ম নাগ। আমরা আপনার নিকট হতে সুভাষণ শুনতেই অভ্যস্ত।

মার্সি। তোমাদের মত লোককে ভাল কথা বলা মানে তোমাদের ঘৃণ্য তোষামোদে তৃপ্ত করা। যত সব কুকুরের দল, কী চাও তোমরা—যুদ্ধ না শান্তি ? যুদ্ধের কথা শুনে তোমরা ভয় পাও, আর শান্তির কথা শুনলে গর্ব অনুভব করো। যারা তোমাদের সিংহ ভেবে বিশ্বাস করে তোমাদের শক্তি সামর্থ্যের উপর, পরে তারা দেখে তোমরা আসলে খড়গোসের মত ভীত। যারা তোমাদের প্রথমে মনে ভাবে শৃগাল তারা দেখে তোমরা এক একটি হাঁস। বরফের উপর কয়লার আগুনের মতই তোমরা অবিশ্বস্ত, সূর্যের উত্তাপে গলে যাওয়া বরফের মতই তোমরা দুর্বল। যারা অপরাধী, তারাই তোমাদের কাছে যোগ্য, আর যারা ন্যায়পরায়ণ তাদের অভিশাপ দাও তোমরা। যারা মহান তারা তোমাদের কাছে ঘৃণ্য। তোমাদের ভালবাসা হচ্ছে সেই সব রুগ্ন লোকের দুষ্ট ক্ষুধার মত যারা শুধু সেই সব বস্তুকে পেতে চায় যা তাদের রোগকে বাড়িয়ে দেয়। যারা তোমাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে তারা ভারী বোঝা নিয়ে সাঁতার কাটে। ফাঁসিকাঠে ঝোল তোমরা। তোমাদের বিশ্বাস করব ? প্রতি মুহূর্তে মনের পরিবর্তন হয় তোমাদের। কিছুক্ষণ আগে যে তোমাদের কাছে ছিল ঘৃণার পাত্র, এখন তাকে তোমরা মহান বলে অভিহিত করছ আর আগে যে ছিল তোমাদের গলার মালার মত প্রিয় এখন সে ঘৃণ্য নীচ তোমাদের কাছে। কী এমন ঘটেছে যার জন্য তোমাদের শহরের বিভিন্ন স্থানে সিনেটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাচ্ছ ? অথচ সেই সিনেট দেবতাদের

নামে তোমাদের সকলকে এমন এক নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছেন, যার অভাবে তোমরা পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করে মরবে।

মেনে। ওরা বলছে শহরে প্রচুর খাদ্যশস্য সঞ্চিত আছে। ওরা সস্তা দরে খাদ্য চায়।

মার্সি। ফাঁসিকাঠে ঝোলাও তাদের। তারা বলছে! তারা ঘরের ভিতরে বসে থেকে বলতে চায় রাজধানীতে কোথায় কি ঘটছে। যারা নীচ, যারা নীচেরতলার মানুষ তারা উপরে উঠতে চায়। অযোগ্য মানুষ বা দলকে তারা বড় করে আর যাদের তারা দেখতে পারে না তাদের তারা ছোট করে। তারা বলে কিনা প্রচুর শস্য আছে! সিনেট তাদের কথা ঠেলে ফেলে দিয়ে আমাকে তরবারি প্রয়োগ করার অনুমতি দেবে যে তরবারি দিয়ে আমি এই সব ক্রীতদাসদের কাছে অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্য যাচাই করে দেখব।

মেনে। না, এরা অপরের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছে এ ব্যাপারে। তাদের নিজস্ব মতামত কিছু নেই এবং তাদের দেখেই মনে হয় তারা কাপুরুষ। কিন্তু আমার অনুরোধ অন্য দল কি বলল?

মার্সি। তারাও জাহান্নামে গেছে, তাদেরও ফাঁসিকাঠে ঝোলাও। তারা বলল তারা ক্ষুধার্থ। তারা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে প্রবাদবাক্য উচ্চারণ করে বলল, মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় পাথরের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলে। ক্ষুধিত কুকুর যে কোন মাংস খেয়ে ফেলে। এইভাবে তারা তাদের অভিযোগের কথা বলল। তাদের সে অভিযোগ মেনে নিয়ে তাদের আবেদনপত্র সই করা হলো তাদের পক্ষ থেকে। তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। তারা সরকারকে ভয় দেখাবার জন্য এবং সরকারের শক্তিকে উপহাস করার জন্য মাথার টুপী ওড়াতে লাগল, মনে হতে লাগল ওরা চাঁদের মাথায় ঝুলিয়ে দেবে সে টুপী।

মেনে। তাদের কোন আবেদন মঞ্জুর করা হলো?

মার্সি। পাঁচজন জেলাশাসক ওদের এই কুৎসিত দাবিকে মেনে নিয়ে সই করেছে তাদের আবেদনপত্রে। তারা হলো জুনিয়াস ব্রুটাস আর সিসিনিয়াস ভেলুটাস, আর কে তা জানিনা। তবে ওঁদের আগে শহরটাকে ধ্বংস করতে হবে, তার আগে আমাকে কোন কিছু করতে বাধ্য করতে পারবে না। বিদ্রোহ মাথা তুলে উঠেছে এবং বিদ্রোহীরা ক্রমশই শক্তি সঞ্চয় করছে।

মেনে। আশ্চর্য কথা ত!

মার্সি। তোমরা বাড়ি যাও বলছি।

ব্যস্তভাবে জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। কায়াস মার্সিয়াস কোথায়?

মার্সি। এই যে আমি। কি ব্যাপার?

দূত। সংবাদ শোনা যাচ্ছে, ভোলসরা সশস্ত্র বিপ্লবে যোগ দিয়েছে।

মার্সি। আমি আনন্দিত এ সংবাদ শুনে। আমরা আমাদের বিরাট ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পাব। আমাদের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতাদের ডাক।

কমিনিয়াস, লার্তিয়াস ও জুনিয়াস ব্রুটাস, সিসিনিয়াস ভেলুটাস প্রমুখ অন্যান্য সিনেট সদস্যদের প্রবেশ

১ম সিনেটর। মার্সিয়াস, আপনি জানেন আমাদের বিরুদ্ধে ভোলসারা সশস্ত্র বিপ্লব ঘোষণা করেছে।

মেনে। তাদের একজন নেতা আছে। তাঁর নাম হচ্ছে তুলিয়াস অফিদিয়াস। আমি তাঁর মহত্বে ঈর্ষা পোষণ করে অন্যায় করেছি। আজ আমি যা হয়েছি তা যদি না হতাম তবে আমি তাঁর মত হবার চেষ্টা করতাম।

কমিনিয়াস। আপনারা একসঙ্গে যুদ্ধ করেছেন ?

মেনে। পৃথিবীর লোকে সবাই জানত আমরা ছিলাম সমান সমান। সে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করব। তার মত সিংহকে শিকার করতে গিয়ে আমি গর্বিত।

১ম সিনেটর। তাহলে হে সুযোগ্য মার্সিয়াস, কমিনিয়াসের উপর ভার দিতে পারেন এ কাজের।

কমি। আপনি এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মার্সি। হ্যাঁ তা বটে। আমি সে বিষয়ে স্থির আছি। টিটাস লার্তিয়াস, তুমি আমাকে দেখে নিও আমি তুলিয়াসের মুখ আঘাত করে ভেঙ্গে দেব। কী, ঠিক আছে ত ? সরে দাঁড়াও।

লার্তি। না কায়াস মার্সিয়াস। আমি একটা ক্রাচে ভর দিয়ে যুদ্ধ করব, তবু সরে যাব না এ কাজ থেকে।

মেনে। সত্যিই উচ্চবংশোদ্ভুত।

১ম সিনেটর। আপনি আমাদের রাজধানী যাবার পথে সাহচর্য দান করুন আমাদের। সেখানে আমাদের মিত্ররা অপেক্ষা করছেন।

লার। (কমিনিয়াসকে) তুমি আগে আগে চল। (মার্সিয়াসকে) কমিনিয়াসের অনুসরণ করুন। হে সুযোগ্য প্রধান, আমরা আপনার অনুসরণ করব।

কমি। হে মহান মার্সিয়াস!

১ম সিনেটর। (নাগরিকদের প্রতি) এবার এখান থেকে বাড়ি চলে যাও। যাও এখান থেকে।

মার্সি। না, ওদের পিছু পিছু যাও। ভোলসদের অনেক শস্য আছে। এই সব ইঁদুরের দলকে সেখানে নিয়ে যাও। তোষামোদকারী চাটুকার বিদ্রোহীগণ, তোমাদের সাহসের দৌড় দেখা গেছে। যাও, ওদের অনুসরণ করো।

(নাগরিকদের পশ্চাতে সিসিনিয়াস ও ব্রুটাস ছাড়া সকলের প্রস্থান)

সিসি। মার্সিয়াসের মত এমন গর্বিত লোক কি কেউ কখনো এর আগে দেখেছ ?

ব্রুটাস। এ বিষয়ে তার কোন তুলনা নেই।

সিসি। আমরা যখন জনগণের জন্য ট্রিবিউন বা জেলাশাসক নির্বাচিত হয়েছিলাম—

ব্রুটাস। তখন তার মুখ চোখের দিকে লক্ষ্য করেছিলে ?
সিসি। তার চোখে মুখে তখন ফুটে উঠেছিল বিদ্রূপ।
ব্রুটাস। আমরা এবার উত্তেজিত দেবতাদেরও ক্ষমা করব না।
সিসি। এখন কি শান্ত পবিত্র চাঁদকেও উপহাস করব।
ব্রুটাস। বর্তমানের এই যুদ্ধই তাকে গ্রাস করবে। অহঙ্কারের মত্ততায় সে সাহসের পরিচয় দিতে পারবে না কার্যক্ষেত্রে।
সিসি। এই ধরনের লোক একবার সাফল্য লাভ করলে দুপুরের সময় যে ছায়া পা দিয়ে মাড়িয়ে যায় সেই ছায়াকেই ঘৃণা করে। কিন্তু ওর মত দুর্বিনীত লোক কি করে কমিনিয়াসের নেতৃত্ব মেনে চলবে তা ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।
ব্রুটাস। যশ—যে যশ উনি আগেই লাভ করেছেন সেই যশ উনি আরও লাভ করতে চান আর এই যশ একজনের অধীনে ভালই লাভ হয়। কারণ এই যুদ্ধে যা কিছু খারাপ ঘটবে তার জন্য দায়ী হবে সেনাপতি, যদিও তিনি যথাসাধ্য নিজ কর্তব্য পালন করে যাবেন। যুদ্ধের ফল ভাল না হলে লোকে সমালোচনা করে বলবে, 'মার্সিয়াস যদি এ যুদ্ধের ভার নিতেন!'
সিসি। তাছাড়া আর যদি ভালভাবে সব কিছু কেটে যায় তাহলে নিজের দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মার্সিয়াস কমিনিয়াসের জন্য যশ মান অনেকটুকু লাভ করবে।
ব্রুটাস। কমিনিয়াসের সম্মানের অর্ধাংশ পাবে মার্সিয়াস। সে সম্মান মার্সিয়াসকে কষ্ট করে অর্জন করতে হবে না। আর কমিনিয়াস যদি কোন দোষ বা ভুল করে তাহলেও তা মার্সিয়াসের পক্ষে সম্মানের কারণ হবে।
সিসি। এখান থেকে এবার চল। কে কিভাবে যুদ্ধে প্রেরিত হয় তা দেখিগে। আর মার্সিয়াসই বা এ যুদ্ধে কী বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করে তাও দেখব।
ব্রুটাস। চল যাই। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। কোরিওলি। পরিষদ ভবন।

কোরিওলির সিনেটের সদস্যগণসহ অফিদিয়াস তুলিয়াসের প্রবেশ

১ম সিনেটর। তাহলে অফিদিয়াস, আপনার অভিমত হলো এই যে রোমের লোকেরা আমাদের পরিকল্পনা জেনে গেছে। আমরা কিভাবে অগ্রসর হচ্ছি তা তারা জানে।
অফি। এ অভিমত কি আপনাদেরও নয়? এ রাজ্যে এমন কি চিন্তা আছে যা কার্যকরী হবার আগে রোমের লোকেরা তা জানতে পারে না? চার দিন আগেই আমি এ কথা জানতে পেরেছি। এই হচ্ছে চিঠি। (পড়তে লাগল) 'তারা শক্তি সংগ্রহ ও সৈন্য সমাবেশ করেছে, তবে পূর্ব না পশ্চিমে কোন দিকে অভিযান করবে তা জানা যায়নি। তবে তার জন্য ওদের ফল ভোগ করতেও হচ্ছে। এখানকার জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে, আপনার দুইজন পুরনো শত্রু কমিনিয়াস ও মার্সিয়াস এবং লার্তিয়াস নামে একজন বীর

রোমবাসী এই অভিযান পরিচালনা করবে। আর খুব সম্ভবতঃ এ অভিযান হবে আপনারই বিরুদ্ধে। আপনি সেটা ভেবে দেখুন।

১ম সিনে। আমাদের সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ। রোম যে আমাদের সৈন্যদলের প্রতিরোধ করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না আমাদের।

অফি। উপযুক্ত সময়ের আগে আপনাদের সমরপ্রস্তুতির কথাটা গোপন রাখার কাজটা নিশ্চয়ই নির্বুদ্ধিতা বলে ভাবেননি। কিন্তু এই সমরপ্রস্তুতি শেষ না হতেই রোমে তা জানাজানি হয়ে গেছে। আর এর ফলে আমাদের লক্ষ্য ঠিকমত পূরণ হবে না। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের সমরাভিযানের কথা রোম জানতে পারার আগেই আমরা রোমের অনেকগুলো শহর জয় করে নেব।

১ম সিনে। হে মহান অফিদিয়াস, আপনি যুদ্ধে চলে যান। আমরা কোরিওলি রক্ষা করব। যদি আমরা আক্রান্ত হই তাহলে আপনার সেনাদল পাঠাবেন। তবে আশা করি তার আর প্রয়োজন হবে না।

অফি। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করবেন না। তাদের শক্তির কিছু অংশ ইতিমধ্যেই জয় করে ফেলেছি আমরা। আমি বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে। যদি একবার সম্মুখযুদ্ধে কায়াস মার্সিয়াসের মুখোমুখি হই তাহলে আমরা এমন মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করব যাতে একজন সে যুদ্ধে নিহত হবেই।

সকলে। দেবতারা আপনাকে সাহায্য করুন।

অফি। এবং আপনাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখুন।

১ম সিনে। বিদায়।

২য় সিনে। বিদায়।

সকলে। বিদায়। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। রোম। মার্সিয়াসের বাসভবন।

মার্সিয়াসের মাতা ও স্ত্রী যথাক্রমে ভলিউমনিয়া ও ভার্জিলিয়ার প্রবেশ। তারা বসে সেলাই করতে লাগল।

ভলিউমনিয়া। আমার অনুরোধ, গান করো কন্যা। স্ফূর্তি ও আরাম উপভোগ করো। আমার পুত্র যদি আমার স্বামী হতেন, যুদ্ধের মত সম্মানজনক কাজে যোগদানের জন্য তার অনুপস্থিতিতে আমি অবাধে আনন্দ করতাম। প্রেমশয্যায় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হওয়ার আনন্দের থেকে সে আনন্দ হত অনেক বেশী। যখন বয়সে খুবই তরুণ ছিল এবং সে ছিল আমার একমাত্র সন্তান, যখন প্রথম যৌবনের সৌন্দর্যে তার দেহ ছিল পরিপূর্ণ এবং সে ছিল সকলের দর্শনযোগ্য, যখন রাজা রাজরাদের অনুনয়েও তাকে এক ঘণ্টা চোখের আড়াল করতে পারতাম না তখন একবার আমি ভাবলাম ছবির মত তাকে দেওয়ালে এইভাবে টাঙিয়ে রেখে কি লাভ, এত সুন্দর যুবক যদি সম্মান লাভ করতে না পারে তাহলে কি হবে?—এইভাবে যশলাভের জন্য বিপদের মধ্যে ছেড়ে দিলাম তাকে। তাকে এক কঠিন যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলাম এবং সে যুদ্ধ থেকে বীরের মতই গৌরবময় জয়মাল্য নিয়ে ফিরে আসে। যখন আমি

প্রথম দেখলাম সে আপন যোগ্যতার পরিচয়ে সত্যিকারের পুরুষ মানুষের মত কাজই করেছে তখন যে আনন্দ লাভ করেছিলাম আমি প্রসবের পর প্রথম পুত্রসন্তানের মুখ দর্শন করেও সে আনন্দ পাইনি।

ভার্জি। কিন্তু সে যুদ্ধে যদি মৃত্যু হত তার ?

ভলিউম। তাহলে আমার পুত্রের গৌরবগান করত সকলে। আমিও তাতে আমার সান্ত্বনার কারণ খুঁজে পেতাম। আমার কথা শোন। আমার যদি বারোটি প্রিয় পুত্রসন্তান থাকত তাহলেও আমি চাইতাম তাদের সকলেই দেশের জন্য জীবন দান করে মহত্ত্ব অর্জন করুক, তাদের মধ্যে একজনও যেন উচ্ছৃংখল ও অকর্মণ্য হয়ে বেঁচে না থাকে।

জনৈক পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। মা, লেডী ভ্যালেরিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

ভার্জি। মা, আমাকে একবার যাবার অনুমতি দিন।

ভলিউম। না যেও না। আমার মনে হয় তোমার স্বামী জয়ডঙ্কাসহকারে এইদিকেই আসছে। ঐ দেখ সে অফিদিয়াসের মাথার চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। আর ভালুক দেখে ছেলেরা যেমন ভয়ে পালিয়ে যায় তেমনি করে ভোলস্‌রা অফিদিয়াসকে ত্যাগ করে দূরে সরে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন ঠিক এইভাবে দেখছি আর সে যেন জনগণকে ডেকে বলছে, তোমরা রোমে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ভয় পেয়েছিলে। তার কপালে রক্ত ঝরছে আর হাত দিয়ে সে সে রক্ত মুছে দিচ্ছে।

ভার্জি। রক্তাক্ত কপাল। ও জুপিটার, যেন রক্ত না থাকে।

ভলিউম। দূর হয়ে যাও বোকা কোথাকার। গ্রীসীয় তরবারির আঘাতে বীর হেক্টারের কপাল থেকে যখন রক্ত ঝরে পড়েছিল তখন তাকে যত সুন্দর দেখাচ্ছিল হেক্টরকে স্তন্যদানরত অবস্থায় মাতা হেকুবার বক্ষস্থলকে তত সুন্দর দেখায়নি। ভ্যালেরিয়াকে বল, এবার আমরা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত। (পরিচারিকার প্রস্থান)

ভার্জি। স্বর্গের দেবতারা হীন অফিদিয়াসের কবল থেকে আমার স্বামীকে রক্ষা করুন।

ভলিউম। সে অফিদিয়াসের মাথাটা তার হাঁটুর তলায় ধরে নিয়ে এসে তার উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাবে।

ভ্যালেরিয়াসহ পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ

ভ্যালে। আপনাদের উভয়কেই নমস্কার।

ভলিউম। আসুন ম্যাডাম।

ভার্জি। তোমাকে দেখে আমি খুবই খুশি।

ভ্যালে। আপনারা কেমন আছেন ? আপনারা দেখছি ঘোর সংসারী। আপনারা সেলাই করছেন। আপনাদের এ সংসার সত্যিই সুখের। তোমার ছোট ছেলেটি কি করছে ?

ভার্জি। ধন্যবাদ তোমাকে। আমরা সবাই ভালই আছি।

ভলিউম। আমাদের শিশুপুত্রটি স্কুলমাষ্টারের মুখ না দেখে এখন থেকে তরবারি-সঞ্চালন দেখতে ও রণদামামা শুনতে অভ্যস্ত হোক।

ভ্যালে। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রই বটে। আমি বলে দিচ্ছি ও খুব ভাল। গত বুধবার আমি ওকে আধ ঘণ্টা ধরে দেখেছিলাম। ও একটা রঙীন প্রজাপতির পিছনে ছুটে চলেছিল। একবার সেটাকে ধরে আবার উড়িয়ে দিল। আবার ছুটে গিয়ে ধরল। একবার পড়ে গিয়ে রেগে তাকে দাঁত দিয়ে কেটে ফেলল।

ভলিউম। ওর বাবার মনোভাব পেয়েছে।

ভ্যালে। সত্যিই খুব ভাল ছেলে।

ভার্জি। সেলাইএ ভুল হয়ে গেল মা।

ভলিউম। নাও এস এস, তোমার সেলাই এখন রাখ দেখি। আজ বিকালে তোমাকে নিয়ে কিছু ঘরকন্নার কাজ করব।

ভার্জি। না মা, আজ আমি এই ঘরের বাইরে এক পাও যাব না।

ভলিউম। এই ঘরের বাইরে যাবে না?

ভ্যালে। যাবে যাবে।

ভার্জি। না মা, আমার স্বামী যুদ্ধ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি কোথাও যাব না, কোন কাজ করব না।

ভ্যালে। ধিক তোমায়! তুমি কিন্তু তাহলে অন্যায়ভাবে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখবে ঘরের ভিতর। এস তোমাকে নিয়ে সেই অসুস্থ ভদ্রমহিলাকে দেখতে যাব।

ভার্জি। তাঁর দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করব আমি এখান থেকে। কিন্তু আমি সেখানে যাব না।

ভলিউম। কেন, কেন?

ভার্জি। তার মানে এই নয় যে আমি যাওয়ার কষ্ট বাঁচাতে চাই অথবা তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা নেই।

ভ্যালে। তুমি দেখছি আর একজন পেনিলোপ হবে। তবু লোকে বলে যতই সে সেলাই করেছে ইউলিসিসের অনুপস্থিতিকালে ততই সারা ইথাকা প্রজাপতি অর্থাৎ পাণিপ্রার্থীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে। তোমার সেলাইএর কাপড়ের যদি তোমার আঙুলের মত অনুভূতিশক্তি থাকত তাহলে বুঝতে তুমি তাকে শুধু শুধু সূঁচ ফোটাচ্ছ। চল, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

ভার্জি। না না আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যাব না।

ভলিউম। সত্যি করে বলছি চল আমাদের সঙ্গে। তাহলে তোমার স্বামী সম্বন্ধে অনেক ভাল সংবাদ দেব তোমায়।

ভার্জি। না মা, ভাল খবর এখনো কিছু আসেনি।

ভ্যালে। সত্যি এসেছে। আমি ঠাট্টা করছি না তোমার সঙ্গে। গত রাতে

ভাল খবর এসেছে।

ভার্জি। তাই নাকি?

ভ্যালে। সত্যি করে বলছি। আমি একজন সিনেটের সদস্যের কাছ থেকে এ খবর শুনেছি। খবরটা হচ্ছে এই: ভোলস্‌রা সৈন্য সমাবেশ করেছে আর তাদের একটি দলের প্রতিরোধ করার জন্য সেনাপতি কমিনিয়াস গেছে। তোমার স্বামী আর টিটাস লার্তিয়াস কোরিওলি শহর আক্রমণ করেছে। তারা যে জয়লাভ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এ যুদ্ধ বেশী দিন চলবে না। আমি আমার সম্মানের নামে শপথ করে বলছি একথা সত্য। সুতরাং তুমি চল।

ভার্জি। আমাকে ক্ষমা করো, আমি এবার থেকে তোমাদের সব কথা শুনব।

ভলিউ। ওকে একা থাকতে দাও, তা না হলে ও আমাদের আনন্দটাও নষ্ট করবে।

ভ্যালে। তা বটে, আমারও মনে হয় ও তাই করবে। বিদায়। এস এস ভার্জিলিয়া, দয়া করে চল, সব বিষাদ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে আমাদের সঙ্গে চল।

ভার্জি। না না আমি যাব না। আমার যাওয়া উচিত হবে না। আমি আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

চতুর্থ দৃশ্য। কোরিওলি শহরের সম্মুখস্থ স্থান।
সৈন্যদল, পতাকা ও রণদামামাসহ মার্সিয়াস ও লার্তিয়াসের
প্রবেশ। পরে জনৈক দূতের প্রবেশ।

মার্সি। ঐ খবর আসছে। বাজী রাখছি—শত্রুদের সঙ্গে আমাদের সেনাপতি মুখোমুখি হয়েছে।

লার্তি। তাহলে আমি আমার ঘোড়াটা তোমায় দিয়ে দেব।—কিন্তু আমি বলছি, না।

মার্সি। আমি বলছি, হ্যাঁ।

লার্তি। আমি এই বাজীতে রাজী আছি।

মার্সি। বল, আমাদের সেনাপতি শত্রুদের সম্মুখীন হয়েছেন?

দূত। তাঁরা পরস্পরের দৃষ্টিগোচর হয়েছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কথাবার্তা হয়নি।

লার্তি। তাহলে আমার ভাল ঘোড়াটা আমারই রইল।

মার্সি। আমি ওটা কিনে নেব তোমার কাছ থেকে।

লার্তি। না, আমি ওটা দেব না, বিক্রিও করব না। তবে পঞ্চাশ বছরের জন্য তোমায় ধার দিতে পারি। নাও, নগরবাসীদের খবর দাও।

মার্সি। সৈন্যরা কত দূরে আছে দূত?

দূত। দেড় মাইল দূরে আছে।

মার্সি। তাহলে আমরা তাদের রণতূর্য শুনতে পাব এবং তারাও আমাদেরটা

শুনতে পাবে। হে রণদেবতা, আমরা যেন দ্রুত তরবারির দ্বারা আমাদের মিত্রশক্তিকে সাহায্য করতে পারি।

আলোচনার জন্য আহ্বান করতেই কোরিওলির নগরপ্রাকারের উপর দু'জন সিনেটর এসে উপস্থিত হলেন।

তুলিয়াস অফিদিয়াস কী নগরদুর্গের মধ্যে আছেন?

১ম সিনেটর। না, অন্যান্য লোকের মত তোমাকেও সে ভয় করে। (দূরে তূর্যধ্বনি) ঐ শোন আমাদের যুবকরা আসছে। আমরা নগরপ্রাচীর ভেঙে ফেলব। সব নগরদ্বার এখনই উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তা না হলে জনতার চাপে তা এমনিতেই ভেঙে পড়বে। (তূর্যধ্বনি) ঐ শোন অফিদিয়াস আসছে। দেখ তোমাদের সৈন্যদলকে কিভাবে ছত্রভঙ্গ করেছে।

মার্সি। তারা এসে গেছে।

লার্তি। মই আন।

ভোলস্‌ সেনাদলের প্রবেশ

মার্সি। ওরা আমাদের কোনরূপ ভয় না করেই শহর থেকে বেরিয়ে আসছে। এখন বুকের উপর হাত রেখে প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করো। মনে রেখো, অন্তরের সততা ঢালের থেকে বেশী শক্তিশালী। বীর টিটাস, এগিয়ে চল। অপ্রত্যাশিত-ভাবে তারা আমাদের ঘৃণা করছে। তা দেখে রাগে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে উঠছি আমি। হে আমার সৈন্যদল, ঝাঁপিয়ে পড়। যে যুদ্ধ থেকে বিরত হবে তাকেই আমি ভোলস্‌ বলে মনে করব এবং সে আমার অস্ত্রের সুতীক্ষ্ণ আঘাত অনুভব করবে।

রণতূর্য। রোমানদের পশ্চাদপসরণ। মার্সিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

মার্সি। দক্ষিণের আলোর দূষিত ছোঁয়া লাগুক তোমাদের গায়ে। রোমের কলঙ্ক, চোখের লজ্জা তোমরা। দূষিত ঘা ফোড়ার মত ঘৃণ্য এবং তোমাদের গায়ের বাতাসে এক মাইল দূরের মানুষও সংক্রামিত হবে। তোমাদের আকৃতি মানুষের মত হলেও তোমাদের মনগুলো রাজহাঁসের মতই ভীরু যার জন্য তোমরা এমন কতকগুলো ক্রীতদাসের কাছ থেকে ভয়ে পালিয়ে গেছ যাদের সামান্য বাঁদরগুলোও হারিয়ে দিতে পারে। নরকে যাও তোমরা, ভয়ে মুখ মলিন করে পালিয়ে যাওয়া! বাড়ি চলে যাও এখনি, তা না হলে আমি শত্রুদের ছেড়ে তোমাদের সঙ্গে লড়াই করব। তোমরা যদি আমার পাশে এসে নিষ্ঠার সঙ্গে দাঁড়াও তাহলে আমি ওদের তাড়িয়ে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাব। ওরা যেমন আমাদের এই পরিখা পর্যন্ত আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে আমরাও তেমনি তার জবাব দেব। আমাকে অনুসরণ করো তোমরা।

আর এক রণতূর্য। পলায়নরত ভোলস্‌দের পশ্চাতে মার্সিয়াসের প্রবেশ

এখন দেখছি সব নগরদ্বারগুলি উন্মুক্ত। আজ আমাদের জন্যই নগরদ্বার মুক্ত আছে, পলায়নকারীদের জন্য নয়। এস তোমরা আমার সঙ্গে।

(মার্সিয়াসের নগরে প্রবেশ)

১ম সৈনিক। আমি যাব না।
২য় সৈনিক। আমিও না।
১ম সৈনিক। দেখ দেখ, ওকে ওরা ভিতরে ঢুকিয়ে নিল। (তূর্য বাজতে লাগল)

টিটাস লার্তিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

লার্তি। মার্সিয়াসের কি হলো ?
সকলে। নিশ্চয় নিহত হয়েছে স্যার।
১ম সৈনিক। পলায়নকারী শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে একা শহরে প্রবেশ করেছেন। তিনি এখন একা শত্রুদের মাঝখানে।
লার্তি। হায় হে মহান পুরুষ ! কে জেনে শুনে তার তরবারির সম্মুখীন হতে সাহস পেল ? কিন্তু সে তরবারি হার মেনেও মানে না। হে মার্সিয়াস, তুমি একা পড়ে রয়ে গেলে। যুদ্ধবিশারদ কেটোর মানসপুত্র তুমি। অব্যর্থ এবং ভয়ঙ্কর তোমার আঘাত। তোমার বিষাদগম্ভীর দৃষ্টি আর বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর কম্পিত করে তোলে শত্রুদের, মনে হয় যেন সারা পৃথিবীটাই উত্তাপে উত্তেজনায় কাঁপছে।

শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় মার্সিয়াসের প্রবেশ

১ম সৈনিক। ঐ দেখুন স্যার।
লার্তি। ও, উনিই হচ্ছেন মার্সিয়াস। চল আমরা ওকে ধরে নিয়ে যাই।
(যুদ্ধের পর সদলবলে সকলের নগরে প্রবেশ)

পঞ্চম দৃশ্য। কোরিওলি নগরের অভ্যন্তরভাগ। রাজপথ।
কিছু লুণ্ঠিত দ্রব্যসমেত কয়েকজন রোমবাসীর প্রবেশ

১ম রোমান। এইগুলো আমি রোমে নিয়ে যাব।
২য় রোমান। আমি এইটা নিয়ে যাব।
৩য় রোমান। আমি মনে করেছিলাম এটা রূপো।
মার্সি। এই দেখ যত সব অপদার্থের দল, সীসের চামচে। এরা যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়ে যায়। জাহান্নামে যাক এরা। (কিছু সৈনিকের প্রস্থান) ঐ শোন আমাদের সেনাপতি কেমন চেঁচাচ্ছে। এখন অফিদিয়াস হচ্ছে একমাত্র মানুষ যাকে আমি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি, সে এখন রোমানদের উপর আঘাত হানছে। হে বীর টিটাস, তুমি এখন তোমার সুবিধামত সৈন্যদল নিয়ে শহর আক্রমণ করো আর আমি উৎসাহী ও তেজস্বী সৈন্যদের নিয়ে কমিনিয়াসকে সাহায্য করতে যাব।
লার্তি। হে সুযোগ্য বীর, আপনার দেহে রক্তপাত হচ্ছে। দ্বিতীয়বার যুদ্ধে আপনার আঘাত হয়েছে গুরুতর।
মার্সি। আমার প্রশংসা করবেন না। আমার কাজে আমি নিজেই এখনো সন্তুষ্ট হতে পারিনি। বিদায়। আমার গায়ে রক্ত ঝরলেও তা আমার কাছে বিপজ্জনক নয়। আমি এই অবস্থাতেই যুদ্ধ করতে যাব অফিদিয়াসের সঙ্গে।

লার্তি। এখন ভাগ্যদেবী আপনার প্রেমে পড়ে গেছেন এবং তিনি এখন আপনার বিরোধী পক্ষের শত্রুদের নানা মোহ বিস্তার করে ছলনা করছেন। হে বীর ভদ্র, আপনি সুখী হোন।

মার্সি। ভাগ্যদেবীর প্রসাদে যারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে, তোমার বন্ধুও তাদের থেকে কম নয়।

লার্তি। হে সুযোগ্য বীর মার্সিয়াস! (মার্সিয়াসের প্রস্থান) জয়ঢাক বাজিয়ে বাজার থেকে শহরের যত সব পদস্থ রাজকর্মচারিদের ডাক। আমাদের মনের অভিপ্রায় তাদের জানাও। যাও। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। কমিনিয়াসের শিবিরের সন্নিকটস্থ স্থান।

সৈন্যদলসহ কমিনিয়াসের প্রবেশ

কমি। আনন্দ করো বন্ধুগণ, ভালই যুদ্ধ করেছ, আমরা রোমানদের মতই এসেছি এবং বীরের মতই যুদ্ধ করেছি, আমরা কখনো কাপুরুষতা বা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিইনি। আমরা আবার আক্রান্ত হব। আমরা যখন শত্রুদের উপর আঘাত হানছিলাম তখন আমাদের মিত্রশক্তির উপর ওরা কামান দাগছিল। রোমান দেবতারা আমাদের মত তাদের জয়ের গৌরব দান করুন যাতে তারাও তোমাদের সহায়তা করতে পারে।

জনৈক দূতের প্রবেশ

কি খবর?

দূত। কোরিওলির নাগরিকরা বেরিয়ে এসে কমিনিয়াস ও মার্সিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমি দেখেছি আমাদের সৈন্যদলকে ওরা তাড়া করে পরিখায় প্রবেশ করতে বাধ্য করেছে। তা দেখে আমি চলে এসেছি।

কমি। তুমি সত্য কথা বললেও ঠিকমত বলতে পারছ না। কতক্ষণ আগে এ ঘটনা ঘটেছে?

দূত। এক ঘণ্টার উপর হলো হুজুর।

কমি। দূরত্বটা ত এক মাইলের বেশী নয়। এক মাইল পথ অতিক্রম করে এখানে খবর আনতে তোমার এক ঘণ্টার উপর লেগে গেল?

দূত। ভোলস্‌দের দূতরা আমায় তাড়া করেছিল। তাই তিন চার মাইল পথ আমায় ঘুরে আসতে হয়েছে। তা না হলে আধ ঘণ্টা আগেই আমি আসতাম।

মার্সিয়াসের প্রবেশ

কমি। কে ওখানে, মনে হচ্ছে উনি যেন পরাজিত হয়ে এসেছেন। উনি যেন মার্সিয়াসের নির্জীব প্রতিরূপ। আমি ওঁর এ মূর্তি না দেখলেই ভাল করতাম।

মার্সি। আমি কি খুব দেরিতে এসেছি?

কমি। মাঠের রাখালরা যেমন বজ্রের ধ্বনি শুনতে অভ্যস্ত, মার্সিয়াসের কণ্ঠস্বর শুনতে তার থেকে অনেক বেশী অভ্যস্ত আমি।

মার্সি। আমি কি দেরি করে এসেছি?
কমি। মনে হচ্ছে তুমি যেন অপরের নয়, নিজেরই রক্তে রঞ্জিত হয়ে এসেছ।
মার্সি। আমাকে বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করো, প্রথম প্রেম নিবেদনের দিন, প্রথম বিবাহের দিন যেমন আমি আলিঙ্গিত হয়েছিলাম ঠিক তেমনি। সেদিন আমার বিছানার কাছে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছিল কেমন।
কমি। যোদ্ধৃকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ কুসুমস্বরূপ, টিটাস লার্তিয়াস থাকতে তোমার এ কি হলো?
মার্সি। তিনি এখন বিচারকের মত শাস্তিবিধানে ব্যস্ত। তিনি এখন কাউকে প্রাণদণ্ড দান করছেন আবার কাউকে বা মুক্তি দান করছেন। রোমের নামে কোরিওলি শহরটাকে শিকারী কুকুরের মত জয় করে আবার সেটাকে ইচ্ছামত ছেড়ে দিতে চাইছেন।
কমি। কোথায় সেই ক্রীতদাসটা—যে আমাদের বলল, শত্রুরা তোমাকে পরিখা পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে? কোথায় গেল সে, তাকে ডেকে আন এখানে।
মার্সি। তাকে যেতে দাও। সে সত্যি কথাই বলেছে। আমরা জয়লাভ করেছি, কিন্তু আমাদের নিজেদের লোকরাই শত্রুতা করছে আর ট্রিবিউনরা তাদের সহায়তা করছে।
কমি। কিভাবে তোমাকে তারা পরাস্ত করল?
মার্সি। আমি কি তা বলতে সময় পাব? আমার ত তা মনে হয় না। আপনারা কি আজকের যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন? তা না হলে কেন যুদ্ধ বন্ধ করেছেন? শত্রুরা কোথায়?
কমি। মার্সিয়াস, আমরা অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ করেছি। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর বিশ্রাম করছি।
মার্সি। অপর পক্ষের যুদ্ধের খবর কি? আচ্ছা তারা কোন দিকে কোথায় তাদের বিশ্বস্ত সেনানায়কদের নিযুক্ত করেছে তা জানেন কি?
কমি। আমার মনে হয় এ্যান্টিয়েত আর অফিদিয়াসকে তারা দুই দিকে স্থাপিত করেছে।
মার্সি। আমরা সমবেতভাবে যত যুদ্ধ করেছি এবং যত রক্তপাত করেছি তার নামে শপথ করে বলছি আমাকে আপনারা প্রত্যক্ষভাবে অফিদিয়াসের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করুন এবং বর্তমানে কালবিলম্ব না করে উৎক্ষিপ্ত তরবারির শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলুন।
কমি। যদিও আমার ইচ্ছা, এখন তোমার রক্তগুলো গা থেকে ধুয়ে, ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগানো উচিত, তথাপি আমি তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না, তোমার সুবিধামত কাজ তোমরা বেছে নাও।
মার্সি। আমার সঙ্গে যারা যেতে ইচ্ছুক তারা আশা করি আমার এই রক্তরঞ্জিত দেহ দেখে ভয় করবে না। কেউ যদি হীন জীবনযাপন থেকে সাহসিকতাপূর্ণ বীরের মৃত্যুকে মূল্যবান বলে মনে করে, কেউ যদি নিজের স্বার্থ

থেকে দেশের স্বার্থ বড় বলে মনে করে সে তাহলে মার্সিয়াসকে অনুসরণ করতে পারে। (তারা সকলে চিৎকার করে তরবারি সঞ্চালন করতে লাগল এবং মার্সিয়াসের হাত ধরে তাকে নিয়ে যেতে যেতে তারা টুপী খুলে ফেলল) ও, তোমরা আমাকে একা থাকতে দাও। যদি তোমাদের এই বাহ্যিক সামরিক উদ্দীপনা অর্থহীন বা মিথ্যা না হয় তাহলে তোমরা এক একজনে চার চারজন ভোলস্‌এর সমান হবে। তোমরা প্রত্যেকেই তাহলে মহান বীর অফিদিয়াসের সমকক্ষ হবে, তাঁর ঢালের মত শক্ত হবে তোমাদের প্রতিরোধ। অবশ্য আমি তোমাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নেব পরবর্তী যুদ্ধের জন্য। তোমরা এবার এগিয়ে চল। চারজন উৎসাহী সৈনিক আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও।

কমি। এগিয়ে চল সৈনিকগণ, ওদের আক্রমণের জবাব দাও। তোমরা সকলে বিভক্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে এস। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। কোরিওলি শহরের বহির্দ্বার।

টিটাস লার্তিয়াস কোরিওলির নগরদ্বারে প্রহরার ব্যবস্থা করে রণদামামাসহ নিজে নগরে প্রবেশ করলেন। তারপর কমিনিয়াস ও কায়াস মার্সিয়াস প্রবেশ করলেন

লার্তি। এই সব নগরের সব দ্বারগুলি পাহারা দিতে হবে। আমার নির্দেশ মত তোমরা সকলে তোমাদের কর্তব্য পালন করবে। যদি আমরা কয়েকজনকে কোন খবর দিয়ে দেশে পাঠাই তাহলে বাকি যারা থাকবে তারা কাজ করে যাবে আপন আপন। যদি আমরা যুদ্ধে হেরে যাই তাহলে এ শহর রক্ষা করতে পারব না।

সেনানায়ক। আমাদের যত্ন ও চেষ্টার মধ্যে কোন সংশয় করবেন না স্যার।

লার্তি। সব দ্বার বন্ধ করে দাও। আমাদের রোমান শিবিরে নিয়ে চল।

(সকলের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য। রোমান ও ভোলস্‌দের শিবিরের মধ্যবর্তী রণক্ষেত্র।

রণবাদ্য। মুক্ত তরবারি হস্তে মার্সিয়াস ও অফিদিয়াসের প্রবেশ

মার্সি। তুমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে যুদ্ধ করব না আমি, কারণ আমি যে কোন প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারীর থেকে হীন বলে মনে করি তোমাকে।

অফি। আমরা দুজনেই দুজনকে সমান ঘৃণা করি। একজন আফ্রিকাবাসী সাপকে যত না ঘৃণা করি তার থেকে অনেক বেশী তোমাকে ঘৃণা করি এবং তোমার যশের ঈর্ষা করি। স্থির হয়ে দাঁড়াও সাহস থাকে ত।

মার্সি। কেউ যদি পরাস্ত হয় কারো কাছে তাহলে সে তার ক্রীতদাস হয়ে থাকবে সারা জীবন এবং দেবতারা অভিশাপ দেবেন তাকে।

অফি। যদি আমি পালিয়ে যাই মার্সিয়াস তাহলে তুমি আমাকে হীন খরগোস ভেবে ছেড়া করবে।

মার্সি। শোন তুলিয়াস, এই তিন ঘণ্টা ধরে একা আমি কোরওলি শহরের নগরপ্রাকারে যুদ্ধ করেছি এবং আমার ইচ্ছামত কাজ করেছি। তুমি আমার দেহে রক্ত দেখে আমাকে ভুল বুঝো না। যথাসম্ভব শক্তি সঞ্চয় করে আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করো তুমি।

অফি। যে হেক্টর তোমার পূর্বপুরুষদের অন্যতম এবং অহঙ্কারের বস্তু, তুমি নিজে যদি সেই স্বয়ং হেক্টর হতে তাহলেও তুমি আমার কাছ থেকে পালাতে পারতে না। (দুজনে যুদ্ধ করতে লাগল এবং তার মাঝে কয়েকজন ভোলস্ এসে অফিদিয়াসকে সাহায্য করতে লাগল। কিন্তু মার্সিয়াস বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে ওদের সকলকে তাড়িয়ে দিল।) তোমরা যারা কর্তব্যবোধের তাড়নায় অফিদিয়াসকে সাহায্য করতে এলে তারা কেউই বীর নও। তোমাদের কাজ দেখে আমার লজ্জা পাচ্ছে। (সকলের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য। রোমান শিবির।

রণবাদ্য। শত্রুপক্ষের পশ্চাদপসরণ। রোমান সৈন্যদলসহ কমিনিয়াস ও বস্ত্রাবৃত বাহু নিয়ে মার্সিয়াসের প্রবেশ

কমি। আজ তুমি কি কি করেছ তা যদি আমি বলি তোমাকে তাহলে তুমি নিজেই তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু বিশ্বাস করো বা নাই করো, আমি সব কথা সিনেটের সদস্যদের কাছে বিবৃত করব এবং তাঁরা হাসি ও অশ্রুর সঙ্গে সে সব কথা শুনবেন। পৌরপিতারা তোমার কাজের যখন প্রশংসা করবেন তখন সম্ভ্রান্ত মহিলারা তোমার কাজের কথা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠবেন। যে সব অপদার্থ ট্রিবিউনরা প্লেবিয়ান বা সাধারণ জনগণকে উস্কানি দেয় এবং যারা তোমাকে ঘৃণা করে তারাও অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলবে, আমাদের রোমে সত্যি সত্যিই একজন বীর সৈনিক আছে এবং সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

সেনাদলসহ টিটাস লার্তিয়াসের প্রবেশ

লার্তি। হে সেনানায়ক, আপনি কি দেখেছেন—

মার্সি। এখন আর কোন কথা বলো না। আমার মা যখন আমার প্রশংসা করেন তখন আমাকে রক্তপাতের উপদেশ দেন। আমিও তোমাদের মত যথাসাধ্য যুদ্ধ করেছি। দেশের জন্য তোমাদের মত আমিও অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ করেছি। অবশ্য কেউ যদি তার দেশের প্রতি শুভেচ্ছাকে পুরোমাত্রায় কার্যে পরিণত করে তুলতে পারে আমি তার কাছে হার মানব।

কমি। তোমার কৃতিত্বের কথাকে গোপন রাখলে চলবে না। রোমের জনগণকে তা অবশ্যই জানাতে হবে। তোমার এই গৌরবময় কৃতিত্বের কথাকে লোকচক্ষু হতে ঢেকে রাখার কাজ হবে চৌর্যবৃত্তির থেকেও হীন অপরাধ। সুতরাং আমার অনুরোধ, আমি সৈন্যগণকে সব কথা না বলা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো।

মার্সি। আমার দেহে এমন কতকগুলো ক্ষত আছে যা চিরদিন আমার কৃতিত্বের স্মারকচিহ্ন হয়ে থাকবে।

কমি। সে চিহ্ন না থাকলেও লোকে তা স্মরণ করবে। তা যদি কেউ না

করে তাহলে সেই সব অকৃতজ্ঞদের মৃত্যুবরণ করা উচিত। আমরা এ যুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ যেসব অশ্ব ও মূল্যবান বস্তু লাভ করেছি তার মধ্য থেকে তুমি ইচ্ছামত যে কোন বস্তু বেছে নিতে পার।

মার্সি। ধন্যবাদ হে সেনাপতি, কিন্তু আমার অন্তর এই ধরনের কোন দান গ্রহণে সম্মতি দান করছে না, কারণ তা আমার তরবারির যোগ্যতার জন্য উৎকোচ গ্রহণেরই সামিল হবে। সুতরাং আমি তা প্রত্যাখ্যান করছি। যাঁরা আমার যুদ্ধ দেখেছেন বা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন আমি তাদের সকলের সঙ্গে সমান হয়ে থাকতে চাই। (সকলে 'মার্সিয়াস,' 'মার্সিয়াস' বলে চিৎকার করে উঠল। তারা বর্শার উপর মাথার টুপীগুলো তুলে দিল। কমিনিয়াস ও লার্তিয়াস খালি মাথায় দাঁড়িয়ে রইলেন) আর না, আপনাদের এই সব প্রশংসাসূচক কার্যাবলী ও রণক্ষেত্রে ধ্বনি জয়ঢাকের শব্দের মতই তোষামোদ-পূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। তোষামোদ বা প্রশংসার বাক্য শুনে মানুষের ইস্পাত কঠিন হৃদয়ও রেশমের মত নরম হয়ে ওঠে। আর না, এখন আমার রক্তক্ষরণরত নাকটা ধুতে হবে। আপনাদের এই প্রশংসাধ্বনি অতিশয়োক্তিতে ভরা, তা শুনে মনে হচ্ছে যেন মিথ্যার মশাল দিয়ে তৈরি এই প্রশংসা আস্বাদন করার জন্যই এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি।

কমি। তুমি খুবই ভদ্র। কিন্তু তুমি তোমার প্রশংসাকারীদের প্রতি যতখানি নিষ্ঠুর ততখানি কৃতজ্ঞ নও। যদি তোমার প্রশংসাবাক্য শুনতে ভাল না লাগে তাহলে তোমাকে আমরা আর কিছু বলব না। তবে সারা জগতে একথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে যে কায়াস মার্সিয়াসই আজকের যুদ্ধের একমাত্র বিজয়ী বীর। আর সেই বিজয় গৌরবের স্বীকৃতিস্বরূপ আমি আমার সুসজ্জিত ঘোড়াটি তাকে দান করলাম। আর এখন থেকে সে কোরিওলি শহর অধিকারের জন্য যা কিছু করেছে তার জন্য বিশেষ গৌরব ও হর্ষধ্বনিসহকারে তাকে সকলে বলবে 'কায়াস মার্সিয়াস কোরিওলেনাস'। এ কথাটা যেন ভালভাবে মনে রাখবে। (রণবাদ্য)

সকলে। কায়াস মার্সিয়াস কোরিওলেনাস!

কোরিও। আমি এখন মুখ ধোব। মুখ ধোয়ার পর যখন আমার মুখখানা তোমাদের মত সুন্দর দেখাবে তখন দেখতে পাবে আমার মুখে লজ্জা ফুটে উঠেছে। তাহলেও আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাদের। আমি তোমাদের দেওয়া ঘোড়া ব্যবহার করব এবং আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের দেওয়া উপাধির সম্মান রক্ষা করব।

কমি। এখন আমরা তাঁবুতে যাব। সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করার আগে রোমে সব কথা লিখে জানাব। টিটাস লার্তিয়াস, তুমি কোরিওলি ফিরে যাও। আমরা রোমে যাব আর আমাদের সঙ্গে এখন কিছু ভাল লোক দাও যারা আমাদের মনের কথা ভাল ব্যক্ত করতে পারবে।

লার্তি। তাই হবে প্রভু।

কোরিও। দেবতারা আমায় উপহাস করতে শুরু করেছেন। তখন আমি কত রাজকীয় দান প্রত্যাখ্যান করলাম, আর এখন আমাদের সেনাপতির কাছে এক সামান্য জিনিস ভিক্ষা করতে হচ্ছে।
কমি। বল, সে জিনিস কি। আমি তা দেব।
কোরিওলি। কোরিওলি শহরে একটি বাড়িতে একটি গরীব লোককে দেখেছিলাম। সে আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছিল। তার প্রতি মমতা অনুভব করেছিলাম আমি। কিন্তু তখন অফিদিয়াসকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার ফলে মমতার পরিবর্তে রাগ দেখা দেয় আমার মনে। সেই গরীব লোকটিকে স্বাধীনতা দানের জন্য আমি অনুরোধ করছি আপনাকে।
কমি। বাঃ ভাল জিনিস ভিক্ষা করেছ। লোকটি আমার যদি পুত্রহন্তাও হয় তাহলেও সে হবে বাতাসের মত স্বাধীন। তাকে মুক্তি দাও লার্তিয়াস।
লার্তি। তার নাম মার্সিয়াস।
কোরিওলি। জুপিটারের নামে বলছি আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি ক্লান্ত, আমার স্মৃতিশক্তি অবসন্ন। এখানে মদ আছে ?
কমি। আমরা তাঁবুতে যাচ্ছি। তোমার মুখের রক্তগুলো শুকিয়ে গেছে। এবার ওগুলোর দিকে নজর দিতে হবে এস। (সকলের প্রস্থান)

দশম দৃশ্য। ভোলস্‌দের শিবির।
বাদ্যধ্বনি। কয়েকজন সৈনিকসহ অফিদিয়াসের প্রবেশ

অফি। এ শহর শত্রুদের দ্বারা অধিকৃত।
১ম সৈনিক। ভাল অবস্থায় এ শহর ফিরিয়ে দিতে হবে।
অফি। ভাল অবস্থায়! আমি যদি একজন রোমান হতাম একথা বলতে পারতাম। ভোলস্ হয়ে একথা বলতে পারি। এখন যখন সন্ধি করতে হচ্ছে এবং তাদের দয়ার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে তখন একথা বলা সাজে না। পাঁচ পাঁচবার আমি মার্সিয়াসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি এবং পাঁচবারই আমি পরাস্ত হয়েছি, যতবার তার সঙ্গে যুদ্ধ করব ততবারই পরাস্ত হব তার কাছে। তবে এর পর যদি কোনদিন সামনাসামনি তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ পাই হয় সে আমাকে মারবে না হয় আমি তাকে মারব। তখন আমি বলে বা বীরত্বে না পারি ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করব।
১ম সৈনিক। সে হচ্ছে শয়তান।
অফি। সাহসী, কিন্তু চতুর নয়। আমার বীরত্ব এখন তার আঘাতের দ্বারা বিষাক্ত। কোন পুরোহিতের প্রার্থনা বা কোন পূজার বলি তার প্রতি আমার ঘৃণার উপশম ঘটাতে পারবে না। আমি যেখানেই তাকে পাব, এমন কি আতিথেয়তার নিয়ম লঙ্ঘন করেও তার হৃৎপিণ্ড আমি উপড়ে নেব। এখন শহরে যাও। গিয়ে দেখ; রোমানরা এখন কিভাবে শহরটাকে অধিকার করেছে এবং কি করছে।

১ম সৈনিক। আপনি এখন যাবেন না ?

অফি। শহরের দক্ষিণ দিকে সাইপ্রেসের বাগানে আমাকে এখন যেতে হবে। সেখানে গিয়ে খবরটা আমাকে জানাবে। এখন আমি তাহলে যেতে পারি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম। সাধারণের স্থান।

সিসিনিয়াস ও ব্রুটাস নামে দুইজন ট্রিবিউনসহ মেনেনিয়াসের প্রবেশ

মেনে। জ্যোতিষীতে বলেছে, আজ রাতে খবর আসবে।

ব্রুটাস। ভাল না খারাপ খবর ?

মেনে। এ খবর জনগণের ভাল লাগবে না, কারণ তারা মার্সিয়াসকে ভালবাসে না।

সিসি। প্রকৃতির কৃপায় বনের পশুরাও তাদের মিত্রকে চিনতে পারে।

মেনে। আমার অনুরোধ, বলত নেকড়ের বন্ধু কে ?

সিসি। মেষশাবক।

মেনে। হ্যাঁ, তাকে গ্রাস করার বন্ধু, মার্সিয়াস যেমন ক্ষুধার্ত জনগণকে শোষণ করে।

ব্রুটাস। আসলে সে এক মেষশাবক, কিন্তু ভালুকের মত ভয় দেখায়।

মেনে। সে ভালুকই বটে, কিন্তু মেষশাবকের মত থাকে। তোমরা বৃদ্ধ হয়েছ, আমার একটা কথার উত্তর দাও দেখি।

উভয়ে। ঠিক আছে স্যার।

মেনে। তোমাদের যা যা আছে তার মধ্যে মার্সিয়াসের কি নেই ?

ব্রুটাস। তার সব গুণই আছে, কিন্তু একটা দোষ আছে।

সিসি। সে দোষ হচ্ছে তার অহঙ্কার।

ব্রুটাস। অহঙ্কারের দিক দিয়ে সে সকলকে ছাড়িয়ে গেছে।

মেনে। এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা। আপনারা কি জানেন এ শহরে সকলেই সমালোচনা করছে। আপনারা জানেন কি ?

উভয়ে। আমাদের কি সমালোচনা করা হচ্ছে ?

মেনে। কারণ আপনারা এখন অহঙ্কারের কথা বলছেন—আপনারা রাগ করবেন না ত ?

উভয়ে। ঠিক আছে স্যার।

মেনে। কেন, এটা কিছু বড় কথা নয়। সামান্য ঘটনা আপনাদের অধৈর্য করে তুলতে পারে। যদি আপনারা রাগ করে আনন্দ পান তাহলে রাগ

লাগাম মুক্ত করে দিন। মার্সিয়াসকে অহঙ্কারী বলে দোষ দিচ্ছেন আপনারা ?

ব্রুটাস। আমরা শুধু একা একথা বলছি না স্যার।

মেনে। আমি জানি একা আপনারা কোন কাজই করতে পারেন না। সব বিষয়েই আপনারা প্রচুর সাহায্য পান আর সে সাহায্য না পেলে কোন কিছুই সুষ্টুভাবে করতে পারেন না, আপনাদের সব কাজই তাহলে ছেলেমানুষী হয়ে পড়ে। আপনারা অহঙ্কারের কথা বলছেন, কিন্তু আপনারা যদি একবার নিজেদের পানে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখতেন।

উভয়ে। তাহলে কি হত স্যার ?

মেনে। তাহলে আপনারা দেখতেন আসলে আপনারা অহঙ্কারী, হিংসাপরায়ণ ও ছিদ্রান্বেষী জেলাশাসক—আসলে আপনারা বোকা।

সিসি। মেনেনিয়াস, আপনার পরিচয়ও সকলে জানে।

মেনে। আমাকে সবাই জানে আমি একজন আনন্দপ্রবণ প্যাট্রিসিয়ান। আমি সব সময় এক পেয়ালা উত্তপ্ত মদ বড় ভালবাসি। আমার একটা দোষ আছে, আমি যে কোন তুচ্ছ বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাড়াতাড়ি এক সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমি হচ্ছি এমনই একজন যে দিনের আলোর থেকে রাত্রির অন্ধকারকে বেশী ভালবাসি। আমি যা ভাবি তা ব্যক্ত করি, আমি কারো প্রতি হিংসাভাব পোষণ করলে মুখে তা বলি। তোমাদের মত সুখী ব্যক্তিদের আমি দেখতে পারি না—তোমাদের ঠিক লাইকর্গস বলতে পারি না। যে মদ তোমরা আমাকে পান করতে দাও তা যদি কোন প্রকারে আমার পাত্র একবার স্পর্শ করে আমার মুখ তাহলে বিরক্তিতে বিকৃত হয়ে ওঠে। তোমরা যে ব্যাপারটা ঠিকমত বলেছ তা বলতে পারি না, কারণ তোমাদের কথা বলার ধরন দেখে মনে হতো তোমরা এক একটি গাধা। যদিও যারা তোমাদের সম্মানিত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে তাদের সহ্য করতে হয় বাধ্য হয়ে তবু তারা যে ভয়ঙ্করভাবে মিথ্যা কথা বলে তা বেশ বোঝা যায়। আমি যদি এইভাবে তোমাদের সমালোচনা করে থাকি তাহলে কি লোকে আমাকে ভালবাসতে পারে ? আমার চরিত্র দেখে তোমাদের কি মনে হয় ?

ব্রুটাস। আমরা আপনাকে ভালভাবেই চিনি স্যার।

মেনে। তোমরা নিজেদেরও চেন না, বাইরের অন্য কাউকেও চেন না। তোমরা শুধু গরীবদের শোষণ করে বড় হতে চাও। তোমরা যত সব বাজে কাজে ও বাজে কথা শুনে সময় নষ্ট করো। দু'পক্ষে ঝগড়ার বিচার করতে গিয়ে সে ঝগড়াকে আরো ঘোরাল করে তোল। তোমাদের শান্তি স্থাপন মানেই দু'পক্ষকে গালি দেওয়া। সত্যিই তোমরা দুজনে বড় অদ্ভুত মানুষ।

ব্রুটাস। আইন পরিষদের সদস্যের আসন থেকে মদের টেবিলেই যে আপনাকে ভাল মানায় একথা সবাই জানে।

মেনে। আর তোমাদের মত অদ্ভুত লোকের পাল্লায় পড়লে পুরোহিতরাও উপহাসের পাত্র হয়ে উঠবে। তোমাদের ত দাড়ি চুলকানো ছাড়া কোন কাজই নেই। তোমরা আবার বল মার্সিয়াস অহঙ্কারী। যাকে বিচার করতে দেখা যায় সে তোমাদের সমস্ত পূর্বপুরুষের সমকক্ষ। বিদায় তোমাদের। তোমাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বললে আমার মাথাটাও খারাপ হয়ে যাবে। যে সব সাধারণ মানুষ পশুর সমান তোমরা হচ্ছ তাদের দলভুক্ত। আমি তোমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে চাই। (ব্রুটাস ও সিসিনিয়াস অন্যত্র চলে গেল)

ভলিওমনিয়া, ভার্জিনিয়া ও ভ্যালেরিয়ার প্রবেশ

কেমন আছেন হে সুন্দরী মহিলারা? আপনারা যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেদিক চন্দ্রালোকিত স্থানের থেকেও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ভলিওম। মাননীয় মেনেনিয়াস, আমার পুত্র আসছে। আমাদের যেতে দিন।

মেনে। বা, মার্সিয়াস বাড়ি ফিরে আসছে?

ভলিও। হ্যাঁ, আসছে হে সুযোগ্য বীর মেনেনিয়াস। এবং প্রচুর অভিনন্দন লাভ করছে।

মেনে। হে দেবতা জুপিটার, আমি আমার মাথার টুপী খুলে তোমায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি; মার্সিয়াস বাড়ি ফিরছে।

ভলিউ। এ কথা সত্যি। এই তার হাতের চিঠি। তার আসার কথা লিখে সে রাষ্ট্র ও তার স্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে। আপনাকেও একটা চিঠি দিয়েছে।

মেনে। আমাকে চিঠি দিয়েছে? আমি আজ বাড়িতে আনন্দোৎসব করব। মাতিয়ে তুলব সারা বাড়িটাকে।

ভার্জি। হ্যাঁ, চিঠিটা আমি নিজে দেখেছি।

মেনে। আমাকে চিঠি দিয়েছে মার্সিয়াস! একথা শুনে আমার সাত বছর পরমায়ু বেড়ে গেল। সে কি আহত? আহত অবস্থায় বাড়ি আসতে সেত চায়নি।

ভার্জি। না না।

ভলিউ। হ্যাঁ, সে আহত এবং এজন্য আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই।

মেনে। আমিও তাই করি। যদি সে আহত না হত তাহলে মনে হত সে এক সেরা বিজয়গৌরব পকেটে করে নিয়ে এসেছে। তার মত বীরের পক্ষে আহত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

ভলিউ। এই নিয়ে তিন তিনবার সে জয়মাল্য গলায় দিয়ে আসছে।

মেনে। সে কি অফিদিয়াসকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে?

ভলিউ। টিটাস লার্তিয়াস লিখেছে তারা দুজনে সামনাসামনি যুদ্ধ করে। পরে অফিদিয়াস পালিয়ে যায়।

মেনে। অফিদিয়াস পালাতে বাধ্য হয়েছে আর মার্সিয়াস স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আমি ত কোরিওলি শহরের সমস্ত ধনরত্নের বিনিময়েও এভাবে

পালাতে পারতাম না। সিনেটও এ কথা জানে ত ?
ভলিউ। চল এবার আমরা যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেনাপতি সব কথা লিখে সিনেটকে জানিয়েছে। তিনি এ যুদ্ধজয়ের সমস্ত গৌরব আমার সন্তানকেই দান করেছেন। আর আমার পুত্র এ যুদ্ধে তার আগের সব কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।
ভ্যালে। সত্যিই এক আশ্চর্য কৃতিত্বের গৌরব আরোপ করা হয়েছে তাঁর উপর।
মেনে। শুধু আশ্চর্যজনক না, তা সত্য।
ভার্জি। ঈশ্বর করুন তা যেন সত্য হয়।
মেনে। আমি শপথ করে বলছি তা সব সত্য। সে কোথায় আহত হয়েছে ? (ট্রিবিউনদের প্রতি) মার্সিয়াস গৃহে প্রত্যাবর্তন করছে। তার গর্ববোধ করার যথেষ্ট কারণ আছে। তার দেহের কোন স্থান আহত হয়েছে ?
ভলিউ। কাঁধে ও বাম বাহুতে। সে মঞ্চে দাঁড়ালে লোকে তা দেখতে পাবে। টারকুইনের সঙ্গে যুদ্ধে তার গায়ে অনেক জায়গায় আঘাত লাগে।
মেনে। একটা আঘাত লাগে ঘাড়ে আর একটা বাম বাহুতে। সবসুদ্ধ নয়টা।
ভলিউ। এর আগের সব অভিযানে সে মোট পঁচিশটা আঘাত পায়।
মেনে। এখন হলো সাতাশটা। আর প্রতিটি আঘাত হয় শত্রুদের কবর। (চিৎকার জয়ভেরী) ঐ শোন আসছে।
ভলিউ। মার্সিয়াস যুদ্ধ থেকে আসার সময় আগে আগে এমনি গোলমাল হয় ও বাদ্য বাজে। তার সম্মুখে থাকে কোলাহল আর পিছনে রেখে যায় অশ্রু।
জয়ভেরী। প্রথমে সেনাপতি কমিনিয়াস ও টিটাস লার্তিয়াস ও তাদের মধ্যে ওক ফুলের জয়মাল্যপরিহিত কোরিওলেনাসের প্রবেশ। পরে সৈন্যসামন্ত ও প্রহরীদের প্রবেশ।
প্রহরী। শোন রোম, মার্সিয়াস কোরিওলি শহরের নগরদ্বারে একা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে তার বীরত্বের উপযুক্ত গৌরব ও প্রভূত যশ অর্জন করেন। এর ফলে তিনি কোরিওলেনাস নামে অভিহিত হন। রোম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে হে বীর কোরিওলেনাস। (বাদ্য)
সকলে। হে যশস্বী বীর, রোমেতে আপনি স্বাগত।
কোরিও। আর না, এত অভিনন্দন আর আমার অন্তর সহ্য করতে পারছে না।
কমি। ঐ দেখুন আপনার মা।
কোরিও। আমি জানি আমার জয়ের জন্য তুমি সকল দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছ নতজানু হয়ে।
ভলিউ। না হে বীর সৈনিক, ওঠ। আমার সুযোগ্য সন্তান কায়াস মার্সিয়াস, যে সম্মান তুমি সম্প্রতি অর্জন করেছ তার জন্য তোমাকে কি কোরিওলেনাস

বলে ডাকতে হবে আমায়? কিন্তু ঐ দেখ তোমার স্ত্রী।

কোরিও। নীরব কেন সুন্দরী? এই বিজয়গৌরবের মাঝে কেন তোমার চোখে জল দেখি? তবে কি আমি পরাজিত হয়ে ঘরে ফিরলে তুমি হাসতে? হায় প্রিয়তমা, একমাত্র স্বামীহীনা বিধবারা আর সন্তানহীনা মাতারাই তোমার মত এইভাবে অশ্রু বিসর্জন করে।

মেনে। এখন দেবতারা তোমায় অভিষিক্ত করুন।

কোরিও। তুমি এখনো বেঁচে আছ ভ্যালেরিয়া?

ভলিউ। এখন কোথায় যাব জানি না। হে সেনাপতিদ্বয়, সকলেই এখন আমাদের বাড়ি চলুন।

মেনে। শত সহস্র স্বাগত সকলকে। আপন মনে আমি কাঁদি আর হাসি। মনে হচ্ছে আমার অন্তরটা একেবারে হাল্কা, আবার মনে হচ্ছে ভারী। যারা তোমাকে দেখে খুশি হবে তাদের উপর দেবতার অভিশাপ নেমে আসুক। তোমরা তিনজন সারা রোমের গৌরব। তবু রোমে কিছু বৃদ্ধ রক্ষণশীল আছে যারা তোমাদের দেখে আনন্দিত হবে না। তবু তোমরা রোমে স্বাগত ও অভিনন্দিত। নির্বোধদের ভুল নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর বলে ধরে নিতে হবে।

কমি। ঠিক।

কোরিও। মেনেনিয়াস সব সময় ঠিক কথাই বলে।

প্রহরী। যাবার পথ করে দাও।

কোরিও। (মা ও স্ত্রীর প্রতি) তোমাদের হাত দাও। বাড়ি প্রবেশ করার আগে প্যাট্রিসিয়ান বা রাজ্যের অভিজাত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাতে আমার বাড়িতে পদার্পণ করেন তার ব্যবস্থা করা উচিত। তাঁরা আমায় শুধু অভিনন্দন জানাননি আমাকে যথেষ্ট সম্মান দানও করেছেন।

ভলিউ। আমার কল্পনা ও আশা আকাঙ্খা তোমার মধ্যে সঞ্চারিত দেখে খুশি হলাম, তুমি তা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছ। শুধু একটি ছাড়া আর আশা করি রোম সব কিছু তোমায় অর্পণ করবে।

কোরিও। জেনে রেখো মা আমি কখনো পরের মতে চলব না।

কমি। চল, এবার রাজধানীতে চল। (বাদ্য ও সকলের প্রস্থান। ব্রুটাস ও সিসিনিয়াস সামনে এগিয়ে এল)

ব্রুটাস। সকলেই একবাক্যে বলছে শুধু তার কথা বলছে। দৃষ্টিশক্তি যাদের স্তিমিত তারা চোখে চশমা পরেছে তাকে দেখার জন্য। ধাত্রীরা তার কথা বলতে গিয়ে শিশুদের কাঁদাচ্ছে। মেয়েরা রান্নাঘর ছেড়ে দেয়ালে উঠছে তাকে দেখার জন্য। সকল শ্রেণীর সকল লোক তাকে দেখার জন্য পাগল। এমন কি অসূর্যম্পশ্যা রমণীরাও অবগুণ্ঠন অপসারিত করে তাকে দেখতে গিয়ে সূর্যালোক দ্বারা পরিচুম্বিত করে তুলছে তাদের মুখমণ্ডলকে। যে দেবতার কৃপায় সে যুদ্ধ জয় করেছে সে দেবতা নিশ্চয় তার দেহে শক্তি সঞ্চার

করে তাকে জোর করে জিতিয়ে দিয়েছেন।

সিসি। হঠাৎ সভা ডাকতে বলি আমি।

ব্রুটাস। সে যতদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে ততদিন আমাদের হাতে আর কোন কাজ থাকবে না।

সিসি। সে কখনো সহজে তার সম্মান ত্যাগ করবে না।

ব্রুটাস। ভালই ত।

সিসি। যে জনগণের পাশে এসে আমরা আজ দাঁড়িয়েছি সেই জনগণ তাদের অতীতের পুরনো প্রতিহিংসার বশে তার আজকের এই নূতন সম্মান ও গৌরব উপেক্ষা করে যাবে। আর গর্বিত মার্সিয়াসও সে সম্মানের কোন অংশ জনগণকে ভাগ দেবে না।

ব্রুটাস। আমি তাকে বলতে শুনেছি সে কোনদিন বাজারে দাঁড়িয়ে জনগণের সঙ্গে কোন বিষয়ে পরামর্শ করবে না বা কখনো কারো কাছে নম্র হবে না। প্রথা অনুসারে সে আঘাত বা ক্ষতস্থান জনগণকে দেখিয়ে তাদের দীর্ঘশ্বাস আকর্ষণ করবে না।

সিসি। তা বটে।

ব্রুটাস। সে নিজের মুখে বলেছে অভিজাত শ্রেণীর সামন্তদের ইচ্ছানুসারে চলার থেকে সে তার শাসনক্ষমতা ত্যাগ করবে সেও ভাল।

সিসি। আমি চাই তার এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হোক।

ব্রুটাস। খুব সম্ভবত সে তাই করবে।

সিসি। তাহলে সেইটাই হবে তার নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ যে ধ্বংস আমরা কামনা করি মনে প্রাণে।

ব্রুটাস। সুতরাং তার সঙ্গে আমাদের প্রভুত্বের লড়াই চলবেই। আর আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা জনগণকে বোঝাব সে তাদের কতখানি ঘৃণা করে। বোঝাব সে তাদের বোকা বানিয়ে রেখেছে, তাদের হিতাকাঙ্খীদের জোর করে চুপ করিয়ে রেখেছে, তাদের সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করেছে। যুদ্ধে নিযুক্ত ভারবাহী উটের মত সে তাদের আপন প্রয়োজনে ব্যবহার করে চলেছে।

সিসি। যখন তার আকাশচুম্বী অহঙ্কার জনগণের উপর আঘাত হানবে তখন তোমার কথামত কাজ করা হবে। আর সে দিন আসবেই। ভেড়ার পিছনে লাগানো কুকুরের মতই তখন তার বিরুদ্ধে জনগণকে লাগানো সহজ হবে। তখন যে আগুন জ্বলে উঠবে তাতে জনগণ পুড়ে ছারখার হয়ে গেলেও তার ভবিষ্যৎও অন্ধকার হয়ে উঠবে চিরদিনের জন্য।

জনৈক দূতের প্রবেশ

ব্রুটাস। কি সংবাদ?

দূত। আপনাদের রাজধানীতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। মনে হয় মার্সিয়াস বক্তৃতা দেবেন। আমি দেখে আসছি মূক অন্ধ নারী শিশু সকলেই তাঁকে

দেখার জন্য সমবেত হয়েছে। জনগণ এমনভাবে টুপী নেড়ে চিৎকার করে জয়ধ্বনি করছে যা আমি জীবনে কখনো দেখিনি।

ব্রুটাস। চল, এখন আমরা রাজধানীতে যাই। আপাততঃ অবস্থানুসারে আমাদের চোখ কান আমরা খোলা রাখলেও অন্তর আমরা বন্ধ করে রেখে দেব।

সিসি। তোমার সঙ্গে আমিও যাব। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। রাজধানী।

দুইজন পদস্থ রাজকর্মচারির প্রবেশ

১ম কর্মচারি। মঞ্চে কতজন দাঁড়াবে?

২য় কর্ম। লোকে বলছে তিনজন।

১ম। কোরিওলেনাস সত্যিই বীরপুরুষ। তবে সে বড় অহংকারী এবং জনগণকে সে ভালবাসার চোখে দেখে না।

২য় কর্ম। তবে বিশ্বাস করো, এমন অনেক বড় লোক দেখবে যাঁরা জনগণের তোষামোদ করে যান কিন্তু তাদের ভালবাসেন না। আবার অনেক মানুষ দেখবে জনগণ যাদের ভালবাসে; কিন্তু কেন তা জানে না। সুতরাং জনগণ যদি বিনা কারণে কাউকে ভালবাসতে পারে তাহলে তাকে বিনা কারণে ঘৃণা করতেও পারে। সুতরাং কোরিওলেনাস যদি জনগণের ভালবাসা বা ঘৃণার কোন গুরুত্ব না দেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি তাদের প্রকৃত মানসিক অবস্থার কথা জানেন। আর তিনি চান তাঁর এই ঔদাসিন্যটাকেই জনগণ বড় করে দেখুক।

১ম কর্ম। যদি তিনি জনগণের ঘৃণা বা ভালবাসা কোনটাই গ্রাহ্য না করেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি তাদের মঙ্গল বা অমঙ্গল কোনটাই করতে পারবেন না, অর্থাৎ ভাল আর মন্দের মাঝখানে উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কিন্তু তার ফলে তিনি তাদের তীব্র ঘৃণাই অর্জন করবেন এবং এজন্য তারা একদিন তাঁর সঙ্গে ভীষণভাবে শত্রুতা করবে। এখন দেখা যাচ্ছে তাদের ভালবাসার জন্য জনগণের তোষামোদ করার মত তাদের হিংসা অর্জন করাও সমান খারাপ।

২য় কর্ম। তিনি তাঁর দেশের সুযোগ্য সন্তান, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যারা জনগণের প্রতি ভালবাসা সত্বেও ফাঁকি দিয়ে বা অল্প আয়েসে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তিনি তাদের দলে নেই। তিনি তাদের চোখের সামনে এমন সব সম্মানজনক কাজ করেছেন যে তারা তাঁকে নীরবে নির্বিবাদে বরণ করে নিচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা বলার মানে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া। এখন যদি কেউ হিংসার বশবর্তী হয়ে অন্য কথা বলে তাহলে সেটা হবে আস্ত মিথ্যা এবং সেই মিথ্যা ভাষণের দ্বারা প্রতিটি মানুষের তিরস্কার আকর্ষণ করবে।

১ম। আর না, উনি সত্যিই যোগ্য ব্যক্তি। চল, ওঁরা আসছেন।

পরিষদ। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের সঙ্গে কোরিওলেনাস, মেনেনিয়াস ও কমিনিয়াসের প্রবেশ। পরে সিসিনিয়া ও ব্রুটাস আপন আপন আসন গ্রহণ করল।

মেনে। ভোলস্‌দের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার পর এবার আমরা টিটাস লার্তিয়াসকে ডেকে পাঠাব। আমাদের আজকের সভার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতি যিনি এক মহান কর্তব্য পালন করেছেন তাঁকে সম্মানের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা। সুতরাং হে প্রবীণ পৌরপিতাগণ, আমাদের প্রধান সেনাপতিকে আদেশ করুন তিনি যেন এই যুদ্ধে কায়াস মার্সিয়াস যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন তার কিছু যেন বিবৃত করেন। আজ তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গৌরবময় কৃতিত্বকে চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার প্রতিশ্রুতি দানের জন্য এখানে আমরা মিলিত হয়েছি।

(কোরিওলেনাস উপবেশন করল)

১ম সিনেটর। হে মহান কমিনিয়াস, সব কথা বিবৃত করুন, যদি আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে থাকে তাহলে তার প্রতি যেন আমরা সচেতন হয়ে উঠতে পারি যাতে সে ত্রুটি আর বাড়তে না পারে। হে জনপ্রতিনিধিগণ, আমাদের অনুরোধ আপনারা দয়া করে শুনুন। সভার কার্যাবলীর প্রতি মনোযোগ দিন।

সিসি। আমরা এক শান্তিপূর্ণ সন্ধির বিষয় আলোচনা করার জন্য সমবেত হয়েছি এখানে। আমরা এ উদ্দেশ্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে চাই।

ব্রুটাস। তবে তিনি যদি এর আগের থেকে জনগণের প্রতি একটু বেশী সদয় হন এবং তাদের যথাযোগ্য মূল্য স্বীকার করে চলেন তাহলে আমরা খুশি হব।

মেনে। ঠিক আছে, তোমাদের কথা বলা হয়ে গেছে। আমি চাই তোমরা চুপ করে শোন। কমিনিয়াস কি বলছে তা শুনবে কি?

ব্রুটাস। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুনব। তবে আমার সতর্কবাণী তোমার তিরস্কার বাক্যের থেকে অনেক বেশী সঙ্গত।

মেনে। তিনি জনগণকে ভালবাসেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি তাদের শয্যাসঙ্গিনীদের মত কাছে কাছে থাকবেন। যোগ্য বীর কমিনিয়াস এবার বক্তৃতা করছেন। (কোরিওলেনাস উঠে দাঁড়িয়ে চলে যেতে চাইল) না, তোমার আসন গ্রহণ করো।

১ম সিনেটর। স্যার কোরিওলেনাস, আপনি নিজে যে কাজ সম্পন্ন করেছেন তার বিবরণ শুনতে লজ্জাবোধ করবেন না।

কোরিও। আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। কিভাবে আমার দেহে ক্ষতগুলি হলো তার বিবরণ শোনার থেকে এখন সেই ক্ষতগুলি সারিয়ে তোলা অনেক ভাল আমার পক্ষে।

ব্রুটাস। মহাশয়, আশা করি আমার কথায় আপনি বিচলিত হয়ে পড়েননি?

কোরিও। না, তবে এর আগে অনেকবার তা করেছে। তবে তোমাদের কথা যেমন সান্ত্বনা দিতে পারে না তেমনি তা আঘাত দিতেও পারে না। তোমাদের জনগণকে আমি ভালবাসি, তারা যে ধরনের ভালবাসা চায় ঠিক তাই দেবার চেষ্টা করি।

মেনে। আমার অনুরোধ, বসুন।

কোরিও। এইভাবে অতিশয়োক্তিতে ভরা আমার গুণগান বসে বসে শোনার থেকে আমার মাথায় একটা বড় রকমের আঘাত লাগলে ভাল হয়।

(প্রস্থান)

মেনে। হে জনগণের প্রতিনিধিগণ, আপনাদের এই সমবেত জয়ধ্বনি কেমন করে তোষামোদ বলে গণ্য হতে পারে—একজনের একটি ভাল কাজের জন্য এমনি করেই ওঠে সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি। আপনারা নিজের চোখে দেখলেন, উনি ওঁর বীরত্বের সম্মান রক্ষার জন্য ওঁর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঘাতের মুখে ঠেলে দেবেন তবু সেই বীরত্বগাথা শোনার জন্য একটি কানও দেবেন না। বলুন কমিনিয়াস।

কমি। আমার এখন গলায় জোর নেই। কোরিওলেনাসের গৌরবময় কৃতিত্বের কথা ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করা উচিত হবে না। লোকে বলে সাহসই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ আর সাহসই মানুষকে দান করে সবচেয়ে বড় মর্যাদা। তা যদি হয়, সেই সাহসের দিক থেকে উনি এমনই শক্তিমান যে জগতের কোন লোক এককভাবে ওঁর সম্মুখীন হতে পারবে না। ওঁর বয়স যখন মাত্র ষোল তখন টারকুইন একবার রোম আক্রমণ করে আর তখন উনি যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, সকলের থেকে ভাল যুদ্ধ করেছিলেন। আমাদের তদানীন্তন রাষ্ট্রনায়ক যখন মার্সিয়াসের দিকে তাকালেন তার যুদ্ধ দেখার জন্য তখন উনি তাঁর সামনেই তিনজন শত্রুকে বধ করে টারকুইনের সম্মুখীন হলেন এবং তার হাঁটুতে আঘাত করলেন। সেদিন সেই বয়সে যখন তাঁর দুর্বল নারীর মত ভীত হওয়া উচিত ছিল তখন তিনি সেই রণক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধার মত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং জয়মাল্যের বোঝায় সারা গলাটা ঢেকে যায়। এইভাবে যুদ্ধ করে বয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং সতের বার বিজয়গৌরব অর্জন করেন। সর্বশেষে কোরিওলিতে তিনি যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন আমি তা ঠিকমত বিবৃত করতে পারব না। তিনি শত্রুপক্ষের পলাতক কাপুরুষদেরও ঘুরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেন। চলমান জাহাজের সামনে নত হওয়া দুর্বল আগাছার মত তারা বাধ্য হয় তাঁর সামনে আত্মসমর্পণ করতে। তাঁর নিক্ষিপ্ত তরবারি যেখানে যার উপর পতিত হয়েছে সেইখানে ফেলেছে মৃত্যুর অভ্রান্ত ছাপ। ক্রমে তার আপাদমস্তক রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, মুমূর্ষুদের আর্তনাদে ভরে যায় চারদিকের আকাশ বাতাস। নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরসম কোরিওলি শহরের নগরদ্বারে একাকী প্রবেশ করেন তিনি, আবার উদ্ধত সক

আসেন এবং নূতন কিছু সৈন্য নিয়ে আবার দুরন্ত গ্রহের মত কোরিওলি নগর আক্রমণ করেন। প্রথমে কিছুটা অবসন্ন হয়ে পড়লেও ক্রমে রণকোলাহল তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই দ্বিগুণ উদ্যমে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। দ্বিগুণ তেজ ও উদ্যম নিয়ে পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করে শত্রুহনন করে যেতে লাগলেন তিনি। কোরিওলি নগর আমাদের অধিকারে সম্পূর্ণরূপে না আসা পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন এবং তার মধ্যে একবার হাঁপ নেবার জন্যও দাঁড়াননি।

মেনে। সুযোগ্য বীর।

১ম সিনেটর। যে সম্মান আজ আমরা তাঁকে দান করতে চলেছি তিনি তার যথাযথভাবে উপযুক্ত।

কমি। আমাদের উপহারের বস্তুতে পদাঘাত করেন তিনি। জগতের যে কোন মূল্যবান বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। কোন কিছুতেই তাঁর লোভ নেই। যে কোন কাজ করেই তিনি আনন্দ পান, পুরস্কারের আশায় তা করেন না।

মেনে। একথা সত্য। তাঁকে ডেকে আন।

১ম সিনে। ডাক তাঁকে।

কোরিওলেনাসের পুনঃপ্রবেশ

মেনে। শোন কোরিওলেনাস, আমাদের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ তোমাকে 'কনসাল' বা সর্বোচ্চ জনপ্রতিনিধি মনোনীত করেছেন।

কোরিও। আমার সমগ্র জীবন ঋণী তাঁদের কাছে।

মেনে। তুমি তাদের সম্বোধন করে কিছু বলতে পার।

কোরিও। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, এ বিষয়ে আমাকে অব্যাহতি দাও। আমি কখনই নগ্ন দেহে দাঁড়িয়ে আমার ক্ষতস্থানগুলি দেখিয়ে তাদের ভোট চাইতে পারব না।

সিসি। স্যার, জনগণের কিছু বলার আছে। তারা প্রথাগত রীতিনীতির কোন অঙ্গহানি করতে রাজী নয়।

মেনে। যাও, প্রথাগতভাবে যা কিছু করার তোমার পূর্বসূরীদের মত সবকিছু করে ফেল। তোমার যোগ্যতা অনুসারে সম্মান গ্রহণ করো।

কোরিও। এ কাজ করতে গিয়ে প্রচুর লজ্জা পাব আমি।

ব্রুটাস। লক্ষ্য করলে ?

কোরিও। এটা হচ্ছে যেন তাদের কাছে বড়াই করে বলা যে আমি এইসব এইভাবে করেছি। যন্ত্রণাদায়ক যে ক্ষতগুলি লুকিয়ে রাখা উচিত ছিল লোকচক্ষু হতে সেগুলি বার করে দেখিয়ে যেন তাদের বলা, তোমাদের প্রশংসা অর্জনের জন্যই আমি এই সব আঘাত লাভ করেছি।

মেনে। ঠিক আছে এই প্রথাগত রীতির জেদ করবেন। হে জনপ্রতিনিধিগণ, আমরা আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছি জনগণের কাছে। আমরা আমাদের নব নির্বাচিত জনগণের মঙ্গল কামনা করি সর্বান্তঃকরণে।

সিনেট। কোরিওলেনাস সুখ ও সম্মান লাভ করুন। (বাদ্য। সিসিনিয়াস

ও ব্রুটাস ছাড়া অন্য সকলের প্রস্থান)

ব্রুটাস। দেখলে ত ও জনগণের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করল ?

সিসি। মনে হয় তারাও ওর মতলব বুঝতে পেরেছে। জনগণকে একদিন ওর প্রয়োজন হবেই। আজ যা ও অস্বীকার করল একদিন তাই সে চেয়ে নেবে জনগণের কাছ থেকে।

ব্রুটাস। চল, আমরা ওদের আমাদের পরিকল্পনার কথা জানাব। বাজারে ওরা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। রোম। বক্তৃতামঞ্চ।

সাত আটজন নাগরিকের প্রবেশ

১ম নাগ। যদি তিনি আমাদের সমর্থন চান তাহলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারব না।

২য় নাগ। আমরা যদি চাই তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি।

৩য় নাগ। সে ক্ষমতা আমাদের আছে, কিন্তু সে ক্ষমতা প্রয়োগ করার মত কোন ক্ষমতাই নেই আমাদের। যদি তিনি আমাদের তাঁর ক্ষতস্থানগুলি দেখান তাহলে আমাদের সহানুভূতি প্রকাশ করতে বাধ্য হব। তিনি তাঁর গৌরবময় কার্যাবলীর কথা ব্যক্ত করলে আমরা তা সমর্থন করতে বাধ্য হব। অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে বিরাট অপরাধ আর একটা গোটা সমাজের সব মানুষ যদি অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় তাহলে তারা এক হিংস্র জন্তুতে পরিণত হবে।

১ম নাগ। আমাদের প্রাপ্য সম্মান উনি কোনদিনই দান করবেন না। আমরা ফসলের দাবি নিয়ে একবার গিয়েছিলাম। উনি আমাদের মানুষ বলে স্বীকারই করেননি।

৩য় নাগ। অনেকেই ত আমাদের ও কথা বলে। তার কারণ এই নয় যে আমাদের মাথাগুলো রঙ্ বেরঙের, তার কারণ আমাদের বুদ্ধিগুলো রঙ্ বেরঙের। আমার মনে হয় এই বুদ্ধিগুলো একটা মাথা থেকে বার হলেও তারা বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি করত।

২য় নাগ। তুমি কি তাই মনে করো ? আচ্ছা বলত তাহলে আমার বুদ্ধি কোন দিকে ছুটে পালাত ?

৩য় নাগ। না, তোমার বুদ্ধিটা মোটা এবং মোটা মাথায় এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে তা উড়তে পারবে না। যদি তা একান্তই পারে তাহলে তা দক্ষিণ দিকে উড়ে যাবে।

২য় নাগ। কোন দিকে সে যাবে ?

৩য় নাগ। কুয়াশায় হারিয়ে যাবার জন্য দক্ষিণদিকে যাবে। সেখানে শিশির আর কুয়াশায় তোমার বুদ্ধির তিনি ভাগ খোয়া যাবে আর মাত্র এক ভাগ ফিরে এসে তোমাকে বিয়ের ব্যাপারে সাহায্য করবে।

২য় নাগ। তুমি সব সময়েই রসিকতা করো। আচ্ছা চালাও তোমার

রসিকতা।

৩য় নাগ। তোমরা কি তাঁকে সমর্থন করার সংকল্প করে ফেলেছ? তোমরা করো বা নাই করো তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ গরিষ্ঠসংখ্যক জনসাধারণ তাঁকে সমর্থন করেছে। যদি তিনি জনগণকে ভালবেসে চলেন তাহলে তাঁর মত যোগ্য লোক আর হতে পারে না।

বিনয়সূচক বহির্বাস পরিহিত অবস্থায় মেনেনিয়াসসহ কোরিওলেনাসের প্রবেশ।

ওই উনি আসছেন বিনয়াবনত বহির্বাস পরে। ওঁর আচারণ লক্ষ্য করো। আমরা সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকব। একজন দুজন করে তাঁর কাছে যাব। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অনুরোধ করবেন যে অনুরোধে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সমর্থন জানাব। আমার পিছু পিছু তোমরা এস। আমি তোমাদের নিয়ে যাব।

সকলে। ঠিক আছে ঠিক আছে। আমরা তাই করব। (নাগরিকদের প্রস্থান)

মেনে। তুমি বুঝতে পারছ। বহু যোগ্য বীর সন্তানই এই সব করেছে। তুমি কি তা জান না?

কোরিও। কি বলতে হবে? আমার প্রার্থনা স্যার—জাহান্নামে যাক। আমি আমার জিহ্বাকে এত নিচে নামিয়ে আনতে পারব না। দেখুন মহাশয়রা এই সব আমার ক্ষতস্থান। দেশের কাজ করতে গিয়ে আমি এই সব ক্ষত লাভ করেছি, যে কাজ করতে গিয়ে আপনাদের অনেক ভাই যুদ্ধের শব্দ শোনামাত্র ভয়ে পালিয়ে গেছে। আমাদের নিজেদের ঢাকের শব্দেই তারা ভয় পায়।

মেনে। হা ভগবান! ওভাবে বললে চলবে না। তোমার কথা ওদের ভাবতে দিতে হবে।

কোরিও। আমার কথা ভাববে? চুলোয় যাক। আমি চাই তারা আমায় ভুলে যাক।

মেনে। তুমি সব মাটি করে দিলে। আমি চলে যাচ্ছি। তুমি ওদের বুঝিয়ে বল ভাল করে। (প্রস্থান)

তিনজন নাগরিকের পুনঃপ্রবেশ

কোরিও। ওদের দাঁত মুখ পরিষ্কার করতে বল। তোমার আমার এখানে আসার কারণ জান?

৩য় নাগ। আমরা তা জানি স্যার। তবু কেন আপনি এসেছেন এখানে তা বলুন।

কোরিও। আমার কৃতিত্বের কথা বলতে।

২য় নাগ। আপনার নিজের কৃতিত্ব?

কোরিও। হ্যাঁ, এতে আমার নিজের ইচ্ছা নেই।

৩য় নাগ। আপনার ইচ্ছা নেই কেন?

কোরিও। না স্যার, দরিদ্র ব্যক্তিদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে তাদের বিব্রত করতে কখনই আমার মন চায়নি।

৩য় নাগ। আপনার মনে রাখা উচিত, যদি আমরা আপনাকে কিছু দিই তাহলে তার প্রতিদানে আমরা কিছু আশা করব।

কোরিও। তাহলে বল, তোমাদের এই নির্বাচনের জন্য আমায় কি মূল্য দিতে হবে ?

১ম নাগ। সে মূল্যের সঙ্গে অনুগ্রহও চাইতে হবে।

কোরিও। অনুগ্রহ করে আমায় সমর্থন দান করুন। আমার দেহে অনেক ক্ষত আছে। সেগুলি দেখলে আপনাদের মনও ক্ষতবিক্ষত হবে।

২য় নাগ। আপনি আমাদের সমর্থন পাবেন স্যার।

কোরিও। আমি আপনাদের ভিক্ষা পেয়ে গেছি। বিদায়।

৩য় নাগ। এটা কেমন যেন অদ্ভুত ও বেখাপ্পা লাগল।

২য় নাগ। আবার চাইলে আবার তা দিতে হবে। তাতে কিছু যায় আসে না।

(তিনজন নাগরিকের প্রস্থান)

অন্য দুইজন নাগরিকের পুনঃপ্রবেশ

কোরিও। কনসাল হিসাবে আমাকে সমর্থন করা যদি তোমাদের সম্ভব হয় তাহলে তাই করো, আমি প্রথাগতভাবে বহির্বাস পরিধান করে এসেছি।

৪র্থ নাগ। আপনি একই সঙ্গে দেশের পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি আবার অনুপযুক্ত ব্যক্তি।

কোরিও। একথা হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে।

৪র্থ নাগ। আপনি আমাদের দেশের শত্রুদের দমন করেছের এবং মিত্রদের সহায়তা করেছেন। কিন্তু দেশের সাধারণ জনগণকে ভালবাসেননি।

কোরিও। আমি যে আমার ভালবাসাকে এতখানি নীচু স্তরে নামিয়ে আনতে পারিনি তার জন্য আমাকে তোমাদের প্রশংসা করা উচিত। ঠিক আছে, আমি আমার ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের তোষামোদ করব তাদের শ্রদ্ধা অর্জনের জন্য। এই তোষামোদের কাজটাকে তারা শান্ত স্বভাবের পরিচায়ক বলে মনে করে। যেহেতু তারা আমার অন্তরের নীরব ভালবাসার থেকে বাইরের লোক দেখানো মাথার টুপী সঞ্চালনজনিত নম্রতাকে বেশী করে চায়, আমি তাই এবার হতে তথাকথিত জনপ্রিয় নেতাদের মত ভাল করে প্রচুর কৃত্রিম সৌজন্য তাদের ইচ্ছামত দান করব। সুতরাং আমার অনুরোধ, আমাকে তোমরা কনসাল নির্বাচিত করো।

৫ম নাগ। আমরা আশা করব আপনাকে আমরা বন্ধু হিসাবে পাব। সুতরাং আমরা আমাদের সমর্থন দান করলাম।

৪র্থ নাগ। আপনি আপনার দেশের জন্য অনেক আঘাত সহ্য করেছেন।

কোরিও। আমি শুধু তোমাদের এ বিষয়ে সমর্থন ছাড়া আর কিছুই চাই না। আর কখনো তোমাদের বিরক্ত করব না।

উভয় নাগ। ঈশ্বর আপনাকে আনন্দ দান করুন স্যার। (নাগরিকদের প্রস্থান)

কোরিও। হে আমার প্রিয় জনগণ, যার তার কাছ থেকে সমর্থন প্রত্যাশা করার থেকে মৃত্যু বা অনশন অনেক ভাল। অথচ প্রথা আমাকে তাই করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। প্রথা অনুসারে সব কাজই আমাদের করতে হবে। সুদূর প্রাচীনকাল হতে যে ভুলের ধুলো জমতে জমতে পাহাড় হয়ে উঠেছে সে পাহাড় সত্য অতিক্রম করতে পারবে না। এই ধরনের বোকামি আর করব না। আমি যা করেছি করেছি, আজ আমি আমার উচ্চ পদমর্যাদা ও আত্মসম্মান অনুসারে কাজ করে যাব।

আরও তিনজন নাগরিকের প্রবেশ

এই যে আরও অনেকে এসে গেছে। আমি চাই আরও সমর্থন, অনেক সমর্থন। আমি তোমাদের এই সমর্থনের জন্য অনেক আঘাত সহ্য করেছি। আমি অবশ্যই কনসাল নির্বাচিত হব।

৬ষ্ঠ নাগ। তিনি সত্যিই মহান কাজ করেছেন। যে কোন সৎ লোক তাঁকে সমর্থন না করে পারে না।

৭ম নাগ। সুতরাং তাকে সমর্থন করো। ঈশ্বর তাঁকে সুখী করুন। তিনি যেন জনগণের বন্ধু হয়ে ওঠেন।

সকলে। ঠিক আছে। হে মহান কনসাল, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

(নাগরিকদের প্রস্থান)

মেনেনিয়াস, ব্রুটাস ও সিসিনিয়াসের প্রবেশ

মেনে। তুমি তোমার যথাকর্তব্য পালন করেছ এবং জনপ্রতিনিধিগণ জানিয়েছেন জনগণের সমর্থন তোমার উপর আছে। এবার জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে তুমি সিনেটে যোগদান করো।

কোরিও। সত্যিই কি তাই ?

সিসি। আমাদের প্রথাগত অনুরোধ আপনি রক্ষা করেছেন। জনগণও আপনাকে তাদের নেতা বলে আপনাকে স্বীকার করেছে। আপনি অনুমতি করলে তারা সম্মিলিত হবে এক জায়গায়।

কোরিও। কোথায় ? পরিষদভবনে ?

সিসি। হ্যাঁ সেখানেই কোরিওলেনাস।

কোরিও। আমি কি এবার আমার পোষাক পরিবর্তন করতে পারি ?

সিসি। হ্যাঁ আপনি তা পারেন।

কোরিও। আমি পোষাক পরিবর্তন করেই পরিষদভবনে চলে যাব।

মেনে। আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তুমি কি এখন যাবে সেখানে ?

ব্রুটাস। আমি জনগণের জন্য এখানে প্রতীক্ষা করব।

সিসি। বিদায়। (কোরিওলেনাস ও মেনেনিয়াসের প্রস্থান) তার মুখ দেখে এখন মনে হচ্ছে তার অন্তরটা এখন বেশ উত্তপ্ত আছে।

ব্রুটাস। অন্তরে অহঙ্কার চেপে রেখে সে বাইরে বিনয়ের ভান করছে। আচ্ছা, জনগণকে কি তুমি এখান থেকেই সরিয়ে দেবে ?

নাগরিকদের পুনঃপ্রবেশ

সিসি। আচ্ছা, তোমরা তোমাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছ ?

১ম নাগ। উনি আমাদের সমর্থন লাভ করেছেন।

ব্রুটাস। দেবতাদের প্রার্থনা করি উনি যেন আপনাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন।

২য় নাগ। যা বলেছেন স্যার। আমি যতদূর দেখেছি তাতে মনে হয় উনি আমাদের সমর্থন চাইতে গিয়েও উপহাস করেছেন আমাদের।

৩য় নাগ। নিশ্চয়। উনি আমাদের সরাসরি অপমান করেছেন।

১ম নাগ। তাঁর বলার ভঙ্গিমাটাই এই রকম। তিনি আমাদের উপহাস করেননি।

২য় নাগ। একমাত্র তুমি ছাড়া আর সকলেই বলছে উনি আমাদের ঘৃণার চোখে দেখেছেন। উনি দেশের জন্য কতগুলি আঘাত লাভ করেছেন, কতগুলি ক্ষত ওঁর দেহে হয়েছে তা আমাদের দেখানো উচিত ছিল।

সিসি। কেন, তিনি ত তাই করেছেন।

সকলে। না না, কেউ তা দেখেনি।

৩য় নাগ। উনি শুধু বললেন, তাঁর দেহে ক্ষত আছে এবং উনি তা গোপনে দেখাতে পারেন। তারপর উনি আমাদের প্রতি ঘৃণাভরে টুপীটা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আমি 'কনসাল' হতে চাই, কিন্তু প্রাচীন প্রথা অনুসারে তোমাদের সমর্থন ছাড়া সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। সুতরাং তোমাদের সমর্থন দান করো।' যখন আমরা তাঁকে সে সমর্থন দান করলাম, তখন উনি বললেন, 'ধন্যবাদ। তোমরা তোমাদের সমর্থন দান করেছ আর আমার কোন কিছু চাওয়ার নেই তোমাদের কাছে।' এটা কি এক ধরনের উপহাস নয় ?

সিসি। হয় তোমরা এটা লক্ষ্য করনি আর না হয়ত ওঁর শিশুসুলভ বন্ধুত্বের বিষয়টা লক্ষ্য করেও তোমরা তোমাদের সমর্থন দান করেছ। যখন তার কোন নিজস্ব ক্ষমতা ছিল না, যখন সে ছিল রাষ্ট্রের সেবক মাত্র তখন তাকে বলতে পারনি—তিনি ছিলেন তোমাদের শত্রু : তিনি তোমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এসেছেন সব সময়। আজ তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করার পর যদি তিনি আগের মতই শত্রুভাবাপন্ন রয়ে যান তোমাদের প্রতি তাহলে তোমাদের এই সমর্থন অভিশাপ হয়ে উঠবে না কি তোমাদের নিজেদের উপর ? তোমাদের বলা উচিত ছিল, তিনি যা চাইছেন, তাঁর গৌরবময় কৃতিত্ব তার অবশ্যই যোগ্য, তবে তিনি জনগণের প্রতি যে সহজাত বিদ্বেষ পোষণ করেন তা যেন তিনি ভালবাসায় পরিণত করে তোলেন। তোমাদের আগে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাই বলা উচিত ছিল। তাঁর অন্তরকে প্রশংসার স্পর্শ দান করে হয় তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করা উচিত ছিল অথবা তাঁকে ক্রুদ্ধ করে তুলে সেই ক্রোধের সুযোগ নিয়ে অনির্বাচিত রাখা উচিত ছিল।

ব্রুটাস। তোমরা কি লক্ষ্য করনি যখন তিনি তোমাদের ভালবাসা ভিক্ষা

করছিলেন দায়ে পড়ে বাধ্য হয়ে তখনও ঘৃণা ছিল তাঁর মুখে। যখন তোমাদের চূর্ণ করার ক্ষমতা তিনি পাবেন তখন তাঁর এই ঘৃণা কত ক্ষতিকর হয়ে উঠবে তোমাদের প্রতি তা বুঝতে পারবে। তোমাদের দেহের মধ্যে কোন অন্তর বলে জিনিস ছিল না অথবা এর প্রতিবাদ করার মত কোন জিহ্বা ছিল না।

সিসি। প্রথমে তাকে প্রত্যাখ্যান করে পরে সে যখন তোমাদের উপহাস করল তখন কেন তাঁকে আবার সমর্থন করলে?

৩য় নাগ। সে এখনও সমর্থিত হয়নি পুরোপুরিভাবে। এখনও আমরা তাকে অস্বীকার করতে পারি। প্রত্যাখ্যান করতে পারি।

২য় নাগ। আমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করব। আমরা দেখিয়ে দেব পাঁচশো লোকও আমাদের মতই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছে।

১ম নাগ। আমি তার দ্বিগুণ লোককে এবং তাদের বন্ধু বান্ধবকে আমাদের মতে মত করাব।

ব্রুটাস। এখনি এখান থেকে চলে যাও, তোমাদের বন্ধুদের বলগে তারা এমনই একজন 'কনসাল' নির্বাচিত করেছে যে তাদের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবে এবং তাদের কুকুরে পরিণত করে তুলবে।

সিসি। তাদের আবার সমবেত করো। ভাল করে তাদের বুঝিয়ে তাদের এই নির্বাচনকে বাতিল করতে বল। তার অহঙ্কার আর তোমাদের প্রতি অতীতের ঘৃণাটার কথা জোর দিয়ে বল। ভুলে যেও না কতদূর ঘৃণার চোখে সে তোমাদের দেখেছিল। সে তার সামরিক কৃতিত্বের কথা বলে তোমাদের কাছ থেকে সমর্থন আদায় করে নিয়েছে।

ব্রুটাস। তোমাদের ট্রিবিউন বা জেলাশাসকরা আমাদের দোষ দিচ্ছেন এই বলে যে আমরা নাকি তোমরা যখন তাঁকে নির্বাচিত করো তখন বাধা দিইনি।

সিসি। বল, তোমরা তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধাবশতঃ নির্বাচিত করনি, করেছ আমাদের নির্দেশ অনুসারে। আমাদের উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে বলবে তোমাদের কি করা উচিত তা না ভেবে বাধ্য হয়েই তাঁকে কনসাল নির্বাচিত করেছ।

ব্রুটাস। আমাদেরও বাদ দিও না। বলবে আমরাই তোমাদের পড়ে শুনিয়েছি কত বড় বংশে তাঁর জন্ম আর কত বড় সেবা তিনি দেশকে দান করেছেন। আমরাই তোমাদের বলেছি তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে আছেন পাবলিয়াস, কুইনটাস, সেনসোরিনাস প্রমুখ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ।

সিসি। এই ধরনের উচ্চ বংশোদ্ভূত এক ভদ্রসন্তান যাঁর চেহারার মধ্যেও আছে বিশেষ প্রকারের [illegible] ছাপ তিনি আমাদের নিকট হতে এই ক্ষমতার পদ আদায় করে নিয়েছেন। আমরাও তোমাদের অতীত দিনের কথাই স্মরণ করে কাজ করতে বলেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা তাঁর বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে যে তিনি তোমাদের স্থায়ী শত্রু এবং তাই তোমরা সহসা তোমাদের সব সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে।

ব্রুটাস। বলবে তোমরা কখনই তাঁকে সমর্থন দান করনি। এই এক কথা বলবে। বেশ কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হলে রাজধানীতে যাবে।

নাগরিকবৃন্দ। আমরা তাই যাব। আমাদের সকলেই তাঁকে নির্বাচন করার জন্য অনুতপ্ত। (নাগরিকদের প্রস্থান)

ব্রুটাস। ওদের যেতে দাও। তাড়াহুড়ো করে হলেও এই বিদ্রোহ এখনি শুরু করা ভাল, বৃহত্তর কোন লাভের আশায় দেরি করা ভাল হবে না। তারা তাঁকে নির্বাচন করতে অস্বীকার করলে সহজাত ক্রুদ্ধ স্বভাবের জন্য যদি উনি রেগে যান তাহলে তার ফল ভালই হবে।

সিসি। চল সবাই রাজধানী। জনতার স্রোত সেখানে পৌঁছনোর আগেই আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব। তার ফলে মনে হবে তাদের এই বিদ্রোহ তাদের নিজেদের সৃষ্ট, যে বিদ্রোহ কিন্তু আসলে আমরা জাগিয়েছি তাদের মনে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম। রাজপথ।

বাদ্য। কোরিওলেনাস, মেনেনিয়াস, কমিনিয়াস, টিটাস লার্তিয়াস ও অন্যান্য সিনেটসদস্য ও বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলীর প্রবেশ

কোরিও। তুলিয়াস অফিদিয়াস তাহলে আবার নূতন করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে ?

লার্তি। হ্যাঁ স্যার তাই করেছে আর তার এই বিদ্রোহের জন্যই আমরা আবার সৈন্য সমাবেশ করেছি।

কোরিও। তাহলে ভোলস্‌রা আবার মাথা তুলে উঠেছে। এখন তারা প্রস্তুত, শুধু উপযুক্ত সময় এলে তারা কাজ শুরু করবে।

কমি। তারা এখন ছিন্নভিন্ন ও অবসন্ন। আমার ত মনে হয় না আমরা জীবিতকালের মধ্যে দেখতে পাব তারা পতাকা নিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে।

কোরিও। অফিদিয়াসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

লার্তি। নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে সে আমার সঙ্গে এসে দেখা করেছিল। ভোলস্‌দের দোষ দিয়ে বলছিল তারা শহরটাকে বিলিয়ে দিয়েছে শত্রুদের হাতে। এখন সে এ্যান্টিয়ামে বিশ্রাম করছে।

কোরিও। আমার কথা কিছু বলছিল ?

লার্তি। হ্যাঁ বলছিল প্রভু।

কোরিও। কি কথা বলছিল ?

লার্তি। বলছিল কতবার আপনার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে সে। বলছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে আপনার দেহটাকে ঘৃণা করে সে। আরও বলছিল সে যদি একবার আপনার বিজেতার গৌরব লাভ করার আশ্বাস পায় তাহলে সে তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বাজী রেখে লড়াই করতে প্রস্তুত।

কোরিও। সে এখন এ্যান্টিয়ামে আছে?

লার্তি। হ্যাঁ এ্যান্টিয়ামে।

কোরিও। আমার মতে আমার প্রতি তার এই ঘৃণাভাবের প্রতিরোধ করার জন্য সেখানে আমার যাওয়া উচিত।

সিসিনিয়াস ও ব্রুটাসএর প্রবেশ

ঐ দেখুন, জনগণের মুখপাত্র ট্রিবিউনরা আসছে। আমি তাদের ঘৃণা করি। কারণ ওরা জনগণের উপর সব সময় মাতব্বরী করে তাদের কোন মহৎ আত্মত্যাগের পথে নিয়ে যায় না কোনদিন।

সিসি। আর বেশীদূর অগ্রসর হবেন না।

কোরিও। হা, কি হলো?

ব্রুটাস। এর বেশী অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক হবে। আর বেশীদূর অগ্রসর হবেন না।

কোরিও। এই মত পরিবর্তনের কারণ?

মেনে। কী তার কারণ?

কমি। তিনি কি বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জনগণের সমর্থন লাভ করেন নি?

ব্রুটাস। না কমিনিয়াস।

কোরিও। আমাকে যারা সমর্থন করেছে তারা কি তাহলে সব শিশু?

১ম সিনেটর। ট্রিবিউনগণ, আপনারা সরে যান, উনি বাজারে যাবেন।

ব্রুটাস। জনগণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

সিসি। ওঁকে থামান, তা না হলে সকলেই বিপদের মধ্যে পড়বেন।

কোরিও। আপনারা কি এদের শাসক? এরা এমনই লোক যারা এখন কোন কথা বলে একটু পরেই তা অস্বীকার করে। আপনারা ওদের মুখপাত্র, কিন্তু আপনাদের কাজ কি? আপনারা তাদের দাঁত বা জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন না? আপনারাই কি তাদের উত্তেজিত করেননি এ ব্যাপারে?

মেনে। শান্ত হোন।

কোরিও। এটা একটা সাজানো ব্যাপার, ষড়যন্ত্র। ওরা দেশের সামন্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষমতাকে খর্ব করতে চায়। ওরা নিজেরা শাসন করতে পারবে না, আর কারো যারা শাসিত হতেও চায় না।

ব্রুটাস। এটাকে ষড়যন্ত্র বলবেন না। জনগণ বলছে আপনি তাদের উপহাস করেছেন। সম্প্রতি যখন তাদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়েছিল, আপনি তখন সরবরাহকারীদের তোষামোদকারী বলে নিন্দা করেছিলেন।

কোরিও। এ ত আগের ব্যাপার।

ব্রুটাস। সবাই তা এখনও জানে না।
কোরিও। আপনি কি তাদের একথা জানিয়েছেন ?
ব্রুটাস। আমি জানাব।
কমি। তুমি এই ধরনের কাজ করতেই ভালবাস।
ব্রুটাস। তোমাদের ভুল কাজ সংশোধন করার জন্য এ ধরনের কাজ করতে সত্যিই ভালবাসি আমি।
কোরিও। কেন তাহলে আমি 'কনসাল' হব। আমি যদি এতই অযোগ্য হই তাহলে আমাকে তোমাদের মতই একজন ট্রিবিউন করে নাও।
সিসি। আপনি এমন দম্ভ প্রদর্শন করেছেন যাতে জনগণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আপনার প্রতি। আপনি শান্ত চিত্তে তাদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন জনগণ কোন পদে বরণ করতে চায় আপনাকে।
মেনে। আমাদের মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করা উচিত।
কমি। জনগণকে অন্যায়ভাবে উত্তেজিত করা হয়েছে। এই ধরনের অস্থির-মতিত্বের পরিচয় দেওয়া রোমের জনগণের পক্ষে শোভা পায় না। আর কোরিওলেনাসও এই ধরনের অপমানজনক আচরণের কখনই উপযুক্ত নয়।
কোরিও। খাদ্যশস্যের ব্যাপারে আমি কি বলেছি তা আবার বলব। তাদের জানিয়ে দাও।
মেনে। এখন না, এখন না।
১ম সিনেটর। এখন এই উত্তপ্ত আবহাওয়ার মাঝে নয়।
কোরিও। হে আমার মহান বন্ধুগণ, আমি বলছি আমি তাদের কাছে মার্জনা চাইব। কিন্তু তারা যদি বিদ্রোহ করতে চায় তাহলে আমি কিন্তু তাদের তোষামোদ করব না। কারণ আমরা যদি ওদের তোষামোদ করি তাহলে আমরা প্রশ্রয় দেব সেই সব লোকদের যাদের কোন গুণ বা ক্ষমতা নেই, যাদের সঙ্গে সমাজের উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক করে মিলিয়ে দেখে আমরা ভুল করেছি।
মেনে। ঠিক আছে, আর না।
১ম সিনেটর। আর কোন কথা নয়, আমাদের অনুরোধ।
কোরিও। সে কি কথা, আর না ? আমি একদিন দেশের জন্য রক্তপাত করেছি, বাইরের কোন শত্রুকে ভয় করিনি, গ্রাহ্য করিনি আর আজ দেশের যে সব অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের ঘৃণা করি তাদের বিরুদ্ধে কটু কথা বলতে তাদের গর্ব খর্ব করতে কোন কুণ্ঠা বোধ করব না আমি।
ব্রুটাস। আপনি জনগণ সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলছেন যাতে মনে হবে আপনি একজন দেবতা যিনি তাদের শাস্তি দান করতে পারেন।
সিসি। ঠিক আছে, আমরা জনগণকে তা জানাই।
মেনে। কি রাগ দেখাচ্ছ ?
কোরিও। রাগ! আমি যদি নিশীথ রাত্রির গভীর নিদ্রার মতও শান্ত হই

তাহলেও আমার মন বলে একটা জিনিস আছে।

সিসি। এ মন চিরদিনই বিষাক্ত রয়ে যাবে। এটাকে আর বিষাক্ত করবেন না।

কোরিও। ওর কথাটা লক্ষ্য করলেন আপনারা ?

কমি। কথা নয়, যেন কামানের গুলি।

কোরিও। হে ভদ্র অথচ অভিজ্ঞ পৌরপিতাগণ, হে অপরিণামদর্শী সিনেট-সদস্যগণ, আপনারা এমনই একজনকে আপনাদের কর্মকর্তা নির্বাচন করেছেন যিনি তাঁর দানবসুলভ ঔদ্ধত্যের দ্বারা আপনাদের মতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। যদি তাঁর ক্ষমতার কাছে মাথা নত করেন তাহলে জেনে শুনে চুপ করে বসে থাকুন আর যদি তা না করেন তাহলে জেগে উঠুন, যদি আপনাদের জ্ঞানবুদ্ধি থাকে তাহলে কখনই নির্বোধের মত কাজ করবেন না। জনগণ এমনই একজন শাসনকর্তাকে নির্বাচিত করেছে যিনি সমাজের বিজ্ঞ ও গুণী ব্যক্তিদের অপমান করেছেন আর তা দেখে অন্তর আমার ব্যথিত হচ্ছে। এর দ্বারা তারা 'কনসালের' পদমর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে তুলছে। একই সমাজে দুই চরম শক্তি বা প্রভুত্ব পাশাপাশি চলতে পারে না। একটি শক্তির কাছে আর একটি শক্তি মাথা নত না করা পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা চলতে থাকবেই।

কমি। যাই হোক, চল বারোয়ারী তলায়।

কোরিও। গ্রীসের মত ভাণ্ডার হতে খাদ্যশস্য বিনামূল্যে এভাবে বিতরণ করার জন্য কে অনুমতি দান করেছিল ?

মেনে। ওকথা এখন থাক।

কোরিও। জনগণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকলেও তারা অবাধ্য হয়ে উঠেছে এবং এইভাবে তারা রাষ্ট্রের ধ্বংস ডেকে আনবে।

ব্রুটাস। জনগণই বা কেন তাকে তাদের সমর্থন দান করবে যে তাদের সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বলে ?

কোরিও। আমি আমার যুক্তির কথা বুঝিয়ে বলব। তাদের সমর্থনের থেকে আমার এই সব যুক্তির মূল্য অনেক বেশী। তারা জানে এ খাদ্যশস্য কোন বেতনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসাবে দেবতার জন্য নয়। আমাদের দেশ যখন যুদ্ধে আক্রান্ত হয়েছিল তখন তারা এমন কোন সেবা দেশকে দান করেনি যার জন্য এ খাদ্যশস্য বিনামূল্যে দাবি করতে পারে তারা। যুদ্ধে যখন আমরা ব্যাপৃত ছিলাম তারা তখন বিদ্রোহ করেছে, বিপ্লব করেছে। সিনেটের কাছে যে অভিযোগ তারা করেছে তাতে তারা এ দানের যোগ্য নয়। ওরা এখন বলছে, 'আমরা যেহেতু সংখ্যায় ভারী ওরা আমাদের ভয়ে আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে।' এইভাবে আমরা আমাদের পদমর্যাদার অপমান করছি এবং এইভাবে চলতে থাকলে একদিন সিনেটের দরজা ভেঙে সকলে ঢুকে পড়বে, কাকেরা ঈগলদের গা ঠোকরাবে।

মেনে। নাও, যথেষ্ট হয়েছে।

ব্রুটাস। যথেষ্ট হয়েছে।

কোরিও। না, আরও আছে। দুপক্ষের যে লড়াই হচ্ছে তাতে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে সঙ্গত কারণে ঘৃণা করছে আর এক পক্ষ অন্য পক্ষকে অকারণে অপমান করছে। আজ দেশের জ্ঞানী গুণী ও ভদ্র শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদের কথায় সায় দিচ্ছে। তার ফলে তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে না। সুতরাং আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ—আপনাদের মধ্যে যাঁরা রাষ্ট্রকে ভালবাসেন, যাঁরা মহৎ জীবন যাপন করতে চান, তাঁরা জনগণের এই ভ্রান্ত জিহ্বাকে উপড়ে ফেলুন, বিষকে মিষ্ট ভেবে তাঁরা যেন না চাটেন, অপমানকে যেন ন্যায় বিচারের সঙ্গে মিশিয়ে না ফেলে এইভাবে রাষ্ট্রের মর্যাদা যেন তাঁরা নষ্ট না করেন। তারা নিজেরা সমাজের মঙ্গল করতে পারে না বলে যেন অশুভ শক্তির প্রসার না ঘটায়।

ব্রুটাস। অনেক কথা বলা হয়েছে।

সিসি। হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকের মতই তার পরিণাম ভোগ করবে।

কোরিও। ঘৃণ্য বদমাস কোথাকার। এই সব বাজে ট্রিবিউনদের উপর নির্ভর করে জনগণ কি করবে? বিপ্লবের সময় তাড়াহুড়ো করে জনগণ এদের নির্বাচিত করেছিল। এখন দেশের অবস্থা শান্ত, সুতরাং জনগণের প্রদত্ত শক্তি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ধূলোয় ফেলে দিতে হবে।

ব্রুটাস। পরিষ্কার রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

সিসি। ইনি হচ্ছেন কনসাল? না, কিছুতেই না।

ব্রুটাস। কই কে আছ?

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ

সিসি। ডাক জনগণকে। (প্রহরীর প্রস্থান) জনগণের নামে আমি তোমাকে বিশ্বাসঘাতক ও জনগণের শত্রু হিসাবে অভিযুক্ত করছি এবং কৈফিয়ৎ দানের জন্য প্রস্তুত হও।

কোরিও। দূর হয়ে যাও বুড়ো পাঁঠা কোথাকার।

পৌরপিতাগণ। আমরা তাকে ধিক্কার দিচ্ছি।

কমি। হাত তুলুন স্যার।

কোরিও। দূর হয়ে যাও, তা না হলে আমি তোমার দেহ হতে হাড় পাঁজরা-গুলো ছাড়িয়ে নেব।

সিসি। হে নাগরিকগণ, আমাকে বাঁচাও।

প্রহরীগণসহ একজন নাগরিকের প্রবেশ

মেনে। উভয় পক্ষেরই শান্ত হওয়া দরকার।

সিসি। শোন নাগরিকবৃন্দ, ইনি তোমাদের কাছ থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিতে চান।

ব্রুটাস। প্রহরীগণ, ওকে গ্রেপ্তার করো।

জনগণ। ধিক ধিক, জাহান্নামে যাক।
২য় সিনেটর। অস্ত্র, অস্ত্র। (কোরিওলেনাসকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল)
সকলে। হে ট্রিবিউন ও নাগরিকবৃন্দ, কোরিওলেনাস, ব্রুটাস শুনুন, শান্ত হোন।
পৌরপিতাগণ। চুপ করো সকলে, শান্ত হও।
মেনে। এখন কি করা যায়? আমি ত হাঁপিয়ে উঠেছি। এখন বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। আমি ত কথা বলতে পারছি না। হে ট্রিবিউনগণ, আপনারা জনগণকে বুঝিয়ে বলুন। কোরিওলেনাস, ধৈর্য ধরো। সিসিনিয়াস, কিছু বলুন।
সিসি। আমার কথা শুনুন বন্ধুগণ, আপনারা শান্ত হোন।
জনতা। চুপ করো, আমাদের ট্রিবিউনরা কথা বলছেন।
সিসি। যে মার্সিয়াসকে তোমরা 'কনসাল' নির্বাচিত করেছ সেই মার্সিয়াসের হাতে তোমরা তোমাদের স্বাধীনতা হারাতে বসেছ।
মেনে। ধিক ধিক, এত জনগণকে উত্তেজিত করা হচ্ছে, তাদের শান্ত করা হচ্ছে না।
১ম সিনেটর। সমস্ত শহরটাকে ধ্বংস করতে চায়।
সিসি। জনগণ ছাড়া শহরের অর্থ কি।
জনগণ। সত্যি কথা, জনগণই শহর।
ব্রুটাস। সকলের অনুমতিক্রমেই আমরা জনগণের শাসনকর্তাদের নির্বাচন করেছিলাম।
জনগণ। আপনারা তাই থাকবেন।
মেনে। আর সেইভাবেই আপনারা কাজ করতে চান।
কমি। এইভাবে ওরা গোটা শহরটাকে ভেঙ্গে চুরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে।
সিসি। এর শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু।
ব্রুটাস। হয় ওর প্রভুত্বের কাছে নতি স্বীকার করো অথবা সে প্রভুত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করো নিজেদের। যে জনগণ আমাদের নির্বাচিত করে আমাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন সেই জনগণের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, মার্সিয়াস বর্তমানে মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত।
সিসি। সুতরাং তাকে গ্রেপ্তার করো। প্রথমে তাকে তার্পিয়ান পাহাড়ের চূড়ার উপর নিয়ে যাও, তারপর তার উপর থেকে ফেলে দেবে নিচে।
ব্রুটাস। প্রহরী ওকে ধরে ফেল।
জনগণ। মার্সিয়াস আত্মসমর্পণ করো।
মেনে। আমার একটা কথা ভাল করে শুনুন ট্রিবিউনগণ।
প্রহরী। চুপ করো।
মেনে। আপনারা যদি দেশের বন্ধু হন তাহলে কোন ভয়ঙ্কর কিছু না করে ধীরে ধীরে শান্ত চিত্তে অগ্রসর হোন।
ব্রুটাস। রোগ যেখানে মারাত্মক আকার ধারণ করে সেখানে বিলম্বিত পদ্ধতিতে কোন কাজ করলে ফল তার বিষময় হয়। তাকে ধরে পাহাড়ে

নিয়ে যাও। (কোরিওলেনাস তরবারি বার করল)
কোরিও। না, আমি এখানেই মরব। এখানে যারা আছ তাদের অনেকেই আমাকে যুদ্ধ করতে দেখেছ। তোমরা একে একে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পার।
মেনে। ও তরবারি জাহান্নামে যাক। ট্রিবিউনগণ, আপনারা কিছুক্ষণের জন্য সরে যান।
ব্রুটাস। ওকে ধরে ফেল।
মেনে। মার্সিয়াসকে সাহায্য করো, আবালবৃদ্ধ মহান যদি কেউ থাক তাহলে সাহায্য করো।
জনগণ। নিপাত যাক, নিপাত যাক। (এই বিদ্রোহে জনগণ ও ট্রিবিউনরা পরাজিত হলো।)
মেনে। যাও। বাড়ি যাও সকলে। আর এখানে এস না।
২য় সিনেটর। যাও, চলে যাও সব।
কোরিও। দাঁড়াও। আমার যত শত্রু আছে, বন্ধুও ঠিক ততই আছে।
মেনে। এখনই কি তার পরীক্ষা করবে?
১ম সিনেটর। হে আমার বন্ধু, আমার অনুরোধ আপনি বাড়ি যান। আমরাই এর প্রতিকার করব। আমাদের উপরেই এ কাজের ভার ছেড়ে দিন।
মেনে। এটা আমাদের সকলের পক্ষেই কলঙ্কের ব্যাপার। আপনি একা কি করবেন। আপনি বাড়ি যান।
কমি। আসুন স্যার আমাদের সঙ্গে।
কোরিও। ওরা রোমে আর রাজধানীতে রয়েছে বলেই ওরা প্রকৃত অর্থে রোমান নয়, ওরা অসভ্য বর্বর।
মেনে। চলে যাও, তোমার ক্রোধ আর কথায় প্রকাশ করো না। তাতে ঘটনার জটিলতা বেড়েই যাবে।
কোরিও। আমি কার্যক্ষেত্রে একা ওদের চল্লিশ জনকে ঘায়েল করব।
মেনে। আমি নিজে ওদের সবচেয়ে দুজন শক্তিমান ট্রিবিউনকে জব্দ করতে পারি।
কমি। কিন্তু এ সব অঙ্ক কষাকষি করাটা বাতুলতা মাত্র। ছেঁড়া সুতোর উপর বীরত্ব দেখানোটা বোকামিরই নামান্তর। ওরা ফিরে আসার আগে আপনি চলে যান এখান থেকে। ওদের রাগ বাঁধভাঙা জলের মত ছুটে চলে এবং সব কিছুকে উল্টে দেয়।
মেনে। দয়া করে চলে যাও। আমি দেখব আমার অভিজ্ঞতালব্ধ ভাল বুদ্ধির দ্বারা ঐ সব নির্বোধ লোকগুলোকে বোঝাতে পারি কি না, দেখি আমার বুদ্ধির রং দিয়ে এই ঘটনার দৈন্যটাকে সারাতে পারি কিনা।
কোরিও। ঠিক আছে, চলে এস। (কোরিওলেনাস, কমিনিয়াস ও অন্যান্যরা প্রস্থান)

পৌরপিতাগণ। এই লোকটা নিজের ভাগ্যকে নিজেই নষ্ট করল।
মেনে। ওর স্বভাব এমনই মহৎ যে এ জগতের পক্ষে তা শোভা পায় না। শক্তি লাভের জন্য ও নেপচুন জোভ প্রভৃতি দেবতাদেরও তোষামোদ করবে না। ও মনের কথা চেপে রাখতে পারে না। অন্তরে যা ভাবে সঙ্গে সঙ্গে মুখে তাই প্রকাশ করে। আর রেগে গেলে ও ভুলেই যায় যে মৃত্যু বলে একটা জিনিস আছে। (ভিতরে গোলমাল)
পৌরপিতাগণ। জনতা এখন শান্ত থাকলেই ভাল হয়।
মেনে। আমি ভাবছি প্রতিশোধের কথা, ও ওদের ভাল কথা বলে বোঝাতে পারত।

একদল লোকসহ ব্রুটাস ও সিসিনিয়াসের প্রবেশ

সিসি। কোথায় সেই বিষধর সাপটা যে সমস্ত শহরটাকে জনতাশূন্য করে একা বাস করবে সেখানে।
মেনে। হে সুযোগ্য ট্রিবিউনগণ,—
সিসি। ওকে তার্পিয়ান পাহাড় থেকে হাত বেঁধে ফেলে দেওয়া হবে। যেহেতু ও আইন অমান্য করেছে সেই হেতু ওকে আবার আইনের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। জনগণের শক্তিপ্রয়োগ অপেক্ষা সে বিচার আরও কঠোর।
১ম নাগ। তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে ট্রিবিউনরাই জনগণের মুখপাত্র আর তাঁরাই তাদের হাত।
জনগণ। তাকে একথা জানিয়ে দেওয়া হবে। তাকে জানাতেই হবে।
সিসি। শান্ত হও।
মেনে। শান্তিতে যে কাজ করতে পারেন সেখানে ধ্বংস ডেকে আনবেন না।
সিসি। আপনি কেমন করে তার উদ্ধারের ব্যবস্থা করলেন ?
মেনে। আমি কনসালের যোগ্যতা ও ত্রুটি বিচ্যুতির কথা সব জানি।
সিসি। কোন কনসাল ?
মেনে। কনসাল কোরিওলেনাস।
ব্রুটাস। কনসাল !
জনগণ। না, না, না।
মেনে। মাননীয় ট্রিবিউনদের অনুমতি নিয়ে যদি আমাকে ছোটো একটা কথা বলতে দেওয়া হয় তাহলে তাতে আপনাদের কোন ক্ষতি হবে না। ক্ষতি হবে আমারই।
সিসি। সংক্ষেপে বলুন তাহলে। কারণ আমরা ঐ বিষধর লোকটাকে দণ্ড দেবই। এখান থেকে ওকে পাঠানো অবশ্য একটা বিপদের কথা বটে, কিন্তু ও এখানে রাখা মানে আমাদের পক্ষে সাক্ষাৎ মৃত্যু। সুতরাং আজ রাত্রেই ওকে মরতে হবে। এই দণ্ডের বিধান করা হয়েছে।
মেনে। কৃতজ্ঞতার ব্যাপারে রোমের বরাবর একটা খ্যাতি আছে। দেশের সুযোগ্য বীর সন্তানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে কোনদিন পশ্চাদপদ হয়নি

রোম। স্বর্গের দেবতারা না করুন আজ সে যেন তার কোন বীর সন্তানকে অস্বীকার না করে।

সিসি। সে হচ্ছে দেশের একটা দুষ্ট ব্যাধি এবং তাকে দেশের দেহ থেকে যথাশীঘ্র সরিয়ে ফেলাই উচিত।

মেনে। উনি হচ্ছেন দেশের একটা অঙ্গ যে অঙ্গ এখন রোগগ্রস্ত! সে রোগ সারিয়ে তোলা খুবই সহজ। তিনি রোমের কী এমন ক্ষতি করেছেন যাতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে? দেশের জন্য তিনি যে পরিমাণ রক্তপাত করেছেন তার মূল্য কিছু কম নয়। তার জন্য সারা দেশকেই কিছু না কিছু দিতে হবে।

ব্রুটাস। যখন তিনি দেশকে ভালবাসতেন দেশের লোক তাঁকে সম্মান করত।

সিসি। পা মানুষের দেহের সেবা করে। কিন্তু সেই পায়ে দূষিত ঘা হলে তার আর কেউ দাম দেয় না।

ব্রুটাস। আমরা আর কোন কথা শুনতে চাই না। ওকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এস। তা না হলে তার থেকে আরও অনেক লোক সংক্রামিত হবে।

মেনে। আর একটা কথা। ক্রোধের গতি বাঘের মত। কিন্তু তার হঠকারিতার জন্য পরে যে ক্ষতি হয় তার জন্য তাকে অনুশোচনা করতে হয়। ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া উচিত। তা না হলে মার্সিয়াসের ঘনিষ্ঠ মহল তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে।

ব্রুটাস। তা যদি হত—

সিসি। কি বলছ তুমি, আমরা তার আনুগত্যের পরিচয় পাইনি এর আগে? সে আমাদের প্রহরীকে আঘাত করেছে, আমাদেরও ধাক্কা দিয়েছে। এস।

মেনে। তবে একটা জিনিস বিবেচনা করে দেখুন। উনি জন্ম থেকেই যুদ্ধ করছেন। অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। উনি দু হাতেই অস্ত্র চালাতে পারেন। আমার উপর এ ব্যাপারটা ছেড়ে দিন, আমি নিজে গিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে এখানে নিয়ে আসব।

১ম সিনে। হে মহান ট্রিবিউনগণ, এইটাই সবচেয়ে ভাল পথ, এইটাই হবে মানুষের মত কাজ। এ ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করলে তা রক্তক্ষয়ী হয়ে উঠবে। এবং তার পরিণতি যে কি হবে তা কেউ বলতে পারে না।

ব্রুটাস। না, ওর বাড়ি যেও না।

সিসি। বাজারে আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। সেখানে যদি মার্সিয়াসকে আনতে না পারেন তাহলে আমরা আগের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করব।

মেনে। আমি তাকে নিয়ে আসব আপনাদের কাছে। (সিনেটের প্রতি) আশা করি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমি তাঁকে আনবই।

১ম সিনে। প্রার্থনা করি আপনি যেন তাঁকে আনতে পারেন। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। রোম। কোরিওলেনাসের বাসভবন।

কোরিও। তারা সকলেই আমাকে এসে ঘিরে ধরুক। আমাকে তারা মৃত্যুর চক্রের উপর স্থাপিত করুক, তার্পিয়ান পাহাড়ের উপর আরও দশটা পাহাড় চাপিয়ে তার উপর থেকে আমায় নিচে নিক্ষেপ করুক। তবু আমি স্থির অবিচল থাকব আমার মতে।

১ম পৌরপিতা। আপনি মহত্তের উপযুক্ত কাজ করুন।

কোরিও। আমার মনে হচ্ছে আমার মা আমার কাজকে সমর্থন করছেন না। যে জনগণকে একদিন তিনি কেনাবেচার যোগ্য নির্জীব পণ্য বলে অভিহিত করতেন, যে উদাসীন জনগণ যুদ্ধ বা শান্তি সম্বন্ধে কোন খবরই রাখে না—

ভলিউমনিয়ার প্রবেশ

আমি তোমারই কথা বলছি মা, কেন তুমি আমাকে এত নরম হতে বলছ? তুমি কি চাও আমি আমার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করি?

ভলিউ। ও স্যার, আমি চাই তুমি তোমার ক্ষমতাকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে থাকবে।

কোরিও। যেতে দাও।

ভলিউম। তুমি যা বড় আছ তাই থাকবে, তোমাকে বড় হওয়ার জন্য কোন চেষ্টা করতে হত না। তুমি যদি ওদের কাছে নিজেকে এমন করে জাহির না করতে তাহলে তোমার মানসিক অবস্থার এমন অবনতি ঘটত না।

কোরিও। ফাঁসিকাঠে ঝুলুক ওরা।

ভলিউ। পুড়েও মরুক।

সিনেটসদস্যগণসহ মেনেনিয়াসের প্রবেশ

মেনে। তুমি সত্যিই বড় রূঢ় ব্যবহার করেছ। তোমাকে ওখানে ফিরে গিয়ে তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে।

১ম সিনেটর। তা না করলে প্রতিকারের কোন উপায় নেই। তা না হলে আমাদের এই শহর ধ্বংস হয়ে যাবে।

ভলিউম। আমার অনুরোধ, আমাদের সৎ পরামর্শ শোন। তোমার মত আমার অন্তরও এটা চাইছে না। তবু আমার বুদ্ধি বলে একটা জিনিস আছে যা আমার ক্রোধকে আরও ভাল পথে চালিত করে তার থেকে ভাল ফল আদায় করতে চায়।

মেনে। ঠিক বলেছেন হে মহান নারী। একমাত্র অবস্থার চাপে পড়েই ওকে জনতার কাছে মাথা নত করতে হচ্ছে। সারা রাষ্ট্রের জন্য যে বোঝা আমি কখনো বহন করতে পারি না তা আমি প্রয়োজন হলে বহন করব।

কোরিও। আমাকে কি করতে হবে?

মেনে। ট্রিবিউনদের কাছে ফিরে যেতে হবে।

কোরিও। তারপর, তারপর?

মেনে। তুমি যা বলেছ তার জন্য অনুশোচনা করতে হবে।

কোরিও। আমি দেবতাদের কাছে তা করতে পারব না, ওরা ত সামান্ত মানুষ।
ভলিউ। তুমি বড় অহঙ্কারী। এত অহঙ্কার থাকলে তুমি কখনই মহৎ হতে পারবে না। একমাত্র অবস্থার চাপই তোমাকে বড় করে তুলতে পারে। আমি নিজে তোমাকে বলতে শুনেছি যুদ্ধের সময় যে নীতি আর সম্মানবোধ কাজ করে তা কি শান্তির সময়ে চলে?
কোরিও। চুপ করো।
মেনে। ভাল কথা।
ভলিউ। যুদ্ধে যে সম্মান লাভ করেছ তা যদি অহঙ্কারে আচ্ছন্ন করে তোলে তোমাকে, তা যদি তোমার নিজের স্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে শান্তির কালে তোমার নিজের স্বার্থেই তোমাদের এমন নীতি গ্রহণ করে চলতে হবে যাতে শান্তির কালেও তুমি সেই একই সম্মান লাভ করে যেতে পার।
কোরিও। কেন তুমি আমাকে জোর করে একাজ করতে বলছ?
ভলিউ। কারণ তোমাকেই জনগণের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সে কথা বলতে হবে তোমার অন্তরের ইচ্ছামত নয়, বলতে হবে যুক্তির নির্দেশে। শহরে গিয়ে যদি তুমি জনগণের সামনে শান্তভাবে কিছু কথা বল, তাহলে তাতে তোমার কোন অসম্মান হবে না, বরং তা না বললেই তোমার ভাগ্যকে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে ঠেলে দেবে সহসা। যদি কখনো আমার বন্ধুগণ ও আমার রাষ্ট্র বিপন্ন হয় তাহলে আমি আমার স্বভাববিরুদ্ধ কোন কাজ করব এবং তাতে আমার সম্মানের কোন ক্ষতি হবে না। আজ আমি এই কথাই তোমার স্ত্রী, পুত্র, সামন্ত ও সিনেটরদের বলব। তাঁদের সকলের যে ভালবাসার অভাব ধ্বংস নিয়ে আসবে তোমার জীবনে সেই ভালবাসার জন্য শান্ত চিত্তে চেষ্টা না করে কেন ভ্রুকুটি প্রদর্শন করতে যাবে অকারণে?
মেনে। সত্যিই আপনি মহান নারী। চল আমাদের সঙ্গে মার্সিয়াস; মিষ্ট ভাষণে সকলকে তুষ্ট করে বর্তমান ও অতীতের সব বিপদের সম্ভাবনাকে স্খালন করো।
ভলিউম। আমার অনুরোধ হে আমার পুত্র, যাও, শুভেচ্ছা ও ভালবাসার হস্ত প্রসারিত করে তাদের মাঝে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে যাও। মুখে কথা না বলে নতজানু হয়ে তোমার নম্রতার পরিচয় দাও। এসব ক্ষেত্রে কথার থেকে কাজই বড়। কান দিয়ে তোমার বক্তৃতা না শুনে চোখ দিয়ে যদি একাজ দেখে তাহলে তাদের কঠিন অন্তরও কোমল হয়ে উঠবে। হাত নেড়ে তোমার সদিচ্ছা জানাবে তাদের প্রতি। অতিপক্ক যে আমকে হাত দিয়ে ধরা যায় না সেই আমের মত নরম হয়ে উঠবে। তাদের বল তুমি তাদেরই সৈনিক, সারা জীবন যুদ্ধ করতে করতে মন মেজাজ তোমার এমনই কঠোর হয়ে গেছে যে তাদের ভালবাসা চাইতে গিয়ে তুমি নম্রভাবে কথা বলতে পারনি। কিন্তু এরপর থেকে তাদের মতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে। সে যোগ্যতা তোমার আছে।

মেনে। এ রকম করলে ত তারা অন্তরের সঙ্গে বরণ করে নেবে তোমাকে। তাদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষমা গুণ আছে। সে ক্ষমা চাইলেই তারা অকুণ্ঠভাবে দান করবে। তুচ্ছ কারণে ব্যক্ত কথার মতই সস্তা তাদের ক্ষমা।

ভলিউম। আমার অনুরোধ, কথা শোন, যাও। যদিও আমি জানি তুমি শত্রুর তোষামোদ না করে তার মোকাবিলা করার জন্য জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ভালবাস তথাপি আমি তোমাকে সেখানে যেতে বলছি।

কমিনিয়াসের প্রবেশ

এই কমিনিয়াস আসছে।

কমি। আমি বারোয়ারীতলা থেকে আসছি। হয় আপনি আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করবেন অথবা শান্ত ও নম্রভাবে তাদের সম্মুখীন হবেন অথবা সেখানে যাবেন না। তারা সকলেই এখন ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ।

মেনে। শুধু কিছু নরম ও ভাল কথা।

কমি। আমার মনে হয় উনি যদি ওঁর মেজাজটা তাদের মতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন তাহলে তার ফল ভাল হবে।

ভলিউম। সে অবশ্যই তা করবে। বল কোরিওলেনাস তুমি তা করবে।

কোরিও। আমাকে কি তাদের কাছে গিয়ে আমার অকুণ্ঠ অনর্গল আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে? আমার মহান অন্তরের উপর কি আমার জিহ্বা এমন এক মিথ্যার বোঝা চাপিয়ে দেবে যে বোঝা চিরদিন বরণ করে যেতে হবে আমার অন্তরকে? ঠিক আছে, আমি তাই করব। তবে এ পরিকল্পনা যদি একবার ব্যর্থ হয় তাহলে আমি সব কিছু ধূলিসাৎ করে বাতাসে উড়িয়ে দেব। চল বারোয়ারীতলায়। তোমরা আমার উপর এমনই এক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ যে কাজ জীবনে আমি আর কোনদিন করতে পারব না।

কমি। চলুন, আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

ভলিউম। শোন পুত্র, তুমি ত নিজেই স্বীকার করেছ আমার প্রশংসাবাক্যই তোমাকে করে তুলেছে এক নির্ভীক যোদ্ধা, এক বীর সৈনিক। আজ আমার সেই প্রশংসার জন্য তুমি এমন এক কাজ করো যা আগে কখনো করনি।

কোরিও। ঠিক আছে, আমি অবশ্যই তা করব। বিদায় হে আমার স্বাধীন স্বতন্ত্র অন্তরসত্তা, তার পরিবর্তে আমায় দাও বারবণিতার এক হীন আত্মা। আমার কণ্ঠ রণদামামার পরিবর্তে পরিণত হয়ে উঠুক সুললিত বাঁশী আর কুমারী নারীর দুর্বল স্বরে যা শিশুদের কাছে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে অভ্যস্ত জুয়াচোর ও দুর্বৃত্তদের কপট হাসি ফুটে উঠুক আমার কণ্ঠস্বরে, বালসুলভ অশ্রুধারা আচ্ছন্ন করে ফেলুক আমার দু' চোখের দৃষ্টিকে। ভিক্ষুকের কাতর আবেদন কথা হয়ে ফুটে উঠুক আমার ওষ্ঠাধরে। আমার বর্মপরিহিত জানু একমাত্র অশ্বপৃষ্ঠে চড়ার সময় ছাড়া কখনো কোথাও নত হয় না সে জানু ভিক্ষুকসুলভ নম্রতায় নত হবে! না, আমি এ কাজ করব না, কারণ তাহলে আমার অন্তরের সত্য সম্মান হারিয়ে ফেলবে, তাহলে আমার দেহগত এই হীন

কাজ মনকে এক প্রচ্ছন্ন নীচতায় দীক্ষিত করে তুলবে।

ভলিউম। তোমার যা খুশি করো তাহলে। তুমি তাদের কাছে কিছু চাইলে যদি তোমার অসম্মান হয় তাহলে তোমার কাছ থেকে কিছু চাওয়া আমার পক্ষে তার থেকে আরও বেশী অসম্মানের কারণ হবে। তাহলে এস আমরা সকলেই একসঙ্গে ধ্বংস হই। কিন্তু এমন কাজ করো না। বরং সেই কাজ করো যাতে তোমার এই বিপজ্জনক অনমনীয়তার জন্য আশঙ্কা না করে তোমার গৌরব ও গর্ব আমি নিজেও অনুভব করতে পারি, মৃত্যুকে আমিও তোমার মত উপহাস করতে পারি। আমি ভীরু নই। আমার কাছ থেকেই তুমি এই অসমসাহসিকতা শিক্ষা করেছ, তুমি আমার স্তন্য পান করেই মানুষ হয়েছ। কিন্তু মনে রেখো, তোমার এই অহঙ্কারের জন্য আমি দায়ী নই।

কোরিও। দয়া করে চুপ করো। আর আমায় তিরস্কার করো না মা, আমি যাচ্ছি বারোয়ারীতলায়। আমি তাদের ভালবাসা লাভ করে তাদের অন্তর জয় করে রোমের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রিয়পাত্র হয়ে ফিরে আসব ঘরে। এই দেখ আমি যাচ্ছি, আমার স্ত্রীকে আমার কথা বলো। আমি 'কনসাল' নির্বাচিত হয়ে যদি ফিরে আসতে না পারি তাহলে আমার জিহ্বার তোষামোদসুলভ বাকপটুতায় আর কখনো বিশ্বাস করো না।

ভলিউম। যা খুশি করো। (প্রস্থান)

কমি। চলুন তাহলে। ট্রিবিউনরা আপনার প্রতীক্ষায় আছে। শান্তভাবে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হোন। কারণ তারা এর আগের থেকেও আরও তীব্র অভিযোগ আনবে আপনার উপর।

কোরিও। শান্তভাবে কথা বলতে হবে। চল। তারা যতখুশি অভিযোগ আনুক; আমি আত্মসম্মানের সঙ্গে তার উত্তর দেব।

মেনে। তবে যা বলবে শান্তভাবে বলবে।

কোরিও। ঠিক আছে তাই হবে—শান্তভাবেই বলব। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। রোম। বক্তৃতা মঞ্চ।

সিসিনিয়াস ও ব্রুটাসের প্রবেশ

ব্রুটাস। তার উপর এই অভিযোগ আনবে যে সে অত্যাচারী। নৃশংসতায় পরিপূরিত তার শক্তি। যদি সে এ অভিযোগ অস্বীকার করে তাহলে বলবে জনগণের প্রতি যে ঈর্ষান্বিত, তাদের হাতে কোন শক্তি ছেড়ে দিতে চায় না।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ

কী সে আসবে?

প্রহরী। উনি আসছেন।

ব্রুটাস। সঙ্গে কে কে আছে?

প্রহরী। সঙ্গে আছেন বৃদ্ধ মেনেনিয়াস আর তাঁর প্রিয় সিনেট সদস্যগণ।

সিসি। আমাদের মতে যারা আছে তাদের একটা তালিকা প্রস্তুত করো।

তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছ ?

প্রহরী। হ্যাঁ করেছি।

সিসি। দলবদ্ধভাবে তাদের সমবেত হতে বলেছ ত ?

প্রহরী। হ্যাঁ বলেছি।

সিসি। এখানে তাদের সমবেত করার পর বলে দেবে যখন আমি বলব জনগণের প্রদত্ত শক্তির অধিকারে আমি তাকে মৃত্যু জরিমানা বা নির্বাসনদণ্ড দান করছি তখন তোমরাও চিৎকার করে বলবে মৃত্যু অথবা নির্বাসন। এইভাবে আমাদের রাজ্যের প্রথাগত আইনের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

প্রহরী। আমি তাদের একথা জানাব।

ব্রুটাস। এবং তারা চিৎকার করতে একবার শুরু করলে যেন আমাদের প্রদত্ত এই দণ্ডবিধান কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত গোলমাল করে যাবে।

প্রহরী। ঠিক আছে।

সিসি। তাদের শক্ত হতে বলবে। আমরা কোন ইঙ্গিত দান করলে তারা যেন তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে।

ব্রুটাস। যাও। (প্রহরীর প্রস্থান) তার মধ্যে সরাসরি ক্রোধের সঞ্চার করবে, সে আজীবন যুদ্ধ করে এসেছে। বিপরীত শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে করে ধৈর্য সহিষ্ণুতা কাকে বলে তা জানে না। তার উপর সে অন্তরে যা ভাবে অকপটে তাই বলে ফেলে আর তার ফলে তাকে অসহ্য মনে হয় আমাদের।

মেনেনিয়াস, কমিনিয়াস ও অন্যান্যসহ কোরিওলেনাসের প্রবেশ

সিসি। এই ও এসে গেছে।

মেনে। আমার অনুরোধ, শান্তভাবে কথা বলবে।

কোরিও। পূজনীয় দেবতারা রোমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। সুযোগ্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত শাসক ও বিচারকদেরও মঙ্গল করুন। আমাদের সকলের মধ্যে দান করুন অকৃত্রিম প্রেম আর প্রীতি। আমাদের রাজপদগুলি যেন যুদ্ধরত মানুষের ভিড়ে পূর্ণ না হয়, তার পরিবর্তে আমাদের দেশের বড় বড় দেবমন্দিরগুলি যেন ভরে যায় শান্তিকামী মানুষের ভিড়ে।

১ম সিনেটর। তথাস্তু।

মেনে। সত্যিই এক মহতী ইচ্ছা।

জনগণসহ প্রহরীর প্রবেশ

সিসি। আরো কাছে এস বন্ধুগণ।

প্রহরী। তোমরা সবাই ট্রিবিউনদের কথা শোন। শান্ত হও।

কোরিও। প্রথমে আমাকে কথা বলতে দাও।

উভয় ট্রিবি। ঠিক আছে, বলুন। শান্ত হও তোমরা।

কোরিও। আমার বিরুদ্ধে যা কিছু অভিযোগ তা এখানেই বলবেন ত ? এর পর আর কোন অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করা হবে না ত ?

সিসি। আমার কথা হচ্ছে আপনি যদি জনগণের মতামতের কাছে নতি স্বীকার করেন তাহলে আপনার প্রমাণিত দোষত্রুটির আইনসঙ্গত সমালোচনা করার ভার তাদের নির্বাচিত শাসকবৃন্দের হাতে ছেড়ে দিন।

কোরিও। আমি এতে সন্তুষ্ট।

মেনে। হে নাগরিকবৃন্দ, উনি বলেছেন উনি সন্তুষ্ট চিত্তে আপনাদের বিধান মেনে নেবেন। উনি যে সব সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তা আপনারা বিবেচনা করবেন। গীর্জাপ্রাঙ্গণে অবস্থিত সমাধিগহ্বরের মত ওঁর সারা দেহগাত্রে যে আঘাতজনিত ক্ষত সৃষ্ট হয়েছে তার কথাও আপনারা বিবেচনা করবেন।

কোরিও। চুলকিয়ে সে ক্ষত সারাতে গেলে হাস্যাস্পদ হবে।

মেনে। আরও বিবেচনা করে দেখুন, উনি যখন কথা বলেন একজন নাগরিকের মত কথা বলেন না। উনি কথা বলেন সৈনিকের মত। কথা বলার সময় ওঁর উচ্চারণের প্রস্বরগুলিকে আপনার প্রতি ঈর্ষা বা হিংসাত্মক ধ্বনি মনে না করে সেগুলিকে এক সৈনিকসুলভ বাকভঙ্গিমা হিসাবেই গণ্য করতেন।

কমি। ঠিক আছে, আর না।

কোরিও। কী ব্যাপার! আমাকে সম্মিলিত সমর্থনের দ্বারা আমাকে কনসাল নির্বাচিত করার পর এমন কি হলো যাতে পরমুহূর্তেই আমার থেকে সে সম্মান প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে?

সিসি। আগে আমাদের কথার জবাব দাও।

কোরিও। ঠিক আছে বলুন। অবশ্যই সে কথার জবাব আমার দান করা উচিত।

সিসি। আমরা তোমাকে এই দোষে অভিযুক্ত করছি যে তুমি রোমের যত সব প্রবীণ শাসকদের হাত থেকে সব শক্তি কেড়ে নিয়ে নিজে একজন প্রবল অত্যাচারী শাসক হয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করছিলে, আর তার জন্য তুমি জনগণের বিশ্বাসঘাতক।

কোরিও। সেকি বিশ্বাসঘাতক!

মেনে। না, শান্তভাবে বল, তোমার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করো।

কোরিও। নরকের সর্বনিম্নস্থ অগ্নিরাশি পরিবৃত করুক রোমের জনগণকে। আমাকে তাদের বিশ্বাসঘাতক বলছেন! তুমি নিজে এক মিথ্যাবাদী ক্ষতিকারক ট্রিবিউন। তোমার চোখের তারায় ও হাতে মৃত্যুর বিভীষিকা। দেবতাদের চরণে নিবেদিত প্রার্থনা বা স্তোত্রগানের মত অবাধে ও অকুণ্ঠভাবে মিথ্যা কথা বলে চল তুমি।

সিসি। জনগণ, লক্ষ্য করো ওর কথা বলার ভঙ্গিমা।

জনগণ। ওকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাও। পাহাড়ের চূড়ায়।

সিসি। শান্ত হও। আমরা তার বিরুদ্ধে কোন নূতন অভিযোগ আনছি না। তোমরা নিজে যা তাকে করতে দেখছ বা বলতে শুনছ তাই যথেষ্ট। উনি

তোমাদের নির্বাচিত প্রশাসকদের ধাক্কা দিয়েছে, তোমাদের অভিশাপ দিয়েছে, প্রচলিত আইনকে পদাঘাত করেছে এবং এখানে এইমাত্র তার বিচারকদের আদেশ অমান্য করেছে। এই সব কাজ এমন সাংঘাতিক ধরনের অপরাধ যে তার একমাত্র শাস্তি চরম মৃত্যুদণ্ড।

ব্রুটাস। কিন্তু যেহেতু তিনি রোমের যথেষ্ট সেবা করেছেন—

কোরিও। আপনি আবার সেবার কথা বলছেন?

ব্রুটাস। আমি যা জানি তাই বলছি।

কোরিও। আপনি!

মেনে। তুমি তোমার মার কাছে এই শপথ করেছিলে?

কমি। আমার অনুরোধ সে শপথের কথা স্মরণ করুন।

কোরিও। আমি আর কিছুই জানি না, কিছুই বলব না। তার্পিয়ান পাহাড়ের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করার মৃত্যুদণ্ড, বা নির্বাসনদণ্ড বা প্রতিদিন একটি মাত্র শস্যের দানা খেয়ে জীবনযাপনের দুঃসহ কারাদণ্ড ওদের দান করতে দাও। তবু আমি একটি মাত্র সুন্দর কথা বলেও ওদের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করব না। অথবা তাদের প্রদত্ত দণ্ডবিধানকে গ্রহণ করার উপযুক্ত যে সাহস আমার আছে সে সাহসকে বিন্দুমাত্র খর্ব করব না।

সিসি। এইটাই হচ্ছে কারণ। এই একটা দোষ ওর চরিত্রে আছে নিহিত। মাঝে মাঝে ও এমনি করে জনগণের শক্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের শক্তি কেড়ে নেবার জন্য উপায় খোঁজে। আজ ও সম্মানিত প্রশাসক ও বিচারকবৃন্দের উপস্থিতিতে জনগণের সম্মানের প্রতি চরম আঘাত দান করেছে—তাই আমি জনগণের নামে একজন ট্রিবিউন হিসাবে এই মুহূর্ত হতে ওকে শহর হতে নির্বাসনদণ্ড দান করছি। ও আর রোমের নগরদ্বারে কোনদিন প্রবেশ করতে পারবে না। এ দণ্ডাদেশ অমান্য করলে ওকে তার্পিয়ান পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করা হবে। জনগণের নামে আমি বলছি এ দণ্ড ওকে ভোগ করতে হবেই।

জনগণ। এ দণ্ড ওকে ভোগ করতেই হবে। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও। সে নির্বাসিত এবং ওকে এ দণ্ড ভোগ করতেই হবে।

কমি। হে আমার প্রিয় জনগণ এবং প্রশাসকবৃন্দ, আমার একটা কথা শুনুন।

সিসি। সে এখন দণ্ডিত। আর কোন কথা শোনা চলবে না।

কমি। আমাকে একটা কথা বলতে দিন। আমিও একদিন কনসাল ছিলাম। আমিও একদিন রোমের জন্য দেহের উপর শত্রুদের অনেক আঘাত সহ্য করেছি। আমি আমার নিজের জীবন, আমার স্ত্রীর সম্মান, আমার সন্তান এবং আমার সকল ঐশ্বর্যের থেকেও আমার দেশকে ভালবাসি। এই সব কিছু বিবেচনা করে আমাকে কিছু বলতে দিন।

সিসি। আমরা জানি তোমার কাজকর্ম আমরা জানি। বল কি বলবে?

ব্রুটাস। আর বলার কিছু নেই। তার দেশ ও দেশবাসীর শত্রু হিসাবে সে এখন নির্বাসিত, এ দণ্ড তাকে ভোগ করতেই হবে।

কোরিও। তোমরা যারা পথকুকুরের মত ঘৃণ্য, তোমাদের নিঃশ্বাসকে আমি পচনশীল বস্তুর মতই ঘৃণা করি। অসমাহিত যে মৃতদেহ বাতাসকে দূষিত করে তোমাদের ভালবাসাকে আমি ঠিক তার মত গণ্য করি।—আমিই তোমাদের নির্বাসিত করছি। তোমাদের অনিশ্চিত ভাগ্য নিয়ে তোমরা এই শহরেই রয়ে যাও। সামান্যমাত্র ক্ষীণ গুজব শ্রবণেও তোমাদের দুর্বল অন্তর বিকম্পিত ও বিচলিত হোক। শত্রুপক্ষের সামান্য মাত্র সমরসজ্জাও তোমাদের হতাশায় আচ্ছন্ন করে তুলুক। আজ তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ তোমাদের ত্রাণকর্তাকেই নির্বাসিত করছ—এতদূর তোমাদের শক্তি। কিন্তু একদিন বুঝবে যেদিন বিনা প্রতিরোধে তোমাদের জয় করে শত্রুরা বন্দী হিসাবে অন্য এক জাতির হাতে তোমাদের তুলে দেবে। তোমাদের মত লোকের জন্য সমগ্র শহরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অন্য এক জগতের সন্ধানে আমি বিদায় নিচ্ছি।

(কমিনিয়াস, মেনেনিয়াস ও অন্যান্য পৌরপিতাসহ কোরিওলেনাসের প্রস্থান)

প্রহরী। জনগণের শত্রু চলে গেল। (সকলে টুপী উড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল)

জনগণ। আমাদের শত্রু নির্বাসিত, সে চলে গেল। কী মজা! হু-হু!

সিসি। যাও, নগরদ্বার পর্যন্ত তার পিছু পিছু যাও। ওর প্রতি তোমাদের বিরক্তিকে যথাযোগ্যভাবে প্রকাশ করবে।

জনগণ। চল চল, ওকে নগরদ্বার হতে বেরিয়ে যেতে দেখিগে। দেবতারা আমাদের মহান ট্রিবিউনদের রক্ষা করুন। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম। কোন এক নগরদ্বারের সম্মুখস্থ স্থান।
কোরিওলেনাস, ভলিউমনিয়া, ভার্জিলিয়া, মেনেনিয়াস, কমিনিয়াস ও
রোমের সম্ভ্রান্তবংশীয় কিছু যুবকের প্রবেশ

কোরিও। নাও, অশ্রুপাত করো। সংক্ষিপ্ত করো বিদায়ের ক্ষণ। অসংখ্য মস্তকধারী পশুরা আমায় নগরপ্রান্ত হতে বহিষ্কার করে দিচ্ছে। না মা, তোমার সেই সাহস কোথায়? তুমি প্রায়ই বলতে চরম বিপদের কষ্টিপাথরেই হয় মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। সাধারণ সুখ সুবিধা সাধারণ মানুষের জন্য। শান্ত সমুদ্রবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাগুলিও ভেসে যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। তোমার এই সব নীতি উপদেশ যে শুনবে তারই অন্তরাত্মা সাহসিকতায় হয়ে উঠবে অজেয়।

ভার্জি। হা ভগবান!

কোরিও। আমার অনুরোধ, এমন করো না।

ভলিউ। এবার এক রক্তাক্ত মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যাক রোমের সকল শ্রেণীর মানুষ।

কোরিও। না মা, এখন আর বিদায়ের সময় আমায় ভালোবেসো না। তার থেকে আগের মত আমায় শক্ত কথা বল। তুমি যদি হারকিউলেসের স্ত্রী হতে তাহলে তার অনেক শ্রমের কাজ করে দিতে। বিষণ্ণ হয়ো না কমিনিয়াস, বিদায়। বিদায় আমার প্রিয়তমা স্ত্রী, বিদায় হে আমার মা। হে বয়োঃপ্রবীণ বিশ্বস্ত মেনেনিয়াস, আমার সেনাপতি, তোমাকে অনেকবার আমি কঠোর হতে দেখেছি আর তুমিও অনেকবার অনেক নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখেছ যা অন্তরকে প্রস্তরের মত কঠিন করে দেয়। এই সব বিষণ্ণ নারীদের বলে দাও অপরিহার্য কোন আঘাতের জন্য বিলাপ না করে তাকে উপহাস করে উড়িয়ে দেওয়াই ভাল। আমার বিপদ যতই হোক না কেন, একথা বিশ্বাস করে তুমি সান্ত্বনা পাবে যে আমি একাকী গেলেও সাহসে শক্তিতে আমি সাধারণ মানুষের অনেক উর্দ্ধে।

ভলিউম। হে আমার প্রথম পুত্র! কোন দিকে যাবে। কিছুদিনের জন্য কমিনিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে যাও। এলোমেলোভাবে এদিকে সেদিকে না গিয়ে যে কোন একটা পথ ধরবে।

ভার্জি। হে স্বর্গের দেবতাগণ!

কমি। আমি একমাস অনুসরণ করব। তারপর আপনি যেখানে বিশ্রাম করবেন সে জায়গাটা দেখে আসব। এইভাবে আমাদের সংবাদের আদান প্রদান সহজ হবে। পরে যদি দণ্ডাদেশ মুকুব করা হয় তাহলে সেটা আপনাকে জানানোর জন্য তখন সারা পৃথিবী খুঁজে বেড়াতে হবে না। সুযোগ একবার চলে গেলে আর পাওয়া যায় না।

কোরিও। না ভাই বিদায়। তোমার সামনে আছে উজ্জ্বল সম্ভাবনা। তাছাড়া গত যুদ্ধের আঘাতে তোমার দেহ আমার থেকে আরও ক্ষতবিক্ষত। সুতরাং তোমাকে যেতে হবে না। বিদায় তোমাদের। হাসিমুখে আমাকে বিদায় দাও। আমি যখন স্বর্গলাভ করব তখনও আমার কথা তোমাদের কানে বাজবে।

মেনে। আমার এই দেহ থেকে যদি সাতটি বছরের বয়সের বোঝা ঝেড়ে ফেলতে পারতাম তাহলে আমি তোমাকে অনুসরণ করতাম।

কোরিও। তোমার হাত দাও। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। রোম। নগরদ্বারের সন্নিকটস্থ এক রাজপথ।
প্রহরী সহ সিসিনিয়াস ও ব্রুটাসের প্রবেশ

সিসি। জনগণকে বাড়ি ফিরে যেতে বল। শহর ছেড়ে চলে গেছে মার্সিয়াস, এ নিয়ে আমরা আর বেশী দূর অগ্রসর হব না। যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি তার দলে যোগদান করেছিল তারা এখন রেগে গেছে।

ব্রুটাস। আমরা আমাদের ক্ষমতা কতখানি তা দেখিয়ে দিয়েছি। এখন আমাদের কাজ যখন হয়ে গেছে তখন আমরা বিনীত হতে পারি।
সিসি। ওদের বাড়ি যেতে বল। বল যে তাদের শত্রু চলে গেছে এবং তারা এখন তাদের পুরনো ক্ষমতাতেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত।
ব্রুটাস। তাদের ঘরে পাঠিয়ে দাও। (প্রহরীর প্রস্থান) ওর মা আসছে।

ভলিউমনিয়া, ভার্জিলিয়া ও মেনেনিয়াসের প্রবেশ

সিসি। ওর সঙ্গে দেখা না করাই ভাল।
ব্রুটাস। কেন ?
সিসি। লোকে বলছে ও নাকি পাগল হয়ে গেছে।
ব্রুটাস। তারা আমাদের দলের লোক এবং তোমার মতানুসারী।
ভলিউম। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো। দেবতাদের পুঞ্জীভূত বিষ তোমার সকল ভালবাসাকে দূষিত করে তুলুক।
মেনে। শান্ত হোন, অত জোরে কথা বলবেন না।
ভলিউ। আমি যদি কাঁদতাম তুমি তা শুনতে পেতে। (ব্রুটাসের প্রতি) তুমি কি যাবে ?
ভার্জি। (সিসিনিয়াকে) তুমি থাকবে। আমার ক্ষমতা থাকলে আমিও আমার স্বামীকে থাকতে বলতাম।
সিসি। তোমরা কি মানুষ ?
ভলিউ। কেন, মানুষ কথাটা কি লজ্জার ব্যাপার ? নির্বোধ কোথাকার। তুমি ছাড়া কি আর সবাই মানুষ। আমার বাবা কি একজন মানুষ ছিলেন না ? তুমি ধূর্ত শৃগালের মত চালাকি করে এমন একজনকে কি নির্বাসিত করনি যে দেশের জন্য তুমি জীবনে যত বেশী কথা বলেছ তার থেকে অনেক বেশী আঘাত হেনেছে শত্রুদের উপর।
সিসি। হে মঙ্গলময় ঈশ্বর !
ভলিউ। তোমার জ্ঞানের কথার থেকে তার আঘাত অনেক বেশী মহৎ। আমি তোমাকে আসল কথাটা বলব। তবু যাও। আমি চাই আমার সন্তান আসবে আর সেখানে তোমার দ্বারা পাঠিয়ে দেওয়া উপজাতির সঙ্গে তার লড়াই বাধবে। আমার ছেলের তরবারিটা খুবই ভাল।
সিসি। কি হলো তারপর।
ভার্জি। কি করবে তাহলে ? সে তোমার গোটা বংশকে সমূলে ধ্বংস করে দেবে।
ভলিউ। যত সব অবৈধ সন্তানের দল। ভাল লোক একমাত্র সেই যে রোমের জন্য বহু আঘাত সহ্য করেছে।
মেনে। চলে আসুন। শান্ত হোন।
সিসি। দেশের অভিজাত সমাজের সঙ্গে যে বন্ধনে ও আবদ্ধ হয়েছিল তা ছিন্ন

করে দেশ থেকে লোকটা চলে না গেলে ভালই হত।
ব্রুটাস। আমিও বলি তাহলে ভালই হত।
ভলিউ। 'ভাল হত'! তুমিই ত জনতাকে উত্তেজিত করেছ তার বিরুদ্ধে। যত সব বিড়ালের দল—ওরা নাকি করবে বিচার। ওরা যদি বিচার করে তাহলে আমিও ওদের বিচার করতে পারি, আমি এমন সব গোপন রহস্যের কথা জানি যা স্বয়ং দেবতারাও চাইবেন না পৃথিবীর মানুষ তা জানুক।
ব্রুটাস। চল আমরা যাই।
ভলিউ। হ্যাঁ স্যার তোমরা যাও। খুব একটা বীরত্বের কাজ করেছ তোমরা। তবে যাবার আগে শুনে যাও। যাকে তুমি নির্বাসিত করেছ সে তোমাদের থেকে অনেক বড়। আজ রাজধানীতে ছোট বড় যত ঘর আছে সব ঘরেই আমার সন্তানের কথা। সর্বত্রই সে বিরাজ করছে।
ব্রুটাস। ঠিক আছে আমরা যাচ্ছি।
সিসি। যার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার সঙ্গে বকাবকি করে কি হবে ?

(ট্রিবিউনদের প্রস্থান)

ভলিউ। আমি চাই ঈশ্বর যেন আমার অভিশাপ সমর্থন করেন। যদি আমি প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করে তার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম তাহলে আমি আমার অন্তরের বোঝাটা হাল্কা করতে পারতাম।
মেনে। আপনি তাদের বাড়ি যেতে বলেছেন এবং তার যথেষ্ট কারণ আছে। এবার আপনি আমার সঙ্গে পানাহার করবেন।
ভলিউ। আমার ক্রোধই হচ্ছে আমার একমাত্র ভোজ্য বস্তু। আমি নিজেকে নিজে আহার করি। অথচ খেয়েও আমি না খেয়ে আছি। চল যাই।

(ভলিউমনিয়া ও ভার্জিলিয়ার প্রস্থান)

মেনে। হায় হায়। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। রোম ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত পথ।
জনৈক রোমবাসী ও ভোলস্এর প্রবেশ

রোমবাসী। আমি তোমাকে বিলক্ষণ জানি আর তুমিও আমাকে চেন। তোমার নাম হলো আড্রিয়ান।
ভোলস্। হ্যাঁ ঠিক তাই। সত্যিই আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছিলাম।
রোম। আমি একজন রোমান, তবু আমার কাজ হলো রোমবাসীদের বিরোধিতা করা। আমাকে চিনতে পেরেছ ?
ভোলস্। নিকানর নয় ?
রোম। হ্যাঁ তাই।
ভোলস্। এর আগে যখন তোমাকে দেখি তখন তোমার মুখে আরও বেশী দাড়ি ছিল। তবে তোমার কথার মধ্যে আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ আরও বেশী করে ফুটে উঠছে। রোমের খবর কি ? ভোলস্ রাজ্য থেকে

আমার কাছে নির্দেশ এসেছে তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাওয়ায় আমার একদিনের পথশ্রম বেঁচে গেল।

রোম। রোমেতে এক অদ্ভুত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। সেখানকার জনগণ ও সিনেট সদস্য, সামন্ত ও পৌরপিতাদের মধ্যে বিরোধ চলছে।

ভোলস্। আমাদের রাজ্যের লোক কিন্তু তা মনে করে না। তারা এখন সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে এবং তোমাদের রাজ্যের এই অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তারা তোমাদের রাজ্য আক্রমণের আশা করছে।

রোম। অতীত দিনের বিক্ষোভের আগুনটা নিবিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি একটা ছোট্ট ঘটনার ফলে আগুনটা আবার জ্বলে উঠবে। কারণ আমাদের দেশের সুযোগ্য বীর কোরিওলেনাসের নির্বাসনে রাজ্যের সামন্তরা এমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন যে তাঁরা যে কোন সময়ে জনগণের হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারেন এবং তাদের ট্রিবিউনগণকেও ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন। এইজন্যই যে কোন সময়েই এক প্রবল গৃহযুদ্ধে ফেটে পড়তে পারে আমাদের দেশ।

ভোলস্। কোরিওলেনাস নির্বাসিত?

রোম। হ্যাঁ স্যার, নির্বাসিত।

ভোলস্। এই খবরের জন্য তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা দান করা হবে।

রোম। তোমাদের দেশের পক্ষে সত্যিই এটা সুদিন। আমি শুনেছি কারো স্ত্রীকে করায়ত্ত করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হচ্ছে যখন স্বামীর সঙ্গে তার ঝগড়া বাধে। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কোরিওলেনাস দেশ থেকে নির্বাসিত হওয়ার ফলে তোমাদের নেতা তুলিয়াস অফিদিয়াস আমাদের রাজ্য সহজেই আক্রমণ করতে পারেন।

ভোলস্। তাঁকে অবশ্যই তা করতে হবে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় ভালই হলো। আমার কাজ তুমি একরকম সেরেই দিলে। এবার আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারব।

রোম। আমি নৈশভোজনের আগে আরও অনেক অদ্ভুত কথা বলব যা তোমাদের অনুকূলেই যাবে। তোমাদের সৈন্যদল এখন প্রস্তুত?

ভোলস্। হ্যাঁ প্রস্তুত। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারবে।

রোম। তাদের এই প্রস্তুতির কথা শুনে আনন্দিত হলাম। আক্রমণের সময় আমিই বলে দেব।

ভোলস্। আমিও তোমার সাহচর্যে খুবই আনন্দ পেলাম।

রোম। ঠিক আছে, চল একসঙ্গেই আমরা যাই। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। এ্যান্টিয়াম। অফিদিয়াসের বাসভবনের সম্মুখস্থ ভাগ।

ছদ্মবেশে কোরিওলেনাসের প্রবেশ

কোরিও। বড় সুন্দর শহর এই এ্যান্টিয়াম। কিন্তু এ শহরের অনেক নারীকে

আমিই স্বামীহীন করেছি। এ শহরের অনেক সন্তানকেই গত যুদ্ধে আর্তনাদ করে পড়ে যেতে দেখেছি। সুতরাং হে নগরবাসী, আমাকে যেন তোমরা চিনতে পেরো না। তাহলে এ শহরের বিধবা স্ত্রীরা আমার গায়ে থুথু দেবে, তাহলে এখানকার ছেলেরা আমার উপর ঢেলা ছুঁড়বে।

জনৈক নাগরিকের প্রবেশ

কে তুমি ভাই?

নাগ। তুমিই বা কে?

কোরিও। আমাকে অনুগ্রহ করে মহান অফিদিয়াসের বাসভবনের পথটা দেখিয়ে দাও। তিনি এখন এ্যান্টিয়ামে আছেন?

নাগ। হ্যাঁ আছেন এবং আজ রাত্রে তিনি এ রাজ্যের সামন্তদের এক ভোজসভায় আপ্যায়ণের ব্যবস্থা করেছেন।

কোরিও। তাঁর বাড়ি কোনটা?

নাগ। তোমার সামনের এই বাড়িটা।

কোরিও। ধন্যবাদ। বিদায় ভাই। (নাগরিকের প্রস্থান) হে পৃথিবী, কত পিচ্ছিল তোমার গতিপথ। আজ আমরা পরস্পরে অন্তরঙ্গ বন্ধু, যাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহে একই আত্মা বিরাজ করে, যারা অভিন্নহৃদয় এবং একসঙ্গে খাওয়া শোয়া প্রভৃতি সব কাজ করে, সামান্য কোন কারণে ঝগড়া হওয়ার ফলে তারা সহসা পরস্পরের তিক্ততম শত্রুতে পরিণত হয়। আবার আজ যারা শত্রু আছে পরস্পরের, যাদের প্রচণ্ড ক্রোধাবেগ আর পারস্পরিক ষড়যন্ত্র পরস্পরের রাত্রির সবটুকু নিদ্রা হরণ করে নেয়, হঠাৎ সামান্য কোন কারণে তারা বন্ধু হয়ে উঠতে পারে পরস্পরের, এবং একসঙ্গে মিলেমিশে অনেক কাজ করতে পারে। আমার ক্ষেত্রেও তাই। আজ আমি আমার আপন জন্মভূমিকে ঘৃণা করছি এবং শত্রুদের দেশকে ভালবাসছি। শত্রুদের দেশে প্রবেশ করছি। যদি তারা আমায় হত্যা করে ত উচিত কাজই করবে আর যদি আমাকে সেখানে প্রবেশাধিকার দান করে তাহলে আমি তাদের দেশেরই সেবা করব।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। এ্যান্টিয়াম। অফিদিয়াসের বাসভবন।
গীত ও বাদ্য। জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

১ম ভৃত্য। মদ, মদ, মদ চাই। কী ধরনের কাজ হচ্ছে এখানে? আমার মনে হয় সব ঘুমিয়ে গেছে। (প্রস্থান)

অন্য এক ভৃত্যের প্রবেশ

২য় ভৃত্য। কোটাস কোথায়? আমার মালিক তাকে ডাকছে। কোটাস!
(প্রস্থান)

কোরিওলেনাসের প্রবেশ

কোরিও। কী সুন্দর বাড়ি। ভোজের গন্ধ আসছে। কিন্তু আমি ত এখানে

অতিথি হিসাবে আসিনি।

প্রথম ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ

১ম ভৃত্য। এখানে কি চাও বন্ধু? কোথা হতে আসছ? এখানে তোমার কোন স্থান নেই। তুমি দরজার কাছে যাও। (প্রস্থান)

কোরিও। আমি যেহেতু কোরিওলেনাস, এর থেকে বেশী অভ্যর্থনা পেতে পারি না।

দ্বিতীয় ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ

২য় ভৃত্য। কোথা হতে এসেছ স্যার? দারোয়ানের চোখ দুটো কি মাথার উপরে আছে যে সে এই রকম লোককে ঢুকতে দিল? আমি বলছি তুমি বাইরে যাও।

কোরিও। বাইরে?

২য় ভৃত্য। হ্যাঁ বাইরে।

কোরিও। তুমি দেখছি বড় বিরক্তিকর।

২য় ভৃত্য। এতদূর সাহস? তোমাকে মালিকের কাছে নিয়ে যাব।

তৃতীয় ভৃত্যের প্রবেশ

৩য় ভৃত্য। কে এই লোকটা?

১ম ভৃত্য। এমন অদ্ভুত লোক কখনো দেখিনি। আমি তাকে কিছুতেই বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারলাম না। মালিককে ডেকে দাও।

৩য় ভৃত্য। এখানে তুমি কি চাও? তুমি এ বাড়ি থেকে চলে যাও।

কোরিও। আমাকে শুধু একটু দাঁড়িয়ে থাকতে দাও। আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করব না।

৩য় ভৃত্য। তুমি কে?

কোরিও। একজন ভদ্রলোক।

৩য় ভৃত্য। একজন আশ্চর্য গরীব লোক।

কোরিও। সত্যিই তাই।

৩য় ভৃত্য। আমার অনুরোধ, অন্য কোথাও যাও ভাই। এ বাড়িতে তোমার জায়গা হবে না। চলে এস।

কোরিও। যাও যাও নিজের কাজ করগে। (তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল)

৩য় ভৃত্য। কী যাবে না? আমার মালিককে গিয়ে বলত একজন অদ্ভুত অতিথি এসেছে।

২য় ভৃত্য। যাই বলিগে। (প্রস্থান)

৩য় ভৃত্য। কোথায় যাও তুমি?

কোরিও। আকাশের তলায় চিল শকুনির রাজ্যে। যাও নিজের কাজ করগে। (মেরে তাড়িয়ে দিল)

দ্বিতীয় ভৃত্যসহ অফিদিয়াসের প্রবেশ

অফি। কোথায় সেই লোক ?

২য় ভৃত্য। এইখানে স্যার। লোকটাকে আমি কুকুরের মত মেরে তাড়িয়ে দিতাম। কিন্তু বাড়ির ভিতর কর্তারা বিরক্ত হবেন বলে তা করলাম না।

অফি। কোথা হতে আসছ তুমি ? কি চাও ? তোমার নাম কি ? কথা বলছ না কেন ?

কোরিও। (ছদ্ম আবরণ খুলে ফেলে) তুলিয়াস, আমাকে দেখেও কি চিনতে পারছ না ? তাহলে আমাকেই আমার নাম বলতে হবে ?

অফি। তোমার নাম কি ?

কোরিও। সে নাম তোমার ও সকল ভোলস্‌দের কানে বড় কর্কশ শোনাবে।

অফি। কী তোমার নাম ? তোমার চেহারাটা বড় মলিন দেখাচ্ছে। তোমার পোষাক পরিচ্ছদ ছেঁড়া হলেও তোমাকে উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশজাত বলে মনে হচ্ছে। বল কি তোমার নাম ?

কোরিও। তুমি কি আমাকে এখনো চিনতে পারছ না ? তবে ভ্রূকুটি করার জন্য প্রস্তুত হও।

অফি। আমি তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না।

কোরিও। আমার নাম কায়াস মার্সিয়াস, যার অপর নাম কোরিওলেনাস, যে সমস্ত ভোলস্‌ ও বিশেষ করে তোমার প্রচুর ক্ষতি করেছে। আমি আমার অকৃতজ্ঞ দেশের জন্য যে রক্ত দান করেছি, যে চরম বিপদ সহ্য করেছি তা সব তারা ভুলে গেছে ; শুধু রয়ে গেছে সেই নাম। আর তোমার মন জুড়ে আছে আমার প্রতি এক তীব্র অসন্তোষ আর প্রতিহিংসা। হীনমনা নীচ সামন্তদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে জনগণের নিদারুণ ঈর্ষা আর নিষ্ঠুরতা আমায় ক্রীতদাসের মত রোম ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। এই চরম সঙ্কটের ফলেই আমি আসতে বাধ্য হয়েছি তোমার কাছে। তবে একথা ভেবে আমাকে যেন ভুল বুঝো না যে আমি নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য তোমার কাছে এসেছি। কারণ আমি যদি মৃত্যুকে ভয় করতাম তাহলে অন্তত তোমার কাছে আসতাম না। আমি আমার নির্বাসনকারীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা চরিতার্থ করার ও তাদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য এসেছি তোমার সামনে। যদি তোমার অন্তরে সাহস বলে কোন জিনিস থাকে তাহলে তোমার দেশের উপর যে লজ্জাজনক ক্ষতি ওরা করেছে, তোমার উপর যে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে, সরাসরি তার প্রতিশোধ নেবার জন্য অভিযান শুরু করো। তাহলে আমার এই দুঃখজনক ঘটনাটির পূর্ণ সুযোগ নাও। আমি আমার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যা কিছু করব তাতে তোমরাই উপকৃত হবে। আজ আমি আমার দূষিত দেশের বিরুদ্ধে নরকের শয়তানের মত এক ক্রূর ও ভয়ঙ্কর হিংসার সঙ্গে যুদ্ধ করব। তবে যদি তোমার সাহস না থাকে, তোমার ভাগ্যোন্নতিতে যদি কোন উৎসাহ না পাও তাহলে আমিও আর বাঁচতে চাইব না, আমি তোমার

প্রতিহিংসার পায়ে মৃত্যুর জন্য নিজেকে সমর্পণ করব। তখন আমাকে হত্যা না করাটা তোমার পক্ষে হবে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। তাহলে মৃত্যুই আমার হবে একমাত্র কাম্য। একদিন তোমার দেশের বুক থেকে অপরিমেয় রক্ত পান করেছি, আজ তাই তোমার জন্য কিছু করতে চাই। তোমার জন্য আজ কিছু না করে বেঁচে থাকাটা আমার পক্ষে হবে চরম লজ্জার কথা।

অফি। ও মার্সিয়াস, তোমার মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দ আমার অন্তরদেশ হতে পুরনো হিংসার প্রতিটি আগাছাকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলেছে। সুদূর মেঘলোকের ওপার হতে স্বয়ং দেবরাজ জুপিটার কোন কথা বললেও সে কথা তোমার এ কথার থেকে বেশী বিশ্বাস করতাম না। আজ তোমার দেহকে আমার বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করতে দাও, এ দেহে একদিন আমি কত আঘাত করেছি। যে তরবারির দ্বারা একদিন আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম আজ সে তরবারি কোষবদ্ধ করে রেখে তোমার প্রেমের সঙ্গে করব ভালবাসা আর মহত্ত্বের লড়াই। জেনে রেখো, আমি আমার দাসীকে বিবাহ করেছি। কিন্তু আমার সেই নব বিবাহিত বধূকে সলজ্জ পদক্ষেপে প্রথম ঘরে আসতে দেখে যে আনন্দ অনুভব করেছিলাম তার থেকে অনেক বেশী আনন্দের উল্লাস আজ আমি অনুভব করছি তোমাকে দেখে। আমাদের পদাতিক সৈন্যদল প্রস্তুত আছে। তুমি বারো বার আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছ। তারপর থেকে কতবার তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্ন দেখেছি দুজনে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণপণে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি, এক নিদারুণ ক্লান্তি আর বিতৃষ্ণায় অকালে জেগে উঠেছি। সে সুযোগ মার্সিয়াস, রোম থেকে তোমার এই নির্বাসনের কারণ ছাড়া রোমের সঙ্গে আমার যুদ্ধের আপাততঃ অন্য কোন কারণ নেই। এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের দ্বারা অকৃতজ্ঞ রোমের প্রতিটি নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন করে তার কুড়ি থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত প্রতিটি অধিবাসীকে আমাদের পদানত করে তুলব। এক উদ্ধত বন্যার অপ্রতিরোধ্য প্লাবনের মত ভাসিয়ে দেব তার সব কিছু। তোমাদের রাজ্যের বিরুদ্ধে আমি অভিযানে বার হবার আগে যে সব সিনেট সদস্যগণ আমাকে বিদায় দিতে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে ভিতরে গিয়ে করমর্দন করবে চল।

কোরিও। হে ঈশ্বর, তুমি আমায় আশীর্বাদ করো।

অফি। যদি তুমি একান্তই প্রতিশোধ নিতে চাও আমার সেনাদলের অর্ধেক তুমি নাও এবং তা নিয়ে অভিযান শুরু করো। কারণ তোমার দেশের কোথায় শক্তি আর কোথায় দুর্বলতা, আর কোন দিক হতে আক্রমণ করতে হবে সে বিষয়ে তোমার ভাল জ্ঞান আছে। কোথাও কোন কিছু ধ্বংস না করে শুধু ভয় দেখিয়ে জনগণকে জয় করতে হবে তাও জান। চল, আগে তোমার সঙ্গে তাদের পরিচয় করে দিইগে যাঁরা তোমার ইচ্ছাকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করবেন। আজ তুমি আমার পরম বন্ধু, তোমাকে সহস্রবার জানাই সাদর অভ্যর্থনা। আজ আর কোন শত্রুতা নেই তোমার সঙ্গে। চল মার্সিয়াস, তোমার হাত

যাও, ভিতরে চল। (কোরিওলেনাস ও অফিদিয়াসের প্রস্থান)

দুজন ভৃত্যের প্রবেশ

১ম ভৃত্য। কেমন যেন সব ওলট পালট হয়ে গেল।

২য় ভৃত্য। আমি ত তাকে লাঠি দিয়ে মারতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে হলো লোকটা বাজে পোষাক পরে থাকলেও যে-সে লোক নয়।

১ম ভৃত্য। লোকটার হাতটা কি শক্ত বাবা! সে তার একটা আঙুল দিয়ে আমায় ঠেলে দিল এমনভাবে।

২য় ভৃত্য। আমি তার মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম তার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা সাধারণের মধ্যে থাকে না আর সেটা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

১ম ভৃত্য। আমি তার চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝেছিলাম একটা কিছু আছে তার মধ্যে।

২য় ভৃত্য। সত্যিই ও রকম জগতে দেখাই যায় না।

১ম ভৃত্য। তবে আমার মনে হয় সে একজন খুব বড় যোদ্ধা।

২য় ভৃত্য। আমাদের মালিকের থেকেও বড় ?

১ম ভৃত্য। ছয় গুণ বড়।

২য় ভৃত্য। অত বড় না হলেও একজন বড় দরের যোদ্ধা বটে।

তৃতীয় ভৃত্যের প্রবেশ

৩য় ভৃত্য। এই সব ক্রীতদাসের দল, তোদের আমি একটা ভাল খবর দিতে পারি।

উভয় ভৃত্য। কি খবর শুনি ?

৩য় ভৃত্য। আমি বরং জাহান্নামে যাব সে ভাল তবু রোমান জাতি হব না।

উভয় ভৃত্য। কেন কেন ?

৩য় ভৃত্য। কারণ যে এখানে এসেছিল সে হচ্ছে রোমের কায়াস মার্সিয়াস, আমাদের সেনাপতিকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল।

২য় ভৃত্য। আমি নিজে শুনেছি লোকটাকে আমাদের সেনাপতি সত্যিই ভয় করত। লোকটা যেন মানুষখেকোর মত তাঁকে চিবিয়ে খেত।

১ম ভৃত্য। আরও কিছু খবর বল।

৩য় ভৃত্য। লোকটা যেন সাক্ষাৎ যুদ্ধদেবতা মার্সএর সন্তান। ভোজের টেবিলে তার কী খাতির। কোন প্রশ্ন বা কথা নয়। সব সিনেট সদস্য মাথার টুপী খুলে তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমাদের সেনাপতি ত এমন করল যাতে মনে হলো লোকটার স্পর্শে তিনি একেবারে পবিত্র হয়ে গেলেন। কিন্তু আসল খবর এই যে লোকটা আমাদের সেনাপতির অর্ধেক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে যাবে। নিজে রোমের নগরদ্বার পার হয়ে ভিতরে ঢুকবে।

২য় ভৃত্য। তা সে পারবে।

৩য় ভৃত্য। লোকটার যেমন কিছু বন্ধু আছে তেমনি শত্রুও আছে সেখানে।
১ম ভৃত্য। তবে কখন রওনা হচ্ছে ?
৩য় ভৃত্য। আগামী কাল। যুদ্ধটা যেন তাদের কাছে ভোজের একটা অংশ।
২য় ভৃত্য। আবার তাহলে সেই গোলযোগ আর বিশৃংখলা। এ শান্তিটা ছিল মাত্র দুদিনের।
১ম ভৃত্য। আমি যুদ্ধই চাই। শান্তি মানেই কুঁড়েমি। কুঁড়ে হয়ে ঘরে বসে থাকা। শান্তি মানেই প্রতারণা। শান্তিটা ক্ষণিকের, দুদিনের। তার থেকে যুদ্ধ অনেক সত্য।
৩য় ভৃত্য। শান্তির সময় একে অন্যকে ঘৃণার চোখে দেখে, কারণ তখন কাউকে কারোর প্রয়োজন হয় না। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। রোম। বারোয়ারীতলা।
সিসিনিয়াস ও ব্রুটাসের প্রবেশ

সিসি। আমরা তার কোন খবর পাইনি, তাকে ভয় করার কোন প্রয়োজন নেই। রোমের জনগণ এখন কত শান্ত আছে তা মার্সিয়াসের বন্ধুরা দেখে লজ্জা পাচ্ছে। কারণ তারা ভেবেছিল রোমের রাজপথে বিক্ষুব্ধ জনতা যুদ্ধে মেতে উঠবে পরস্পরের সঙ্গে। কিন্তু তার পরিবর্তে এখন বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা শান্তিতে কাজকর্ম করছে।

মেনেনিয়াসের প্রবেশ

ব্রুটাস। আমরা ঠিক সময়ে এ কথা তুলেছি। মেনেনিয়াস না ?
সিসি। হ্যাঁ তাই। ও এখন সম্প্রতি খুব শান্ত হয়ে উঠেছে। এই যে শুনুন স্যার।
মেনে। আপনাদের উভয়কেই নমস্কার।
সিসি। আপনাদের কোরিওলেনাস তার বন্ধুদের ব্যাপারে ভুল বুঝেছিল। জনগণ ব্যাপারটাকে সহজভাবেই নিয়েছে।
মেনে। সে যদি খাপ খাইয়ে নিতে পারত নিজেকে তাহলে সব ঠিক হয়ে যেত।
সিসি। সে এখন কোথায় কিছু জানেন ?
মেনে। না, কিছু শুনিনি। তার মা ও স্ত্রী কিছুই জানে না।

তিন চারজন নাগরিকের প্রবেশ

নাগরিকগণ। ঈশ্বর আপনাদের দুজনের মঙ্গল করুন।
সিসি। সুপ্রভাত হে আমাদের প্রতিবেশীগণ।
২য় নাগ। আপনাদের দুজনের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত দেবতাদের কাছে।
সিসি। তোমরা বেঁচে থাক এবং সুখে থাক।

ব্রুটাস। বিদায় প্রতিবেশীগণ। আমাদের মত কোরিওলেনাসও যদি তোমাদের ভালবাসতেন।
নাগরিকগণ। ঈশ্বর আপনাদের রক্ষা করুন।
ব্রুটাস ও সিসি। বিদায় বিদায়। (নাগরিকদের প্রস্থান)
সিসি। এখন চমৎকার সুখের ও শান্তির সময়। এর আগে জনগণ রাস্তায় রাস্তায় ঝগড়া মারামারি করে ঘুরে বেড়াত।
ব্রুটাস। যুদ্ধের ব্যাপারে কায়াস মার্সিয়াস ছিলেন একজন সুযোগ্য অফিসার কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন বড় অহঙ্কারী, আত্মকেন্দ্রিক ও উচ্চাভিলাষী।—
সিসি। এবং একাই তিনি সিংহাসনে বসে সব ক্ষমতার অধিকারী হতে চেয়েছিলেন।
মেনে। না, আমার তা মনে হয় না।
সিসি। তিনি যদি কনসাল হতেন তাহলে তাই করতেন।
ব্রুটাস। ঈশ্বর তা হতে দেননি এবং রোম এখন নিরাপদে আছে।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। হে সুযোগ্য ট্রিবিউনদ্বয়, একটা ক্রীতদাসকে আমরা কারারুদ্ধ করেছি। সে বলছিল ভোলস্‌দের দুটি সৈন্যদল রোমরাজ্যের সীমানার মধ্যে ঢুকে যা কিছু পাচ্ছে ধ্বংস করছে।
মেনে। এ হচ্ছে অফিদিয়াসের কাজ। মার্সিয়াস থাকাকালে যে অফিদিয়াস রোমের মধ্যে ভয়ে উঁকি মারতে পারত না আজ সে মার্সিয়াসের নির্বাসনের সুযোগ নিয়ে তার ভিতরে ঢুকে পড়েছে।
সিসি। মার্সিয়াসের কথা কি বললেন?
ব্রুটাস। যাও, গুজবের রটনাকারীকে বেত্রাঘাত করগে। ভোলস্‌রা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে কিছুতেই সাহস পাবে না।
মেনে। হতে পারে না! এ ঘটনার নজীর আছে। আমার জীবনেই এ ধরনের ঘটনা তিন তিনবার ঘটেছে। বরং লোকটাকে শুধিয়ে দেখ কোথায় ও সে একথা শুনেছে। তা না করে যদি যে দূত আমাদের এ সংবাদ দান করে সতর্ক করে দিতে এসেছে আমাদের সেই দূতকে যদি বেত্রাঘাত করো তাহলে আসলে সংবাদটাকেই শাস্তি দেওয়া হবে।
সিসি। আমাকে আর বলতে হবে না, আমি জানি এ হতে পারে না।
ব্রুটাস। অসম্ভব।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। দেশের সামন্তরা বিশেষ ব্যস্তভাবে পরিষদভবনের দিকে যাচ্ছেন। এমন কোন একটা খবর এসেছে যাতে তাঁদের মুখের ভাব বদলে গেছে।
সিসি। এই সেই ক্রীতদাস, ওকে চাবুক মারো। সে শুধু শুধু সংবাদটা রটাচ্ছে।

দূত। হ্যাঁ মহাশয়, এই ক্রীতদাসের সংবাদটা সত্যি এবং এর থেকে আরও ভয়াবহ খবর আছে।

সিসি। আরও ভয়াবহ খবর কি?

দূত। লোকেরা মুখে মুখে বলাবলি করছে যে মার্সিয়াস অফিদিয়াসের সঙ্গে যোগদান করে এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে রোমের ছোট বড় সকলের উপর প্রতিশোধ নিতে আসছে।

সিসি। এটা তবু সম্ভব হতে পারে।

ব্রুটাস। যাতে দুর্বলমনা লোকরা মার্সিয়াসের প্রত্যাগমন কামনা করে তার জন্য এই সংবাদ রটানো হচ্ছে।

সিসি। তাহলে এটা একটা ছলনা।

মেনে। এটা অসম্ভব। মার্সিয়াস আর অফিদিয়াস দুজনে স্বভাবের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। ওরা কখনই মিলতে পারে না।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

২য় দূত। আপনাদের পরিষদ ভবনে ডেকে পাঠানো হয়েছে। কায়াস মার্সিয়াস ও অফিদিয়াসের দ্বারা পরিচালিত এক বিরাট ও ভয়াবহ সৈন্যদল আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করেছে এবং যা কিছু সামনে পাচ্ছে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে।

কমিনিয়াসের প্রবেশ

কমি। বাঃ, খুব ভাল করেছ।

মেনে। কি ব্যাপার!

কমি। তোমাদের কন্যাদের শালীনতা নষ্ট হবে, তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের সামনে অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা হবে, তোমাদের শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

মেনে। কি খবর তা বলবে ত।

কমি। তোমাদের সব মন্দির হবে ভস্মীভূত। যে নির্বাচনপ্রথার উপর দাঁড়িয়ে আছ তোমরা তা সব উড়ে যাবে।

মেনে। খবরটা দয়া করে বল। মার্সিয়াস কি ভোলস্‌দের সঙ্গে যোগদান করেছে?

কমি। করেছে মানে? মার্সিয়াস এখন তাদের কাছে দেবতার মত। তিনি এখন আমাদের বিরুদ্ধে ওদের এক ভয়ঙ্কর অপদেবতার মত পরিচালনা করছেন আর ভোলস্‌রা মাছি বা প্রজাপতির পিছনে ছুটে চলা নিষ্ঠুর বালকের মত ছুটে আসছে আমাদের ধ্বংস করার জন্য।

মেনে। বেশ ভাল কাজ করেছ। তোমরা যারা জনগণের সমর্থনের উপর বেশী গুরুত্ব দাও তারা এবার বোঝ।

কমি। তিনি এখন সারা রোমকে কাঁপিয়ে তুলবেন।

ব্রুটাস। কিন্তু একথা সত্যি?

কমি। হ্যাঁ। সমস্ত অঞ্চলের লোক বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তারা বলছে ওদের এখন প্রতিরোধ করা মানে বোকামি, মানে বোকার মত মরা। মার্শিয়াসকে কে দোষ দেবে? তোমার আমার শত্রুরা ত তার সুযোগ নেবেই।

মেনে। সে যদি মহত্ত্বের বশে দয়া না করে তাহলে আমরা সবাই মরব, ধ্বংস হয়ে যাব একেবারে।

কমি। কিন্তু সে দয়া কে চাইবে? ট্রিবিউনরা লজ্জায় তা চাইতে পারবে না। জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এখন নেকড়ে বাঘ আর রাখালদের সম্পর্কের মত। আর তার বন্ধুরা যদি আজ তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করতে যায় তাহলে তারা শত্রু বলে মনে হবে তার কাছে।

মেনে। তা ঠিক। আজ যদি সে আমার বাড়িতে আগুন লাগায় তাহলেও আমি তার কাছে গিয়ে বলতে পারব না এ কাজ করো না।

কমি। তোমরা রোমের উপর এমন ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নিয়ে এলে যার থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই।

সিসি ও ব্রুটাস। আমরা এনেছি একথা বলো না।

মেনে। তাহলে কে আনল? আমরা? আমরা ত তাকে ভালবাসতাম। কিন্তু তোমরাই পশুর মত কাপুরুষের মত জনগণকে দিয়ে তাকে শহর থেকে বার করে দিয়েছ অপমান করে।

কমি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তারাই আজ আবার তাঁকে উল্লাসের সঙ্গে বরণ করে নেবে এ শহরে। তুলিয়াস অফিদিয়াস এখন এক অনুগত কর্মচারির মত তাঁর আদেশ মান্য করে চলেছে। আজ মরিয়া হয়ে তাঁদের প্রতিরোধ করাই হবে রোমের একমাত্র প্রতিরক্ষা নীতি।

একদল নাগরিকের প্রবেশ

মেনে। ঐ আসছে পঙ্গপালের দল। ওদের সঙ্গে অফিদিয়াস আছে কি? তোমরা হচ্ছ সেই লোক যারা কোরিওলেনাসের নির্বাসনকালে তোমাদের মাথার দুর্গন্ধযুক্ত টুপীগুলোকে উড়িয়ে রোমের বাতাস দূষিত করেছিলে। আজ সে আসছে। আজ একটি সৈনিকও তাকে বাধা দেবে না। আজ তোমাদের কারো মাথার একগাছা চুলও খাড়া হয়ে উঠবে না তার প্রতিরোধে। আজ তোমাদের প্রত্যেককে সে ধরাশায়ী করবে। আজ যদি সে এক আগুনে আমাদের সকলকেই পুড়িয়ে মারে তাহলেও বলার কিছুই নেই। আমরা তার যোগ্য।

নাগ। বিশ্বাস করুন আমরা অনেক ভয়ঙ্কর খবর শুনছি।

১ম নাগ। আমার তরফ থেকে বলতে পারি যখন তাঁকে নির্বাসিত করা হয় তখন আমি বলেছিলাম, এটা দুঃখের কথা।

২য় নাগ। আমিও তাই বলেছিলাম।

৩য় নাগ। আমিও তাই বলেছিলাম। আমার মত অনেকেই তাই বলেছিল।

আমরা তখন তাঁর নির্বাসনে স্বেচ্ছায় মত দিলেও এটা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হয়েছিল।

কমি। হে জনগণ, তোমরা বড় মজার বস্তু।

মেনে। তোমরা অতি উত্তম কাজ করেছ। চল, রাজধানীতে যাই।

কমি। এ ছাড়া আর কি করা যাবে? (কমিনিয়াস ও মেনেনিয়াসের প্রস্থান)

সিসি। যাও, তোমরা সব বাড়ি যাও। ভয় করো না। একদল লোক আছে যারা উপরে ভয় করলেও ভিতরে ভিতরে আনন্দিত হবে এ ঘটনায়।

১ম নাগ। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন। চল বাড়ি যাই। যখন তাঁকে নির্বাসিত করা হচ্ছিল তখন আমি বলেছিলাম এটা অন্যায় কাজ হচ্ছে।

২য় নাগ। আমিও তাই বলেছিলাম। কিন্তু এখন চল বাড়ি যাই।

(নাগরিকদের প্রস্থান)

ব্রুটাস। আমি কিন্তু ভাল বুঝছি না।

সিসি। আমিও না।

ব্রুটাস। এ খবরকে কেউ যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিতে পারে তাহলে আমি আমার বিষয় সম্পত্তির অর্ধেক তাকে দান করব। চল রাজধানীতে যাই।

সিসি। চল যাই। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। রোমের অনতিদূরে এক যুদ্ধশিবির।
অফিদিয়াস ও তার সামরিক সহকারীর প্রবেশ

অফি। ওরা কি সবাই সেই রোমের পিছনেই ছুটে চলেছে?

সহকারী। লোকটার মধ্যে কি যে যাদু আছে স্যার তা জানি না, তবে দেখছি প্রতিটি সৈনিক সব সময় শুধু তার কথা বলছে, তার গুণগান করছে। ফলে আপনার গৌরব ও কৃতিত্ব সব ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

অফি। এখন আমি আর কিছু করতে পারি না। যে পরিকল্পনা আমি নিজে খাড়া করেছি তাকে খর্ব না করা পর্যন্ত কিছু হবে না। যখন আমি তাকে প্রথম আলিঙ্গন করেছিলাম তার থেকে এখন সে বেশী অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে। তবে তার স্বভাবটা কিন্তু হঠাৎ পরিবর্তিত হয় না। যে কাজের প্রতিকার করতে পারব না সে কাজ সহ্য করতেই হবে আমাকে।

সহ। তবু বলছি স্যার, আপনি হয় সমস্ত সৈন্যদলের পরিচালনার ভার নিজের হাতে নিয়ে নিন অথবা ওর উপর ছেড়ে দিন, ভাগাভাগি করবেন না।

অফি। আমি বুঝেছি তোমার কথা। যদিও সে বীর বিক্রমে ভোলস্‌ রাজ্যের হয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, ড্রাগনের মত ভয়ঙ্করভাবে যুদ্ধ করছে, যদিও সে অনেক কিছু বলেছে তথাপি সে এমন একটা কাজের ফাঁক রেখেছে যার জন্য তার সঙ্গে একদিন আমার হবে চরম মোকাবিলা। তাতে হয় তার ঘাড় ভাঙবে অথবা আমার ভাঙবে।

সহ। সে কি আপনাকে কোনদিন রোমে নিয়ে যাবে?

অফি। রোমের সকলেই ত তার বশীভূত। সামন্তরা, পৌরপিতাগণ, সিনেট সদস্যগণ সকলেই তাকে ভালবাসে। সকলেই তার লোক। আর তার বিরোধী ট্রিবিউনরা ত আর যোদ্ধা নয়। জনগণের মতের কোন স্থিরতা নেই ; একদিন যারা তাকে নির্বাসিত করেছে আজ তারাই তাকে বরণ করে নেবে। আমার মনে হয় রোমে সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। প্রথমে সে ছিল রোমের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কিন্তু যে অহঙ্কার মানুষের দৈনন্দিন সুখশান্তিকে দূষিত করে দেয়, যে বিচারবুদ্ধির ত্রুটি সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মানুষকে, যে স্বভাবকে মানুষ কোন মতেই পরিবর্তিত করতে পারে না—এই তিনটি চরিত্রগত ত্রুটির কোন একটি অথবা তিনটিই একসঙ্গে মিলে মিশে তাকে করে তুলেছে এমন ভয়ঙ্কর এবং ঘৃণার বস্তু। আর তার ফলে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হয় তাঁকে। কিন্তু তার আবার গুণও আছে। আসলে আমাদের গুণাবলীর সকল সত্যতা নির্ভর করে সময়ের উপর। সময়বিশেষে মানুষের সকল ক্ষমতা সকল কৃতিত্বের গৌরব ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আগুনের দ্বারা আগুন, অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্র, অধিকারের দ্বারা অধিকার এবং শক্তির দ্বারা শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং হে কায়াস, তুমি রোম জয় করেও সুখী হবে না। তুমি রয়ে যাবে নিঃস্ব রিক্ত। অতএব শীঘ্র বশীভূত হও আমার।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম। বারোয়ারীতলা।

মেনেনিয়াস, কমিনিয়াস, সিসিনিয়াস, ব্রুটাস ও অন্যান্যদের প্রবেশ

মেনে। না আমি যাব না। যে একদিন তার সহকারী সেনানী ছিল, যে তার একদিন কত প্রিয় ছিল তাকে সে কি বলেছে তা শুনেছ ? সে আমাকে পিতার মত ভক্তি করত। কিন্তু তাতে কি হয়েছে। যারা একদিন তাকে নির্বাসিত করেছিলে তারা আজ যাও তার সামনে, নতজানু হয়ে কাতর আবেদন জানাওগে। সে যখন কমিনিয়াসের কথা শোনেনি তখন আমি যাব না।

কমি। তিনি আমাকে দেখে চিনতেই পারলেন না।

মেনে। শুনতে পাচ্ছ ?

কমি। তিনি আমাকে একদিন নাম ধরে ডাকতেন। আমাদের পূর্ব পরিচয়ের কথা আমি বললাম। তাঁকে কোরিওলেনাস বলে কত ডাকলাম। কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর যেন কোন নাম নেই, কোন পরিচয় নেই। জলন্ত

রোমের আগুনে তিনি যেন তাঁর সব নাম পুড়িয়ে ফেলতে চান।

মেনে। তোমরা তুজন ট্রিবিউন, খুব ভাল কাজ করেছ। মনে রাখার মত কাজ করেছ।

কমি। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, ক্ষমা যেখানে অপ্রত্যাশিত সেখানে ক্ষমা করা কত বড় মহৎ কাজ। তখন তিনি বললেন, তুমি এমন এক রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আবেদন জানাচ্ছ যে রাষ্ট্র আমাকে দিয়েছে নির্বাসনের শাস্তি।

মেনে। এ ছাড়া আর কি সে বলবে ?

কমি। আমি তখন তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুদের প্রতি তাঁর মমতা জাগাবার চেষ্টা করলাম। তখন তিনি বললেন একটা নোংরা স্তূপের ভিতর থেকে তু একজনকে বাছাই করা সম্ভব নয়, তুই একটা দানার জন্য অবাঞ্ছিত খড় বিচালিকে না পুড়িয়ে রেখে দেওয়া যায় কি ?

মেনে। তুই একটা দানা! আমি, তার মা, স্ত্রী, তার সন্তান—সব হচ্ছে দানা। আর তোমরা ট্রিবিউনরা হচ্ছ নোংরা স্তূপ। আজ তোমাদের জন্যই আমাদের সকলকে পুড়ে মরতে হবে।

সিসি। ধৈর্য ধরুন। যদি এই বিপদের দিনে আপনি আমাদের সাহায্য করতে না পারেন তাহলে অন্ততঃ তিরস্কার করবেন না আমাদের। কিন্তু এটা নিশ্চিত জানবেন আপনি যদি দেশের পক্ষ থেকে আবেদন জানান তাহলে আপনার জিহ্বা বা বাকপটুতা সৈন্যদলের থেকে বেশী কার্যকরী হবে।

মেনে। না, আমি এ ব্যাপারে কোন মধ্যস্থতা করব না।

সিসি। দয়া করে তার কাছে একবার যান।

মেনে। আমাকে কি করতে হবে ?

ব্রুটাস। রোমের জন্য মার্সিয়াসের উপর আপনার স্নেহ ভালবাসার পরীক্ষা করবেন।

মেনে। যদি কমিনিয়াসের মত আমাকেও ফিরিয়ে দেয় মার্সিয়াস ? যদি বিফলমনোরথ হয়ে তুঃখিত ও আশাহত চিত্তে ফিরে আসতে হয় আমাকে ?

সিসি। তথাপি আপনার এই শুভেচ্ছা ও সদিচ্ছার জন্য রোমবাসীগণ কৃতজ্ঞ থাকবে আপনার প্রতি।

মেনে। ঠিক আছে, আমি যাব। মনে হয় সে আমার কথা শুনবে। কিন্তু সে তার ঠোঁট কামড়ে কমিনিয়াসের কথা না শুনেই তাকে বিদায় দিয়েছে একথা মনে করে আমার তুঃখ হয়। তবে সে তখন খালি পেটে ছিল বলেই এমন হয়েছে। পেটে উপযুক্ত খাবার ও পানীয় না পড়লে আমাদের মন ভাল হয় না, আর আমরা তখন কাউকে কিছু দিতে বা ক্ষমা করতে পারি না। সুতরাং তার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে অনুরোধ করব না। তার খাওয়ার পরই যাব আমি তার কাছে।

ব্রুটাস। কিভাবে তার মধ্যে করুণার উদ্রেক করতে হয়। পথ আপনার জানা আছে।

মেনে। আমার উপর বিশ্বাস রাখো, আমি যাব। দেখ কি হয়। আমি এতে সফল হব কিনা তা না জেনেই আমি যাব। (প্রস্থান)
কমি। তিনি ওঁর কথা শুনবেন না।
সিসি। শুনবে না ?
কমি। আমি জানি তিনি বসে আছেন স্বর্ণ সিংহাসনে। তাঁর দু চোখ রক্তের মত লাল। তিনি রোমকে পুড়িয়ে ছারখার না করে ছাড়বেন না। আমি তাঁর সামনে নতজানু হলে তিনি আমাকে উঠিয়ে সরিয়ে দিয়ে পরে লিখে জানালেন কি করবেন না করবেন। জানালেন, কিভাবে তিনি শপথের সর্তের দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং আমার সব আশা ব্যর্থ হলো। একমাত্র তাঁর মা ও স্ত্রী গিয়েই দেশের প্রতি তাঁর মমতা জাগাতে পারে তাঁর অন্তরে। অতএব চল, তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের এ বিষয়ে অনুরোধ করিগে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। রোমের সম্মুখস্থ স্থানে ভোলস্‌দের শিবির।
কয়েকজন প্রহরীসহ মেনেনিয়াসের প্রবেশ

১ম প্রহরী। কোথা হতে আসছ তুমি ?
২য় প্রহরী। দাঁড়াও। তুমি ফিরে যাও।
মেনে। তোমরা কর্তব্যপরায়ণ প্রহরীর মতই প্রহরায় নিযুক্ত আছ। কিন্তু আমিও একজন রাজকর্মচারী এবং কোরিওলেনাসের সঙ্গে কিছু কথা বলতে এসেছি।
১ম প্রহরী। কোথা হতে আসছ ?
মেনে। রোম থেকে।
১ম প্রহরী। তোমাকে ফিরে যেতেই হবে। রোমের কোন লোকের সঙ্গে আমাদের সেনাপতি দেখা করবেন না।
২য় প্রহরী। কোরিওলেনাসের সঙ্গে তোমার কথা বলার আগেই দেখবে তোমাদের রোম আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।
মেনে। বন্ধুগণ, যদি তোমরা তোমাদের সেনাপতিকে কখনো রোম বা তাঁর বন্ধুদের নাম করতে শুনে থাক তাহলে আমার নামও অবশ্যই শুনে থাকবে। আমার নাম মেনেনিয়াস।
১ম প্রহরী। চলে যাও, এ নামের কোন অর্থ এখানে নেই।
মেনে। আমার কথা শোন ভাই। তোমাদের সেনাপতি আমার প্রিয়জন। আমি তাকে ছোট থেকে জানি। সুতরাং আমাকে যেতে দাও।
১ম প্রহরী। আমি বলে দিচ্ছি স্যার, তুমি ঢোকার জন্য যত মিথ্যা কথা বল না কেন তুমি ঢুকতে পাবে না।
মেনে। মনে রেখো, আমার নাম মেনেনিয়াস, আমি সব সময়েই তোমার সেনাপতির দলে কাজ করে এসেছি।
২য় প্রহরী। তুমি যত মিথ্যা কথাই বল না কেন, আমি সত্যি কথা বলে

দিচ্ছি, তোমার ভিতরে যাওয়া চলবে না। সুতরাং ফিরে যাও।

মেনে। তাঁর কি খাওয়া হয়ে গেছে? খাওয়া না হলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব না।

১ম প্রহরী। তুমি একজন রোমান না?

মেনে। হ্যাঁ। তোমার সেনাপতির মত আমিও রোমান।

১ম প্রহরী। তাহলে তাঁর মত তুমিও রোমকে ঘৃণা কর। একদিন তোমাদের যে ত্রাণকর্তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছ, বিদেশী শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছ প্রতিরক্ষার ভার, আজ নারীর মত আর্তনাদ করতে এসেছ তার কাছে? যে জ্বলন্ত আগুনে রোম জ্বলছে সে আগুন তোমার এই দুর্বল নিঃশ্বাসের দ্বারা নেবাতে পারবে না। তুমি ভুল করছ, তার থেকে রোমে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। আমাদের সেনাপতি তোমাদের কোন ক্ষমা করবেন না।

মেনে। তোমাদের সেনাপতি যদি জানতে পারে, আমি এখানে এসেছি তাহলে সে আমাকে খাতির করবে।

১ম প্রহরী। আমাদের সেনাপতি তোমাকে চেনে না। তিনি তোমাকে গ্রাহ্যই করবেন না। চলে না গেলে আমি কিন্তু তোমার রক্তপাত করে ছাড়ব।

মেনে। না না, আমার কথা শোন—

কোরিওলেনাস ও অফিদিয়াসের প্রবেশ

কোরিও। কি ব্যাপার?

মেনে। এবার দেখ, আমি তোমাকে হুকুম করব। তোমার মত একজন সামান্য প্রহরী আমাকে আমার পুত্র কোরিওলেনাসের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। এবার তুমি মৃত্যু অথবা কঠিনতর কোন শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। (কোরিওলেনাসের প্রতি) স্বর্গের দেবতারা তোমাকে সুখী করুন এবং তোমার বৃদ্ধ পিতা মেনেনিয়াসের মতই তোমাকে স্নেহাশীর্বাদে ধন্য করুন। হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আমাদের আগুনে পুড়িয়ে মারার আয়োজন করেছ। আমি আসতে চাইছিলাম না, কিন্তু যখন দেখলাম আমি ছাড়া কারো কথায় তুমি টলবে না তখন চলে এলাম। এবার তুমি রোম আর তার অধিবাসীদের ক্ষমা করো। দেবতারা তোমার ক্রোধকে প্রশমিত করুন। সে ক্রোধের আগুন বরং এই লোকটার উপর বর্ষিত হোক যে আমাকে এখানে ঢুকতে দেয়নি।

কোরিও। চলে যাও এখান থেকে।

মেনে। সেকি! চলে যাব!

কোরিও। স্ত্রী, মা, সন্তান, আমি কাউকে চিনি না। এখন আমার সমস্ত কর্মক্ষমতা অপরের হাতে উৎসর্গীকৃত। যদিও প্রতিশোধবাসনাটা আমার তথাপি তা প্রশমিত করার ক্ষমতা আমার হাতে নেই, আছে ভোলস্‌দের

হাতে। সুতরাং যাও। তোমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতার থেকে তোমার এই আবেদনের প্রভাব অনেক বেশী। তবু উপায় নেই। শুধু যেহেতু তোমায় একদিন ভালবাসতাম, সেই ভালবাসার খাতিরে একটা চিঠি দিচ্ছি। (একটা চিঠি দিল) আর কোন কথা তোমার শুনতে চাই না। অফিদিয়াস, এই লোকটিকে রোমে থাকাকালে আমি বড় ভালবাসতাম ; তবু দেখলে আমি মানতে পারলাম না ওর কথা।

অফি। তোমার মতের স্থিরতা আছে। (কোরিওলেনাস ও অফিদিয়াসের (প্রস্থান)

১ম প্রহরী। তোমার নাম কি মেনেনিয়াস ?

২য় প্রহরী। এবার বাড়ি ফিরে যাও। তোমার শাস্তির বহরটা এবার দেখলাম। কই আমি ত মূৰ্ছিত হয়ে পড়িনি।

মেনে। আমি তোমাদের বা তোমাদের সেনাপতির কোন কথাই গ্রাহ্য করি না। তোমার সেনাপতি যা খুশি করতে পারে। তবে আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের কপালে খুবই কষ্ট আছে। (প্রস্থান)

১ম প্রহরী। লোকটা সত্যিই মহান।

২য় প্রহরী। আমাদের সেনাপতি সত্যিই যোগ্য ব্যক্তি। তিনি পাহাড় বা ওক গাছের মতই শক্ত। বাতাসে এতটুকু কাঁপেন না বা টলেন না।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। কোরিওলেনাসের শিবিরের অভ্যন্তরভাগ।

কোরিও। আমরা আগামী কালই রোমের প্রাচীরের সম্মুখীন হব। আমাদের শত্রুদের বিধ্বস্ত করব। হে আমার প্রিয় সহকর্মী অফিদিয়াস, কিভাবে আমি এই যুদ্ধকার্য পরিচালনা করছি তা ভোলস্ রাজ্যের লর্ডদের কাছে বর্ণনা করবে।

অফি। তুমি একমাত্র তাঁদের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে গেছ। সাধারণ রোমবাসীদের কাতর আবেদনে সাড়া দাওনি, তোমার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল বন্ধুদের কোন কথা শোননি, কারো কোন ব্যক্তিগত কথায় কান দাওনি।

কোরিও। যে বৃদ্ধ লোকটিকে আমি একটু আগে ভগ্নহৃদয়ে রোমে পাঠিয়ে দিলাম তিনি আমাকে আমার পিতার থেকেও স্নেহ করতেন। উনি আমাকে দেবতার মত জ্ঞান করতেন। ওরা তাই ওঁকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কোন কথাই তাঁর রাখতে পারলাম না। আর কোন ব্যক্তিগত বন্ধু এলেও কারো কোন আবেদনেই আমি সাড়া দেব না। (ভিতরে চিৎকার) কিসের গোলমাল ? যে শপথ এইমাত্র করলাম সেই শপথ ভঙ্গ করার জন্য আবার কেউ কি প্রলুব্ধ করতে এল আমায় ?

শোকসূচক পোষাকপরিহিত অবস্থায় ভার্জিলিয়া, ভলিউমনিয়া, ভ্যালেরিয়া,

শিশু মার্সিয়াস ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

প্রথমে আমার স্ত্রী, তারপর আমার গর্ভধারিণী মা আর তাঁর কোলে তাঁর পৌত্র। কিন্তু হে স্নেহ, দূর হয়ে যাও আমার অন্তর থেকে। ছিন্ন হয়ে যাক প্রকৃতির সকল বন্ধন। অনমনীয়তার মত গুণ আর নেই। মুনির মন টলানো সুন্দর চোখের মোহপ্রসারী দৃষ্টিশরে আমি যদি স্থির থাকতে না পারি তাহলে কিসের আমার যোগ্যতা! আমার অন্তর বিগলিতপ্রায় হলেও আমি বিগলিত হতে দেব না, কারণ দৃঢ়তায় আমি জাগতিক যে কোন বস্তুর থেকেও বড়। আমায় নত হতে দেখে কে যেন বলছে, যেন বিরাট অলিম্পাস পর্বত সামান্য এক উইঢিবির সামনে নত হচ্ছে এক কাতর আবেদনে এবং আমার শিশুপুত্রের মধ্যেও রয়েছে এমন এক আবেদন যাতে প্রকৃতি নিজে সাড়া না দিয়ে পারবে না। তবু ভোলস্‌রা ধ্বংসের লাঙ্গল দিয়ে কর্ষণ করবে সারা রোমকে, কর্ষণ করবে সারা ইটালীকে। আমি অন্তরের কোন প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করব না। স্বাধীন স্বচ্ছ মানুষের মত আমি অবিগলিত রয়ে যাব সকল অবস্থাতে।

ভার্জি। হে আমার প্রভু এবং স্বামী!

কোরিও। এ চোখ ত সে চোখ নয় যা আমি রোমে থাকতে দেখেছি।

ভার্জি। যে দুঃখের বশে এখানে এসেছি আমরা সেই দুঃখের ফলে পরিবর্তন হয়েছে আমার চোখের।

কোরিও। কোন এক নির্বোধ অভিনেতার মত আমি ভুলে গিয়েছি আমার ভূমিকার কথা। না না, রোমকে আমায় ক্ষমা করতে বলো না। আমার প্রতিশোধবাসনার মতই মধুর এক চুম্বনে কতদিন আগে সিক্ত করে দিয়েছিলে আমার ওষ্ঠাধর। তারপর থেকে এই দীর্ঘ নির্বাসনকালে অপরিচুম্বিত রয়ে গেছে আমার সে ওষ্ঠ, আমার জননীর কাছে অপ্রণত রয়ে গেছে আমার মস্তক। হে আমার উদ্ধত জানু, সাধারণ পুত্র অপেক্ষা গভীরতর এক কর্তব্যবোধের ভারে আনত হও তুমি আমার মার সামনে। (নতজানু হলো)

ভলিউম। ওঠ, উঠে দাঁড়াও পুত্র। আজ আমিও এক কর্তব্যের খাতিরে নতজানু হচ্ছি তোমার কাছে।

কোরিও। একি, তুমি নতজানু হচ্ছ আমার কাছে! তাহলে সমুদ্র কূলবর্তী পাথরনুড়িগুলো আকাশের নক্ষত্রদের গ্রাস করুক, বিক্ষুব্ধ বাতাস দেবদারু গাছগুলোকে মাতিয়ে তুলে জ্বলন্ত আগুনের মত মধ্যাহ্নসূর্যকে অকালে আচ্ছন্ন করে ফেলুক।

ভলিউ। তুমি একজন যোদ্ধা যাকে আমি গর্ভে ধারণ করেছি। তুমি এই মেয়েটিকে জান?

কোরিও। ইনি হচ্ছেন পারনিকোডার মহীয়সী ভগিনী। দেবী ডায়েনার মন্দিরগাত্রসংলগ্ন তুষারকণার মতই ইনি পূতচরিত্র। এর নাম ভ্যালেরিয়া।

ভলিউ। তোমার জন্যই একেও আসতে হলো সময় নষ্ট করে।

কোরিও। মহান দেবতা জোভের নামে বলুন কী আপনার অভিপ্রায়। এই যুদ্ধের কালেও কোন লজ্জা বা কোন কলুষ যেন আপনাকে স্পর্শ করতে না পারে।

ভলিউ। এবার তুমি নতজানু হও বালক।

কোরিও। এ হচ্ছে আমার সাহসী পুত্র।

ভলিউ। এই পুত্র, তোমার স্ত্রী, এই নারী আর আমি নিজে তোমার কাছে আবেদন নিয়ে এসেছি।

কোরিও। শান্ত হও, আমার কথা শোন। একথা আগে যদি বলতে আমি তা রাখতে পারতাম। কিন্তু এখন আমার সজ্জিত সৈন্যদলকে ভেঙ্গে দিতে বলো না। রোমের সঙ্গে আবার মিলিত হতে বলো না। আমাকে অস্বাভাবিক কোন কাজ করতে বলো না। তোমাদের অর্থহীন প্রাণহীন যুক্তির শীতলতা দ্বারা আমার পবিত্র ক্রোধ ও প্রতিশোধবাসনার উত্তাপকে প্রশমিত করতে বলো না।

ভলিউ। আর কিছু বলতে হবে না। আমার কিছু না চাইতেই তুমি বলে দিয়েছ তুমি আমাদের কিছু দিতে পারবে না। আমাদের কোন অনুরোধ না রাখতে পারলে তোমার অহেতুক কঠোরতাই হবে তার জন্য দায়ী। সুতরাং আমাদের কথা শোন।

কোরিও। অফিদিয়াস এবং ভোলস্‌বাসীগণ, তোমরা জান আমি কোন রোমবাসীর কোন ব্যক্তিগত কথা শুনব না। আচ্ছা কী তোমার অনুরোধ?

ভলিউ। তোমার নির্বাসনের পর থেকে কিভাবে আমরা জীবন যাপন করেছি তা আমরা বলব না। একবার ভেবে দেখ, কত দুঃখে আজ এখানে এসেছি আমরা। মা তার পুত্রকে দেখবে, স্ত্রী তার স্বামীকে দেখবে, সন্তান তার পিতাকে দেখবে, দেখে তাদের দুচোখ আনন্দে পরিপ্লাবিত হয়ে উঠবে, তাদের অন্তর নেচে উঠবে—তাই তারা এত কষ্ট করে এসেছে তাদের দেশের সীমা অতিক্রম করে। এসেছে তাদের শত্রুর রাজধানীতে। তোমার জয়ের সঙ্গে যখন আমরাও বিজড়িত হয়ে রয়েছি তখন কি করে শুধু দেশের জন্য আবেদন জানাব তোমার কাছে? হয় আমাদের দেশকে হারাতে হবে অথবা তোমাকে হারাতে হবে। আমরা জানতে চাই কোন পক্ষ জয়লাভ করবে। কিসে তোমার জয় হবে। হয় যুদ্ধবন্দী হিসাবে তোমাকে রোমের রাজপথে ঘোরান হবে না হয় তুমি তোমার দেশের নারী ও শিশুর রক্তপাত করে বিজয় গৌরবে দেশের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে চাই না। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে উভয় পক্ষের প্রতি সমানভাবে সুবিচার করার জন্য যে অনুরোধ আমি তোমায় করছি তা যদি রক্ষা করতে না পার তাহলে এখন অভিযান শুরু করো তোমার, তাহলে তোমার জননী যে গর্ভে ধারণ করেছে তোমায় সেই গর্ভ পদদলিত করে তুমি চলে যাও।

ভার্জি। আমিও যে গর্ভে তোমার পুত্রকে ধারণ করেছি সে গর্ভ পদদলিত

করে যাও।
বালক মার্সি। আমাকে কিন্তু তুমি পা দিয়ে মাড়িয়ে যেতে পারবে না, তাহলে আমি ছুটে পালাব, আর বড় হলে যুদ্ধ করব।
কোরিও। কোন নারী বা শিশুর স্নিগ্ধ মুখ দেখে আমি যেন বিচলিত না হই। (উঠে দাঁড়িয়ে)
ভলিউ। না না। এমনভাবে চলে যেও না। আমরা যদি তোমায় রোমানদের বাঁচিয়ে ভোলস্‌দের ধ্বংস করার জন্য কোন অনুরোধ করে থাকি তাহলে তোমার সম্মানের পক্ষে তা হানিকর বলে আমাদের ধিক্কার দিতে পার। আমাদের আবেদন এই যে উভয়পক্ষের মধ্যে এক মিলনসেতু রচনা করো। যাতে ভোলস্‌রা বলতে পারে, আমরা দয়া করলাম আর রোমানরা বলতে পারে আমরা সে দয়া গ্রহণ করলাম, যাতে উভয়পক্ষই পরস্পরকে অভিনন্দিত করতে পারে পরম শান্তিতে তার ব্যবস্থা করো। তুমি জান পুত্র, যুদ্ধের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে যদি তুমি এ যুদ্ধে রোম জয় করো তাহলে তোমার সে জয় হবে অভিশপ্ত, তাহলে ভবিষ্যতের মানুষ ঘৃণার সঙ্গে তোমার কথা স্মরণ করে বলবে লোকটি ছিল মহান, কিন্তু তার শেষের কাজটা ভাল হয়নি, সে তার নিজের দেশকেই ধ্বংস করেছে। এতে তুমি নিজের সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করেছ, দেবতার মহিমাকে কলুষিত করেছ। কী, কথার উত্তর দাও। কথা বল। হে বালক, তুমি কিছু বল। আমাদের যুক্তির থেকে তোমার শিশুসুলভ সরলতায় কাজ হতে পারে। যদি আমার অনুরোধ অন্যায় হয় তাহলে বল আর তা যদি না হয় তাহলে বুঝব তুমি সৎ নও এবং তাহলে দেবতারা তোমায় অভিশাপ দেবেন, তাহলে বুঝব মার প্রতি কর্তব্য তুমি পালন করছ না। তাহলে বলব কোরিওলেনাস অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে আমাদের আবেদন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করল না। শেষবারের মত একবার অনুরোধ করে রোমে ফিরে যাচ্ছি। রোম পুড়ে ছারখার না হওয়া পর্যন্ত আর কোন কথা বলব না। পুড়ে যাওয়ার পর কিছু বলব। (মার হাত ধরল কোরিওলেনাস)
কোরিও। মা, শোন মা। তুমি যা বলেছ সে কথা দেবতারা আকাশের ওপার হতে মুখ বার করে শোনেন, তুমি তোমার পুত্রের মনকে সত্যিই বিচলিত করে তুলেছ। শোন অফিদিয়াস, আমি ঠিকমত যুদ্ধ না করলেও সম্মানজনক শর্তে সন্ধি করব। বল তুমি যদি আমার জায়গায় থাকতে তাহলে মার কথা না শুনে বা তাঁর আবেদন মঞ্জুর না করে থাকতে পারতে?
অফি। আমিও বিচলিত হয়ে পড়েছি।
কোরিও। আমি তা জানি। আমার চোখে করুণার অশ্রু নির্গত করা সহজ ব্যাপার নয়। যাই হোক, শোন কী ধরনের সন্ধি তুমি চাও তা আমায় বল। পরামর্শ দাও। আমি কিন্তু রোমে আর যাব না। আমি তোমার সঙ্গেই ফিরে যাব। শুধু তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করো।

অফি। (কোরিওলেনাসকে আড়ালে ডেকে) আমি এটা দেখে খুশি হলাম যে তুমি দয়া আর সম্মানকে পৃথকভাবে মর্যাদা দিলে। আমি কিন্তু দয়ারই বেশী পক্ষপাতী।

কোরিও। (নারীদের প্রতি) তাহলে একে একে সব ঠিক হয়ে যাবে। সন্ধির শর্তগুলো ঠিক হলে আমরা দুজনেই সাক্ষর করব। এস, তোমরাও ভিতরে এস। জেনে রেখো ইটালি ও রোম সাম্রাজ্যের কোন শক্তিই এই শান্তিস্থাপন করতে পারত না।

চতুর্থ দৃশ্য। রোম। বারোয়ারীতলা।
মেনেনিয়াস ও সিসিনিয়াসের প্রবেশ

মেনে। পথের ধারে ঐ পাথরটা দেখছ ?

সিসি। হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে ?

মেনে। যদি ঐ পাথরটাকে তোমার আঙুল দিয়ে সরিয়ে ফেলতে পার তাহলে বুঝতে হবে তার মা তাকে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারবে। কিন্তু আমার মনে হয় সম্ভব হবে না। আমাদের গলা কাটা যাবেই।

সিসি। আচ্ছা এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা মানুষের স্বভাবের এমন আমূল পরিবর্তন কিভাবে হতে পারে ?

মেনে। এতদিন যে সরীসৃপজাতীয় জীব ছিল, এখন তার পাখা গজিয়েছে।

সিসি। সে তার মাকে খুবই ভালবাসত।

মেনে। সে একদিন আমাকেও ভালবাসত। কিন্তু আজ সে আট বছর বয়স্ক এক অশ্বশাবকের মত সে তার মাকেই ভুলে গেছে। সে যখন হাঁটে এঞ্জিনের মত পদভরে পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়ে হাঁটে। সে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের মত ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত। সে কোন কিছু আদেশ করতে না করতে তা সম্পন্ন হয়ে যায়। সে ঈশ্বর চায় না, শুধু চায় অনন্ত রাজ্যসুখ আর স্বর্গের সিংহাসন।

সিসি। ঠিক তাই বটে। আসল কথাই তাই।

মেনে। আমি তার চরিত্রটা চিত্রিত করলাম। দেখ, তার কাছ থেকে তার মা কি দয়া নিয়ে আসে। আমার মনে হয় বাঘের মধ্যে যেমন দুধ পাওয়া যায় না তেমনি তার মধ্যেও দয়া পাওয়ার কোন আশা নেই। আর এটা হলো শুধু তোমার জন্য।

সিসি। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন।

মেনে। না, দেবতারা আমাদের মঙ্গল করতে পারেন না। যখন আমরা তাকে নির্বাসিত করেছিলাম তখন আমরা দেবতাদের কথা স্মরণ করিনি। আজ যখন সে আমাদের গলা কাটতে আসল তখন ঈশ্বরও আমাদের কথা মনে রাখলেন না।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। স্যার যদি আপনি প্রাণ বাঁচাতে চান তবে বাড়ি চলে যান। জনগণ আপনার সহকর্মী অন্য এক ট্রিবিউনকে বলেছে এবং 'উঠ বস' করাচ্ছে আর বলছে মেয়েরা যদি সুসংবাদ আনতে না পারেন তাহলে ট্রিবিউনদের তিলে তিলে হত্যা করা হবে।

অন্য এক দূতের প্রবেশ

সিসি। কি সংবাদ?

২য় দূত। সুসংবাদ আছে। নারীরা সফল হয়েছেন তাঁদের কাজে। ভোলস্‌রা সৈন্য সরিয়ে নিয়েছে, মার্সিয়াস চলে গেছে। এত বড় আনন্দের দিন রোমের ইতিহাসে কোনদিন দেখা দেয়নি, এমন কি যখন টারকুইনকে বিতাড়িত করা হয় সেদিনও না।

সিসি। বন্ধু, এ সংবাদ কি সত্য?

৩য় দূত। সূর্যের উত্তাপ আছে একথা যেমন সত্য তেমনি সত্য এ সংবাদ। শুনতে পাচ্ছ না নগরদ্বারের দিকে কিভাবে ছুটে চলেছে উল্লসিত জনস্রোত? (জয়ভেরী) বিভিন্ন বাদ্যবাজনার উচ্চ শব্দ সূর্যকেও নাচিয়ে দিচ্ছে। (ভিতর হতে জনতার উল্লাস শোনা যাচ্ছে)

মেনে। সংবাদটা তাহলে সত্য। যাই অভিনন্দন জানাইগে নারীদের। ভলিউমনিয়া একা এ রাজ্যের সমস্ত কনসাল, সিনেটর ও ট্রিবিউনদের সমকক্ষ। সবার চেয়ে সে বেশী যোগ্য। (উল্লাসের শব্দ)

সিসি। প্রথমে তোমার এ সুসংবাদ দানের জন্য ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তারপর আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ গ্রহণ করো। ওঁরা বোধ হয় শহরের কাছাকাছি এসে গেছেন।

২য় দূত। ওঁরা এতক্ষণ প্রায় নগরদ্বারে প্রবেশ করেছেন।

সিসি। আমরা ওঁদের অভ্যর্থনা জানাব। আনন্দোৎসবে যোগদান করব।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। রোম। নগরদ্বারের সন্নিকটস্থ রাজপথ।
দুজন সিনেটরসহ ভলিউমনিয়া, ভার্জিলিয়া, ভ্যালেরিয়ার
প্রবেশ। সঙ্গে অন্যান্য লর্ডগণ।

১ম সিনেটর। হে মহান ললনাগণ, জনতার উল্লাস দর্শন করুন। তারা আনন্দে পবিত্র অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করছে, দেবতাদের উদ্দেশ্যে ফুল ছড়াচ্ছে। মার্সিয়াসের মাতাকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে মার্সিয়াসের প্রতি প্রচণ্ড নির্বাসনদণ্ডের অবসান ঘোষণা করছে উল্লসিত কণ্ঠে। বল উচ্চৈঃস্বরে, স্বাগত নারীগণ।

সকলে। স্বাগত নারীগণ। (জয়ঢাকের বাদ্য)

ষষ্ঠ দৃশ্য। কোরিওলি শহর। বারোয়ারীতলা।
অনুচরবর্গসহ তুলিয়াস অফিদিয়াসের প্রবেশ

অফি। যাও, লর্ডদের খবর দাওগে আমি এখানে আছি। এই কাগজটা তাঁরা পড়ে যেন বাজারের সামনে আসেন যেখানে আমি সকলের সামনে এই শপথের কথা ঘোষণা করব। আমি তাকে অভিযুক্ত করছি এবং এই অভি-যোগের কথা ঘোষকের দ্বারা শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। (অনুচরদের প্রস্থান)

অফিদিয়াসের দলভুক্ত তিন চারজন ষড়যন্ত্রকারীর প্রবেশ

স্বাগত।

১ম ষড়। কি খবর সেনাপতি?

২য় ষড়। স্যার, আপনি যদি আপনার সেই পরিকল্পনামত কাজ করেন তাহলে আমরা আপনাকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করব।

অফি। পারব কি না জানি না। তবে জনতা কি চায় তা দেখে এগোব।

৩য় ষড়। আপনাদের মধ্যে যতদিন মতভেদ থাকবে ততদিন জনগণ অনিশ্চিত অবস্থায় দো-টানাটানির মধ্যে পড়ে থাকবে। একজনের পতন ঘটবেই, অন্যজন অবশ্যই সব ক্ষমতার অধিকারী হবে।

অফি। আমি তা জানি এবং তার প্রতি চরম আঘাত হানার জন্য এক চমৎকার যুক্তি খাড়া করেছি। আমিই তাকে তুলেছিলাম। আমি আমার সমস্ত সম্মান বন্ধক দিয়েছিলাম তার জন্য। এইভাবে সে উপরে উঠে আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। আগে সে ছিল অনমনীয় স্বভাবের এবং অত্যধিক দুর্বিনীত, হঠাৎ সে তোষামোদের রসসিঞ্চনে তার নবারোপিত উচ্চাভিলাষের বৃক্ষটিকে বাড়িয়ে তুলতে থাকে দিনে দিনে।

৩য় ষড। স্যার, এই অনমনীয়তার জন্য সে কনসালের পদ পেয়েও হারায়।

অফি। আমি জানি। নির্বাচিত হয়ে সে আমার কাছে এসে আমার তরবারির সামনে তার গলদেশ স্থাপন করে। আমি তখন তাকে সাদরে গ্রহণ করে আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীতে পরিণত করি তাকে। আমার যথাসর্বস্ব ও সৈন্যদল দিয়ে তার ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে রূপদান করার ব্রত গ্রহণ করি। ভুল করে তার যশের পথ উন্মুক্ত করে দিই। পরে তার পদমর্যাদার সমান অংশীদার না হয়ে আমি সামান্য অনুচরে পরিণত হই। সে আমাকে এমনভাবে চোখ রাঙায় যাতে মনে হয় আমি তার অধীনস্থ একজন ভাড়াটে সৈন্য।

১ম ষড়। সে ঠিক তাই করেছিল। এতে সৈন্যরা আশ্চর্য হয়ে যায়। যখন সে রোমের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় তখন আমরা স্বভাবতই আশা করেছিলাম জয়ের গৌরব।

অফি। সে গৌরব পেতে পেতেও পেলাম না। তার জন্যই আমি তাকে আঘাত হানব। মিথ্যা বাক্যের মত অতিসুলভ নারীর সামান্য কয়েক বিন্দু অশ্রু আমাদের এই বিরাট অভিযানের সমস্ত শ্রম ও রক্তপাত ব্যর্থ করে দিল।

সুতরাং তাকে মরতেই হবে। তার মৃত্যুর পর আমি আবার শুরু করব আমার কাজ।

(জনতার উল্লাস ও জয়গান)

১ম ষড়। আপনার নিজের শহরে আপনি প্রবেশ করার সময় কোন অভ্যর্থনা পেলেন না আর উনি প্রবেশ করার সময় অভ্যর্থনার ঠেলায় আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

২য় ষড়। আর সেই বোকাগুলো যাদের ছেলেদের ও হত্যা করেছে তারাই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে তার জয় ঘোষণা করছে।

৩য় ষড়। সুতরাং জনগণকে হাত করার জন্য সে কিছু বলতে পারার আগেই তাকে হত্যা করুন এবং আপনার এ কাজকে আমরা সমর্থন করব। তার সব যুক্তি দেহের সঙ্গে সঙ্গে সমাহিত করে দিন।

অফি। আর কোন কথা বলো না। লর্ডরা আসছেন।

লর্ডদের প্রবেশ

লর্ডগণ। আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাই আমরা সকলে।

অফি। কিন্তু এ অভ্যর্থনার আমি ত যোগ্য নই। আমি যে চিঠি আপনাদের লিখেছিলাম তা কি আপনারা ভাল করে পড়েননি ?

লর্ডরা। হ্যাঁ পড়েছি।

১ম লর্ড। তা পড়ে দুঃখিত হয়েছি। যেখানে শুরু করার কথা সেখানে উনি শেষ করে দিলেন। শত্রুপক্ষের সমর্পণ যেখানে ছিল অবধারিত সেখানে উনি সন্ধি করতে গেলেন কেন ?—এ কাজের কোন মার্জনা নেই।

অফি। ঐ উনি আসছেন। ওঁর মুখ থেকেই শুনুন।

বাদ্যসহকারে জনতার পুরোভাগে কোরিওলেনাসের প্রবেশ

কোরি। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন মাননীয় লর্ডগণ, আমি আপনাদের অনুগত সৈনিক হিসাবেই ফিরে এসেছি। ফিরে এসেছি আমার স্বদেশের কাতর অনুনয়ে কোনরূপ বিচলিত না হয়ে। আপনাদের মহান আদেশ আজও শিরোধার্য করে রেখেছি আমি। আপনারা হয়ত জানেন অভিযানরত অবস্থায় আমরা বিজয় গৌরবে প্রবেশ করেছিলাম রোমনগরীর অভ্যন্তরে। আমরা যে সন্ধি করেছি তার শর্তে আমাদের এ্যান্টিয়েট যেমন যথেষ্ট সম্মান ও গৌরব লাভ করেছে তেমনি তা লজ্জার কারণ হয়েছে রোমের পক্ষে। আমি সেই সন্ধিপত্র আপনাদের সকলের অনুমোদন ও সাক্ষরের জন্য দাখিল করছি।

অফি। হে মহান লর্ডগণ, আপনারা এ সন্ধিপত্র পাঠ করুন। তবে এই বিশ্বাসঘাতককে বলে দিন যে সে আপনাদের প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।

কোরিও। বিশ্বাসঘাতক ?

অফি। হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতক মার্সিয়াস।

কোরিও। মার্সিয়াস !

অফি। হ্যাঁ কায়াস মার্সিয়াস। তুমি কি মনে করো যে কোরিওলি শহর জয়

করে এ নাম তুমি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলে সেই কোরিওলি শহরে বসে তোমাকে সেই নামে অভিহিত করব? হে মাননীয় রাষ্ট্রপ্রধানগণ, সে ইচ্ছামতভাবে আপনাদের দ্বারা প্রদত্ত কাজের ভার ঠিকমত পালন না করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনাদের অধিকৃত রোম শহর কয়েক বিন্দু লবনাক্ত অশ্রুর বিনিময়ে বিলিয়ে দিয়েছে সে তার মা ও স্ত্রীকে। পচা রেশমের বন্ধনের মত তার শপথ ভঙ্গ করে যুদ্ধের রীতিকে লঙ্ঘন করে সামান্য এক ধাত্রীর অশ্রুতে বিচলিত হয়ে সে আপনাদের অমূল্য বিজয় গৌরবকে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে। নিম্নপদস্থ ভৃত্যগণ পর্যন্ত লজ্জা পেয়েছে তার এই কাজে. যে কোন হৃদয়বান ব্যক্তি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়েছে পরস্পরের মুখপানে।

কোরিও। হে রণদেবতা মার্স, তুমি শুনছ এসব কথা?

অফি। হে অশ্রুসুলভ বালক, আর দেবতাদের নাম উচ্চারণ করো না।

করিও। হা।

অফি। খুব হয়েছে, আর না।

কোরিও। মিথ্যাবাদী, তোমার এই সব মিথ্যা অপবাদ আমার অন্তরকে সহ্যসীমা অতিক্রম করতে বাধ্য করছে। আমি 'বালক'! ক্রীতদাস কোথাকার! আমায় ক্ষমা করবেন লর্ডগণ। জীবনে এই প্রথম আমাকে ভর্ৎসনা সহ্য করতে হলো। আশা করি আপনারা বিচারে এমন রায় দান করবেন যাতে মিথ্যা প্রমাণিত হবে ওর সব কথা। তারপর আমার আঘাতে ও সমাধিগহ্বরের মধ্যে যেতে বাধ্য হবে আর ওর সঙ্গে সঙ্গে ওর যত কিছু মিথ্যাও সমাহিত হবে।

১ম লর্ড। আপনারা উভয়েই শান্ত হোন। আমার কথা শুনুন।

কোরিও। হে ভোলস্‌বাসী, আমাকে তোমরা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেল। আমি বালক! মিথ্যাবাদী কুকুর কোথাকার? আমার প্রকৃত ইতিহাস লেখা হলে দেখবি একদিন আমি একা এই কোরিওলি শহরে সমস্ত ভোলস্‌বাসীকে ভীত সন্ত্রস্ত করে পাখির মত উড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিলাম। তখন কোথায় ছিলি তুই?

অফি। যে কথা আপনাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় সেকথা বলে ও বড়াই করছে আপনাদের সামনে। তবু আপনারা চুপ করে আছেন?

ষড়যন্ত্রকারীগণ। ওকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক তার জন্য।

জনগণ। এই মুহূর্তে ওকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেল। ও আমাদের পুত্র কন্যাকে মেরেছে। ও আমার কাকাকে হত্যা করেছে। ও আমার বাবাকে মেরেছে।

২য় লর্ড। শান্ত হও তোমরা। লোকটি সত্যিই মহান। পৃথিবীজোড়া ওঁর খ্যাতি। ওঁর শেষ ভুলের জন্য বিচার হবে। দাড়াও অফিদিয়াস, শান্তিকে বিঘ্নিত করো না।

কোরিও। যদি আমি অফিদিয়াসকে একবার পেতাম, সঙ্গে ওর ছটা অফিদিয়াস এমন কি, ওর সমগ্র জাতি থাকলেও আমার এই তরবারির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতাম!

অফি। দুর্বিনীত শয়তান!

ষড়। মার মার। (ষড়যন্ত্রকারীগণ তরবারি বার করে আঘাত করতে থাকলে কোরিওলেনাস পড়ে গেল। অফিদিয়াস তার উপর দাঁড়াল।

লর্ডগণ। থাম, থাম।

অফি। আমাকে বলতে দিন।

১ম লর্ড। ও তুলিয়াস।

২য় লর্ড। তুমি যা করলে তাতে বীরত্ব লজ্জায় কাঁদবে।

৩য় লর্ড। ওঁর দেহটাকে মারাবে না। সকলে শান্ত হও। তোমাদের অস্ত্র সংবরণ করো।

অফি। হে মাননীয় লর্ডগণ, যখন আপনারা শুনবেন ও আপনাদের পক্ষে কতখানি বিপদের কারণ ছিল তখন ওর এই মৃত্যুতে আনন্দ করবেন। আপনারা দয়া করে আমায় আইন পরিষদে ডাকবেন। সেখানে আপনাদের বিচার আমি অনুগত ভৃত্যের মত মেনে নেব।

১ম লর্ড। ওঁর মৃতদেহটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। ওঁর জন্য শোক পালন করো। ওর এই মৃতদেহকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করে সমাধি-ভূমিতে নিয়ে যাবে।

২য় লর্ড। উনি অধৈর্যবশতঃ অফিদিয়াসের অনেকখানি অপরাধ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে গেলেন।

অফি। আমার সমস্ত ক্রোধ এখন অপগত। আমি মর্মাহত। তিনজন উচ্চপদস্থ সৈনিক এবং আমিও তাদের মধ্যে একজন ওর এই মৃতদেহ বহন করবে এস। শোকসূচক বাদ্যের ব্যবস্থা করো। যদিও এই শহরের অনেক নারীকে উনি একদিন বিধবা ও সন্তানহীনা করেছেন তথাপি তাঁর মহান স্মৃতি চিরঅক্ষুন্ন থাকবে সকল মানুষের মনে।

(কোরিওলেনাসের শবাধারসহ সকলের প্রস্থান)

কিং হেনরি দি এইটথ্

নাটকের চরিত্র

রাজা অষ্টম হেনরি
কার্ডিনাল উলসি
কার্ডিনাল ক্যাম্পিয়াস
ক্যাপুসিয়াস : সম্রাট পঞ্চম চার্লস্‌এর রাষ্ট্রদূত
ক্র্যানমার : ক্যাণ্টারবেরির আর্কবিশপ
নরফোকের ডিউক
বাকিংহামের ডিউক
সাফোকের ডিউক
আর্ল অফ সারে
লর্ড চেম্বারলেন
লর্ড চ্যান্সেলার
গার্ডিনার : উইঞ্চেস্টারের বিশপ
লিঙ্কনের বিশপ
লর্ড এ্যাবারগেভেনি
লর্ড স্যাণ্ডিস্
স্যার হেনরি গিল্ডফোর্ড
স্যার টমাস লাভেল
স্যার এ্যানথনি ডেনি
স্যার নিকোলাস ভক্স
উলসির সচিব
ক্রমওয়েল : উলসির ভৃত্য
গ্রিফিথ : রাণীর পুরুষ ভৃত্য
তিনজন ভৃত্য
ডাক্তার বাটস্ : রাজবৈদ্য
গার্টার : রাজপ্রহরী
বাকিংহামের ডিউকের ঘোষক
ব্র্যাণ্ডন : সার্জেণ্ট
আইন পরিষদের দারোয়ান
দ্বারপাল ও তার লোক
গার্ডিনারের ভৃত্য
ঘোষক
রাণী ক্যাথারিন : রাজা হেনরির প্রথমা স্ত্রী
এ্যানীবুলেন : প্রথমে দাসী ও পরে রাণী
জনৈক বৃদ্ধা : এ্যানীবুলেনের বান্ধবী
পেসেন্স : রাণী ক্যাথারিনের সহচরী,
লর্ড মেয়র, অল্ডারমেন, লর্ডগণ ও সম্ভ্রান্ত মহিলাবৃন্দ, রাণীদের পরিচারিকাগণ, প্রহরী ও অনুচরবর্গ, প্রেতগণ।

ঘটনাস্থল : লণ্ডন ; ওয়েস্টমিনিস্টার ; কিম্‌বোলটন

প্রস্তাবনা

আমি আর আজ তোমাদের হাসাতে আসিনি। চিন্তাভাবনাপূর্ণ এমন এক গুরুগম্ভীর দৃশ্যের অবতারণা করব আমি যা দেখলে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠবে তোমাদের চোখ। দর্শকদের মধ্যে যারা মনে কষ্ট পাবে তারাই এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পার। আর যারা টাকা খরচ করে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য

আনন্দ করতে আসে তাদের সে টাকাও বৃথা যাবে না। আমি দেখব এই দুই-ঘণ্টার মধ্যে তারা যে টাকা খরচ করবে তা যেন বৃথা না যায়। যদি কেউ বিচিত্রবর্ণের পোষাকপরা ভাঁড়ের ভাঁড়ামিতে ভরা হালকা রসিকতাপূর্ণ নাটক দেখতে আসেন তাহলে তিনি হতাশ হবেন। কারণ হে দর্শকবৃন্দ, একথা জেনে রাখবেন, আমরা যদি ভাঁড়ামি আর মারামারিতে ভরা কোন নাটক দেখানোটাকেই বাহাদুরি বলে মনে করি তাহলে তাতে শুধু আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অপচয় ঘটবে না, তাতে আমরা অনেক সমঝদার বন্ধুকেও হারাব। সুতরাং দর্শকদের মধ্যে যারা সুখী ব্যক্তি, যারা বিত্তবান ও যশস্বী ব্যক্তি তাঁরাও আমাদের কথামত একটু বিষণ্ণ হবার চেষ্টা করুন। মনে ভাবুন এই নাট্যকাহিনীতে উপস্থাপিত যে সব চরিত্র দেখছেন তারা জীবন্ত মানুষ। মনে রাখবেন, তাঁরা ব্যক্তি হিসাবে মহান হলেও সাধারণ হাজার হাজার মানুষের মতই শোকদুঃখ জর্জরিত। আরও মনে রাখবেন, যে যত বড়ই হোক না কেন দুঃখের হাত হতে পরিত্রাণ নেই তার। তাদের দুঃখ দুর্দশা চোখে দেখেও যদি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারেন আপনারা তাহলে বলব বিয়ের দিন ও সবচেয়ে আনন্দের দিনেও কোন লোক স্বচ্ছন্দে কাঁদতে পারে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।
একদিকে নরফোকের ডিউক ও অন্য দরজা দিয়ে বাকিংহামের
ডিউক ও লর্ড এ্যাবারগেভেনির প্রবেশ

বাকিং। সুপ্রভাত। ঠিক সময়েই দেখা হলো। ফ্রান্সে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে কেমন আছ?

নরফোক। আপনি শারীরিক সুস্থ আছেন দেখে আমি সুখী হলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ফ্রান্সে যা দেখেছি তার প্রশংসা না করে পারছি না।

বাকিং। আন্দ্রের উপত্যকায় যখন দুটি গৌরবময় শক্তি সম্মিলিত হলেন যাঁদের দেশের আলো বলা চলে, তখন সহসা অসময়ে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হয়ে থাকি ঘরের মধ্যে।

নরফোক। তাঁরা হলেন গাইন ও আন্দ্রে। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম তাঁরা যখন ঘোড়ার উপর থেকে অভ্যর্থনা জানালেন পরস্পরকে। তারপর তাঁরা ঘোড়া থেকে নেমে আলিঙ্গন করেন দুজনে দুজনকে।

বাকিং। আমি কিন্তু তখন সারাক্ষণ আমার রোগের দ্বারা বন্দী হয়ে ছিলাম।

নরফোক। তাহলে ত পৃথিবীর এক বিরাট গৌরবজনক দৃশ্য উপভোগ করতে

পারলে না। জাঁকজমক দেখে লোকে বলছিল, এমন জাঁকজমক কখনো দেখিনি। জাঁকজমকের দিক থেকে কোনদিন ফরাসীরা ইংরেজদের তুচ্ছতায় ম্লান করে দিচ্ছিল, আবার কোনদিন ইংরেজরা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল ফরাসীদের। দুই দলের দুই জন সমান ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল রাজা জয় পরাজয়ের দোলায় দুলছিলেন প্রতিক্ষণে।

বাকিং। তুমি বাড়িয়ে বলছ।

নরফোক। যা বলছি সত্য বলছি। সেই রাজকীয় দৃশ্য ছিল এমনই ঐশ্বর্যমণ্ডিত যে মুখে তার কথা বলতে গেলে তার গৌরব ক্ষুন্ন হয়ে যাবে।

বাকিং। এই জাঁকজমকপূর্ণ ক্রীড়ানুষ্ঠান কে পরিচালনা করেছিল শুনি ?

নরফোক। এই ধরনের অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজন কি ?

বাকিং। বল না কে করেছিল ?

নরফোক। ইয়র্কের শ্রদ্ধেয় কার্ডিনাল।

বাকিং। শয়তান তাকে যত তাড়াতাড়ি পারে গ্রাস করুক। তার উচ্চাভিলাষের গ্রাস থেকে কারো কোন ধনসম্পত্তিই মুক্ত নয়। ওর মত লোক কারো কোন উপকার করতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

নরফোক। তা বটে। উত্তরাধিকারসূত্রে কোন সুযোগ সুবিধা তিনি বড় হবার জন্য পাননি। কোন কর্মসূত্রে রাজপরিবারের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারেননি। তাই তাঁকে মাকড়সার মত আপন লালারস দিয়ে জাল তৈরি করে পথ করে এগিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর এই কর্মদক্ষতা ঈশ্বরপ্রদত্ত এবং এদিক দিয়ে রাজার পরেই তাঁর স্থান।

এ্যাবার। জানি না কোন সে ঈশ্বর তাকে এ ক্ষমতা দান করেছে। সেটা অন্য কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলবেন। তবে আমি দেখি তাঁর প্রতিটি কথায় ও কাজে এক তীব্র অহঙ্কার ঝরে পড়ছে। নিশ্চয় নরকের কোন এক শয়তান তাঁকে এ অহঙ্কার যোগাচ্ছে অথবা তিনি নিজেই নিজের মধ্যে এক নরক তৈরি করে নিয়েছেন।

বাকিং। রাজার কোন অনুমতি না নিয়েই তিনি রাজার অনুচরবর্গের একটা তালিকা তৈরি করেন।

এ্যাবার। আমি তা জানি। আমার আত্মীয়রা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাকিং। ফ্রান্সের পথে রাজার সঙ্গী হবার জন্য অনেকে প্রস্তুত হতে গিয়ে সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করে ফেলেছে।

নরফোক। দুঃখের সঙ্গে আমি চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছি যে ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে যে মূল্য আমাদের দিতে হচ্ছে তাতে আমাদের পোষাবে না।

বাকিং। যে ঝড় আমাদের দেশের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তারপর প্রত্যেকটি মানুষ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এ ঝড়ের আঘাতে শান্তির সাজানো পোষাকটা ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবে।

নরফোক। ঠিক তাই হয়েছে। ফরাসীরা চুক্তি ভঙ্গ করে আমাদের দেশের বণিকদের বুর্দোতে আটক করেছে।
এ্যাবার। এই কারণেই কি ওদের রাষ্ট্রদূত চুপ করে আছে?
নরফোক। হ্যাঁ, তাই।
এ্যাবার। অনেক বেশী মূল্য দিয়ে কেনা শান্তির এই হচ্ছে পরিণতি।
বাকিং। আর এই সব শান্তিচুক্তির কাজ কার্ডিনালই সব করেন তাঁর নিজের হাতে।
নরফোক। তুমি চাও কি না তা জানি না, তবে সরকার তোমার সঙ্গে কার্ডিনালের মতপার্থক্যের কথা জানতে পেরেছে। যেহেতু আমি তোমার সম্মান আর নিরাপত্তা দুটোই চাই, আমার অনুরোধ শোন, তুমি কার্ডিনালের মধ্যে তোমার প্রতি হিংসার ভাবটা লক্ষ্য করো। আর তাঁর মত একজন মন্ত্রীর পক্ষে তোমার প্রতি তাঁর ঘৃণাকে চরিতার্থ করার মত ক্ষমতার অভাব হবে না। তুমি তাঁর স্বভাব জান, তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ; তাঁর তরবারি কত তীক্ষ্ণ তা জান। তাঁর এই তরবারির আঘাত যেমন অব্যর্থ তেমনি সুদূর-প্রসারী। সুতরাং আমার কথা মন দিয়ে শোন। এই যে উনি এখানেই আসছেন। যে পাহাড় থেকে তোমাকে দূরে সরে যেতে বলছি সে পাহাড় তোমার কাছেই আসছে।

প্রহরী ও সচিবগণসহ কার্ডিনাল উলসির প্রবেশ
প্রবেশ পথে উলসি ও বাকিংহাম দৃষ্টি বিনিময় করল পরস্পরের মধ্যে।

উলসি। বাকিংহামের ডিউকের ঘোষক না?
১ম সচিব। হ্যাঁ স্যার।
উলসি। পরে তাঁর বিষয়ে আরও অনেক কিছু জানা যাবে আর তখন তাঁর বড় চোখ অনেক ছোট হয়ে যাবে। (দলবলসহ উলসির প্রস্থান)
বাকিং। কশাইএর কুকুরটার মত মুখটা ওর বিষে ভরা। সে মুখের মত জবাব দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তার থেকে ওই ঘুমন্ত কুকুরকে না জাগানোই ভাল।
নরফোক। কী, তুমি রেগে গেছ? ঈশ্বরের কাছে ধৈর্য চাও। তোমার এই রোগের পক্ষে এখন ধৈর্যই দরকার।
বাকিং। আমি তার দৃষ্টির মধ্যে দেখেছি এক অদ্ভুত ঔদ্ধত্য, ক্রুর আনন্দ আর ছলনা। সে এখন রাজার কাছে যাবে। আমিও যাব তার পিছু পিছু।
নরফোক। থাম ভাই। যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো, কেন তুমি সেখানে যাবে। খাড়াই পাহাড়ে উঠতে হলে প্রথমে ধীরে উঠতে হয়। ক্রোধ হচ্ছে উত্তপ্ত বেগবান অশ্বের মত; তার লাগাম শিথিল করে দিলে আপন গতিবেগে আপনিই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আত্মস্থ হও। আমি এ বিপদে পড়লে তুমিও আমাকে এই উপদেশই দান করতে প্রকৃত বন্ধুর মত।

বাকিং   আমি রাজার কাছে যাব। তার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত জবাব দেব। আমাদের শত্রুতার কথা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করব।

নরফোক। আমার কথা শোন। সে কথা প্রকাশ করে নিজেকে এ ভাবে চিহ্নিত করে তুলো না। অনেক সময় আমরা আমাদের অতি দ্রুত বেগের জন্য যার জন্য ছুটে যাই সেই লক্ষ্যবস্তুকে হারাই। যে আগুন মদ তৈরি করে সে আগুনের উত্তাপ বাড়িয়ে দিলে সে মদ নষ্ট হয়। তুমি নিজেকে নিজে যত ভাল বোঝাতে পারবে তত ভাল বোঝাতে কেউ পারবে না। একমাত্র উপযুক্ত যুক্তির জলসিঞ্চনেই তোমার ক্রোধের উত্তাপকে প্রশমিত করতে পার।

বাকিং। তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি তোমার কথামত চলব। কিন্তু এই উদ্ধত অহঙ্কারী লোকটাকে ভালভাবেই আমি জানি। জানি সে দুর্নীতিপরায়ণ এবং রাষ্ট্রদ্রোহী।

নরফোক। দুর্নীতিপরায়ণ একথা বলো না।

বাকিং। আমি রাজার কাছে একথা শপথ করে বলব। ও হচ্ছে ধর্মের নামাবলী গায়ে দেওয়া এক ধূর্ত খেঁকশেয়াল, একটা নেকড়ে, এক ক্ষতিকর প্রাণী। ও-ই আমাদের রাজাকে বাধ্য করেছে এই সন্ধি করতে।

নরফোক। তা অবশ্যই বটে।

বাকিং। আমার কথা বিশ্বাস করো। এই চতুর কার্ডিনালই সন্ধির শর্তগুলো নিজের হাতে লেখে। আর তার কথামতই সে শর্ত সমর্থিত হয় রাজার দ্বারা। যেহেতু কাউন্ট কার্ডিনাল এটা করেছে সেই হেতু এটা ভাল। সম্রাট চার্লস তার পিসী এ রাজ্যের রাণীকে দেখতে আসার ভাণ করে উলসির সঙ্গে দেখা করেন। চার্লস মনে করেন এই সাক্ষাৎকার হতে তিনি লাভবান হবেন। গোপনে উলসিকে হাত করায় তাঁর সাক্ষাৎকারের আবেদন না জানাতেই মঞ্জুর হয়ে যায়। চার্লস ভেবেছেন তিনি উলসির মাধ্যমে আমাদের রাজার অনুসৃত নীতি ও কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন করতে পারবেন। কিন্তু আজ রাজার জানা উচিত যে উলসি তাঁর সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তার ইচ্ছামত সুবিধামত কেনাবেচা করছে।

নরফোক। আমি একথা শুনে দুঃখিত এবং আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ।

বাকিং। একটা শব্দও আমি মিথ্যা বলিনি। সে আসলে যা আমি তাই বলছি।

ব্র্যাণ্ডন ও দুই তিনজন রক্ষীসহ জনৈক সশস্ত্র সার্জেন্টের প্রবেশ

ব্র্যাণ্ডন। সার্জেন্ট, আপনি আপনার কাজ করুন।

সার্জেন্ট। স্যার ডিউক অফ বাকিংহাম, আপনাকে মহারাজের আদেশে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করছি।

বাকিং। ষড়যন্ত্রের জাল তাহলে এবার আমার উপর এসে পড়ল। আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেল।

ব্র্যাণ্ডন। আমি এজন্য দুঃখিত স্যার, রাজার ইচ্ছানুসারে আপনাকে টাওয়ারে যেতে হবে বন্দী অবস্থায়।
বাকিং। আমার নির্দোষিতার কথা বলে কোন লাভ হবে না। এমন অপবাদের কালি আমার উপর নিক্ষেপ করা হয়েছে যার দ্বারা আমার চরিত্রের সকল শুভ্র গুণাবলী কালো হয়ে যাবে। ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই হোক। ঠিক আছে আমি রাজার আদেশ মেনে নিচ্ছে। বিদায় লর্ড এ্যাবারগেভেনি।
ব্র্যাণ্ডন। না না, উনিও আপনার সঙ্গেই যাবেন। (এ্যাবারগেভেনির প্রতি) রাজার অন্য আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আপনাকেও টাওয়ারে থাকতে হবে।
এ্যাবার। ডিউকের মত আমিও বলছি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমি রাজার আদেশ মেনে নিলাম।
ব্র্যাণ্ডন। এই হচ্ছে রাজার পরোয়ানা। এতে সই আছে আরও অনেকের যেমন লর্ড মোতাকিউত, জন ছ লা কার প্রমুখ—
বাকিং। থাক থাক। ওঁরা হচ্ছেন ষড়যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।
ব্র্যাণ্ডন। চার্তারোর একজন মঠাধ্যক্ষ।
বাকিং। ও, উনি কি নিকোলাস হপকিনস্‌ ?
ব্র্যাণ্ডন। হ্যাঁ, তিনিই।
বাকিং। মহান কার্ডিনাল তাঁকে নিশ্চয় টাকা দিয়ে বশীভূত করেছেন। তিনি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। আমার জীবন আগেই চলে গেছে। আমি যেন বাকিংহামের প্রতিচ্ছায়া যে তার গৌরবময় জীবন-সূর্যকে ম্লান করে এক প্রাণহীন প্রেতমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। বিদায় হে লর্ড।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। পরিষদ কক্ষ।
বাদ্যধ্বনি। স্যার টমাস লাভেল ও অন্যান্য সামন্তসহ কার্ডিনাল উলসির কাঁধে ভর দিয়ে রাজা অষ্টম হেনরির প্রবেশ। রাজার দক্ষিণ দিকে তাঁর পদতলে উলসির উপবেশন।

রাজা। আমার সমস্ত প্রাণ ও অন্তরাত্মা তোমাকে আমার জন্য কষ্ট স্বীকারের জন্য ধন্যবাদ দান করছে। আমি এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলাম। তুমি সে ষড়যন্ত্র দমন করেছ। এখন বাকিংহামকে আমার কাছে ডাক। আমি স্বয়ং তাঁর মুখ থেকে সব স্বীকারোক্তির কথা শুনব। তিনি তাঁর রাষ্ট্রদ্রোহিতার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যক্ত করবেন।
(ভিতরে গোলমালের শব্দ শোনা যায়, 'রাণী, সরে যাও!' সকলেই একথা বলতে থাকে। ডিউক অফ নরফোক ও সাফোকসহ রাণী ক্যাথারিনের প্রবেশ। রাণী রাজার সম্মুখে নতজানু হতেই রাজা সিংহাসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে রাণীকে চুম্বন করে তাঁর পাশে বসালেন)

রাণী ক্যাথা। না, আমাকে নতজানু হতেই হবে, কারণ আমি একজন আবেদনকারিণী।

রাজা। ওঠ, আমার পাশে আসন গ্রহণ করো। তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী; সুতরাং আমার রাজক্ষমতার অর্ধাংশ তোমার অধিকারে। তোমার আবেদনের অর্ধাংশ তুমি নিজেই মঞ্জুর করতে পার আর বাকি অর্ধাংশ তুমি বলার আগেই আমি তা মঞ্জুর করে দিলাম। বল তুমি কি চাও। আমি তাই দেব।

রাণী ক্যাথা। ধন্যবাদ হে রাজন। তুমি নিজেকে ভালবাসবে এবং সেই ভালবাসার খাতিরে তুমি তোমার সম্মান বা মর্যাদা ত্যাগ করবে না, এই হচ্ছে আমার আবেদন।

রাজা। হে আমার রাণী, বলে যাও।

রাণী ক্যাথা। অনেকেই আমার কাছে অনুযোগ করেছে, রাজ্যের প্রজারা অতিশয় বিক্ষুব্ধ; তাদের অনেক অভাব অভিযোগ আছে। তাদের উপর এমন সব চাপ দেওয়া হয়েছে যাতে তাদের রাজভক্তির ভিত্তি টলে গেছে। শুনুন লর্ড কার্ডিনাল, আপনাকেই তারা এই সব অবিচারের উৎস হিসাবে ভাবে, তাই আপনাকেই তারা ধিক্কার দেয় বেশী। তবে আমাদের রাজাও—ঈশ্বর তাঁর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখুন—তাদের অশালীন মন্তব্য ও তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার ভাষা হতে পরিত্রাণ পাননি। হ্যাঁ সত্যি সত্যিই তারা এমন সব মন্তব্য করে যাতে মনে হচ্ছে তাদের অধৈর্য রাজানুগত্যের শেষ সীমা অতিক্রম করে বিদ্রোহের পর্যায়ে নিয়ে উপনীত হয়েছে।

নরফোক। মনে হচ্ছে নয়, সত্যিই তাই। তাঁতীদের উপর এমনভাবে করের বোঝা চাপানো হয়েছে যাতে তারা কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়ে তারা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তাই তারা বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে।

রাজা। করের বোঝা? কোন কর? লর্ড কার্ডিনাল, আমার সঙ্গে তোমার উপরেও যখন দোষারোপ করা হয় তুমি এই করের কথা কিছু জান?

উলসি। না স্যার, আমি রাজ্যের অন্যান্য বিষয় দেখাশোনা করি।

রাণী ক্যাথা। না, আপনি এ বিষয়ে অপরের থেকে জানেন না ঠিক। কিন্তু তারা জানে আপনিই এই সব কর আদায়ের সমস্ত পরিকল্পনা করে থাকেন। তা যদি না করে থাকেন তাহলে তারা বৃথাই গালাগালি করে থাকে আপনাকে।

রাজা। কর আদায়? কিসের কর আদায়। আমাকে জানতে দাও।

রাণী ক্যাথা। আমি হয়ত তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছি। কিন্তু তুমি যে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দান করেছ আমি তার সাহসেই এত কথা বলছি। প্রজাদের বিক্ষোভের কারণ এই যে তাদের আয়ের একের ছয় ভাগ অবিলম্বে কর হিসাবে দান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধই হচ্ছে এর কারণ। এর ফলে রাজার প্রতি আনুগত্য হারিয়ে

ফেলেছে প্রজারা। যেখানে একদিন রাজার জন্য প্রার্থনা করত আজ সেখানে তারা অভিশাপ দিচ্ছে রাজাকে। আমার তাই অনুরোধ, তুমি যত শীঘ্র সম্ভব সুবিবেচনার সঙ্গে তাদের এই ব্যাপারটা দেখ। এটা বিশেষ জরুরী।

রাজা। আমার জীবনের বিনিময়ে শপথ করে বলছি আমি এর কিছুই জানি না।

উলসি। আমি এ বিষয়ে একমাত্র নিজের মতেই কাজ করেছি। তবে অবশ্য আমার সে মত বিচারকদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। যারা আমাকে জানে না বা আমার গুণাবলীর কোন খবর রাখে না, তারা যদি আমার সমালোচনা করে তাহলে বুঝতে হবে সেটা আমার দুর্ভাগ্য। তাহলে বুঝতে হবে যে কোন গুণবান ব্যক্তিকেই এ দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হবে। কিন্তু ঈর্ষাকাতর সমালোচকদের ভয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা বন্ধ করে দেওয়া কখনই উচিত নয়। সমুদ্রে ভাসমান কোন সুসজ্জিত জাহাজ দেখে কোন হিংস্র মাছ যদি তার পিছু পিছু ধাওয়া করে তাহলে তাতে সে মাছের কোন লাভ হয় না। অনেক সময় আমরা যে সব ভাল কাজ করি আমাদের দুর্বল সমালোচকরা তা খারাপ ভেবে উড়িয়ে দেন ; আবার অনেক সময় আমাদের খারাপ কাজকে ভাল বলে চিৎকার করেন। আমাদের উচিত যেখানে আমরা বসে থাকি সেইখানে স্থিরভাবে বসে থাকা।

রাজা। কাজটা ভালভাবে এবং নির্ভীকভাবে করা হয়েছে তা বুঝলাম। কিন্তু ও কাজের কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। যে কাজের কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই বা আইনানুগ নয় সে কাজের বোঝা আমার প্রজাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাই না। প্রজারূপ বৃক্ষদের দেহ থেকে ডালপালা সব ছেঁটে নিলে তারা যে শুকিয়ে যাবে। প্রতিটি জেলায় লোক পাঠিয়ে দাও। সেখানে যে কেউ এই করভারের প্রতিবাদ করবে তাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে অব্যাহতি দেওয়া হয় এই কর থেকে। আর এ কাজের ভার আমি তোমারই হাতে দিলাম।

উলসি। (সচিবের প্রতি) একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে। রাজার এই মার্জনার কথা প্রতিটি জেলাশাসকের কাছে চিঠি লিখে জানিয়ে দাও। করভার পীড়িত জনসাধারণ কিছু জানতেই পারবে না যে এতে আমার কোন হাত আছে। বরং তারা বুঝবে আমারই মধ্যস্থতায় রাজা এই মকুব করেছেন। এর পর কি করতে হবে তা তোমায় বলে দেব। (সচিবের প্রস্থান)

অভিযোগকারীর প্রবেশ

রা. ক্যাথা। বাকিংহামের ডিউক তোমার অসন্তোষভাজন হয়ে পড়েছেন একথা জেনে দুঃখিত হলাম।

রাজা। একথা অনেকেরই দুঃখের কারণ। ভদ্রলোক শিক্ষিত এবং ভাল বক্তা। তিনি অনেক সদ্‌গুণে ভূষিত এবং অনেককেই শিক্ষা দেবার যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু সেই সব সদ্‌গুণ এখন সব দোষে পরিণত হয়ে তাঁকে দুর্নীতি-

পরায়ণ করে তুলেছে। এই ভদ্রলোক একদিন তাঁর আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। আজ তাঁর মুখ থেকেই সব কথা শুনতে পাবে।

উলসি। এইখানে দাঁড়াও। বাকিংহামের ডিউক সম্বন্ধে যেসব তথ্য সংগ্রহ করছে তা খুলে বল।

রাজা। অকুণ্ঠভাবে বল।

অভিযোগকারী। প্রথমতঃ প্রায় প্রতিটি দিন তিনি তাঁর কথাবার্তার মধ্যে বলে থাকেন রাজা যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান তাহলে তিনি তাঁর রাজদণ্ডটাও হাতে করে নিয়ে যাবেন অর্থাৎ রাজা এমনই ক্ষমতাপ্রিয়। একথা তাঁকে তাঁর জামাতা এ্যাবারগেভেনির কাছে আমি নিজে বলতে শুনেছি। এছাড়া তিনি শপথ করে বলেছেন তিনি কার্ডিনালের উপর প্রতিশোধ নেবেন।

উলসি। একথার মধ্যে তাঁর যে হিংসাত্মক মনোভাব ফুটে উঠেছে তা লক্ষ্য করুন মহারাজ। তাঁর এই হিংসা আপনাকে ছাড়িয়ে আপনার বন্ধু ও হিতাকাঙ্খীদেরও স্পর্শ করেছে।

রা. ক্যাথা। মাননীয় লর্ড কাডিনাল, আপনি সব কথা ব্যক্ত করুন।

রাজা। বল, একথা তিনি কোন তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলেছেন ?

অভি। নিকোলাস হেন্টন নামে এক ব্যক্তির ভবিষ্যদ্বাণীকে ভিত্তি করেই তিনি একথা বলেছেন।

রাজা। কে সেই হেন্টন ?

অভি। চার্তারোর একজন মঠবাসী।

রাজা। তুমি কিভাবে একথা জানলে ?

অভি। আপনি ফরাসী দেশে যাবার আগে পর্যন্ত একথা শুনিনি। একদিন ডিউক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন রাজার ফ্রান্স যাওয়া সম্পর্কে লণ্ডনের অধিবাসীরা কি বলছে। আমি তখন উত্তর করলাম, ফরাসীরা রাজার বিপদে ইন্ধন যোগাতে পারে। ডিউক বললেন, এটা অবশ্য অমূলক ভয়। তারপর বললেন, একজন মঠবাসী যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা সত্য হবে কি না। সেই মঠবাসী ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, রাজা বা উত্তরাধিকারী নন ডিউকই উন্নতি করবে, বলেছে ডিউক জনগণের ভালবাসা লাভ করবে এমন কি একদিন ইংলণ্ডের অধীশ্বর হতে পারবে।

রা. ক্যাথা। আমি যতদূর জানি তুমি একদিন ডিউকের কর্মচারি ছিলে এবং প্রজাদের অভিযোগক্রমেই তোমার চাকরি যায়। ভাল করে ভেবে দেখ, একজন মহৎ লোকের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে তুমি তোমার নিজের আত্মাকেই কলঙ্কিত করে তুলছ।

রাজা। তাকে বলতে দাও। নাও বল।

অভি। আমি আমার আত্মার নামে শপথ করে বলছি আমি যা বলছি সব সত্য। আমি তখন ডিউককে বললাম, সেই মঠবাসী নিশ্চয় কোন শয়তানের

দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, ওর কথা বিশ্বাস করে কোন কাজ করবেন না। কিন্তু উনি বললেন, এতে ত আমার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি আরও বললেন, অসুস্থ রাজার কিছু হলে কার্ডিনাল ও স্যার টমাস লাভেলের মাথা যাবে।

রাজা। আর কিছু বলার আছে?

অভি। গ্রীনউইচে থাকার সময় মহারাজ উইলিয়ম বালমার সম্পর্কে ডিউককে তিরস্কার করলে—

রাজা। সেই সময়কার কথাটা আমার মনে পড়েছে। কিন্তু বল, তারপর আর কি বলার আছে?

অভি। তিনি বললেন যদি তাঁকে টাওয়ারে বন্দী করে রাখা হয় এবং তিনি মনে করেন তা তাঁকে করা হবেই—তাহলে তাঁর পিতা রাজা রিচার্ডের প্রতি যে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন তিনিও আমাদের রাজার উপরে ঠিক সেই প্রতিশোধ নেবেন। তাঁর স্যালিসবেরিতে থাকার সময় রাজার কাছে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে আবেদন মঞ্জুর করা হলে তিনি তাঁর ছুরি আমূল বসিয়ে দিতেন রাজার বুকে।

রাজা। এক বিরাট বিশ্বাসঘাতক।

উলছি। এবার বলুন রাণীমা, এই ধরনের লোক কারাগারের বাইরে থাকলে রাজা কখনো নিরাপদে থাকতে পারেন?

রা. ক্যাথা। ঈশ্বর সব কিছুর প্রতিকার করুন।

রাজা। আমার মনে হয় তোমার আরও কিছু বলার আছে।

অভি। তারপর ডিউক এক হাতে তাঁর পিতার ছোরাটা ধরে আর এক হাতে তাঁর বুকের উপর রেখে এক ভয়ঙ্কর শপথ করে বসলেন। বললেন, তিনি তাঁর কঠিন সংকল্প সাধন করে দেখিয়ে দেবেন তাঁর পিতা একদিন যা পারেননি তিনি তাই করেছেন।

রাজা। সে তার ছুরি আমাদের বুকে বসাতে চেয়েছিল। সে অভিযুক্ত। তাকে এই বিচারসভায় ডাক। আইনের দৃষ্টিতে সে যদি ছাড়া পায় পাবে, আর তা যদি না পায় তাহলে আমাদের করার কিছু নেই। সে একজন পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতক, শঠ। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।

লর্ড চেম্বারলেন ও লর্ড স্যাণ্ডিসের প্রবেশ

চেম্বার। ফ্রান্স এইভাবে আমাদের রহস্যের মধ্যে নিয়ে যাবে এটা কি করে সম্ভব?

স্যাণ্ডিস নতুন প্রথা অনেক সময় হাস্যাস্পদ হলেও মানুষ তা অনুসরণ করে।

স্যার টমাস লাভেলের প্রবেশ

চেম্বার। কেমন আছেন? কি খবর স্যার টমাস লাভেল?

লাভেল। প্রাসাদদ্বারে যে বিচারের ঘোষণার কথা শুনলাম আমি এখন শুধু

সেই কথা ছাড়া আর কিছুই শুনছি না।

চেম্বার। কিসের বিচার ?

লাভেল। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের যে সব সমর্থক বীরেরা আমাদের এই রাজদরবারে এসে ঝগড়া বিবাদে ভরিয়ে তুলেছে সারা দরবারটাকে তাদের বিচার।

চেম্বার। একথা শুনে আমি আনন্দিত। এখন ফরাসী দেশের মহাশয়েরা জানুন ইংরেজ দরবারেও বিজ্ঞ বিচারক আছেন।

লাভেল। তাদের একথা সত্যিই বোঝা উচিত। যে কয়জন নির্বোধ ফরাসী এখানে পড়ে আছে তারা তাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে আবার নিজেদের দেশে ফিরে যাক। পুরনো খেলার সাথীদের কাছে গিয়ে খেলা করুক।

স্যাণ্ডিস। তাদের ব্যাধি অতিরিক্ত বেড়ে ওঠার আগেই তার ওষুধ দেওয়া দরকার।

চেম্বার। এই সব ফুলবাবুরা চলে গেলে আমাদের সমাজের মেয়েদের কী ক্ষতিই না হবে।

লাভেল। তা বটে, কারণ এই চতুর খানকির বেটারা কেমন করে গান গেয়ে মেয়ে পটাতে হয় তা জানে।

স্যাণ্ডিস। তারা চলে যাচ্ছে শুনে আমি খুশি। আমি একজন্‌ গ্রাম্য জমিদার; তাদের জ্বালায় অনেকদিন হলো আমোদপ্রমোদ সব ভুলে গেছি। তারা চলে গেলে আবার প্রাণ খুলে মনের সুখে গান গাইতে পারব, আবার মেয়েদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে ও তাদের গান শোনাতে পারব।

চেম্বার। ঠিক বলেছ স্যাণ্ডিস। স্যার টমাস কোথায় যাচ্ছেন এখন ?

লাভেল। কার্ডিনালের বাড়িতে। আপনিও ত সেখানে অন্যতম নিমন্ত্রিত।

চেম্বার। তা বটে। কার্ডিনাল আজ রাতে এক ভোজসভার আয়োজন করেছেন। সেখানে যত সব লর্ড ও সম্ভ্রান্ত সুন্দরী মহিলারা নিমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

লাভেল। ঐ যাজকটার মনটা কিন্তু খুব উদার। তাঁর সদয় দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত।

চেম্বাব। সত্যিই তিনি একজন মহৎপ্রাণ লোক। যে তাঁর সম্বন্ধে অন্য কথা বলে সেই কালামুখো নিঃসন্দেহে একজন নিন্দুক।

স্যাণ্ডিস। মানুষ কত বদান্যতা দেখাতে পারে তিনি যেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চেম্বার। তা বটে। চল চল, আমার দেরি হয়ে গেছে। চলুন স্যার টমাস, তা না হলে আমাদের খুব দেরি হয়ে যাবে। এরপর আমাকে আবার স্যার হেনরি গিল্ডফোর্ডের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

স্যাণ্ডিস। চল চল। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। লণ্ডন। ইয়র্ক প্লেসের একটি প্রশস্ত কক্ষ।
কার্ডিনালের সামনে একটি ছোট টেবিল ও অতিথিদের জন্য একটি বড় টেবিল পাতা। একটি দরজা দিয়ে অতিথিদের সঙ্গে এ্যানীবুলেনের প্রবেশ ও অন্য একটি দরজা দিয়ে স্যার হেনরি গিল্ডফোর্ডের প্রবেশ

গিল্ড। হে মাননীয় মহিলাবৃন্দ, বাড়ির মালিকের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি। আজকের এই নৈশভোজসভা আপনাদের জন্যই আয়োজিত। আশা করি আজ এখানে যে সব মহিলা উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা মন থেকে সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলেই এখানে এসেছেন। আশা করি, আমাদের এই সাদর অভ্যর্থনা, সুপেয় সুস্বাদু মদ্য আর সৎ সাহচার্য তাঁদের যথেষ্ট আনন্দ দান করবে।

লর্ড চেম্বারলেন, লর্ড স্যাণ্ডিস ও স্যার টমাস লাভেলের প্রবেশ

আসুন আসুন মাননীয় লর্ডগণ, আপনাদের আশায় এই মহতী ভোজসভার অতিথিবৃন্দ উন্মুখ হয়ে আছেন।
চেম্বার। স্যার হেনরি গিল্ডফোর্ড, আপনি বয়সে নবীন।
স্যাণ্ডিস। বাঃ, কার্ডিনাল দেখছি ভাল ভোজসভার আয়োজন করেছেন। এখানে অনেক সুন্দরী মহিলা যোগদান করেছেন।
লাভেল। আপনাদের লর্ড কার্ডিনাল যদি এই সব মহিলাদের দু একজনের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করতেন তাহলে ভাল হত।
স্যাণ্ডিস। তাহলে ত সহজেই তাদের প্রায়শ্চিত্ত হবে।
লাভেল। সহজে কেন?
স্যাণ্ডিস। বিছানাটা নিচু হলে তাদের কষ্ট কম হবে।
চেম্বার। হে মাননীয়া মহিলাবৃন্দ, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। স্যার হ্যারি, আপনি ওদিকটা দেখুন, আমি এদিকটা দেখব। উনি আসছেন। লর্ড স্যাণ্ডিস, আপনি এই দুজন মহিলার মাঝখানে বসে পড়ুন। তারা ঝিমিয়ে পড়েছে। আপনি হাসিখুশির দ্বারা তাদের সজীব করে তুলুন।
স্যাণ্ডিস। ঠিক আছে। ধন্যবাদ। আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, (এ্যানীবুলেন ও অন্য একজন মহিলার মাঝখানে বসল) যদি আমি একটু জোরে ও বেশী কথা বলি, আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। এ স্বভাবটা আমি বাবার কাছ থেকে পেয়েছি।
এ্যানী। উনি কি পাগল ছিলেন?
স্যাণ্ডিস। হ্যাঁ পাগল ছিলেন, ভালবাসার ক্ষেত্রে আবার বেশী পাগল ছিলেন। কিন্তু তিনি আমার মত কাউকে ঘৃণা করতেন না। একবার নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই তিনি আপনাকে এতক্ষণ কুড়ি বার চুম্বন করতেন। (চুম্বন করল)
চেম্বার। বাঃ ঠিক কথা বলা হয়েছে। ভাল আসনই আপনি লাভ করেছেন

স্যার। কিন্তু মনে থাকে যেন এই সব মহিলারা কোন আনন্দ না পেলে আপনার কপালে কষ্ট থাকবে।

স্যাণ্ডিস। ঠিক আছে, আমার কাজ আমায় একা বুঝে নিতে দিন।

অনুচরবর্গসহ উলসির প্রবেশ ও আসন গ্রহণ

উলসি। হে ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দ, আজ আপনাদের সকলকে জানাই আমার সাদর অভ্যর্থনা। আজ যাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত ও অকুণ্ঠচিত্তে আনন্দোপভোগের জন্য উপস্থিত হয়েছেন এখানে তাঁরাই আমার প্রকৃত বন্ধু। আপনাদের সকলের স্বাস্থ্য কামনা করি।

স্যাণ্ডিস। আপনি হচ্ছেন মহান এবং আপনার মহত্ত্বের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

উলসি। মাননীয় লর্ড স্যাণ্ডিস, আপনি আপনার প্রতিবেশিনীদের আনন্দ দান করুন। আচ্ছা ভদ্রমহোদয়গণ, মহিলাদের মুখ আনন্দোৎফুল্ল দেখছি না কেন? এর জন্য দায়ী কে?

স্যাণ্ডিস। প্রথমে লাল মদ ওঁদের পান করাতে হবে, তারপর দেখবেন। তখন ওঁদের মুখে কথার এমন ফুলঝুরি ছুটবে যে আমরা সবাই চুপ করে থাকতে বাধ্য হব।

এ্যানী। আপনি বড় আমুদে লোক লর্ড স্যাণ্ডিস।

স্যাণ্ডিস। আমি যদি আমার খেলা দেখাই তাহলে আপনি—

এ্যানী। কই, আপনি আমাকে দেখান দেখি। (বাইরে জয়ঢাকের শব্দ)

উলসি। কিসের শব্দ?

চেম্বার। কেউ একজন গিয়ে দেখত। (জনৈক ভৃত্যের প্রস্থান)

উলসি। যুদ্ধের বাজনার মত এ কিসের বাজনা? মহিলারা ভয় করবেন না। যুদ্ধের আইনানুসারে আপনারা সব সময়েই অব্যাহতি পাবেন।

ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ

চেম্বার। কী ব্যাপার?

ভৃত্য। একদল বিদেশী জাহাজ থেকে এইমাত্র নেমেছে। মনে হলো তারা কোন বিদেশী রাজার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছে।

উলসি। প্রিয় লর্ড চেম্বারলেন, আপনি একবার গিয়ে দেখুন। আপনি ত বিদেশী ভাষা জানেন। এখানে তাঁদের নিয়ে আসুন। এখানে এই সব সুন্দরী মহিলাদের সৌন্দর্যের দ্যুতি তাঁরাও উপভোগ করবেন। একজন কেউ ওঁর সঙ্গে যাও। (অনুচরসহ চেম্বারলেনের প্রস্থান) আজকের ভোজসভা মাঝপথেই ভেঙ্গে গেল। তবে আমরা এ ক্ষতিটুকু পুষিয়ে দেব। আবার আমরা নতুন করে সাদর অভ্যর্থনা জানাই আপনাদের।

লর্ড চেম্বারলেনের সঙ্গে রাজা ও অন্যান্যদের রাখালের ছদ্মবেশে প্রবেশ। তাঁরা গিয়ে উলসিকে অভিবাদন করলেন।

অতিথি হিসাবে সত্যিই ওঁরা মহান। ওঁরা কি চান?

চেম্বার। ওঁরা ইংরাজি জানেন না। ওরা আপনাকে একথা বলতে বললেন যে ওঁরা আজকের এই ভোজসভার কথা শুনে এবং এই সব সুন্দরী মহিলাদের রূপের খ্যাতির কথা জানতে পেরে ওঁদের দল ছেড়ে এখানে এসে এক ঘণ্টার জন্য এই সব সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করার জন্য আপনার অনুমতি চাইছেন।

উলসি। লর্ড চেম্বারলেন, ওঁদের বলে দিন ওঁদের এই সদয় উপস্থিতি আমার দীন কুটিরকে মহিমান্বিত করেছে। এজন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। ওঁরা খুশিমত আনন্দ উপভোগ করুন। (আগন্তুকরা মহিলাদের বেছে নিল, রাজা এ্যানীবুলেনকে বেছে নিলেন)

রাজা। জীবনে এই প্রথম সবচেয়ে সুন্দরী নারীকে স্পর্শ করলাম। এর আগে আপনাকে কখনো দেখিনি হে নারী। (নৃত্য গীত)

উলসি। শুনুন হে লর্ড।

চেম্বার। বলুন স্যার।

উলসি। ওঁদের গিয়ে বলুন ওঁদের মধ্যে এমন একজন রয়েছেন যাঁকে আমার থেকেও সব দিক দিয়ে যোগ্য বলে মনে হচ্ছে। তিনি কে তাঁরা যদি তা বলেন, তাহলে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কর্তব্যপরায়ণতার দ্বারা তাঁর সেবা করব।

চেম্বার। যাচ্ছি স্যার। (আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বললেন)

উলসি। কি বললেন ওঁরা ?

চেম্বার। এমন একজন সত্যিই আছেন। তবে ওঁরা বললেন আপনিই তাঁকে খুঁজে বার করুন।

উলসি। ঠিক আছে। (এগিয়ে গেলেন) আপনাদের মধ্যে এঁকেই আমাদের রাজা বলে মনে করছি।

রাজা। (মুখোস খুলে ফেলে) তুমি তাকে খুঁজে বার করেছ কার্ডিনাল। তুমি একজন ধর্মযাজক হয়েও খুব ভাল ভোজসভার আয়োজন করেছ।

উলসি। আপনি আনন্দ লাভ করতে পেরেছেন জেনে খুশি হলাম।

রাজা। প্রিয় লর্ড চেম্বারলেন, একবার এদিকে আসুন। ওই সুন্দরী মেয়েটি কে ?

চেম্বার। উনি হচ্ছেন টমাস বুলেনের কন্যা, রাণীর অন্যতম পরিচারিকা।

রাজা। ঈশ্বরের নামে বলছি উনি খুব সুন্দরী। হে প্রিয়তমা, তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পরেও যদি তোমায় চুম্বন না করি তাহলে সেটা হবে চরম অভদ্রতার পরিচয়। আসুন আপনাদের স্বাস্থ্য পান করি ভদ্রমহোদয়গণ।

উলসি। স্যার টমাস লাভেল, ভিতরে খাবার কি প্রস্তুত ?

লাভেল। হ্যাঁ প্রস্তুত।

উলসি। মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে নাচতে গিয়ে আপনি কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

রাজা। হ্যাঁ খুব বেশী ক্লান্ত বোধ হচ্ছে।
উলসি। পাশের ঘরে আরো ভাল আরামপ্রদ আসন আছে মহারাজ।
রাজা। এই সব সুন্দরীদেরও নিয়ে চল। এত শীঘ্র এঁদের সঙ্গ আমি ত্যাগ করব না। প্রিয় লর্ড কার্ডিনাল, আমি আরো অনেকক্ষণ ধরে এঁদের সঙ্গে মদ্যপান করব আর নাচব। কই বাজনা বাজাও। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ওয়েস্টমিনিস্টার। রাজপথ।
দুটি দরজা দিয়ে দুজন ভদ্রলোকের প্রবেশ

১ম ভদ্র। এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ?
২য় ভদ্র। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, দরবার হলের দিকে যাচ্ছি লর্ড বাকিংহামের কি হবে তাই জানতে।
১ম ভদ্র। আর তোমাকে যেতে হবে না। শুধু বন্দীকে ফিরিয়ে আনার কাজ ছাড়া সব হয়ে গেছে।
২য় ভদ্র। তুমি সেখানে গিয়েছিলে?
১ম ভদ্র। হ্যাঁ, আমি সেখানে ছিলাম।
২য় ভদ্র। তাহলে বল কি কি ঘটেছে।
১ম ভদ্র। তুমি তা অনুমান করতে পার।
২য় ভদ্র। তিনি কি দোষী সাব্যস্ত হন?
১ম ভদ্র। হ্যাঁ, সত্যিই তিনি দোষী সাব্যস্ত হন।
২য় ভদ্র। এতে আমি দুঃখিত।
১ম ভদ্র। তোমার মত আরো অনেকেই দুঃখিত।
২য় ভদ্র। আচ্ছা দয়া করে বল, বিচারকেরা কি রায় দিলেন?
১ম ভদ্র। সংক্ষেপে বলছি। মহান ডিউক এসে দাঁড়ালেন কাঠগড়ায়। এসে বললেন তিনি অপরাধী নন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অনেক যুক্তি দেখালেন। রাজার এ্যাটর্নী সাক্ষ্য প্রমাণ চাইলেন। ডিউক বললেন তাঁর সামনে সাক্ষীদের ডাকা হোক। তখন তাঁর অভিযোগকারী গিলবার্ট পেক, জন কার আর যত নষ্টের গোড়া সেই মঠাধ্যক্ষ হপকিনস এলেন।
২য় ভদ্র। এই হপকিনসই তাঁকে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলেন।
১ম ভদ্র। হ্যাঁ তাই। এঁরা সকলেই তাঁকে কঠোরভাবে অভিযুক্ত করলেন। এই সব সাক্ষীদের দ্বারা পরিবেশিত সাক্ষ্য প্রমাণ ও তথ্যের ভিত্তিতে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। তিনি তার জীবনরক্ষার জন্য অনেক কিছু বললেন, কিন্তু তাতে কিছু ফল হলো না।

২য় ভদ্র। এই সব আঘাত কেমনভাবে তিনি সহ্য করলেন ?
১ম ভদ্র। তাঁকে যখন দ্বিতীয়বার কাঠগড়ায় নিয়ে আসা হয় বিচারের রায় শোনাবার জন্য, তিনি তখন তা শুনে বেদনায় এমনভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন যে ভীষণভাবে তিনি ঘামতে থাকেন। রাগের মাথায় তাড়াহুড়ো করে কি সব বলতে থাকেন। তারপর আবার চুপ করে ঝিমোতে থাকেন। এ ছাড়া তিনি ধৈর্যের পরিচয় দেন।
২য় ভদ্র। আমার ত মনে হয় তিনি মৃত্যুকে মোটেই ভয় করেন না।
১ম ভদ্র। একথা নিশ্চিত। তিনি কখনো এর আগে এমন নারীসুলভ দুর্বলতার পরিচয় দেননি।
২য় ভদ্র। নিশ্চয় কার্ডিনালের নির্দেশেই এই সব কিছু ঘটেছে।
১ম ভদ্র। সকলেই তাই অনুমান করেছে। আর্ল সারে যাতে তাঁর পিতাকে সাহায্য করতে না পারেন কোনভাবে সেজন্য তাঁকে আয়ারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
২য় ভদ্র। সরকারের পক্ষ থেকে এই চাতুরী সম্পূর্ণরূপে হিংসাত্মক।
১ম ভদ্র। রাজা যাকেই একটু ভালবাসার চোখে দেখেন, কার্ডিনাল তাকেই কাজ দিয়ে দূরে পাঠিয়ে দেন সঙ্গে সঙ্গে।
২য় ভদ্র। রাজ্যের সমস্ত জনগণ কার্ডিনালকে ঘৃণা করে। আমি যতদূর জানি সকলেই তাঁর মৃত্যু চায়। ডিউককে সবাই ভালবাসে। তাঁকে সবাই উদারহৃদয় বাকিংহাম, সৌজন্যের মূর্ত প্রতীক বাকিংহাম বলে ডাকে।

টমাস লাভেল, নিকোলাস ভন ও উইলিয়ম স্যাণ্ডিসসহ
বন্দী অবস্থায় বাকিংহামের প্রবেশ

১ম ভদ্র। একবার দাঁড়াও ভাই, যে হতভাগ্য মহান ব্যক্তির কথা আমরা বলছিলাম তাঁকে একবার চোখে দেখে নাও।
২য় ভদ্র। তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে দেখব।
বাকিং। হে সহৃদয় জনগণ, তোমরা আমাকে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে এসেছ। আমার একটা কথা তোমরা শুনে যাও। আর আমাকে কোনদিন দেখতে পাবে না। আজ আমাকে রাষ্ট্রদ্রোহী সাব্যস্ত করে বিচারে রায় দান করা হয়েছে। আর এই কলঙ্কের বোঝা নিয়েই আমাকে মরতে হবে। কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী আছেন। আমি যদি বিশ্বস্ত না হই রাজার প্রতি তাহলে আমার এই শাস্তি যথোপযুক্তই হয়েছে। তবে যাঁরাই আমার এই ধ্বংস কামনা করুন না কেন, আমি তাঁদের অন্তরের সঙ্গে ক্ষমা করছি। তবে তাঁরা যেন আমার মৃত্যুর পর আমার নিন্দা করে নিজেদের গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা না করেন। তাহলে আমার নির্দোষ নিষ্পাপ অন্তরাত্মা তাঁদের উপর প্রতিবাদে ফেটে পড়বে। তোমরা অল্প কয়েকজন যারা আমাকে ভালবাস তারা আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত চল, তারা আমার আত্মার মঙ্গলের জন্য দয়া করে প্রার্থনা

করবে ঈশ্বরের কাছে।

লাভেল। আমার একটা প্রার্থনা স্যার, যদি আমার বিরুদ্ধে কোন হিংসার ভাব পোষণ করে থাকেন তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন।

বাকিং। স্যার টমাস লাভেল, আমি আপনাকে ক্ষমা করছি কারণ আমিও তাহলে ক্ষমা লাভ করব। যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ নয়, আমি তাদের সকলকেও ক্ষমা করছি। কোন কুঞ্চকুটিল হিংসার ভাব নিয়ে আমি যেন আমার সমাধিগহ্বরকে কলুষিত করে না তুলি। রাজাকে আমার কথা বলবেন, বলবেন আমার অন্তিম কাল পর্যন্ত আমি তাঁকে আশীর্বাদ করে যাব। তাঁর জন্য প্রার্থনা করে যাব যেন তিনি দীর্ঘকাল ধরে সুখে শান্তিতে রাজত্ব করে যেতে পারেন।

লাভেল। আমি আপনাকে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত নিয়ে যাব। সেখানে আমার কাছ থেকে আপনার ভার নেবেন নিকোলাস ভক্স।

ভক্স। প্রস্তুত। তাঁর মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত দ্রব্যসম্ভারে জাহাজটাকে সাজিয়ে তোল।

বাকিং। না স্যার নিকোলাস, জাহাজটা এমনি ফাঁকা থাক। আমার বর্তমানে যা অবস্থা তাতে অধিক সাজসজ্জা আমাকে উপহাস করবে। আমি একদিন ছিলাম লর্ড হাই কনস্টেবল, ডিউক অফ বাকিংহাম আর আজ হতভাগ্য এডওয়ার্ড বোহান। তথাপি আমার হীন অভিযোগকারীদের থেকে একদিক দিয়ে অনেক সুখী। একদিন এজন্য তাদের আর্তনাদ করতে হবে। আমার পিতা হেনরি বাকিংহাম অত্যাচারী রাজা রিচার্ডের বিরুদ্ধে একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পলাতক অবস্থায় তিনি তাঁর ভৃত্য ব্যালিস্টারের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি যখন চরম দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন তখন তাঁর ভৃত্য বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দেয় তাঁকে। তার ফলে বিনা বিচারেই মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হয় তাঁকে। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দান করুন। রিচার্ডের পর সপ্তম হেনরি রাজা হন। তিনি আমার পিতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পিতার সমস্ত হারানো সম্মান আমাকে দান করেন। দুরবস্থার সেই শোচনীয় নিম্নস্তর থেকে গৌরবময় উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর পুত্র অষ্টম হেনরি আমার প্রাণ ও মান সম্মান সব এক মুহূর্তে কেড়ে নিলেন। আমার অবশ্য বিচার হয়েছে এবং এ দিক দিয়ে আমি আমার পিতার থেকে ভাগ্যবান। অথচ আমার এই ভাগ্যের পতন ঘটল আমার সেই সব অবিশ্বস্ত ভৃত্যের দ্বারা যাদের আমি ভালবাসতাম। অবশ্য সব কিছুরই একদিন শেষ আছে। তবে আমার মত এক মুমূর্ষু লোকের মুখ থেকে একটা কথা শুনে রাখবে যাদের তোমরা উদার অকৃপণভাবে ভালবাস ও সৎ পরামর্শ দান করো, তাদের প্রতি সে ভালবাসার যেন বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি না হয়। পরম বন্ধু হিসাবে যাদের ভালবাস, তোমার ভাগ্য খারাপ হলেই তারা পালিয়ে যাবে এবং তোমার ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করবে। আমি এবার তোমাদের ছেড়ে

যাচ্ছি। আমার এই পতনের কথা তোমরা মনে রেখো, আমার জন্য প্রার্থনা করো। ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন। (বাকিংহাম ও তাঁর দলবলের প্রস্থান)

১ম ভদ্র। ব্যাপারটা সত্যিই খুব করুণ। যারা এ কাজ করেছে তারা সত্যিই অভিশাপের পাত্র।

২য় ভদ্র। ডিউক যদি সত্যিই নিরপরাধ হন তাহলে সত্যিই এটা খুবই দুঃখের বিষয়। আমি তোমাকে কিন্তু আর একটা আসন্ন বিপদের কথা জানাচ্ছি। যদি তা ঘটে তাহলে সেটা হবে এর থেকে বড়।

১ম ভদ্র। হা ভগবান, সেটা আবার কি! আমরা যেন তার মধ্যে না পড়ি। আমাকে বিশ্বাস করে বলতে পার।

২য় ভদ্র। এই গোপন কথাটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে এটা গোপন রাখতে এক বলিষ্ঠ বিশ্বাসের প্রয়োজন হবে।

১ম ভদ্র। আমাকে তা বলতে পার। আমি বেশী কথা বলতে চাই না।

২য় ভদ্র। হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। বলছি। আচ্ছা তুমি কি সম্প্রতি গুজব শোননি যে রাজা ও ক্যাথারিণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে চলেছে?

১ম ভদ্র। শুনেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। কারণ রাজা এ গুজবের কথা শুনতে পেয়েই লর্ড মেয়রকে নির্দেশ দেন এ গুজব যেন বন্ধ করা হয় এবং গুজবরটনাকারী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হয়।

২য় ভদ্র। কিন্তু সেই গুজব এখন সত্যে পরিণত। সে গুজব আবার আগের থেকে জোরাল হয়ে উঠেছে এবং এটা এখন নিশ্চিত যে রাজা এ বিবাহ-বিচ্ছেদের ঝুঁকি অবশ্যই নেবেন। আমাদের সদাশয় রাণীর প্রতি হিংসাবশতঃ লর্ড কর্ডিনাল অথবা অন্য কেউ রাজাকে এ ব্যাপারে মত করিয়েছেন। এই কাজের জন্যই সম্প্রতি কার্ডিনাল ক্যাম্পিয়াস এসে হাজির হয়েছেন।

১ম ভদ্র। কার্ডিনালই এ কাজ করেছেন। তাঁকে টলেভোর আর্কবিশপের পদ না দেওয়ার জন্য তিনি এর দ্বারা সম্রাটের উপর প্রতিশোধ নিতে চান।

২য় ভদ্র। তুমি ঠিকই ধরতে পেরেছ। এতে কার্ডিনালের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে ঠিক, কিন্তু ক্যাথারিণ শেষ হয়ে যাবেন। কাজটা সত্যিই নিষ্ঠুর।

১ম ভদ্র। সত্যিই খুব দুঃখজনক। তবে আমাদের ব্যাপারটা এত খোলাখুলি-ভাবে আলোচনা করা উচিত নয়। এখনো কথাটা গোপন রাখা উচিত।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।

পত্রপাঠরত অবস্থায় লর্ড চেম্বারলেনের প্রবেশ

চেম্বার। 'প্রিয় লর্ড,—আপনি যে ঘোড়া আমায় পাঠিয়েছিলেন তা আমি পেয়েছিলাম। তা খুবই সুনির্বাচিত, সুন্দর এবং ভাল জাতের। যখন আমি লণ্ডনের পথে রওনা হচ্ছিলাম লর্ড কার্ডিনালের নাম করে একজন লোক এসে সে ঘোড়া আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল। বলল, সামান্য একজন প্রজার

থেকে তার মনিবের প্রয়োজনটা আগে মেটাতে হবে। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না।' আমার মনে হয় তার মনিবের আরো অনেক কিছুই দরকার। সে সব কিছুই নেবে।

নরফোক ও সাফোকের ডিউকের প্রবেশ

নরফোক। দেখা হয়ে ভালই হলো লর্ড চেম্বারলেন।

চেম্বার। সুপ্রভাত!

সাফোক। রাজা কি করছেন?

চেম্বার। আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় একা থাকতে দেখে এসেছি।

নরফোক। কিন্তু তার কারণ কি?

চেম্বার। আমার মনে হয় তাঁর ভাইএর স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারটা তাঁর বিবেককে আঘাত দিচ্ছে।

সাফোক। না, তাঁর বিবেক অন্য এক নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে।

নরফোক। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এটা হচ্ছে কার্ডিনালের কারসাজি। ঐ অন্ধ যাজকটা যেন ভাগ্যদেবীর বড়পুত্র, যখন যা খুশি তাই করছে। রাজা তাকে একদিন চিনতে পারবেন।

সাফোক। ঈশ্বর করুন, রাজা যেন ওকে চিনতে পারেন। তা না হলে উনি নিজেকেই চিনতে পারবেন না।

নরফোক। কী এক ধর্মীয় পবিত্রতা আর উদ্যমের ভাণ দেখিয়ে সেই এই ধরনের নোংরা কাজগুলো করে। প্রথমে সে রাণীর ভাইপো স্পেনের সম্রাট ও রাজার সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিল। তারপর সে মন দিল আমাদের রাজার বিয়ের ব্যাপারে। সে প্রথমে রাজার মনে যত রকমের বিপদের ভয় ও সংশয় ঢুকিয়ে দিয়েছে, তারপর বলছে এই বিয়েই হচ্ছে প্রতিকারের একমাত্র পথ। এখন সে রাজাকে তাই বিবাহবিচ্ছেদের পরামর্শ দিচ্ছে, তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে ত্যাগ করতে বলছে যিনি অম্লান উজ্জ্বল এক অলঙ্কারের মত রাজার কণ্ঠলগ্ন হয়ে রয়েছেন দীর্ঘ কুড়ি বছর। এটা কি ধর্মের পথ নীতির পথ নয়?

চেম্বার। এ পরামর্শ যেন আমাকে কোনদিন কাউকে দিতে না হয়। এ খবর সর্বত্রই এখন শোনা যাচ্ছে। প্রত্যেকেই এর জন্য চোখের জল ফেলছে। যাদের সাহস আছে তারা সবাই বলছে এ ব্যাপারে রাজার বোনের হাত আছে। যাই হোক, রাজার যে চোখ ওই উদ্ধত পাজী লোকটার সম্মোহপ্রভাবে ঘুমিয়ে রয়েছে সে চোখ একদিন খুলবেই।

সাফোক। এবং আমাদের সকলকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে।

নরফোক। আমাদের মুক্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। তা না হলে এই লোকটা আমাদের মালিক থেকে চাকরে পরিণত করে তুলবে। আজ রাজ্যের সকল মানুষের সব সম্মান নিয়ে ও একতাল কাদার মত ছিনিমিনি খেলছে।

সাফোক। আমার কথা যদি বল, আমি তাকে ভালওবাসি না, আবার ভয়ও করি না। আমি যখন তাকে নিয়ে এ পৃথিবীতে আসিনি তখন তাকে ছাড়াই দাঁড়িয়ে থাকতে পারব। একমাত্র রাজার ভালমন্দ যে কোন কথাকে আমি গ্রাহ্য করি।

নরফোক। চল ভিতরে যাই। অন্য কিছু কথা বলে রাজাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করিগে। লর্ড চেম্বারলেন, আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?

চেম্বার। ক্ষমা করবেন। রাজা আমায় অন্য কাজে পাঠিয়েছেন। এখন গিয়ে তাঁকে মোটেই বিরক্ত করবেন না। (চেম্বারলেনের প্রস্থান। রাজা পর্দাটা সরিয়ে দিতেই দেখা গেল চিন্তান্বিত অবস্থায় বই পড়ছেন রাজা)

সাফোক। তাঁকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। উনি সত্যিই খুব দুঃখিত।

রাজা। কে ওখানে?

নরফোক। প্রার্থনা করো ঈশ্বরের কাছে রাজা যেন ক্রুদ্ধ না হন।

রাজা। কে ওখানে? তোমাদের এতদূর সাহস তোমরা আমার খাস কামরায় ঢুকেছ? জান আমি কে?

নরফোক। আপনি একজন মহান রাজা যিনি সকলের সব অপরাধ ক্ষমা করেন। তাছাড়া আমাদের এই অপরাধের মধ্যে কোন হিংসার ভাব নেই। আমরা এখানে আমাদের কর্তব্যের খাতিরেই এসে পড়েছি। আমরা জানতে এসেছি মহামান্য রাজা কেমন আছেন।

রাজা। বড় দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেছ। এখন যাও। পরে তোমাদের কাজের কথা বলে পাঠাব।

উলসি ও ক্যাম্পিয়াসের প্রবেশ

কে, আমার প্রিয় লর্ড কার্ডিনাল? ও উলসি, আমার ব্যথাহত মনের শান্তি। তুমিই হচ্ছ রাজার সব ব্যাধির একমাত্র আরোগ্য। (ক্যাম্পিয়াসের প্রতি) হে বিজ্ঞ বিদ্বান যাজক, আমাদের এ রাজ্যে আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই। (উলসির প্রতি) হে আমার প্রিয় লর্ড, দেখো যেন আমি নিন্দার বস্তুতে পরিণত না হই।

উলসি। আমি চাই মহারাজ গোপন আলোচনার জন্য আমাদের মাত্র এক ঘণ্টা সময় নেবেন।

রাজা। (নরফোক ও সাফোকের প্রতি) আমরা এখন ব্যস্ত, আপনারা যান।

নরফোক। (সাফোককে চুপি চুপি) এই যাজকটাকে দেখে ত এখন বেশ নিরহঙ্কার মনে হচ্ছে।

সাফোক। (নরফোককে) এ ধরনের কাজ চলতে পারে না।

নরফোক। (সাফোককে) যদি এ কাজ ও করে আমি ওকে একহাত দেখে নেব।

সাফোক। (স্বগতঃ) আমিও একহাত দেখে নেব।

উলসি। সমস্ত কুণ্ঠা কাটিয়ে উঠে স্বাধীনভাবে এ কাজ করে আপনি খৃস্টান জগতে সমস্ত রাজাদের সামনে এক নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন। কে আপনাকে হিংসা করবে? যে স্পেনীয়রা তাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হবে আপনি ঠিক বিচার করেছেন। খৃস্টান জগতের সমস্ত ধর্মগুরুরা তাঁদের স্বাধীন মতামত জানিয়েছেন। ধর্মজগতের পীঠস্থান যে রোমের মতামত আপনি জানতে চেয়েছিলেন সেই রোম এই মাননীয় ভদ্রলোককে পাঠিয়েছেন এবং এঁকে আপনার কাছে উপস্থাপিত করছি।

রাজা। আবার নূতন করে আমার হস্ত প্রসারিত করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। রোমকে ধন্যবাদ, আমি এই ধরনের একজন ভদ্রলোককেই চাইছিলাম।

ক্যাম্পিয়াস। আর আপনার মত সদাশয় রাজাও আমাদের সকলের ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র। আপনার হাতে আমি এই পত্র অর্পণ করলাম। হে ইয়র্কের কার্ডিনাল, আপনি আমাকে এই বিচারের ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

রাজা। দুজনেই সমান। আপনি কি জন্য এসেছেন রাণীকে তা জানাতে হবে। গার্ডিনার কই?

উলসি। আমি জানি আপনি রাণীকে এমন গভীরভাবে ভালবেসে এসেছেন যে অন্য কোন নারীকে আপনার অন্তরে তার আসনে বসাতে আপনার মন চায় না। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সে বিষয়ে আলোচনা করবেন।

রাজা। হ্যাঁ, সে শ্রেষ্ঠ বিচারই লাভ করবে। আর যে শ্রেষ্ঠ বিচার দান করবে সে আমার অনুগ্রহ লাভ করবে। ঈশ্বর করুন এর যেন অন্যথা না হয়। গার্ডিনারকে দয়া করে আমার কাছে ডেকে দাও। সে হচ্ছে আমার নতুন সচিব এবং তাকে আমি যোগ্য লোক বলে মনে করি। (উলসির প্রস্থান)

গার্ডিনারসহ উলসির পুনঃপ্রবেশ

উলসি। (গার্ডিনারকে অন্তরালে) আপনার হাত দিন। এটা খুবই আনন্দের কথা যে আপনি রাজার স্নেহাস্পদ ও অনুগ্রহধন্য।

গার্ডি। (উলসিকে আড়ালে) আপনার যে হাত আমাকে এতবড় করেছে আমি চিরদিন সেই হাতের দ্বারাই চালিত হব।

রাজা। কই, এদিকে এস। (পায়চারি করতে করতে কানে কানে কথা বলতে লাগল)

ক্যাম্পি। আচ্ছা বলুন ত স্যার ইয়র্কের কার্ডিনাল, এঁর আগে এই পদে ডক্টর পেস নামে একজন লোক কাজ করতেন না?

উলসি। হ্যাঁ করতেন।

ক্যাম্পি। তিনিও কি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না?

উলসি। হ্যাঁ নিশ্চয়।

ক্যাম্পি। আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনার সম্বন্ধে নানা রকমের বিরূপ মন্তব্য প্রচারিত হচ্ছে।
উলসি। সেকি, আমার বিরুদ্ধে?
ক্যাম্পি। লোকে বলে আপনি নাকি তাঁকে হিংসা করতেন। এবং সে উন্নতি করবে এই ভয়ে তাকে আপনি দেখতে পারতেন না। তাতে তিনি দুঃখিত হয়ে পাগল হয়ে যান এবং পরে মারা যান।
উলসি। খৃষ্টীয় রীতি অনুসারে আমি তাঁর আত্মার জন্য শান্তি কামনা করছি। আর বর্তমানে যারা আমার বিরুদ্ধে নিন্দার গুঞ্জন তুলছে তারা অবশ্যই আমার ভর্ৎসনার পাত্র। লোকটার গুণ যাই থাক, লোকটা ছিল বোকা। মনে রেখো, আমাদের থেকে যারা হীন তাদের দ্বারা আমাদের চালিত হওয়া উচিত নয়।
রাজা। যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে এই কথাগুলো তাকে বলবে। (গার্ডিনারের প্রস্থান) একথা জানাবার সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হলো আমার মতে ব্ল্যাকফ্রায়ার। সেইখানেই তোমরা এই কাজ সারবে। উলসি, তুমি দেখবে একাজ যাতে সুসম্পন্ন হয়। এমন এক প্রিয়তমা শয্যাসঙ্গিনীকে ত্যাগ করা আমার মত সুস্থ সবল লোকের পক্ষে কি দুঃখের হবে না? কিন্তু বিবেক, কি করব বিবেকের নির্দেশ বড় করুণ, তাকে আমায় ত্যাগ করতেই হবে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।
এ্যানীবুলেন ও জনৈকা বৃদ্ধার প্রবেশ

এ্যানী। না, না, কোন কিছুতেই তা হতে পারে না। যে কথা আমায় সবচেয়ে ব্যথা দিচ্ছে তা হলো এই যে রাজা তাঁর সঙ্গে অনেকদিন ঘর করেছেন। নারী হিসাবে তিনি এমনই সৎ যে কেউ কোনদিন তাঁর নিন্দা বা অসম্মান করতে পারেনি। তিনি কারো কোন ক্ষতি করেননি। তাঁর এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য ও উজ্জ্বলতা ম্লান হয়নি একটুও। কোন আকাঙ্খিত বস্তুকে প্রথমে লাভ করা কিছুটা মধুর হলেও তা ত্যাগ করা তার থেকে হাজার গুণ তিক্ত। তাঁকে ত্যাগ করার কথাটা এমনই দুঃখের যে সে দুঃখে ভয়ঙ্কর দানবও গলে যাবে।
বৃদ্ধা। কঠিনহৃদয় ব্যক্তিরা বিগলিত চিত্তে দুঃখ প্রকাশ করছে তাঁর জন্য।
এ্যানী। এ শুধু ঈশ্বরের বিধান। এর থেকে জীবনে ঐশ্বর্যের মুখ যদি তিনি কখনো না দেখতেন তাহলে ভাল হত। কিন্তু কোন বিরোধের ফলে যদি তাঁকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় জীবনের সব সুখ ঐশ্বর্য থেকে তাহলে সে বিচ্ছেদ হবে দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদেরই সমতুল।
বৃদ্ধা। হায় হতভাগ্য নারী, তিনি একজন বিদেশিনী।
এ্যানী। ঈশ্বরের করুণা যেন নেমে আসে তাঁর উপর। সত্যি কথা বলতে কি আমার মতে ছোট ঘরে জন্মে অল্পে সন্তুষ্ট থাকা ভাল, তবু উচ্চ অভিজাত ঘরে

জন্মে সোনার পালঙ্কে শুয়ে দুঃখ ভোগ করা উচিত নয়।
বৃদ্ধা। সন্তোষই হচ্ছে প্রকৃত সুখ।
এ্যানী। আমি আমার কুমারীত্বের নামে শপথ করে বলছি আমি রাণী হব না।
বৃদ্ধা। আমি যদি তুমি হতাম তাহলে বলতাম আমি রাণী হতে চাই। এমন কি আমার কুমারীত্বের বিনিময়েও রাণী হতাম আমি। তুমি মুখে যতই মিষ্টি ভণ্ডামি দেখাও না কেন, তোমারও উচিত রাণী হওয়া। তোমার দেহে যখন এমন রূপ রয়েছে তখন তোমার অন্তরটাই কেন বা নারীসুলভ কামনায় ভরা থাকবে না? যে সার্বভৌম ক্ষমতা, ধনসম্পদ ও খ্যাতি তুমি জীবনে এখনো পাওনি, যা আমাদের কাছে ঈশ্বরের এক পরম আশীর্বাদস্বরূপ তা তোমাকে পেতে হবে। তুমি তোমার বিবেকের উপর একটু চাপ দিলেই দেখবে এসব ব্যাপার দিব্যি মেনে নিতে পারবে।
এ্যানী। না, তা পারব না।
বৃদ্ধা। হ্যাঁ পারতে হবে। তুমি রাণী হবে না?
এ্যানী। না, পৃথিবীর সব ধন ঐশ্বর্যের বিনিময়েও না।
বৃদ্ধা। এটা আশ্চর্যের কথা। আচ্ছা ডিউকপত্নী হতে চাও ত? এই সম্মানের বোঝাটা বইবার মত ক্ষমতা তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আছে ত?
এ্যানী। সত্যি কথা বলতে কি তাও নেই।
বৃদ্ধা। তাহলে বুঝব তুমি খুবই দুর্বলমনা। সে দুর্বলতা একটু ঝেড়ে ফেল মন থেকে। তুমি যদি এ কাজ না পার তাহলে কোনদিনই কোন প্রেমিক জুটবে না তোমার ভাগ্যে।
এ্যানী। কী বলছ তুমি, আমি আবার শপথ করে বলছি আমি সারা দুনিয়ার বিনিময়েও রাণী হতে চাই না।
বৃদ্ধা। কথা শোন, অন্ততঃ ইংলণ্ডের স্বার্থের খাতিরে তুমি একটা খেলা খেলে দেখ না। রাজা এখন এটাই সবচেয়ে বেশী করে চান। কে আবার আসছে দেখ।

লর্ড চেম্বারলেনের প্রবেশ

চেম্বার। সুপ্রভাত হে মহিলাবৃন্দ! আপনাদের গোপন আলোচনার কথা জানার কিছু আছে কি?
এ্যানী। হে আমার প্রিয় লর্ড, না, জানাবার মত কোন খবর নেই। আমরা আমাদের রাণীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছিলাম।
চেম্বার। এটা হচ্ছে প্রতিটি সদাশয় নারীরই কাজ। আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে।
এ্যানী। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাই যেন হয়।
চেম্বার। আপনার মনটা বড় নরম। আপনাদের মত নারীরাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেন। আপনি হয়ত দেখেছেন আমি কোন বাজে কথা বলি

না। আমি আপনার অনেক গুণ লক্ষ্য করছি। রাজা আপনাকে পেমব্রোকের জমিদারি দান করেছেন। তার উপর উনি আপনাকে বছরে এক হাজার পাউণ্ড বৃত্তি দান করবেন।

এ্যানী। আমি জানি না কিভাবে আমি রাজার প্রতি আমার আনুগত্য জানাব। যদিও আমার প্রার্থনার বাণীর মধ্যে কোন পবিত্র জ্যোতি নেই, যদিও আমার কামনা শূন্য অসার অহঙ্কারের কতকগুলো ফাঁপা শব্দ ছাড়া আর কিছুই না, তথাপি এ প্রার্থনা আর কামনা ছাড়া আমার ত আর দেবার কিছুই নেই। রাজাকে আমার ধন্যবাদ এবং আনুগত্যের কথা জানাবেন। বলবেন আমি সর্বান্তঃকরণে রাজার স্বাস্থ্য ও রাজ্যসুখের জন্য প্রার্থনা করি।

চেম্বার। শুনুন হে নারী, আমি লক্ষ্য করেছি রাজা আপনাকে কত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। (স্বগতঃ) আমি বার বার লক্ষ্য করে দেখছি, সৌন্দর্য আর সম্মানবোধ এমনভাবে মিশে আছে এ নারীর মধ্যে যে তা স্বভাবতঃই রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাছাড়া রাজা একথাও ভেবেছেন যে এই নারীর গর্ভে এমন এক সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে যার দ্বারা একদিন আমাদের এই সারা দ্বীপপুঞ্জ হবে গৌরবমণ্ডিত।—আমি রাজার কাছে গিয়ে আপনার কথা বলব।

এ্যানী। ধন্যবাদ হে মাননীয় লর্ড। (চেম্বারলেনের প্রস্থান)

বৃদ্ধা। এবার দেখলে ত। আমি এই রাজ-দরবারে ষোলটা বছর ধরে ভিক্ষা করছি, কিন্তু কোন আবেদন নিবেদনই সফল হয়নি আমার। আর তোমার ভাগ্য দেখলে। ভাগ্যদেবী স্বয়ং যেন সাফল্যের থলি সাজিয়ে জোর করে তোমার হাতে গুঁজে দিচ্ছে। ছি ছি, তবু তুমি গ্রাহ্য করছ না। তুমি মুখ খুলবার আগেই কি তোমার পেট ভরে গেছে?

এ্যানী। এটা বড় আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে আমার কাছে।

বৃদ্ধা। এটা কি তোমার খারাপ লাগছে? এক রাণীর কথা জান? পুরনো কাহিনী। তিনি কোন মতেই মিশরের রাণী হতে চাননি।

এ্যানী। তুমি বেশ মজার লোক।

বৃদ্ধা। শুধু কি পেমব্রোক, পরে ডাচেস উপাধি পাবে। শুধু কি হাজার পাউণ্ড, আরো কত টাকা আসবে। আগের থেকে তোমার অবস্থার কি উন্নতি হচ্ছে না?

এ্যানী। শোন, তুমি তোমার মিষ্টি কল্পনা নিয়ে মজা করো। আমাকে বাদ দাও। যদি এ কথা আমার দেহের রক্তকে কিছুমাত্র উত্তেজিত করে থাকে তাহলে এ জীবন রাখব না আমি। এরপর কি হবে সেকথা ভাবতে মূর্ছিত হয়ে পড়ছি আমি। রাণী অত্যন্ত দুঃখে সময় কাটাচ্ছেন। আমরা তার কথা ভুলেই গেছি। এখানে একটু আগে যে কথা শুনলে তা যেন তাঁর কাছে বলো না।

বৃদ্ধা। আমাকে কি মনে করেছ শুনি? (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। লণ্ডন। ব্ল্যাকফ্রায়ারস্।

বাদ্য। দুটি রূপোর কাঠি হাতে দুজন লোকের পশ্চাতে একজন ঘোষক, তার পশ্চাতে ক্যান্টারবেরির আর্কবিশপ, তারপর চারজন বিশপ, তারপর টাকার থলে ও সীলমোহর হাতে একজন ভদ্রলোক; রূপোর ক্রশ হাতে দুজন পুরোহিত; একজন সশস্ত্র প্রহরী, হাতে তার রূপোর রাজদণ্ড। তারপর কার্ডিনাল উলসি ও ক্যাম্পিয়াস; তরবারি হাতে দুজন সামন্তর পশ্চাতে রাজা। সিংহাসনের উপর পাতা কাপড়ের উপর রাজা উপবেশন করলে দুজন কার্ডিনাল বিচারক হিসাবে রাজার পায়ের তলায় দুদিকে বসলেন। রাজার কিছু দূরে রাণী ক্যাথারিণ আসন গ্রহণ করলেন। চারজন বিশপ রাজদরবারের চার কোণে বসলেন, তাঁদের পিছনে বসলেন সামন্তরা। অনুচরবর্গরা দাঁড়িয়ে রইল।

উলসি। রোম হতে আগত পত্রাদেশ যখন পাঠ করা হবে তখন সকলে স্তব্ধ হয়ে তা শুনবেন।

রাজা। কী প্রয়োজন তার? এটা ত আগেই প্রকাশ্যে জনগণের কাছে পাঠ করা হয়েছে এবং রাজা সব দিক দিয়ে প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। সুতরাং সময় নষ্ট করে লাভ কি?

উলসি। তাই হোক। এবার বিচারসভার কার্য শুরু হোক।

ঘোষক। বল, ইংলণ্ডের রাজা হেনরি রাজদরবারে আগমন করেছেন। বল ইংলণ্ডের রাণী ক্যাথারিণ রাজদরবারে এসেছেন। (রাণী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক ঘুরে রাজার সামনে এসে নতজানু হয়ে বসলেন)

রা. ক্যাথা। মহারাজ, আমার একান্ত ইচ্ছা এবং অনুরোধ আমার প্রতি সুবিচার করুন, আমায় দয়া করুন। আমি এক অসহায় নারী এবং বিদেশিনী। আমি বিদেশিনী বলে এখানে নিরপেক্ষ বিচারক এবং নিঃস্বার্থপর বন্ধু পাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। হায়, কী অপরাধ আমি আপনার করেছি? আমার কোন আচরণ আপনার কী এমন অসন্তোষের কারণ হয়েছে? যার জন্য ত্যাগ করতে চাইছেন নির্দয়ভাবে? ঈশ্বর জানেন আমি স্ত্রী হিসাবে আপনার প্রতি চিরদিন বিশ্বস্ত থেকেছি। সব সময় আপনার ইচ্ছানুসারে চলেছি এবং আপনি অসন্তুষ্ট হন এমন কোন কাজ ভয়ের সঙ্গে এড়িয়ে গিয়েছি। আপনার সুখে সুখী ও আপনার দুঃখে দুঃখ বোধ করে এসেছি। আমি কখন আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেছি অথবা আপনার বন্ধুকে আমার শত্রু জেনেও ভালবাসিনি? আপনার ক্রোধের কারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কোন বন্ধুকে ত্যাগ করিনি আমি? তাকে আর ভালবাসা ত দূরের কথা, তার সকল সংস্রব ত্যাগ করেছি। একবার মনে করে দেখুন দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে আপনার অনুগত স্ত্রী হিসাবে ঘর করে এসেছি, আপনার অনেক সন্তান গর্ভে ধারণ করে এসেছি। এই দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে আপনি

যদি প্রমাণ করতে পারেন আমি এমন কোন অসম্মানজনক কাজ করেছি যা আমার ভালবাসা ও কর্তব্যপরায়ণতাকে ক্ষুন্ন করতে পারে তাহলে আমায় গভীর ঘৃণার সঙ্গে তাড়িয়ে দিতে পারেন। তাহলে আমাকে তীক্ষ্ণ বিচারের মুখে ঠেলে দিতে পারেন, চিরদিনের মত আমার উপর রুদ্ধ করে দিতে পারেন আপনার ভালবাসার দরজা। মনে রাখবেন আপনার পিতা ছিলেন একজন বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ রাজা আব আমার পিতা কার্ডিনালও ছিলেন স্পেনের রাজা। রাজা হিসাবে তিনিও ছিলেন সমান বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ। তাঁরা দুজন বিভিন্ন দেশের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের দুজনকে এক বৈধ ও পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে যান। আমি তাই অনুরোধ করছি, আমাকে স্পেনে গিয়ে আমার স্বদেশী বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করার অনুমতি দিন। আর তা যদি না দেন তাহলে আপনার যা ইচ্ছা করুন।

উলসি। আপনি কিছু ভাববেন না, এখানে আপনার বিচারক হিসাবে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁরা সকলেই পণ্ডিত, সুযোগ্য ও সুনির্বাচিত। সুতরাং এখানে এই রাজার কাছে সুবিচার পাওয়া যাবে না বলে দূরে যাওয়ার কোন অর্থই হয় না।

ক্যাম্পি। লর্ড কার্ডিনাল ঠিক কথাই বলেছেন। সুতরাং ম্যাডাম, বিচার শুরু হয়ে যাক এবং বাদী বিবাদী উভয় পক্ষের যুক্তিগুলি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করা হোক।

রা. ক্যাথা। লর্ড কার্ডিনাল, আমার একটা কথা শোন।

উলসি। বলুন ম্যাডাম।

রা. ক্যাথা। আমার চোখে জল আসছে। কিন্তু যেহেতু আমি একজন রাণী এবং রাজার কন্যা, সেই হেতু আমার সমস্ত চোখের জলকে অসংখ্য অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে পরিণত করব আমি।

উলসি। তবু ধৈর্য ধরুন।

রা. ক্যাথা। ধরতাম যদি তুমি ভাল হতে বিনয়ী হতে। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমি বিশ্বাস করি তুমি আমার শত্রু, সুতরাং তুমি আমার বিচারক হবার উপযুক্ত নও। কারণ একমাত্র তুমিই আমার ও স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ। ঈশ্বরের করুণাশ্রুই সে আগুনকে নির্বাপিত করতে পারে। সুতরাং আমি আবার বলছি, তোমাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি এবং তোমাকে আমি আমার সর্বাপেক্ষা হিংসাত্মক শত্রু হিসাবে গণ্য করি। তুমি সত্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও অনুরক্ত একথা আমি মোটেই ভাবতে পারি না।

উলসি। আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনি স্বাভাবিকভাবে কথা বলছেন না। আগে আপনার কথায় যে শান্ত ও বিজ্ঞতার ভাব ছিল এখন তা আর নেই। ম্যাডাম, আমার প্রতি আপনি অন্যায় করেছেন। আপনার প্রতি বা কারো প্রতিই আমার বিরূপ মনোভাব বা অবিচার করার ইচ্ছা নেই।

আমি কি করেছি বা করব এ ব্যাপারে সে কথা বিচার করার আগে রোমের আদেশপত্রটি পড়ে দেখুন। আমি আপনাদের মধ্যে বিচ্ছেদের আগুন জ্বালিয়েছি বলে আপনি অভিযোগ করেছেন; কিন্তু এ অভিযোগ আমি অস্বীকার করছি। রাজা উপস্থিত আছেন, উনি জানেন আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আপনার এ অভিযোগ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমার অনুরোধ, আপনি আর এ ধরনের কথা বলবেন না।

রা. ক্যাথা। আমি হচ্ছি এক সরলপ্রাণা নারী। তোমার এইসব চাতুর্যপূর্ণ কথার উত্তর দিতে আমি পারব না। উপরে তুমি নির্বোধের ভাণ করো, মুখে মিষ্টি কথা বল। কিন্তু তোমার অন্তরটা অহঙ্কার, আত্মগরিমা আর হিংসার বিষে ভরা। তুমি কোনভাবে রাজার অনুগ্রহ লাভ করে এখন উচ্চক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছ। উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাব বা অনুভূতির পরিবর্তে শুধু চাও আত্মসম্মান। আমি আবার সর্বসমক্ষে এই অভিমত ব্যক্ত করছি যে তুমি আমার বিচার করবে না। আমি রোমের ধর্মগুরু পাপের নিকট আবেদন করছি একমাত্র তিনিই আমার বিচার করবেন। (রাজার প্রতি সৌজন্যমূলক সম্মান দেখিয়ে রাণী চলে গেলেন)

ক্যাম্পি। রাণী বড় দুর্বিনীত, তিনি বড় একগুঁয়ে। তিনি এ বিচার মানবেন না। তিনি চলে যাচ্ছেন, এটা ঠিক নয়।

রাজা। তাকে আবার ডাক।

ঘোষক। ইংলণ্ডের রাণী ক্যাথারিণ।

রা. ক্যাথা। কী হবে সেখানে গিয়ে। যাও তোমরা আপন আপন কাজ করগে। ওদের কথায় আমি এতদূর বিরক্ত বোধ করছি যে আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না। যাও তোমরা, আমি আর বিলম্ব করব না, এ ধরনের বিচারসভায় আর আমি কখনো আসব না।

(অনুচরবর্গসহ রাণীর প্রস্থান)

রাজা। পৃথিবীতে যদি কেউ বলে তার স্ত্রী তোমার থেকে ভাল তাহলে মিথ্যা বলবে সে, তাহলে তার কথা কেউ যেন বিশ্বাস না করে। গুণে সত্যই তুমি অতুলনীয়া। তুমি শান্ত অনুগত, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র। সে সত্যিই অভিজাত বংশীয় এবং সেইভাবেই সে বরাবর আচরণ করে এসেছে আমার সঙ্গে।

উলসি। হে মহামান্য রাজন! এই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমক্ষে আমি যে অভিযোগের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি সে বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। আপনি হয়ত কুণ্ঠাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি কি মনে করেন রাণী এমন কিছুই বলেননি যা তাঁর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে।

রাজা। প্রিয় লর্ড কার্ডিনাল, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। আমি তোমাকে সব অভিযোগ থেকে মুক্ত করলাম। এটা তোমাকে শেখাতে হবে না যে

তোমার অনেক শত্রু আছে; তাদের মধ্যেই হয় কেউ রাণীকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে তোমার প্রতি। তোমাকে ক্ষমা করলাম ঠিক, কিন্তু তুমিও কি কোন দোষ করনি, এই ব্যাপারটার নিষ্পত্তির পথে তুমি কি বাধা সৃষ্টি করনি? কোন ঘটনার দ্বারা কুণ্ঠাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি তা শোন। আমার কন্যা মেরীর সঙ্গে ফরাসী দেশের ডিউক অব অর্লিয়ার বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলার জন্য ফরাসী রাষ্ট্রদূত ও বেয়নের বিশপকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের কথায় আমি প্রথম বিবেকের দংশন অনুভব করি। এ ব্যাপারে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিশপ একবার বিশ্রামকালে তাঁদের রাজার কাছে প্রশ্ন তোলেন আমাদের যে কন্যা আমার একদা ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সঞ্জাত সে বৈধ কি না। এই প্রশ্ন আমার বক্ষস্থলকে আলোড়িত করে দ্বন্দ্ব জাগায় আমার মনে। প্রথমে আমি ভাবতে থাকি এই নারীর গর্ভে যদি আমার কোন পুত্র জন্মলাভ করত তাহলে কি হত তার দ্বারা। এই নারীর পুত্র সন্তান তাই বোধহয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী হতে বিদায় নেয়। এটা হয়ত আমার প্রতি ঈশ্বরের এক সতর্কবাণী হতে পারে। সে বাণী এই যে আমি এ রাজ্যকে উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হতে ইচ্ছে করে বঞ্চিত করে রেখেছি। তাই আমার বিবেকের সেই বিক্ষুব্ধ সমুদ্র অতিক্রম করে প্রতিকারের উপকূলের পানে এগিয়ে চলেছি। আর সেই উদ্দেশ্যেই আজ এখানে সমবেত হয়েছি আমরা। অর্থাৎ এর দ্বারা আমার রুগ্ন অসুস্থ বিবেককে সুস্থ ও শান্ত করে তুলতে চেয়েছি আমি। আমি প্রথমে এ ব্যাপারে গোপনে কথা বলি লর্ড অফ লিঙ্কনের সঙ্গে। তোমার মনে আছে লিঙ্কন?

লিঙ্কন। হ্যাঁ আছে মহারাজ।

রাজা। আমি অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলেছিলাম। কিন্তু তুমি কি কথা বলেছিলে তখন?

লিঙ্কন। কথাটা শুনে আমি প্রথমে দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ি এবং এর পরিণামের কথা বলে আমি আপনাকে এই সভা ডাকার পরামর্শ দান করি।

রাজা। তারপর আমি গিয়েছিলাম লর্ড অফ ক্যান্টারবেরির কাছে। আমি তোমার কাছেও এই সভা ডাকার পরামর্শ পাই। বর্তমানে এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের প্রত্যেকের অনুমতিই লাভ করেছি আমি। রাণীর প্রতি কোন বিরক্তি বা তাঁর কোন ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য নয়, আমি আমার বিবেকের দংশনে ক্ষত বিক্ষত নীতিবোধকে শান্ত করার জন্যই এ সভা আহ্বান করেছি।

ক্যাম্পি। কিন্তু মহারাজ, রাণী অনুপস্থিত থাকায় এখন এ সভা ভঙ্গ করে দিতে হবে। ইতিমধ্যে অনুনয় বিনয়ের দ্বারা রাণীকে রাজদরবারে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে।

রাজা। (স্বগতঃ) আমি দেখছি যাজকরা আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, এই রোমের ধর্মযাজকদের চাতুরীকে আমি ঘৃণা করি। বিদ্বান ও আমার

অনুগত কর্মচারি ক্র্যানমার আসুক, সেই আমাকে সান্ত্বনা দেবে। এখন ভঙ্গ করো সভা। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। লণ্ডন। রাণীর কক্ষ।

রাণী ও পরিচারিকাদের প্রবেশ

রা. ক্যাথা। কাজ ছেড়ে বাঁশি নাও। আমার অন্তর এখন বিষাদে ভরা। কাজ ফেলে কিছু গান গেয়ে আমার সে বিষাদকে দূর করার চেষ্টা করো।

গান

অর্কিয়াসের করুণ মধুর বিরল বাঁশির স্বরে
জমে যাওয়া গাছ পাথর সব উঠল যেন নড়ে।
অর্কিয়াসের গানের সুরের মিষ্টি অনুরাগে
ফুলের কুঁড়ি সাগরতলে উঠল যেন জেগে।
অর্কিয়াসের মিষ্টি করুণ সুরের যাদুবলে
সকল প্রাণী সকল ব্যথা নিমেষে যেন ভোলে।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

রা. ক্যাথা। কি খবর?
ভৃত্য। দুজন কার্ডিনাল আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।
রা. ক্যাথা। তাঁরা কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান?
ভৃত্য। আমাকে তাই বললেন ম্যাডাম।
রা. ক্যাথা। তাঁদের এখানে আসতে বল। (ভৃত্যের প্রস্থান) আমার মত একজন অসহায় ক্ষমতাচ্যুত নারীর সঙ্গে কী তাদের দরকার থাকতে পারে? ওদের উদ্দেশ্য আমার ভাল বলে মনে হচ্ছে না। আবার ওরা ভাল লোকও হতে পারে, ওদের উদ্দেশ্য সৎও হতে পারে।

উলসি ও ক্যাম্পিয়াসের প্রবেশ

উলসি। রাণীমার মঙ্গল হোক!
রা. ক্যাথা। শ্রদ্ধেয় লর্ডগণ, কী দরকার আছে আমার সঙ্গে?
উলসি। আপনি যদি দয়া করে আপনার খাস কামরায় যান তাহলে আমাদের আসার কারণ সব খুলে বলতে পারি।
রা. ক্যাথা। যা বলার এখানে বল। আমি এমন কোন অপরাধের কাজ

করিনি যা বলার জন্য কোন গোপন স্থানের আবশ্যক। সকলের বিচারে আমি খারাপ প্রতিপন্ন হলেও আমি এই কথাই বলতাম। সত্যের ধর্মই হচ্ছে, সরলভাবে সব কথা বলা।

উলসি। 'ত্যান্তা এস্ত এরগা'—

রা. ক্যাথা। না না, লাতিন ভাষা বলো না। আমি দেশ থেকে এখানে আসার পর থেকে লাতিন ভাষা ভুলে গেছি। বিদেশী ভাষা আমার ব্যাপারটাকে আরো জটিল ও রহস্যময় করে তুলেছে। ইংরাজিতে কথা বল। ইংরাজীতে তুমি সত্য কথা বললে এখানে উপস্থিত আমার পরিচারিকারা আমার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেবে।

উলসি। হে মহান নারী, আমার কোন কাজ আপনার ও মহারাজের মনে গভীর সংশয়ের উদ্রেক করেছে একথা জানতে পেরে আমি বিশেষ দুঃখিত। আপনার কোন সম্মান ক্ষুণ্ণ করতে আসিনি আমি, অথবা আপনাকে কোন দুঃখের পথে ঠেলে দিতেও আসিনি। রাজার সঙ্গে আপনার মনান্তরের ফলে যে বেদনায় আপনি অভিভূত হয়ে পড়েছেন আমরা তাতে শুধু সান্ত্বনা জানাতে এসেছি।

ক্যাম্পি। আপনি একটু আগে তাঁর চরিত্রের কঠোর সমালোচনা করা সত্ত্বেও মহামান্য কার্ডিনাল তাঁর স্বভাবসুলভ মহত্ত্বশতঃ সে কথা ভুলে গিয়ে আপনাকে সান্ত্বনা ও সৎ পরামর্শ দান করার জন্য এখানে এসেছেন।

রা. ক্যাথা। (স্বগতঃ) আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে—তোমাদের এই শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। তোমরা সদাশয় লোকের মতই কথা বলছ। ঈশ্বর করুন, তোমাদের সততা যেন সত্য হয়। কিন্তু এই সব পণ্ডিত লোকদের সারবান কথার কি উত্তর আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে দেব তা ত জানি না।— তোমরা আমাকে কিছু সময় দাও। এবং কিছু সৎ পরামর্শ দাও আমার এই বিপদের দিনে। আমি একজন অসহায় নারী।

উলসি। ম্যাডাম, আপনি রাজার ভালবাসায় সন্দেহ প্রকাশ করে বৃথা ভয় করছেন।

রা. ক্যাথা। ইংলণ্ডে থেকে আমার কোন লাভই হবে না। তোমরা কি মনে করো ইংলণ্ডের কেউ আমাকে সৎ পরামর্শ দান করে রাজার বিরক্তি উৎপাদন করতে সাহস করবে? সে ব্যক্তি যতই সৎ হোক না কেন, সে কি রাজার প্রজা হিসাবে বাস করতে পারবে? না। আমার প্রকৃত বন্ধু ও স্নেহ ভালবাসার যদি কোন লোক থাকে ত তা আছে আমার স্বদেশে।

ক্যাম্পি। আপনি দয়া করে আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন।

রা. ক্যাথা। কি পরামর্শ?

ক্যাম্পি। আপনি রাজার উপর আপনার সব কিছু ছেড়ে দিন। তিনি সত্যিই আপনাকে ভালবাসেন। তিনি প্রেমময় এবং মহান। তাতে আপনার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু বিচারে আপনি দোষী সাব্যস্ত হলে তাতে

অপমানের সঙ্গে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

উলসি। উনি আপনাকে ঠিক কথা বলছেন।

রা. ক্যাথা। তোমরা দুইজনেই আমার ধ্বংস চাও। মনে রেখো, মাথার উপরে ঈশ্বর আছেন। মাথার উপরে এমন একজন বিচারক বসে আছেন পৃথিবীর কোন রাজা তাঁর মনকে কখনো কলুষিত করতে পারবে না।

ক্যাম্পি। আপনি রাগের বশবর্তী হয়ে ভুল বুঝছেন আমাদের।

রা. ক্যাথা। সেটা তোমাদের পক্ষে আরো লজ্জার বিষয়। আমি ভাবতাম তোমরা দুজন শ্রেষ্ঠ গুণের প্রতীক। কিন্তু এখন দেখছি তোমাদের ফাঁপা শূন্য অন্তর কুটিল পাপে ভরা। নিজেদের শোধরাবার চেষ্টা করো। এটাকে সান্ত্বনা বলো তোমরা? তোমরা আমাকে উপহাস করতে এসেছ। আমার কোন দুঃখের কথাই তোমাদের বলব না, আমি সাবধান করে দিচ্ছি তোমাদের। তোমরা যেন এ কাজ আর করো না। তাহলে আমার দুঃখভারাক্রান্ত অন্তর অভিশাপ দেবে তোমাদের।

উলসি। এটা কিন্তু আমাদের উপর নিছক অবিচার। আমাদের ভাল প্রস্তাবটাকে আপনি হিংসাত্মক বলে ভাবছেন।

রা. ক্যাথা। আর তোমরা আমার অস্তিত্বটাকে লোপ করে দিতে চাইছ। তোমাদের মত মিথ্যাচারীরা সব জাহান্নামে যাক। তোমরা যদি আমার প্রতি সুবিচার করতে চাও, যদি তোমাদের মধ্যে ধর্মযাজকের কিছু গুণ থেকে থাকে তাহলে যারা আমাকে ঘৃণার চোখে দেখে তাদের উপর আমার এই অভিশাপের বোঝাটা চাপিয়ে দাও। হায়, আমায় তাঁর রাজ্য হতে আগেই নির্বাসিত করেছেন, তারও আগে তিনি আমার সঙ্গে প্রেমসম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। এখন তাঁর প্রতি আমার এক আনুগত্য ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই, এখন আমার বয়স হয়েছে। এর থেকে অশুভ আমার ভাগ্যে আর কি ঘটতে পারে। তোমাদের এই কৌতূহলই আমায় অভিশাপ দিতে বাধ্য করছে।

ক্যাম্পি। আপনার এই সব আশঙ্কা অর্থহীন।

রা. ক্যাথা। আমার মত একজন বিশ্বস্ত গুণবতী স্ত্রীর হয়ে কথা বলার জন্য যদি কোন বন্ধু না থাকে তাহলে আমার কথা আমাকেই বলতে দাও। আমি ছিলাম তাঁর এমনই এক স্ত্রী যে কোনদিন কোন সন্দেহের দ্বারা পরিচিহ্নিত হয়নি, যে তার অখণ্ড অন্তরের পরিপূর্ণ ভালবাসা সব সময় অকাতরে দান করে এসেছে তার স্বামীকে। যে সব সময় স্বামীর আদেশ মান্য করে এসেছে, ভালবাসার আতিশয্যে অনেক সময় দুর্বলতারও পরিচয় দিয়েছে, তার প্রার্থনার কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে। আজ সে তার এত কিছুর জন্য এই পুরস্কার পেল? তোমরা যদি এমন কোন নারী পাও যে আমার স্বামীকে অবিরাম সাহচর্য দান করতে পারবে, যে তার স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনদিন কোন ভোগসুখের কল্পনা করবে না তাহলে তাকে নিয়ে এস এবং আমি তাকে সহ্য করব।

আমার স্বামীর প্রতি সম্মানবশতঃ মুখ বুজে নীরবে সহ্য করব সব।

উলসি। ম্যাডাম, আমরা আপনার যে উপকার সাধন করতে এসেছি সেকথা আপনি শুনছেনই না।

রা. ক্যাথা। শোন, তোমাদের প্রভু বিবাহের সময় আমায় যে সম্মান ও উপাধি আমায় দান করেছেন আমি তা জীবন থাকতে ত্যাগ করব না। সে ধৃষ্টতা আমার নেই।

উলসি। দয়া করে আমার কথাটা শুনুন।

রা. ক্যাথা। হায়, ইংলণ্ডের মাটিতে যদি আমি কোনদিন পা না দিতাম অথবা যে তোষামোদ এদেশে অতি সুলভ তা কখনো অনুভব না করতাম। তোমাদের মুখগুলো দেখতে দেবদূতের মত পবিত্র, কিন্তু তোমাদের অন্তঃকরণ কেমন তা ঈশ্বর জানেন। আমার ভাগ্যে কি আছে কে জানে! আমি হচ্ছি সবচেয়ে ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী। (পরিচারিকাদের প্রতি) হায়, হতভাগ্য নারীরা, তোমাদের সব সৌভাগ্য জাহাজডুবি হয়ে গেল এ রাজ্যে আসতে গিয়ে। এখানে তোমাদের প্রতি করুণা করার মত কোন বন্ধু নেই, আমার জন্য চোখের জল ফেলবার কেউ নেই, এমনি কি আমাকে সমাহিত করার মত কোন সমাধিক্ষেত্রও নেই।

উলসি। আপনি যদি জানতে পারেন আমাদের উদ্দেশ্য কত সৎ তাহলে অবশ্যই সান্ত্বনা পাবেন। আপনি কি কারণে এত দুঃখ পাচ্ছেন বলুন ত। আমাদের কাজ হচ্ছে মানুষেব দুঃখ দূর করা, তার মধ্যে সে দুঃখ সঞ্জাত করা নয়। আপনি ভাল করে ভেবে দেখুন একবার আপনি কি করছেন। আপনি আমাদের মত রাজার পরিচিত বন্ধুদের দেখে অহেতুক ভয় পাচ্ছেন। মনে রাখবেন রাজারা কারো কোন বশ্যতা বা আনুগত্যকে বড় ভালবাসে; তাই অনুগত বশীভূত ব্যক্তিদের চুম্বন দ্বারা বরণ করে নেন; কিন্তু যারা দৃঢ় ও অনমনীয় তাদের বিরুদ্ধে এক অপ্রতিরোধ্য প্রচণ্ডতায় ফুলে ওঠেন তাঁরা। আমি জানি সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় আপনার মেজাজ খুবই শান্ত থাকে। আমাদের অন্য কিছু না ভেবে শান্তি স্থাপনকারী বন্ধু ও ভৃত্য ভাবুন।

ক্যাম্পি। আপনি দেখবেন ম্যাডাম আমরা সত্যিই তাই। আপনি এই অহেতুক ভয়ের দ্বারা নিজের অমূল্য গুণগুলো নষ্ট করছেন। আপনার অন্তর মহান হওয়া সত্ত্বেও এক মিথ্যা সংশয় দেখা দিয়েছে সে মনে। রাজা এখনো আপনাকে ভালবাসেন, আপনি এখনো হারাননি সে ভালবাসা। আপনি যদি আমাদের বিশ্বাস করেন তাহলে এ বিষয়ে কোন কাজ দিয়ে দেখতে পারেন।

রা. ক্যাথা। তোমরা যা ভাল বোধ করো। আমায় তোমরা ক্ষমা করো হে লর্ডগণ, যদি কোন অশোভন কাজ আমি করে থাকি। আমি এক বুদ্ধিহীন নারী; এসব ক্ষেত্রে কি উত্তর দিতে হয় তা জানি না। রাজাকে আমার কথা বলবে। বলবে তাঁর প্রতি আজও আমার অন্তরের ভালবাসা অক্ষুণ্ণ আছে।

বলবে যতদিন আমি জীবন ধারণ করব ততদিন আমি তাঁর জন্য প্রার্থনা জানাব তাঁর মঙ্গলের জন্য। আসুন শ্রদ্ধেয় ধর্মপিতাগণ, আমাকে আপনারা সৎ পরামর্শ দান করুন। আমি যখন দেশ থেকে এখানে প্রথম আসি তখন সঙ্গে আরো কিছু আত্মমর্যাদাবোধ আনা উচিত ছিল। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।

ডিউক অফ নরফোক, সাফোক, আর্ল অফ সারে ও লর্ড চেম্বারলেনের প্রবেশ

নরফোক। তুমি যদি জেদের সঙ্গে অভিযোগগুলো তুলে ধরে তাঁকে বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে বিরত থাকতে বাধ্য করো তাহলে কার্ডিনাল তা সহ্য করতে পারবে না। আবার তুমি যদি ওদের এই নতুন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করো তাহলে এখন যা করছ তার থেকে অনেক অপমান সহ্য করতে হবে তোমায়।
সারে। আমার শ্বশুর মশায়ের উপর কিভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হয় তার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার।
সাফোক। লর্ডদের মধ্যে কে অব্যাহতি লাভ করেছে তার দণ্ড থেকে, কে অবহেলিত হয়নি তার দ্বারা? সে নিজে ছাড়া আর কারো মধ্যে কোন মহত্ত্বের ছাপ দেখতে পেয়েছে কি?
চেম্বার। আপনারা, আপনাদের মনের কথাটা অবশ্য বললেন। তিনি কি ধরনের মানুষ আর আমাদের কাছ থেকে কিরূপ ব্যবহার তাঁর পাওয়া উচিত তা আমরা জানি। এখন উপযুক্ত সময় এলেও কি করতে হবে বুঝতে পারছি না; শুধু ভয় করছে। এখন যদি কোনভাবে তাঁর রাজার কাছে যাওয়াটাকে বন্ধ করতে না পারেন তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো কিছু করতে হবে না তাঁর বিরুদ্ধে। উনি নিশ্চয় যাদু জানেন, যাদু দিয়ে বশ করেছেন রাজাকে।
নরফোক। ও, আর ভয় করো না। সে যাদু শেষ হয়ে গেছে। রাজার তাকে আর ভাল লাগে না। তার কথার যাদুতে আর ভোলেন না রাজা।
সারে। স্যার, এই ধরনের সংবাদ শুনে খুশি হলাম। প্রতি ঘণ্টায় যেন এই রকম সংবাদ শুনি।
নরফোক। বিশ্বাস করো, এটা সত্যি। এই বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারে তার কাজকর্মের কথা সব ফাঁস হয়ে গেছে। এখন থেকে সে আমার শত্রু।
সারে। কিভাবে তার কাজকর্মের কথা ফাঁস হয়ে যায়?
সাফোক। বড় অদ্ভুতভাবে।
সারে। কেমন করে বল না।
সাফোক। কার্ডিনাল পোপকে যে চিঠি দিয়েছিল তা পত্রবাহকের ভুলে রাজার হাতে এসে পড়ে। সে পত্রে কার্ডিনাল পোপকে অনুরোধ করেছেন পোপ যেন বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত তাঁর রায় স্থগিত রাখেন। কারণ যদি রাজা ও রাণীর মধ্যে সত্য সত্যই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে তাহলে আমি বুঝতে পেরেছি রাজা এ্যানীবুলেন নাম্নী এক মহিলার প্রেমে জড়িত হয়ে পড়বেন।

সারে। রাজা কি সত্যি সত্যিই মহিলাটির প্রেমে পড়েছেন ?
সাফোক। বিশ্বাস করো।
সারে। এতে কিছু হবে ?
চেম্বার। রাজা বুঝতে পেরেছেন লোকটা আসল কথা গোপন করে চলে তাঁকে। রোগীর মৃত্যুর পর ওষুধ আনে। রাজা মেয়েটিকে এর আগেই বিয়ে করে ফেলেছেন।
সারে। তাই নাকি ?
সাফোক। এবার তুমি খুশি ত ?
সারে। এখন আমার সমস্ত আনন্দ নির্ভর করছে রাজারাণীর মিলনের উপর।
সাফোক। আমিও তাই চাই।
নরফোক। সকল মানুষই তাই চায়।
সাফোক। রাজা তাঁর রাণী হিসাবে অভিষেকের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। এ রাণীর বয়স কম হলেও বেশ সাহসী এবং দেহমনের মধ্যে একটা বেশ পূর্ণতা আছে। আমার ত মনে হয় তাঁর থেকে আমাদের এমন একটা ভাল কিছু হবে যা আমাদের দেশের লোকেরা চিরকাল স্মরণ করবে।
সারে। কিন্তু রাজা কি কার্ডিনালের এই চিঠিটার কথা হজম করবেন ? ঈশ্বর করুন তা যেন না হয়।
নরফোক। তাই যেন হয়।
সাফোক। এ ত কি হয়েছে ? এরপর রাজা আরো বুঝতে পারবেন, কার্ডিনাল ক্যাম্পিয়াস ছুটি না নিয়ে রোমে পালিয়ে গেছেন। তাঁর উপর ভার দেওয়া সব কাজ সম্পূর্ণ না করেই তিনি চলে গেছেন।
চেম্বার। একথা জানতে পেরে রাজা যেন রেগে যান।
নরফোক। কিন্তু ক্র্যানমার কখন আসছে ?
সাফোক। তিনি ত ফিরে এসেছেন। বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে তাঁর মত রাজাকে সন্তুষ্ট করেছে। খৃস্টান জগতের প্রায় সকল বড় বড় প্রতিষ্ঠানই তা সমর্থন করেছে। রাজার দ্বিতীয় বিবাহের কথা ঘোষিত হওয়ার পরই প্রকাশিত হবে নতুন রাণীর অভিষেকের কথা। ক্যাথারিনকে আর রাণী নামে অভিহিত করা হবে না, তিনি যুবরাজ আর্থারের বিধবা পত্নী হিসাবে গণ্য হবেন।
নরফোক। এই ক্র্যানমার কিন্তু যোগ্য লোক এবং রাজার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন।
সাফোক। তা অবশ্য করেছেন আর সেজন্য তিনি হয়ত আর্কবিশপ পদে অধিষ্ঠিত হবেন।
নরফোক। সেই কথাই আমি শুনছি।
সাফোক। হ্যাঁ ব্যাপারটা তাই।

উলসি ও ক্রমওয়েলের প্রবেশ

এই কার্ডিনাল আসছেন।
নরফোক। দেখ দেখ তাঁকে কেমন—
উলসি। আচ্ছা ক্রমওয়েল, প্যাকেটটা রাজাকে দিয়েছ ত ?
ক্রম। তাঁর শোবার ঘরে একেবারে রাজার হাতে দিয়েছি।
উলসি। ভিতরে কি আছে তা তিনি দেখেছেন কি ?
ক্রম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটা খুলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখলেন। এক বিশেষ কৌতূহল ও মনোযোগের ছাপ ফুটে উঠল তাঁর মুখে। তারপর বললেন আজ সকালেই তুমি দেখা করবে তাঁর সঙ্গে।
উলসি। তিনি বাইরে যেতে রাজী ?
ক্রম। আমার ত মনে হয় তিনি তৈরি যাবার জন্য।
উলসি। আমাকে একা থাকতে দাও। (ক্রমওয়েলের প্রস্থান) (জনান্তিকে) আমি চাই ফরাসী রাজার বোন ডাচেস্ অফ এ্যানীবুলেনকে তিনি বিবাহ করুন। না, এ্যানীবুলেনের সঙ্গে বিয়ে তাঁর হবে না। আমি এ বিয়ে হতে দেব না। এর ফল কি হবে তা এখন বোঝা যাবে না। এখন রোমের পোপ কি বলেন আমি তা শুনতে চাই।
নরফোক। তিনি শুনছি অসন্তুষ্ট।
সাফোক। তিনি হয়ত শুনেছেন রাজা তাঁর খেয়াল খুশিমত সব কিছু করছেন।
সারে। এ কাজ আপনার ন্যায়বিচারের যোগ্য।
উলসি। (স্বগত) ভূতপূর্ব রাণীর পরিচারিকা, কোন এক নাইটের কন্যা হবে কিনা রাণী! কিন্তু রাণী রাণীই। এই বাতিটা ঠিকমত জ্বলছে না, ঠিকমত আলো দিতে পারছে না বলে এটাকে আমি নিবিয়ে দেব। তাহলে এটা নিবিয়ে যাবে। আমি জানি তার গুণ আর যোগ্যতা আছে। কিন্তু আমি এটাও জানি সে হচ্ছে লুথারপন্থী। সে রাজার প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলে আমাদের স্বার্থের পক্ষে তা শুভ হবে না। আবার শুনছি নাকি ক্র্যানমার নামে একটা নাস্তিক নাকি রাজার অন্তর জয় করার চেষ্টা করছে।
নরফোক। কোন কারণে রাজা খুব রেগে গেছেন।

লাভেল ও কোন কিছু পাঠরত অবস্থায় রাজার প্রবেশ

সারে। আমি চাই রাজার অন্তর একটা বড় রকমের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ুক।
সাফোক। এই রাজা, রাজা এসে পড়েছেন।
রাজা। তার নিজের ভাগে কত ধন সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং কতই বা এখন খরচ করবে—আচ্ছা আপনারা কার্ডিনালকে দেখেছেন ?
নরফোক। আমরা এইমাত্র তাঁকে দেখেছিলাম। এক অদ্ভুত আবেগে বিচলিত দেখলাম তাঁর মনটাকে। তিনি তাঁর নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছেন আর মাটিতে হঠাৎ কিছু দেখে চমকে উঠছেন। কখনো আবার বুক চাপড়াচ্ছেন। তাঁর

এক অদ্ভুত মনের অবস্থা দেখলাম।

রাজা। মনে হয় তাঁর মনের মধ্যে একটা বড় রকমের বিক্ষোভ চলছে। আজ সকালে একটা কাগজের প্যাকেট আমার কাছে পাঠিয়েছিল। তার মধ্যে ছিল দামী প্লেট, গয়না ও ধনরত্নের কিছু।

নরফোক। মনে হচ্ছে আপনার চক্ষুর তৃপ্তিসাধনের জন্য কোন প্রেতাত্মা সেগুলো ভরে দিয়েছিল প্যাকেটটার মধ্যে।

রাজা। আমরা যদি বুঝতাম তার চিন্তা ভাবনা পার্থিব জগতের ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক স্তরে বিরাজ করছে তাহলে হত। কিন্তু তা নয়, তাঁর চিন্তা ভাবনা ঊর্ধ্বে নয়, এই মাটির পৃথিবীতেই জড়িয়ে আছে। (রাজা লাভেলের কানে কানে কি বলতেই লাভেল উলসির কাছে গেল)

উলসি। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। রাজা দীর্ঘজীবী হোন।

রাজা। আচ্ছা, তোমার মন ত এখন আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতিতে ভরা। সেখান থেকে মনটা ছিনিয়ে পার্থিব ব্যাপারে টেনে আনতে পারবে কি ? আমি ভাবছি আমিও তোমার সেই আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গী হব।

উলসি। আমার মন সব ধর্মকর্মের মাঝে কিছুটা সময় মানুষের জন্য ব্যয় করে, রাষ্ট্রের কাজকর্ম দেখাশোনা করে।

রাজা। বাঃ বেশ ভাল কথা বলেছ।

উলসি। আমার কথা ও কাজ একসঙ্গে যোগ করে দেখবেন দুটোই ভাল।

রাজা। আবার এটাও ভাল কথা বললে। কিন্তু কথা ত আর কাজ নয়। আমার পিতা তোমাকে ভালবাসতেন। আমিও তোমাকে ভালবাসি এবং সেই ভালবাসার খাতিরে তোমাকে এমন কাজে নিযুক্ত করেছি যাতে তুমি দু পয়সা ভালই রোজগার করতে পেরেছ।

উলসি। (স্বগত) উনি কি বলতে চাইছেন ?

সারে। (স্বগত) রাজা ত তার এ ব্যবসা বাড়িয়েই দিচ্ছেন।

রাজা। আমি কি তোমাকে রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করিনি ? আচ্ছা এখন বল ত আমি যা বলছি তা সত্য কি না। এখন স্বীকার করে সত্য কথা বল, এখনো তুমি আমার সঙ্গে মনের দিক থেকে বাঁধা আছ কি না।

উলসি। মহারাজ, আমি স্বীকার করছি, আপনি প্রতিদিন আমার উপর অনেক করুণা বর্ষণ করেছেন। আমিও অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনার ও রাষ্ট্রের মঙ্গলসাধনের জন্য আমি যা করতে চেয়েছি আমার চেষ্টা তা করতে সফল হয়নি। আপনি আমার মত একজন অযোগ্য মানুষের উপর অনেক কৃপা অনেক করুণার স্তূপ বর্ষণ করে গেছেন আর আমি শুধু তার প্রতিদানে ধন্যবাদ জানিয়ে গিয়েছি। ঈশ্বরের নিকট আমার সমস্ত প্রার্থনা শুধু আপনার জন্য। আমার রাজভক্তি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটল ও অক্ষুণ্ণ থাকবে।

রাজা। বাঃ, চমৎকার উত্তর দিয়েছ। তুমি যে একজন রাজভক্ত ও অনুগত

প্রজা তা প্রমাণ করলে। আমার কথা হলো এই যে, যেহেতু আমার হাত তোমায় অনেক কিছু দিয়েছে, যেহেতু আমার অন্তর তোমাকে ভালবাসা দান করেছে সেইহেতু তোমার হাত ও অন্তর আমার কাজে নিযুক্ত থাকবে সব সময়।

উলসি। আমি স্বীকার করছি মহারাজের সুখ ও স্বার্থকেই আমি আমার জীবনে চিরদিন আমার একমাত্র অভীষ্ট বস্তু বলে জ্ঞান করে এসেছি। আপনার প্রতি জগতের আর সকলের কর্তব্যবোধে ফাটল ধরতে পারে। বিপদের ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি ভয় দেখাতে পারে আমাকে, তবু আমার কর্তব্যবোধ অটল পাহাড়ের মত বন্যার বিক্ষুব্ধ জলস্রোতের সমস্ত আঘাতকে অগ্রাহ্য করে অকম্পিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে চিরদিন।

রাজা। বাঃ চমৎকার কথা। লর্ডগণ, দেখুন কার্ডিনাল আমার প্রতি কত অনুরক্ত। আপনারা নিজের চোখে তা দেখলেন। আচ্ছা, এটা পড়ে দেখ ত। (উলসিকে কাগজ দিলেন) এটা পড়ার পর প্রাতরাশের সময় তোমার আর কোন ক্ষুধা থাকবে কি ? (উলসির প্রতি ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাজা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লর্ডগণ পরস্পরের মধ্যে কানাকানি করে কি সব বলতে বলতে অনুসরণ করলেন)

উলসি। এর মানে কি ? রাজার এই আকস্মিক ক্রোধের অর্থ কি ? আমি কী এমন করেছি ? উদ্ধত শিকারীর প্রতি ভ্রূকুটিনিক্ষেপরত সিংহের মত তিনি আমার প্রতি ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করে চলে গেলেন। তাঁর চোখে কেমন যেন ধ্বংসের চিহ্ন দেখতে পেলাম। আমি চিঠিটা পড়ব। আমার মনে হয় এ চিঠিই তাঁর ক্রোধের উৎস। এ চিঠিতে লেখা আছে কিভাবে আমি পোপের পদ লাভ ও আমার রোমক বন্ধুদের আয়ত্ত করার জন্য কত ধনসম্পদ আমি সঞ্চয় করেছি দীর্ঘদিন ধরে। হায় অবহেলা, ধিক, ধিক তোমায়। তোমার জন্য কত সহজেই না একজন নির্বোধ ব্যক্তির পতন ঘটে। রাজার কাছে যে প্যাকেটটা পাঠিয়েছিলাম সে প্যাকেটের মধ্যে এই কাগজটা কোন শয়তানের নির্দেশে ভরতে গেলাম। এর কি কোন প্রতিকার নেই ? একথা কি রাজার মন থেকে দূর করার কোন উপায় নেই ? তবু একটা উপায় আছে আমি জানি। আমার সৌভাগ্য ও সম্মান হতে বিচ্যুত হলেও আমি পোপের পদ পেতে পারি। আমার উন্নতির চরম স্তরকে আমি স্পর্শ করেছি। এবার আমি এখান হতে রওনা হব। আমি সন্ধ্যার ফানুসের মত আমার বিরাট পদমর্যাদার সমুচ্চ আকাশ হতে এখন ভূতলে পড়ে যাব। আমাকে এখন থেকে আর কেউ দেখতে পাবে না।

নরফোক ও সাফোকের ডিউকদ্বয়, আর্ল অফ সারে ও লর্ড
চেম্বারলেনের পুনঃপ্রবেশ

নরফোক। রাজার আদেশের কথা শুনুন কার্ডিনাল। তিনি আদেশ

করেছেন আপনি আপনার সীলমোহর আমাদের হাতে অর্পণ করুন। আর রাজার পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত লর্ড অফ উইঞ্চেস্‌টারের বাড়িতে বন্দী অবস্থায় থাকতে হবে আপনাকে।

উলসি। থামুন। আপনাদের পরোয়ানা কোথায়? মুখের কথার ত দাম দেওয়া যায় না।

সাফোক। এই মাত্র দেওয়া রাজার মৌখিক আদেশের সততায় কে প্রশ্ন তুলতে পারে?

উলসি। মুখের কথা ছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি লিখিত প্রমাণ পাব ততক্ষণ মনে ভাবব আপনারা যাঁরা শুধু হিংসার ধাতু দিয়ে তৈরি তারা হিংসাবশতঃ এই কাজ করছেন, আমার পতনের ফলে আপনারা নিজেরা লাভবান হতে চান। যত খুশি আপনারা আপনাদের প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করে যান, খৃষ্টীয় শাস্ত্র অনুসারে আপনাদের শাস্তি একদিন না একদিন পেতেই হবে। যে সীল রাজা একদিন নিজের হাতে আমাকে দান করেছেন উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে এবং মহানুভবতাবশতঃ তাতে কতকগুলি অক্ষর খোদাই করে দিয়েছেন সে সীল কে নেবে আমার কাছ থেকে?

সারে। যে রাজা তা দিয়েছেন সেই রাজাই তা নেবেন।

উলসি। তাহলে সেই রাজাকেই আসতে দিন।

সারে। আপনি একজন পুরোহিত হয়েও অহঙ্কারী এবং বিশ্বাসঘাতক।

উলসি। অহঙ্কারী! মিথ্যা কথা বলছ। এখন থেকে চল্লিশ ঘণ্টা আগে সারে সাহস করে একথা বলতে পারলে তার জিব পুড়িয়ে দিতাম আমি।

সারে। তোমার অসংযত উচ্চাভিলাষ, আর পাপের ফলে আমাদের দেশ আমার শ্বশুরমশায় লর্ড বাকিংহামের মত লোককে হারিয়েছে, তোমার কত সহকর্মীর শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে। অথচ তোমার চরিত্রের সব গুণ একত্রিত করলেও তা লর্ড বাকিংহামের একগাছি চুলেরও সমান নয়। জাহান্নামে যাক তোমার যত সব নীতি। যাতে আমি তাঁর বিপদে তাঁকে সাহায্য করতে না পারি তার জন্য আমাকে আয়ারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলে কার্জ দিয়ে। তারপর আপন ধর্মীয় করুণার বশবর্তী হয়ে একঘায়েই তাঁর জীবন নাশ করলে।

উলসি। লর্ডরা অপবাদের যে বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিলেন তা সব মিথ্যা। ডিউক বাকিংহামের মৃত্যুতে আমার কোন ব্যক্তিগত হিংসার হাত ছিল না। ডিউক আইনসম্মত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন। আমি বেশী কথা বলতে চাই না মাননীয় লর্ডগণ। বললে বুঝিয়ে দিতাম আমাদের রাজার প্রতি আপনাদের সম্মান বা মর্যাদা কোনটাই নেই।

সারে। মাননীয় লর্ডগণ, এই ধরনের অহঙ্কারের কথা কখনো সহ্য করা যায়? তুমি রক্ষা করো নিজেকে; না হলে শীঘ্রই তরবারির আঘাত অনুভব করবে তোমার রক্তের মধ্যে। যদি ওর এই ঔদ্ধত্য সহ্য করো তোমরা তাহলে বিদায় তোমাদের। ওকে তাহলে ওর নিজের মতে চলতে দাও।

উলসি। আমার সব সততা হঠাৎ গরল হয়ে যাক আমার পাকস্থলীর মধ্যে।
সারে। হ্যাঁ, তোমার সততা মানে ত রাজ্যের সমস্ত ধনসম্পদ নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করা। পোপের কাছে রাজার বিরুদ্ধে যে চিঠি লিখেছিলে তাতেই তোমার সমস্ত সততার পরিচয় পাওয়া গেছে। তুমি অন্যায়ভাবে যে ধন সঞ্চয় করেছ তা সারা জীবনেও তোমার স্খলন হবে না। আবার পাপের উপর পাপ করেছ কার্ডিনাল, যখন সেই বাদামী রঙের মেয়েটা তোমার বাহুর মধ্যে শুয়ে ছিল।
উলসি। এই লোকটাকে আমি মোটেই দেখতে পারি না। কিন্তু কি করব?
নরফোক। তোমার সব ধনসম্পত্তিই এখন রাজার হাতে। সে সব ধনই পাপের সম্পত্তি।
উলসি। রাজা যখন আসল সত্য জানতে পারবেন তখন আমার নির্দোষিতা কত শুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক তা বুঝবেন।
সারে। কিন্তু তাতে কোন পরিত্রাণ পাবে না। তোমার ধনসম্পত্তির কিছু কিছু কথা আমার মনে আছে। এখন যদি লজ্জারক্ত অবস্থায় তোমার অপরাধের কথা নিজে চিৎকার করে সর্বসমক্ষে বলে বেড়াও তাহলে তোমার সততার অন্ততঃ কিছুটা প্রকাশ পাবে।
উলসি। ঠিক আছে, তোমরা যা করার করবে। আমি তার সম্মুখীন হব। আমি যদি কখনো লজ্জা পাই ত সে লজ্জার কারণ হবো তোমাদের মত সামন্তদের মধ্যে সৌজন্যবোধের অভাবে।
সারে। সে সৌজন্যবোধের কোন অভাবই আমার মাথায় নেই। প্রথমতঃ রাজার অনুমতি ছাড়াই তুমি 'লীগেট' বা প্রধান ধর্মযাজকের পদ গ্রহণ করে বিশপদের কর্মক্ষেত্রের উপর হস্তক্ষেপ করেছ।
নরফোক। তুমি রোমে ও বিদেশী রাজাদের যে সব চিঠিপত্র লিখেছ তাতে তুমি দেখিয়েছ তুমি আমাদের রাজাকে তোমার চাকরে পরিণত করেছ।
সাফোক। রাজা বা সরকারের কোন অনুমতি না নিয়েই তুমি যখন স্পেনের সম্রাটের কাছে রাষ্ট্রদূত হিসাবে কথা বলতে গিয়েছিলে তখন ফ্লাণ্ডারকে রাজার সীল দিয়ে এসেছিলে।
সারে। আরো আছে, তুমি গ্রেগরী ছ ক্যাসাভোর কাছে দূত পাঠিয়ে রাজার বিনা অনুমতিতেই রাজা ও ফ্যারারের মধ্যে মিলন ঘটাতে চেয়েছিলে।
সাফোক। শুধু এক উচ্চ অবাধ উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হয়ে তুমি তোমার ধর্মীয় টুপীর উপর রাজার মুদ্রার ছাপ অঙ্কিত করেছিলে।
সারে। এই রাজ্যের রাজকোষ শূন্য করে রোমের পোপের পদ লাভের জন্য বহু ধনসম্পদ তুমি রোমে পাঠিয়েছ। আরো অনেক পাপ করেছ; কিন্তু আমি মুখে তা বলে আমার মুখকে আর কলুষিত করব না।
চেম্বার। শুনুন মাননীয় লর্ড, যে লোকের পতন ঘটেছে সেই অধঃপতিত লোকের উপর চাপ দিয়ে আর লাভ নেই। এখন ওঁর সব অপরাধ আইনের

বিচারের বিষয়। তাতে যা হয় হবে, আপনারা ওঁর সংশোধন করতে যাবেন না। এতবড় পদমর্যাদাসম্পন্ন লোক যে আসলে এতখানি ছোট তা জানতে পেরে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে। পাপীকে দয়া করাও ধর্মের একটা অঙ্গ।

সারে। আমি ওকে ক্ষমা করলাম।

সাফোক। লর্ড কার্ডিনাল, রাজা আরো আদেশ দিয়েছেন তোমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

নরফোক। ঠিক আছে, আপনি তাহলে একা একা ভাবুন কিকরে ভালভাবে বাঁচা যায়। আর সীল ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে আপনার কঠোর জবাবের কথা রাজাকে জানাব। আশা করি, রাজা আপনাকে ধন্যবাদ দেবেন তার জন্য। বিদায়। (উলসি ছাড়া সকলের প্রস্থান)

উলসি। হ্যাঁ বিদায় তোমাদের সততায় আর আমার উন্নতির আশাকে বিদায়। এই হচ্ছে মানুষের জীবন। আজ তার যে বৃন্তে হচ্ছে আশার সবুজ পত্রোদ্গম, কাল তার মধ্যে ধরছে সম্মানের কুঁড়ি ; কিন্তু তৃতীয় দিনেই তুষার-পাতে সে কুঁড়ির ঘটছে শোচনীয় অপমৃত্যু। তার উন্নতির ফল পাকতে না পাকতেই তার শিকড় পর্যন্ত উপড়ে গেল। এইভাবে আমার পতন ঘটল। আমি কোন দুষ্টু বালকের মত গৌরবের সমুদ্রে একটা ভেলা নিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে আমার প্রবল অহঙ্কারের বাতাসের টানে আমার সাধ্যের সীমার বাইরে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমার সে ভেলা ভেসে যাওয়ায় আমি পড়ে গিয়েছি প্রবল স্রোতের মুখে। হে পার্থিব গৌরব ও যত কিছু ঐশ্বর্য, আমি তোমাদের ঘৃণা করি। যারা রাজা মহারাজের হাসি আর কৃপা বা অনুগ্রহপ্রার্থী হয় তাদের মত অসহায় ও হতভাগ্য আর কেউ হতে পারে না। দেবদূত লুসিফারের মত তাদের এমন পতন ঘটে যে তারা আর কোন-দিন উঠতে পারে না।

ক্রমওয়েলের প্রবেশ

কি খবর ক্রমওয়েল !

ক্রম। আমার কোন কথা বলার সাধ্য নেই স্যার।

উলসি। আমার দুর্ভাগ্যে তুমি বিস্ময়বোধ করছ? একজন মহান মানুষের পতনে তুমি বিস্মিত হও। অবশ্য সত্যিই আমার পতন ঘটেছে এবং তুমি কাঁদতে পার।

ক্রম। কিভাবে পতন ঘটল স্যার ?

উলসি। কেন ভালই হয়েছে। আজকের মত জীবনে আমি এর আগে আর কখনো সুখ অনুভব করিনি। আজ আমি সমস্ত পার্থিব মান সম্মানের উর্ধ্বে এক অপূর্ব প্রশান্তি অনুভব করছি আমার অন্তরাত্মার মধ্যে। আজ আমার সমস্ত মনপ্রাণ কামনামুক্ত ও অচঞ্চল। সে কামনার দুরন্ত ব্যাধি হতে রাজাই আমাকে মুক্ত করেছেন। আমার মত ধর্মীয় মানুষ যার ঈশ্বর চিন্তা নিয়ে

থাকা উচিত তার মাথার উপর থেকে এই উচ্চাভিলাষের অসঙ্গত বোঝাটা নামিয়ে নিয়ে রাজা আমার অশেষ উপকার করেছেন। আমি বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

ক্রম। আপনি একথা বুঝতে পেরেছেন জেনে আমিও আনন্দিত হলাম।

উলসি। আমার মনে হচ্ছে আমি তা পেরেছি। আমার নবজাগ্রত আত্মোপলব্ধির সাহায্যে এখন আমার মনে হচ্ছে আমার দুর্বলচিত্ত শত্রুরা যে দুঃখ আমাকে দিতে চায় তার থেকে অনেক দুঃখ আমি সহ্য করতে পারব। বাইরের এখন খবর কি?

ক্রম। এখন রাজার সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদই হচ্ছে একমাত্র খবর।

উলসি। ঈশ্বর রাজার মঙ্গল করুন।

ক্রম। দ্বিতীয় খবর হচ্ছে এই যে স্যার টমাস মুর আপনার জায়গায় লর্ড চ্যান্সেলার হচ্ছেন।

উলসি। এটা কিন্তু খুবই আকস্মিক। তবে তিনি পণ্ডিত লোক, প্রার্থনা করি তিনি যেন দীর্ঘদিন তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁর বিবেক ও সত্যের খাতিরে ভালভাবে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন। তারপর সব কাজ শেষ করে পরিণত বয়সে যেন পুত্রকন্যা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন। আর কি খবর?

ক্রম। ক্র্যানমার ফিরে এসেছেন। ফিরে এসেই সাদর অভ্যর্থনার সঙ্গে আর্চবিশপ অফ ক্যান্টারবেরির পদ লাভ করেছেন।

উলসি। এটা অবশ্য খবরের মত খবর বটে।

ক্রম। শেষ খবর হচ্ছে যে এ্যানীকে রাজা গোপনে বিবাহ করেছিলেন, আজ প্রকাশ্যে তাঁকে রাণী হিসাবে গীর্জায় নিয়ে গেছেন। আর শুধু অভিষেকটা বাকি।

উলসি। একমাত্র এই দুঃসংবাদের ভারেই আমি ধরাশায়ী হলাম ক্রমওয়েল। রাজা আমাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। এই একটামাত্র নারীর সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের সব গৌরব চিরতরে ম্লান হয়ে গেল। এখন আমার কাছ থেকে যাও। আমি সত্যিই একজন হতভাগ্য অধঃপতিত মানুষ, আমি আর তোমাদের রাজার বিশ্বাসের যোগ্য নই। তাঁর গৌরবসূর্য যেন কোনদিন অস্তমিত না হয়। আমি তাঁর কাছে তোমার কথাও বলেছি, তোমার প্রকৃত পরিচয়ের কথা জানিয়েছি। নিশ্চয় তোমার পদোন্নতি হবে। আমার স্মৃতির কিছুটা অংশ রাজার মনে থাকবে। আমি জানি তাঁর অন্তঃকরণ সত্যিই মহৎ। যাই হোক, রাজার কথা অবহেলা করো না। তোমার ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখো।

ক্রম। হে আমার প্রভু, আমাকে কি এখন যেতে হবে? আপনার মত একজন সৎ ও মহৎ প্রভুকে ছেড়ে যেতে হবে আমায়? কী দুঃখের সঙ্গে যে আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি তা যাদের অন্তর আছে তারাই বুঝতে পারবে।

রাজাকে অবশ্যই সেবা দান করব। কিন্তু আমার জীবনের সকল প্রার্থনা ব্যাপ্রিত হবে শুধু আপনার মঙ্গলের জন্য।

উলসি। শোন ক্রমওয়েল, আমি আমার শত দুঃখেও জীবনে কোনদিন চোখের জল ফেলিনি। কিন্তু সে চোখের জল ফেলতে তুমি আমায় বাধ্য করলে। এবার এস আমরা দুজনেই চোখের জল ফেলি। আমার কথা শোন ক্রমওয়েল। যখন আমি আর থাকব না পৃথিবীতে, যখন মর্মরপ্রস্তরনির্মিত সমাধির মধ্যে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকব তখন আমার কথাটা মনে করো। মনে করো উলসি গৌরব সমুদ্রের তলদেশ স্পর্শ করতে গিয়ে সে নিজে ডুবে গেলেও তোমাকে সে বড় করে দিয়ে যায়। ক্রমওয়েল, সমস্ত উচ্চাভিলাষ ছুঁড়ে ফেলে দেবে, এই উচ্চাভিলাষ হতে দেবদূতদের পতন ঘটেছিল, মানুষ ত কোন ছার। নিজেকে সব শেষে ভালবাসবে। যারা তোমাকে ঘৃণা করে তুমি তাদের আগে ভালবাসবে। সততার থেকে দুর্নীতি কোনদিন বেশী কিছু লাভ করতে পারে না। তোমায় যারা হিংসা করে তাদেরও শান্তির ললিত বাণী শোনাবে। ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে চলবে, দেশের সেবাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বলে জানবে। তাতে যদি তোমার পতনও ঘটে তাহলেও তুমি হবে ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য একজন শহীদ। রাজার সেবা করবে। এখন আমার একমাত্র পোষাক আর আমি ছাড়া আমার বলতে আর কিছু নেই। ও ক্রমওয়েল, আমি যে নিষ্ঠার সঙ্গে রাজার সেবা করেছি তার অর্ধেক নিষ্ঠার সঙ্গে যদি ঈশ্বরের সেবা করতাম তাহলে আজ আমায় শত্রুদের চোখের সামনে এমন নিঃস্ব হতে হত না।

ক্রম। ধৈর্য ধরুন প্রভু।

উলসি। হ্যাঁ, ধৈর্য ধরেছি। আর কোন রাজ-দরবারে নয়, এখন আমার সব আশা স্বর্গাভিমুখী। বিদায়। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ওয়েস্টমিনিস্টারের অন্তর্বর্তী এক রাজপথ।

দুইজন ভদ্রলোকের প্রবেশ

১ম ভদ্র। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে ভালই হলো।

২য় ভদ্র। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমারও ভাল হলো।

১ম ভদ্র। অভিষেকপর্ব শেষে রাণী এ্যানী যখন চলে যাবেন তখন তুমি তাঁকে দেখবে বলে এখানে এসেছ ত?

২য় ভদ্র। হ্যাঁ সেই জন্যেই এসেছি। ডিউক অফ বাকিংহামকেও বিচার

শেষে এখান দিয়েই যেতে দেখেছিলাম।
১ম ভদ্র। কিন্তু তখন ছিল দুঃখের দিন। আজ হচ্ছে সকলের আনন্দের দিন।
২য় ভদ্র। নাগরিকরা যে এইদিন উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও জাঁকজমক সহকারে পালন করছে এবং রাজার প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন আছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।
১ম ভদ্র। এত জাঁকজমক সাধারণত কোন উৎসবে দেখা যায় না।
২য় ভদ্র। আচ্ছা তোমার হাতে ও কাগজটা কিসের ?
১ম ভদ্র। আজকের এই অভিষেকের কাজে লর্ডরা কে কি ভূমিকা গ্রহণ করবেন তার একটা তালিকা। এ তালিকায় প্রথম নাম হচ্ছে সাফোকের; তিনিই হচ্ছেন এ ব্যাপারে প্রধান ব্যবস্থাপক। তারপর আছে নরফোকের নাম; তাঁকে আর্ল মার্শালের পদ দেওয়া হবে। পরের নামগুলো তুমি পড়ে নিতে পার।
২য় ভদ্র। তা আর দেখার দরকার নেই, কারণ কে কি করবে তা ত আমি চোখেই দেখতে পাব। কিন্তু বিধবা রাণী ক্যাথারিণের কি হবে তা জান ?
১ম ভদ্র। তাও আমি তোমায় বলতে পারি। ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ ও অন্যান্য সমপর্যায়ের যাজকদের সঙ্গে ডানস্টেবল নামক এক জায়গায় ক্যাথারিণ যেখানে ছিলেন সেখানে এক বিচারসভার অনুষ্ঠান করেন। এই বিদ্বান যাজকরা তাঁর প্রতি রাজার কুণ্ঠা দেখে বিবাহবিচ্ছেদের রায় দেন আর তার ফলে বর্তমানে এই নূতন বিয়েতে কোন বাধাই রইল না। তারপর থেকে অসুস্থ অবস্থায় কিমবলটনে বাস করছেন রাণী ক্যাথারিণ।
২য় ভদ্র। হায় মহীয়সী নারী। (ভেরীর শব্দ। রাণী আসছেন।

অভিষেকের শোভাযাত্রা

প্রথমে জোর বাদ্য ও বাদ্যকারের দল; তারপর দুইজন বিচারক। রাজদণ্ড হাতে লর্ড চ্যান্সেলার। সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত। তার পিছনে লণ্ডনের মেয়র ও তামার মুকুট পরিহিত সশস্ত্র গার্টার। তারপর রূপোর ছড়ি হাতে আর্ল অফ সারেসহ রাজদণ্ড হাতে মার্কুইস ডর্সেট। ডিউক অফ সাফোক ও নরফোক। তারপর চারজন লোকের দ্বারা বাহিত চন্দ্রাতপের তলদেশে উজ্জ্বল পোষাক পরিহিত অবস্থায় রাণী; তাঁর সুবিন্যস্ত কেশপাশে মুক্তার গহনা; তাঁর দুপাশে লণ্ডন ও উইঞ্চেস্টারের দুজন বিশপ। তাঁর পশ্চাতে নরফোকের ডিউকপত্নী ও কয়েকজন কাউণ্টপত্নী।
২য় ভদ্র। চমৎকার এক রাজকীয় শোভাযাত্রা। কে রাজদণ্ডটা বইছে ?
১ম ভদ্র। মার্কুইস ডর্সেট আর তাঁর পিছনে রূপোর ছড়ি হাতে আর্ল অফ সারে।
২য় ভদ্র। সত্যিই একজন সাহসী ভদ্রলোক। আচ্ছা উনি ডিউক অফ সাফোক না ?

১ম ভদ্র। হ্যাঁ উনিই সেই। প্রধান ব্যবস্থাপক।

২য় ভদ্র। (রাণীর দিকে তাকিয়ে) ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন। এমন সুন্দর মুখ আমি কখনো কোথাও দেখিনি। আমি আত্মার নামে শপথ করে বলছি উনি সত্যিই দেবদূত। এই অনিন্দ্যসুন্দরী নারীকে লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজা সারা বিশ্বের ধনসম্পদ হতে অধিক মূল্যবান রত্ন লাভ করেছেন।

১ম ভদ্র। রাণীর মাথার উপরকার চাঁদোয়া যারা বহন করছেন তাঁরা হলেন চারজন সিনকে পোর্টস্‌এর সামন্ত।

২য় ভদ্র। এঁরা সবাই রাণীর কাছাকাছি থাকার জন্য কত ভাগ্যবান। রাণীর পিছনে নরফোকের ডিউকপত্নী।

১ম ভদ্র। তাঁদের পিছনে আছেন যত সব কাউণ্টপত্নী।

২য় ভদ্র। এঁদের এখন অনেকেই বিগতযৌবনা।

১ম ভদ্র। এইবার সব শেষ।

বাদ্যসহ শোভাযাত্রা মঞ্চের উপর দিয়ে চলে গেল। তৃতীয় ভদ্রলোকের প্রবেশ

ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন। কী ব্যাপার, এত হাঁপাচ্ছ কেন?

৩য় ভদ্র। আমি ছিলাম এ্যাবেতে ভিড়ের মাঝে। সেখানে তিল ধারনের জায়গা নেই। জনতার আনন্দোচ্ছ্বাসের ঠেলায় আমার ত দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

২য় ভদ্র। তুমি অভিষেক উৎসব দেখলে?

৩য় ভদ্র। হ্যাঁ দেখেছি।

১ম ভদ্র। কেমন লাগল?

৩য় ভদ্র। দেখার মত দৃশ্য।

২য় ভদ্র। বল তাহলে আমাদের সব কথা।

৩য় ভদ্র। যতদূর সম্ভব বলছি। লর্ড ও সম্ভ্রান্ত মহিলারা সকলে মিলে রাণীকে বিশেষভাবে সজ্জিত এক জায়গায় এনে বসিয়ে দিল। রাণী একটি আসনে বসে রইলেন আর জনতা তাঁকে ভাল করে আশ মিটিয়ে দেখতে লাগল। তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য ভাল করে প্রত্যক্ষ করে জনগণ উল্লসিত হয়ে মাথার টুপী ও রুমাল উড়িয়ে এমন চিৎকার করে উঠল যে মনে হলো ঝঞ্ঝাহত কোন সমুদ্র গর্জন করে উঠল।

৩য় ভদ্র। তারপর রাণী সেখান থেকে উঠে এসে একটি বেদীর উপর নতজানু হয়ে উপরদিকে মুখ করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসলেন। ভক্তিভরে প্রার্থনা করার পর উঠে দাঁড়িয়ে জনগণের পানে তাকিয়ে মাথা নত করলেন। তারপর ক্যাণ্টারবেরির আর্কবিশপ মন্ত্রপূতঃ তেল, এডওয়ার্ড কনফেসারের মুকুট, সোনার ছড়ি, শান্তির পাখি প্রভৃতি কতকগুলি প্রতীকচিহ্ন রাণীকে দিলেন। তারপর শুরু হলো বাছাই করা সুন্দর সঙ্গীত। সঙ্গীত শেষে রাণী পুনরায় সেই শোভাযাত্রা সহকারে ইয়র্কের ভোজসভায় চলে গেলেন।

১ম ভদ্র। কার্ডিনালের পতনের পর জায়গাটা আর ইয়র্ক প্লেস নেই ; এখন ওটা রাজার অধিকারে এবং ওর নাম হোয়াইট হল।

৩য় ভদ্র। হ্যাঁ আমি তা জানি। কিন্তু পরিবর্তনটা তাড়াতাড়ি হয়েছে বলে এখনো পুরনো নামটাই মনে পড়ছে।

২য় ভদ্র। আচ্ছা বিশপ দুজন কে ?

৩য় ভদ্র। স্টোভেনস্‌লি আর গার্ডিনার। একজন উইঞ্চেস্টার আর একজন লণ্ডনের।

২য় ভদ্র। উইঞ্চেস্টারের বিশপ নতুন আর্কবিশপ ক্র্যানমারের সুনজরে নেই।

৩য় ভদ্র। সকলেই তা জানে। তবে কোন প্রত্যক্ষ বিরোধ নেই। আর হবেও না। সেরকম কোন বিরোধ বাধলে ক্র্যানমারের বন্ধুর অভাবও হবে না।

২য় ভদ্র। কে সে বন্ধু ?

৩য় ভদ্র। টমাস ক্রমওয়েল। রাজার এখন বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। রাজার রত্নাগারের চাবিকাঠি এখন তাঁর হাতে। তিনি একজন প্রিভি কাউন্সিলএরও সদস্য।

২য় ভদ্র। তিনি আরো অনেক কিছুর যোগ্য।

৩য় ভদ্র। হ্যাঁ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এস তোমরা, রাজদরবারের পথে রওনা হই। সেখানে যাবার পথে আরো অনেক কিছু বলব।

উভয়ে। যেখানে যাবে আমাদের নিয়ে যেতে পার স্যার। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। কিমবলটন।

ভৃত্য গ্রিফিথ ও পরিচারিকা পেসেন্সএর কাঁধে ভর দিয়ে
বিধবা রাণী ক্যাথারিণের অসুস্থ অবস্থায় প্রবেশ

গ্রিফিথ। এখন কেমন আছেন মা ?

ক্যাথা। ও গ্রিফিথ, আমার মৃত্যুরোগে ধরেছে। আমার পা দুটো ভারী হয়ে মাটি থেকে আর উঠতে চাইছে না। একটা চেয়ার দাও। আচ্ছা বলতে পার গ্রিফিথ, কার্ডিনাল 'উলসি সেই সম্মানের বরপুত্র মরেছে কি না ?

গ্রিফিথ। হ্যাঁ মা। তবে আমার মনে হয় আপনি অসুস্থ থাকার জন্য সেদিকে কান দিতে পারেননি।

ক্যাথা। আচ্ছা আমার পথ থেকে স্বচ্ছন্দে সরে যাবার পর কেমন করে ওর মৃত্যু ঘটল বলতে পার ?

গ্রিফিত। আর্ল নর্দামবারল্যাণ্ড তাঁকে ইয়র্কে গ্রেপ্তার করে সেখান থেকে নিয়ে আসার পর তিনি হঠাৎ এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে কথা বলতে পারেন না।

ক্যাথা। হায় বেচারা !

গ্রিফিথ। তারপর তিনি লাইসেস্টারের মঠে এসে হাজির হলেন। সেখানে মঠাধ্যক্ষ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলে কার্ডিনাল তাঁকে বললেন, হে ধর্মপিতা, একজন বৃদ্ধ রাজনৈতিক নেতা ঝড়ঝঞ্ঝার প্রহারে জর্জরিত হয়ে আপনার এখানে

তার দেহের ক্লান্ত অস্থিমজ্জাকে সমাহিত করার জন্য এসেছে। আপনি তাকে একটুকরো জমি দান করুন। এই কথা বলে তিনি শয্যাগ্রহণ করলেন। তারপর সেই রোগশয্যায় তিনটি রাত অবিরাম প্রার্থনা, অশ্রু বিসর্জন ও কাতরোক্তির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে স্বর্গগমন করলেন। শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ক্যাথা। তিনি শান্তিতেই ঘুমোন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আজ তাঁর জীবনের সকল ত্রুটি বিচ্যুতিও সমাহিত। তবু সহানুভূতির সঙ্গে সেই ত্রুটি বিচ্যুতির কথা না বলে পারছি না গ্রিফিথ। রাজা মহারাজার মতই তাঁর ক্ষুধা ছিল অপরিসীম। পরোক্ষভাবে সারা রাজ্যটাকেই তিনি ভোগ করতে চাইতেন। তাঁর মতামতই ছিল আইন। সকলের সামনেই তিনি অসত্য কথা বলতেন, তিনি দ্ব্যর্থবোধক কথা বলতেন। ধ্বংসাত্মক কাজের দিকে ঝোঁক ছিল তাঁর সবসময়। তিনি ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী অথচ তাঁর প্রতিশ্রুতির কোন দাম ছিল না। তাঁর শরীর ছিল অসুস্থ।

গ্রিফিথ। মানুষের দোষগুলোই বেঁচে থাকে রাণীমা অক্ষয় পিতলের মত; তার গুণগুলো লেখা থাকে জলের লেখায়। এবার আমাকে ভাল গুণের কথা কিছু বলতে দিন মা।

ক্যাথা। বল গ্রিফিথ—তা না হলে আমাকে লোকে বলবে প্রতিহিংসাপরায়ণ।

গ্রিফিথ। এই কার্ডিনাল ছোট বংশে জন্মগ্রহণ করেও সম্মানের উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত, সুবক্তা এবং মিষ্টভাষী। আবার যারা তাকে ভালবাসতে পারত না তাদের কাছে তিনি ছিলেন অনমনীয়, কঠোর এবং তিক্ত। কিন্তু যারা তাঁকে ভালবাসতেন তাদের তিনিও ভালবাসতেন। যদিও পাওয়ার আকাঙ্খার তাঁর কোন সীমা পরিসীমা ছিল না, তথাপি তিনি দানও কম করতেন না। শিক্ষার দুটি পীঠস্থান ইপসুইচ ও অক্সফোর্ড তিনিই নির্মাণ করেন। এর একটির তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পতন ঘটে। অন্যটি এখনো অসমাপ্ত রয়ে গেলেও শিল্পকর্মের দিক থেকে এমনই উন্নত যে সমগ্র খৃষ্টানজগৎ চিরকাল তাঁর গুণগান করবে। তাঁর এই পতন তাঁরই উপর এনে দেয় পরম আশীর্বাদের বোঝা। কারণ তাঁর পতন না ঘটলে তিনি নিজেকে নিজে কোনদিন বুঝতে পারতেন না, বড় হওয়ার বিপত্তির থেকে ছোট থাকার শান্তি যে কত মধুর কত বরণীয় তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন এবং মৃত্যুর আগে তিনি ভয় ও ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন।

ক্যাথা। আমি চাই না তুমি ছাড়া আর কোন ঘোষক আমার মৃত্যুর পর আমার সম্মানরক্ষার জন্য আমার জীবনের গুণাবলী ব্যক্ত করবে। তুমিই হচ্ছ যথার্থ চরিত্রবিচারক। আজ তুমি তোমার সত্যোপলব্ধি ও সততার দ্বারা তাঁর দেহের ভস্মরাশিকে সম্মানিত করে তুলছ। আমি আর বেশীদিন তোমাদের জ্বালাতন করব না। গ্রিফিথ, মৃত্যুকালীন করুণ সঙ্গীত বাজাও যাতে আমি যে স্বর্গে কিছুকালের মধ্যে গমন করব সেই স্বর্গের সুষমার আস্বাদ

পূর্ব হতে লাভ করতে পারি।   (সঙ্গীত)

গ্রিফিথ। এখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমরা এখন চুপ করে বসি। চুপ করে বস পেসেন্স। তা না হলে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

স্বপ্ন

শুভ্র পোষাক পরিহিত ফুলের মালা হাতে দুটি অলৌকিক মূর্তি ক্যাথারিনের মুখের সামনে এসে নৃত্য করতে লাগল। ক্যাথারিনের মুখখানা ঘুমের ঘোরেই আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। উপর দিকে হাত বাড়িয়ে কি ধরতে গেল। গানের সুর বেজে যেতে লাগল।

ক্যাথা। হে শান্তির দূতগণ, তোমরা কোথায়? আমাকে এই দুরবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে তোমরা সবাই চলে গেলে?

গ্রিফিথ। ম্যাডাম, আমরা এখানে রয়েছি।

ক্যাথা। না, তোমরা কেউ এখানে নেই। দেবদূতেরা আমাকে এক ভোজসভায় ডাকছিল। তাদের উজ্জ্বল মুখগুলি আমার উপর এক স্বর্গীয় দ্যুতি ফেলে আমাকে অনন্ত সুখের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল। আমার জন্যে এনেছিল স্বর্গের পারিজাতের মালা। সে মালা পরার যোগ্যতা আমাদের নেই।

গ্রিফিথ। এমন সুন্দর স্বপ্ন আপনি দেখেছিলেন তা জেনে খুশি হলাম ম্যাডাম।

ক্যাথা। কিন্তু গান থামাও। গানের সুর কর্কশ লাগছে আমার কানে।

(গান থেমে গেল)

পেসেন্স। দেখতে পাচ্ছ রাণীমার অবস্থার অকস্মাৎ কেমন পরিবর্তন হলো? মুখখানা কেমন বিকৃত, চোখদুটো ম্লান আর দেহটা কেমন হিম হয়ে গেল। ওঁর চোখের অবস্থা দেখ।

গ্রিফিথ। উনি স্বর্গে যাচ্ছেন। প্রার্থনা করো।

পেসেন্স। ঈশ্বর শান্তি দিন ওঁর আত্মাকে।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। আপনি কি চান না—

ক্যাথা। তুমি বড় উদ্ধত, এখন কি আমি কোন সম্মানের যোগ্য নই?

গ্রিফিথ। দোষটা তোমারই। তুমি জান উনি এখন কোন রূঢ় আচরণ সহ্য করবেন না। নতজানু হও।

দূত। বিনয়ের সঙ্গে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি রাণীমা। রাজা একজন ভদ্রলোককে পাঠিয়েছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য। উনি অপেক্ষা করছেন।

ক্যাথা। তাঁকে নিয়ে এস গ্রিফিথ। আর এই লোকটার সঙ্গে যেন আর কখনো আমার দেখা না হয়।   (দূতের প্রস্থান)

লর্ড ক্যাপুসিয়াসের প্রবেশ

যদি আমার দৃষ্টিবিভ্রম না হয় তাহলে আপনি নিশ্চয় আমার ভ্রাতুষ্পুত্র স্পেন

সম্রাটের মাননীয় রাষ্ট্রদূত।
ক্যাপু। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি আপনার ভৃত্য।
ক্যাথা। এর আগে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মান সম্মানের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সে যাই হোক, এখন আপনি কি চান আমার কাছে?
ক্যাপু। প্রথমতঃ আমি আপনার সেবা করতে চাই। দ্বিতীয়তঃ রাজা আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। আপনার অসুস্থতার জন্য রাজা সত্যিই খুব দুঃখিত এবং আমার মাধ্যমে আপনাকে সান্ত্বনা দান করেছেন।
ক্যাথা। হায় মাননীয় লর্ড, সে সান্ত্বনা খুব বিলম্বে পাঠালেন তিনি। এ যেন ফাঁসির পর কোন আসামীকে ক্ষমা করা। এই মধুর ওষধি কিছু আগে আমায় আরোগ্য করতে পারত। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই। এখন আমি সব সান্ত্বনার অতীত। আচ্ছা, রাজা এখন কেমন আছেন?
ক্যাপু। শারীরিক ভালই আছেন।
ক্যাথা। যেন চিরকাল এমনি ভাল থাকেন। আমার এই নশ্বর দেহটা সমাধি গহ্বরের মধ্যে পোকায় কাটতে থাকবে, আমার নামটা যখন মুছে যাবে রাজ্য থেকে তখনও ওঁর উন্নতি অব্যাহত থাকবে। পেসেন্স, যে চিঠিটা তোমায় লিখতে বলেছিলাম তা পাঠানো হয়েছে?
পেসেন্স। না ম্যাডাম। (ক্যাথারিনকে চিঠিটা দিল)
ক্যাথা। স্যার এই চিঠিটা রাজাকে দেবার জন্য অনুরোধ করছি।
ক্যাপু। বিশেষ আনন্দের সঙ্গে ম্যাডাম।
ক্যাথা। এই চিঠিতে আমি রাজাকে অনুরোধ করেছি, আমাদের ভালবাসার প্রতিমূর্তি তাঁর তরুণী কন্যাকে রাজা যেন ভালবাসেন, তার উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ যেন ঝরে পড়ে। সে বয়সে ছোট হলেও তার স্বভাব বড় মধুর। তার মা রাজাকে দীর্ঘ দিন ধরে যে ভালবাসা দান করেছে তার প্রতিদানে রাজা যেন তাকে স্নেহ করেন। আমার দ্বিতীয় আবেদন হচ্ছে, যে মেয়েটি আমার সেবা করে এসেছে এতদিন রাজা যেন তার উপর করুণা করেন। তার সততা ও দেহসৌন্দর্যের কথা বিবেচনা করে রাজা যেন তাকে এক যোগ্য পাত্রের হাতে সম্প্রদান করেন। আমার শেষ আবেদন হচ্ছে, আমার এই সব দরিদ্র কর্মচারিরা যেন তাদের বেতন ঠিকমত পায়। এরা তাদের শত দারিদ্র্য সত্ত্বেও আমার সেবা করে এসেছে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে। ঈশ্বর আমাকে আরো জীর্ণ জীবন দান না করলে এমন অকালে তাদের ত্যাগ করতে হত না আমায়। যাই হোক, হে মাননীয় লর্ড, বিগত মৃত আত্মাদের জন্য যেমন খৃস্টধর্মসম্মত পবিত্র শান্তির বিধান করেন তেমনি আমার এই সব দরিদ্র লোকগুলির বন্ধু হিসেবে রাজার কাছে এদের কথা বলবেন। রাজা যেন আমার এই সব আবেদন মঞ্জুর করে আমার প্রতি শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

ক্যাপু। আমি শপথ করে বলছি একাজ করবই।

ক্যাথা। আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। উপযুক্ত বিনয় সহকারে রাজাকে আমার কথা বলবেন। বলবেন তাঁকে তাঁর সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ চলে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। মৃত্যুর পরে আমার আত্মা আশীর্বাদ করবে তাঁকে। বিদায় লর্ড গ্রিফিথ। পেসেন্স, এখন তুমি যেও না। এখন আমায় বিছানায় শুইয়ে দাও, আরো মেয়েদের ডাক। আমার মৃত্যুর পর দেখো, সম্মানের সঙ্গে যেন আমার শেষকৃত্য সুসম্পন্ন হয়। আমার মৃতদেহের উপর অনাঘ্রাত কুসুমকলি ছড়াবে যার দ্বারা বোঝাবে আমি স্ত্রী হিসাবে কত সতী ছিলাম। যদিও আমি আর রাণী নেই তথাপি একজন রাণী এবং রাজকন্যার উপযুক্ত মর্যাদা-সহকারে আমাকে সমাহিত করো। আর আমি কথা বলতে পারছি না।

(ক্যাথারিনকে নিয়ে সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। লণ্ডন। প্রাসাদের অন্তর্বর্তী দর্শকদের স্থান।
মশালহাতে জনৈক বালকভৃত্যসহ গার্ডিনার ও বিশপ অফ
উইঞ্চেস্টারের প্রবেশ। পরে টমাস লাভেলের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ।

গার্ডি। এখন রাত্রি একটা বাজে বালক। তাই নয় কি?

বালক। হ্যাঁ একটা বেজে গেছে।

গার্ডি। এখন আনন্দের সময় নয়। এখন প্রয়োজন শুধু বিশ্রামের। বিশ্রামের দ্বারা আমাদের ক্লান্ত দেহমনকে সতেজ ও সজীব করে তোলা উচিত। নৈশ নমস্কার স্যার টমাস লাভেল। কোথায় চলেছেন এখন?

লাভেল। এখন কি রাজার কাছ থেকে আসছেন?

গার্ডি। হ্যাঁ, আমি তাঁকে ডিউক অফ সাফোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে এসেছি।

লাভেল। আমাকে তাঁর সঙ্গে এখনি দেখা করতে হবে। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়ার আগেই আমাকে যেতে হবে তার কাছে। বিদায়।

গার্ডি। এত তাড়াতাড়ি যেও না লাভেল। তুমি এত ব্যস্ত, ব্যাপার কি? দিনের বেলায় যে সব কাজ করা হয় তা যদি রাত্রি বেলায় ভূতের মত করা হয় তাহলে তাতে সন্দেহ জাগবেই। যদি বিশেষ কোন ক্ষতি না হয় তোমার তাহলে তোমার বন্ধুকে সেকথা বলতে পার।

লাভেল। হে আমার প্রিয় লর্ড, আমি তোমায় ভালবাসি। এই কাজের থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক সংবাদ তোমায় বলব। সংবাদ এই যে রাণীর প্রসব ব্যথা উঠেছে এবং এতেই বোধ হয় তাঁর মৃত্যু হবে।

গার্ডি। তিনি যে সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন তার জন্য আমি আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করি যাতে সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বেঁচে থাকে। কিন্তু সে সন্তানের মার জীবনলীলা যেন এখনই শেষ হয়ে যায়।

লাভেল। আমার মনে হচ্ছে তোমাকে সহানুভূতি জানাই। তবু কেমন যেন বিবেকে আমার বাধছে। রাণী নারী হিসাবে সত্যিই ভাল এবং তিনি আমাদের শুভেচ্ছার যোগ্য।

গার্ডি। হ্যাঁ, রাণী ভাল বটেন কিন্তু তাঁর দুটি হাত অর্থাৎ ক্র্যানমার আর ক্রমওয়েল যতদিন না সমাধিগহ্বরে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয় ততদিন রাণী ভাল হতে পারবেন না।

লাভেল। তুমি যাদের কথা বললে রাজ্যের সবাই তাদের কথা বলছে। ক্রমওয়েল ত এখন ধনাগারের সর্বেসর্বা হওয়ার পর এখন আবার রাজার সচিব হয়েছে। এর উপর আছে আরো কত সম্মানের বোঝা। আর আর্কবিশপ ক্র্যানমার ত একই সঙ্গে রাজার মুখ আর হাত। তাঁর বিরুদ্ধে একটা কথা বলারও ক্ষমতা নেই কারো।

গার্ডি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার টমাস এমন অনেকেই আছে যার সে সাহস আছে এবং আমি নিজেই ঠিক করেছি তাঁর বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ জানাব। আমি আজই পরিষদের লর্ডগণকে জানিয়েছি উনি একদল নাস্তিক এবং আমাদের দেশের পক্ষে এক দুষ্ট ব্যাধিস্বরূপ। সেই ব্যাধিতে অনেকেই সংক্রামিত। লর্ডগণ এই অভিযোগ রাজার কাছে করেছেন এবং রাজাও তা শুনেছেন। সেই সব অভিযোগ শুনে রাজা কাল সকালে পরিষদের সভা ডেকেছেন। স্যার টমাস আর্কবিশপ লোকটা হচ্ছে এক পচনশীল দুর্গন্ধময় আগাছাস্বরূপ, তাকে আমাদের বুক থেকে উপড়ে তুলতে হবে। আমি তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে আটকে রেখেছি। শুভ নৈশ নমস্কার স্যার টমাস।

লাভেল। অনেক শুভ নৈশ নমস্কার। (গার্ডিনার ও বালকভৃত্যের প্রস্থান)

রাজা ও ডিউক অফ সাফোকের প্রবেশ

রাজা। চার্লস, আজ রাতে আর আমি খেলব না। খেলায় আমার মন বসছে না। তোমাকে আমি হারাতে পারব না।

সাফোক। স্যার, আমি একদিনও হারাতে পারিনা আপনাকে।

রাজা। আমার মন খেলায় বসলে তুমি আমাকে হারাতে পারবে না। আচ্ছা লাভেল, রাণীর খবর কি ?

লাভেল। আপনি যা বলেছিলেন আমি তা তাঁকে নিজের মুখে বলতে পারিনি। আমি তাঁর পরিচারিকার মধ্য দিয়ে বলে পাঠিয়েছি আপনার কথা। মেয়েটি ফিরে এসে বিনয়ের সঙ্গে বলল রাজা যেন তাঁর জন্য প্রার্থনা করেন।

রাজা। কি বললে প্রার্থনা করব তার জন্য ? সে কি খুব চিৎকার করছে ?

লাভেল। তাঁর পরিচারিকা তাই বলল। তিনি এমনভাবে চিৎকার করছেন

যাতে মনে হচ্ছে তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছেন।

রাজা। হায়, নারী।

সাফোক। ঈশ্বর তাঁকে সমস্ত যন্ত্রণার বোঝা হতে মুক্ত করুন। রাণীমা নিরাপদে প্রসব করে আপনাকে এক সুযোগ্য উত্তরাধিকারী দান করুন।

রাজা। এখন মধ্যরাত্রি চার্লস। বিছানায় যাও। প্রার্থনায় রাণীর কথা মনে রেখো। আমাকে একা থাকতে দাও।

সাফোক। আশাকরি রাতটা আপনার শান্তিতে কাটবে। আমাদের রাণীমার জন্য আমি প্রার্থনা করব।

রাজা। বিদায় চার্লস। (সাফোকের প্রস্থান)

স্যার এ্যানথনি ডেনির প্রবেশ

এস, এস, কি খবর?

ডেনি। হুজুর, আমি আপনার কথামত আর্কবিশপকে সঙ্গে করে এনেছি।

রাজা। হা। ক্যাণ্টারবেরি?

ডেনি। হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা। কোথায় তিনি?

ডেনি। তিনি এসে গেছেন আপনার ইচ্ছানুসারে।

রাজা। আমার কাছে তাঁকে নিয়ে এস। (ডেনির প্রস্থান)

লাভেল। (স্বগত) এই ব্যাপারেই বিশপ আমাকে বলছিল। আমি ঠিক সময়েই এসেছি।

ক্র্যানমারসহ ডেনির পুনঃপ্রবেশ

রাজা। দর্শকদের স্থান থেকে সব চলে যাও। যাও বলছি। কী এখনো?

(ডেনি ও লাভেলের প্রস্থান)

ক্র্যানমার। (স্বগত) আমার ভয় করছে—এমন ভ্রূকুটি করছেন কেন। তিনি রেগে গেছেন। ব্যাপার ভাল নয়।

রাজা। কেমন আছেন লর্ড? কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি আপনি নিশ্চয়ই তা জানতে চান?

ক্র্যান। আপনার ইচ্ছানুসারে কাজ করাই আমার কর্তব্য। (নতজানু হলো)

রাজা। আমার অনুরোধ উঠে দাঁড়ান। আপনাকে কিছু কথা জানাবার আছে হে ক্যাণ্টারবেরির মাননীয় লর্ড। আপনাকে আমার হাত দিই। একথা আপনাকে বলতে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে আমার। সম্প্রতি আমি আপনার বিরুদ্ধে কতকগুলো ভয়ঙ্কর অভিযোগ শুনেছি। এই সব অভিযোগ শুনে আমি ও আমাদের পরিষদ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে। আজ সকালে আপনি আমাদের সামনে উপস্থিত থাকবেন। আমার মনে হয় একদিনেই আপনি সেই সব অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন না। আর একবার বিচারের প্রয়োজন হবে। তার আগে আপনি সন্তুষ্টচিত্তে টাওয়ারে থাকবেন।

আপনি আমার এক ভাইএর মত। এইভাবেই আমাদের এ ব্যাপারে এগোন উচিত। আপনি টাওয়ারে না থাকলে আপনার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী পাওয়া যাবে না।

ক্র্যান। বিনয়ের সঙ্গে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই মহারাজ। এই ঘটনাকে আমি এক মহা সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করব। এই সুযোগে আমার মন থেকে সকল অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্য উড়ে যাবে। সবচেয়ে বড় নিন্দুক আমি নিজে।

রাজা। উঠে দাঁড়ান ক্যাণ্টারবেরি। চলুন একটু পায়চারি করা যাক। আচ্ছা আপনি কি ধরনের লোক? আপনি আমার কাছে এক আবেদনপত্রে লিখেছিলেন আপনাকে যেন আপনার অভিযোগকারীদের সঙ্গে এক জায়গায় মিলিত করা হয় এবং অবিলম্বে আপনার বক্তব্য শোনার ব্যবস্থা করা হয়।

ক্র্যান। যে সত্য আর সততার উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি তা যদি একবার চলে যায় তাহলে শত্রুরা আমার উপর জয়ী হবেই। তাছাড়া আমার গুণরাজি আমার অন্তর থেকে চলে গেলে আমি জয়ী হয়েই বা কি করব? আমার বিরুদ্ধে যা কিছু বলা হোক না, আমি তা ভয় করি না।

রাজা। আপনি জানেন না, আপনার শত্রুর সংখ্যা কত। তারা সব সময় সততা ও ন্যায়পরায়ণতা মেনে চলবে না। তারা সর্বপ্রযত্নে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের চেষ্টা করবে। যাদের মন দুর্নীতিপরায়ণ, যাদের মন হিংসায় ভরা তারাই আপনার বিরোধিতা করবে। তবে আপনি যার মন্ত্রী তাঁর থেকে আপনার ভাগ্য ভাল। মনে রাখবেন, আপনি এক সুউচ্চ খাড়াই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছেন যেখানে বিপদে লাফ দিয়ে উঠতে পারবেন না, সেখান থেকে আপনি আপনার নিজের ধ্বংসের সঙ্গে খেলা করবেন।

ক্র্যান। ঈশ্বর আর আপনি আমার মত নির্দোষ ব্যক্তিকে রক্ষা করবেন, তা না হলে আমার জন্য যে চক্রান্তজাল ফাঁদ পাতা হয়েছে আমি তাতে পড়ে যাব।

রাজা। আনন্দ করুন। আমি ঠিক থাকলে তারা কিছুই করতে পারবে না। আজ সকালেই তাদের সামনে আপনি আসুন। আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি যদি তারা তথ্য সহযোগে প্রমাণ করে তাহলে আপনি অবস্থার দাবি অনুসারে তাদের অনুনয় বিনয় সহকারে আপনার নির্দোষিতার কথা বুঝিয়ে বলবেন। কিন্তু সেই অনুনয়ে যদি কোন কাজ না হয় তাহলে আপনি এই আংটিটা তাদের দিয়ে আপনার আবেদনের কথা জানাবেন। দেখ দেখ উনি সৎ লোক বলেই কাঁদছেন। আমি শপথ করে বলতে পারি ওঁর অন্তঃকরণ সৎ। ওঁর মত খাঁটি ও ভাল লোক আমার সারা রাজ্যে আর একটাও নেই। যান, আমার কথামত কাজ করুন। (ক্র্যানমারের প্রস্থান) অশ্রুতে ওঁর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে গেছে।

বৃদ্ধার প্রবেশ

ভৃত্য। (ভিতর হতে) ফিরে এসেছ, কি খবর?

বৃদ্ধা। আমি যে সুখবর এনেছি তাতে আমার সাহস বেড়ে গেছে। এবার রাজার মাথার উপর দিয়ে দেবদূতরা উড়ে যাবে আর তাদের পাখার ছায়া আপনাকেও স্পর্শ করুক।

রাজা। তোমার মুখ দেখে খবরটা কি তা বুঝতে পেরেছি। রাণীর প্রসব হয়েছে! কি বেটা ছেলে হয়েছে ত?

বৃদ্ধা। হ্যাঁ মহারাজ, সুন্দর সন্তান। ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করুন। তবে ছেলে নয় মেয়ে। এর পর ছেলে হবে। রাণী মা আপনাকে দেখা করতে বলেছেন। আর আমার মত একজন অপরিচিত মহিলাকে খুশি করে কিছু—

রাজা। লাভেল।

লাভেলের প্রবেশ

লাভেল। স্যার।

রাজা। একে একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দাও। আমি রাণীর কাছে যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

বৃদ্ধা। মাত্র একশত! আমি আরো নেব। এতো সামান্য চাকরেই পায়। এই জন্যেই আমি বললাম মেয়েটা অবিকল তাঁর মত দেখতে হয়েছে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। পরিষদকক্ষের সম্মুখস্থ বারান্দা।

আর্কবিশপ ক্র্যানমারের প্রবেশ

ক্র্যান। আমার মনে হয় আমার দেরি হয়ে যায়নি? আমার কাছে যাকে পাঠানো হয়েছিল সে ত আরো তাড়াতাড়ি আসতে বলছিল। এত তাড়াতাড়ি বলছিল কেন? কে ওখানে? নিশ্চয় তুমি জান আমাকে?

রক্ষীর প্রবেশ

রক্ষী। হ্যাঁ, চিনি। কিন্তু আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

ক্র্যান। কেন?

রক্ষী। আপনাকে না ডাকা পর্যন্ত আপনাকে বাইরে অপেক্ষা করতে হবে।

ডাক্তার বাটস্‌এর প্রবেশ

ক্র্যান। ও, আপনি!

বাটস্‌। (স্বগতঃ) এটা হিংসার কথা না। আমি এদিকে এসে ভালই করেছি। রাজা ঠিক আমার কথা বুঝতে পারবেন।

ক্র্যান। (স্বগতঃ) ইনি হচ্ছেন রাজার গৃহ চিকিৎসক বাটস্‌। তিনি রাজার সামনে আমার উপর এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেলেন। ঈশ্বর করুন, সে দৃষ্টিতে যেন আমার প্রতি তাঁর কোন অপমান প্রকাশিত না হয়। আমাকে যারা ঘৃণা করে, আমার উপর যারা হিংসা করে এ কীর্তি তাদেরই। ঈশ্বর তাদের অন্তরের পরিবর্তন করুন। আমি কখনো আমার সম্মানের জন্য তাদের হিংসার

পাত্র হতে চাইনি। তারা আমাকে পরিষদকক্ষে ঢুকতে না দিয়ে এই চাকর-বাকর ও নিম্নপদস্থ কর্মচারিদের মাঝে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ঠিক আছে, আমি তাদের খুশিমতই চলব ধৈর্য সহকারে।

উপরে জানালায় রাজা ও বাটস্‌এর আবির্ভাব

রাজা। আমাদের নিচের তলায় কি দেখছি বাটস্ ?

বাটস্। আমার মনে হয় মহারাজ এ দৃশ্য আগেও দেখেছেন।

রাজা। কী দৃশ্য ?

বাটস্। দৃশ্যটা এই যে ক্যাণ্টারবেরির আর্কবিশপের মত উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি দরজার কাছে বালকভৃত্যদের কাছে রয়েছেন।

রাজা। ভাল ত। আমার অনুগ্রহযুক্ত এত উচ্চ পদমর্যাদার মানুষ ঐ ধরনের মানুষদের সঙ্গেও ভালভাবে মিশতে ও কথা বলতে বাধ্য হোক। তারপর লর্ডদের সঙ্গে দেখা করবে। ওরা কথাবার্তা বলুক। জানালার পর্দাটা টেনে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য। পরিষদকক্ষ।

পরিষদীয় টেবিলটা ঘরের মধ্যে বয়ে নিয়ে আসা হলো।
লর্ড চ্যান্সেলার প্রবেশ করে উপরের দিকে একটি চেয়ারে বসলেন।
তারপর সাফোক, নরফোক, সারে, চেম্বারলেন ও গার্ডিনার প্রবেশ করলেন।
পরে সচিব হিসাবে ক্রমওয়েল প্রবেশ করলেন। দরজায় রক্ষী দাঁড়িয়ে রইল।

চেম্বার। মহামান্য সচিব, আমরা কি উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছি এক্ষণে তা ব্যক্ত করুন।

ক্রম। এই সম্মিলনের প্রধান বিষয় হলো আর্কবিশপ ক্র্যানমার।

কার্ডি। উনি কি একথা জানেন ?

ক্রম। হ্যাঁ।

নরফোক। কই, বাইরে কে অপেক্ষা করছে ?

রক্ষী। লর্ড আর্কবিশপ। উনি আপনার ডাকার অপেক্ষায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করছেন।

চেম্বার। ওঁকে ভিতরে নিয়ে এস।

রক্ষী। আপনি এবার ভিতরে যেতে পারেন।

ক্র্যানমার পরিষদীয় টেবিলের দিকে অগ্রসর হলেন

চেম্বার। মাননীয় লর্ড আর্কবিশপ, আমি এখানে বসে আপনার আসনটি শূন্য দেখে খুবই দুঃখিত। কিন্তু যেহেতু আমরা দুর্বল মানুষ, আমরা আমাদের দেহগত জৈব কামনা বাসনার অধীন, আমরা কেউ দেবদূত নই। সেই মানবিক দুর্বলতার বশে ও প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে আপনি নিজেকে ছোট করেছেন, রাজার আদেশ ও আইন অমান্য করেছেন। সারা রাজ্যে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযোগের গুঞ্জন তুলেছেন। অনেক অমার্জিত ও ভয়ঙ্কর ধরনের

অভিযোগ লোকের মুখ থেকে শোনা গেছে।

গার্ডি। তাদের সেই অভিযোগের গুঞ্জন হঠাৎ একেবারে বন্ধ করতে হবে। ধাবমান অশ্বকে থামাতে হবে, তার মুখের লাগামটা টেনে ধরতে হবে হঠাৎ। আমরা যদি বিশেষ কোন লোকের সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তার দোষের কথা এড়িয়ে যাই তাহলে রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দেবে, কলগুঞ্জন ও বিক্ষোভ প্রবল হয়ে উঠবে জনগণের মধ্যে।

ক্র্যান। মাননীয় লর্ডগণ, আমি এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের জন্য আমার জীবনের সমস্ত কর্মক্ষমতা সহকারে সেবা করে এসেছি। আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের মঙ্গলসাধন। আমার মত রাজভক্ত রাজ্যে আর একটিও আছে বলে আমি জানি না। যারা আমার বিরুদ্ধে হিংসা পোষণ করে তারাই এই সব অভিযোগের দ্বারা আমার ভাল গুণগুলোকে নাশ করতে চায়। আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ হে মাননীয় লর্ডগণ, আমার অভিযোগকারীদের আপনারা আমার সামনে হাজির করুন।

সাফোক। না, তা হতে পারে না লর্ড, আপনি একজন পরিষদের সদস্য; তাই কোন লোক আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে অভিযুক্ত করতে সাহস করবে না।

গার্ডি। মাননীয় লর্ড, আমাদের হাতে আরো অনেক কাজ থাকায় আপনার জন্য আর বেশী সময় দিতে পারছি না। রাজার ইচ্ছা এই যে আপনার বিচার সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আপনি টাওয়ারে থাকবেন এবং আপনি সেখানে থাকাকালে দেখবেন আরো বহু অভিযোগ উত্থাপিত হবে।

ক্র্যান। ধন্যবাদ মাননীয় লর্ড অফ উইঞ্চেস্টার। আপনি আমার বন্ধু; আপনি দয়ালু; আপনাকে আমার বিচারক হিসাবে দেখে আমি খুশি। আমি জানি আমাকে ধ্বংস করাই আপনার উদ্দেশ্য। তবে জেনে রাখবেন, উচ্চাভিলাষ নয়, ভালবাসা ও বিনয়ই হলো ধর্মযাজকের উপযুক্ত গুণ। সততা ও নম্রতার দ্বারা মানুষের আত্মা জয় করার চেষ্টা করবেন। কাউকে ফেলবেন না। আপনি আমার উপর যেসব অভিযোগের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন আমি তার থেকে নিজেকে যে মুক্ত করবই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যেমন আপনার দৈনন্দিন পাপকর্মে আমার সন্দেহ নেই। আরো অনেক কিছু বলতে পারতাম, কিন্তু আপনার পদমর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ চুপ করে গেলাম।

গার্ডি। মাননীয় লর্ড, আপনি বড় পক্ষপাতপূর্ণ। আপনি যে রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে জগৎটাকে দেখেন তাতে শুধু আপনার প্রিয়জনকেই দেখেন।

ক্র্যান। মাননীয় লর্ড অফ উইঞ্চেস্টার, আপনি বড় তীক্ষ্ণ। যাঁরা মহান লোক তাঁরা দোষ করলেও তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দিতে হয়। কোন পতনশীল লোকের উপর নতুন করে বোঝা চাপিয়ে দিতে নেই।

গার্ডি। দয়া করে চুপ করুন। অনেক কিছু বলেছেন। আপনার কথা বিচারকরা কেউ সহ্য করতে পারছেন না।

ক্র্যান। কেন মাননীয় লর্ড ?
গার্ডি আপনি পক্ষপাতদুষ্ট। আপনি সৎ নন।
ক্র্যান। সৎ নই ?
গার্ডি। না, সৎ নন, আমি বলছি।
ক্র্যান। আপনি যদি আমার অর্ধেক সৎও হতেন তাহলে লোকে আপনাকে স্বতস্ফূর্ত হয়ে ভালবাসত, ভয়ে ভক্তি করত না।
গার্ডি। আপনার একথা আমি মনে রাখব।
ক্র্যান। ঠিক আছে রাখবেন। আপনার দুঃসাহসের কথাও মনে রাখবেন।
চেম্বার। খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। অন্ততঃ লজ্জার খাতিরে চুপ করুন আপনারা।
গার্ডি। আমি চুপ করলাম।
ক্র্যান। আমিও।
চেম্বার। তাহলে মাননীয় লর্ডগণ, এ বিষয়ে আশা করি সকলে একমত যে, রাজার নূতন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত ওঁকে বন্দী অবস্থায় টাওয়ারে থাকতে হবে। এ বিষয়ে সকলে আপনারা একমত ত ?
সকলে। আমরা একমত।
ক্র্যান। এর কোন প্রতিকার নেই মাননীয় লর্ডগণ ? আমাকে তাহলে টাওয়ারে যেতেই হবে ?
গার্ডি। আর কি প্রতিকার আপনি আশা করতে পারেন ? আপনি সত্যিই বিস্ময়করভাবে বিরক্তিকর। কই, কে প্রহরী আছ ?

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ

ক্র্যান। আমার জন্য প্রহরী ? আমাকে টাওয়ারে যেতে হবে রাষ্ট্রদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হিসাবে ?
গার্ডি। ওঁকে নিয়ে যাও এবং টাওয়ারে ওঁর নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করবে।
ক্র্যান। একটু থামুন লর্ডগণ, আমার একটা কথা বলার আছে। এই দেখুন আংটি। এই আংটির বলে আমি যত সব নিষ্ঠুর বিচারকদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে আমার মনিব আমার মালিক রাজার কাছে সঁপে দিলাম নিজেকে।
চেম্বার। এটা হচ্ছে রাজার আংটি।
সারে। এর মধ্যে কোন ভুল নেই।
সাফোক। ঈশ্বরের নামে বলছি এটা সত্যিই রাজার আংটি। আমি আপনাদের আগেই বলেছিলাম, যে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পাথরটা আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা করছি সে পাথর একদিন আমাদের উপরেই এসে পড়বে।
নরফোক। আপনারা কি মনে করেন এই লোকটাকে বাঁচাবার জন্য রাজা তাঁর আঙুল থেকে আংটি খুলে দেবেন ?

চেম্বার। সেকথা এখন নিশ্চিত। এখন দেখছি রাজা কিভাবে এর জীবনের সঙ্গে জড়িত। আমি যদি এ ঘটনা হতে দূরে থাকতে পারতাম।
ক্র্যান। এই লোকটার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে আমি দেখেছি এর সততা একমাত্র শয়তান আর তার শিষ্যদের ঈর্ষার বস্তু—আপনারা যে আগুন জ্বালিয়েছেন সে আগুনে আপনারা নিজেরাই জ্বলে পুড়ে মরবেন।

রাজার প্রবেশ ও আসন গ্রহণ

গার্ডি। হে প্রতাপান্বিত রাজন! আপনার মত একজন রাজাকে প্রভু হিসাবে পেয়ে ঈশ্বরের নিকট আমরা কত কৃতজ্ঞ। আপনি শুধু জ্ঞানী ও সদাশয় নন, আপনি পরম ধার্মিক। ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা ও আনুগত্যবশতই আপনি এই বিচারকথা স্বকর্ণে শ্রবণের নিমিত্তই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। এই বিরাট অপরাধের অভিযোগের কথা শুনতে চান ?
রাজা। বিশপ অফ উইঞ্চেসটার আপনি সহসা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে পারেন। তবে জেনে রাখুন, আমি এ সব তোষামোদবাক্য শুনতে আসিনি, এবং তা দিয়ে আপনাদের অপরাধ ঢেকেও রাখতে পারবেন না। কথা দিয়ে আমার মন ভোলাতে পারবেন না। আপনারা যাই ভাবুন না কেন। আমি বলব আপনার স্বভাব নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং আপনি রক্ত পিপাসু। (ক্র্যানমারের প্রতি) হে সদাশয় মহাশয়, আপনি বসুন। দেখি কে এমন উদ্ধত ও অহঙ্কারী ব্যক্তি আছে যে আপনার বিরুদ্ধে সামান্য অঙ্গুলিমাত্র উত্তোলন করতে সাহস পায়। এবং আপনি এ পদের উপযুক্ত নন একথা বলার আগে তার যেন অনাহারে মৃত্যু হয়।
সারে। আপনি যদি ইচ্ছে করেন মহারাজ—
রাজা। না না না। একথায় আমার আর মন ভরছে না। আমি আগে ভাবতাম আমার পরিষদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি আছেন। কিন্তু এখন দেখছি একজনও নেই। যার মত গুণ বা যোগ্যতা আপনাদের কারো নেই সেই রকম একজন সৎ ব্যক্তিকে সামান্য একজন বালকভৃত্যের মত পরিষদকক্ষের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা কি উচিত হয়েছে আপনাদের ? লজ্জার কথা! আমি কি এই ধরনের কোন নির্দেশ দিয়েছিলাম ? আমি তাঁকে চ্যান্সেলার হিসাবে বিচার করার জন্যই ক্ষমতা দিয়েছিলাম আপনাকে। আপনাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা শুধু অহেতুক হিংসার বশবর্তী হয়েই তাঁর বিচার করতে চান এবং তাঁকে চূড়ান্ত শাস্তি দিতে চান। কিন্তু আমি যতদিন বেঁচে থাকব সে শাস্তি কেউ তাঁকে দিতে পারবে না।
চেম্বার। আর কিছু বলার নেই হে মহাশয়। আপনি চাইলে আমি ক্ষমা করব তাঁকে। তাঁর শাস্তি সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল সংশোধন। প্রতিহিংসা নয়। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, কারণ সে পরিকল্পনা প্রথমে আমার মধ্যেই জন্মলাভ করেছিল।

রাজা। ঠিক আছে, ঠিক আছে লর্ডগণ। তাঁকে ভালভাবে কাজে লাগান; তিনি যোগ্য লোক; তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করুন। প্রজাদের কাছে রাজা যেমন দর্শনের বস্তু, উনি তেমনি ওঁর সেবা ও ভালবাসার জন্য আমার কাছে দর্শনের বস্তু। বন্ধুভাবে সবাই ওঁকে আলিঙ্গন করুন। মাননীয় আর্কবিশপ অফ ক্যাণ্টারবেরি, আপনার নিকট আমার একটি আবেদন আছে। আশা করি আপনি তা মঞ্জুর করতে অস্বীকার করবেন না। আপনি একটি তরুণীর ধর্মপিতারূপে তাকে দীক্ষা দেবেন।

ক্র্যান। আমি আপনার একজন প্রজা। আমি এত সম্মানের যোগ্য নই। এ সম্মান কোন রাজা মহারাজের ঈর্ষার বস্তু।

রাজা। এ কাজে আপনাকে সাহায্য করবেন ডাসেস অফ নরফোক এবং মার্কুইস ডর্সেট। আবার বলছি লর্ড অফ উইঞ্চেস্‌টার, ওঁকে আলিঙ্গন করুন।

গার্ডি। আমি আমার অন্তরের সঙ্গে ওঁকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করছি।

ক্র্যান। ঈশ্বর সাক্ষী থাকুন, আমি অন্তরের সঙ্গে এ প্রস্তাব গ্রহণ করছি।

রাজা। হে সদাশয়চিত্ত মহানুভব ব্যক্তি, আপনার আনন্দাশ্রুই পরিচয় দিচ্ছে আপনার অন্তঃকরণ কত মহৎ। বলুন, আমরা অনেক সময় বাজে কাজে নষ্ট করেছি। এখন চলুন একটি মেয়েকে দীক্ষা দিতে হবে। এখন আমরা সবাই বন্ধু হে ক্যাণ্টারবেরির লর্ড। এখন থেকে আপনারা সকলেই সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে এক থাকবেন। তাতে আমার শক্তি আর আপনাদের সম্মান দুইই বাড়বে।

(সকলে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। প্রাসাদ প্রাঙ্গণ।

ভিতরে গোলমালের শব্দ। জনৈক দারোয়ান ও তার সহকারীর প্রবেশ

দারোয়ান। ওসব গোলমাল বাইরে রেখে আসবি, যত সব পাজী ছুঁচো কোথাকার। এই রাজদরবারটাকে কি তুই প্যারিসের বাগানবাড়ি পেয়েছিস? বেটা অভদ্র ক্রীতদাস!

(ভিতরে) ও মশাই দারোয়ান, আমি—

দারো। ফাঁসিকাঠে ঝোল। এটা কি গোলমাল করার জায়গা নাকি? আমাকে এক ডজন গাছের চারা এনে দে দেখি। তা নইলে তোর মাথা নেব। দীক্ষা দেওয়া দেখতে যাবি?

সহকারী। ধৈর্য ধরুন স্যার।

দারো। ওরা ভিতরে ঢুকল কি করে? মর তুই ফাঁসিকাঠে ঝুলে।

সহ। তা ত জানি না স্যার। তবে আমি কাউকে ছাড়ব না।

দারো। তুমি কিছুই করনি।

সহ। কি করব স্যার, আমি ত সকলের মত বলবান নই। তবে এবার আমি যদি নরনারী, ছেলে বুড়ো, ভাল মন্দ কাউকে ছেড়ে দিই তাহলে বলবেন।

(ভিতরে থেকে) শুনতে পাচ্ছেন দারোয়ান মশাই ?

দারো। দরজাটা বন্ধ রাখো, আমি শীগগির যাব।

সহ। আমাকে আপনি কি করতে বলেন ?

দারো। তুমি শুধু যেই আসুক দরজা খুলবে না। এ রকম দীক্ষা আমার জীবনে কখনো দেখিনি। পিতা, ধর্মপিতা সব হাজির এক জায়গায়।

সহ। দরজার কাছে একটা অদ্ভুত লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পিছনে একদল ছেলে এমনভাবে ঢিল মারছে যে টেকাই যায় না।

লর্ড চেম্বারলেনের প্রবেশ

চেম্বার। হা ভগবান, কত লোক এসে গেছে। এখনো আসছে। এবং আরো আসছে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। যেন একটা মেলা বসেছে। দারোয়ান গেল কোথায় ? বুড়ো লোকগুলো কোন কাজ করে না, যত সব বাজে লোককে ঢুকতে দিয়েছে।

দারো। কি করব স্যার, আমরাও ত মানুষ। আমরা ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারিনি।

চেম্বার। রাজা যদি এজন্য আমায় দোষারোপ করেন আমি কিন্তু সোজা তোমাদের মাথার উপর সব দোষ চাপিয়ে দেব। ঐ দেখ, তূর্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে, ওরা আসছে। দেখবে, শোভাযাত্রা যেন ঠিক মত চলে যায়।

দারো। রাজকন্যার জন্য পথ করে দাও। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। প্রাসাদ।

বাদ্য। লর্ড মেয়র, দুজন পৌরপিতা, ঘোষক, ক্র্যানমার, ডিউক অফ নরফোক ও সাফোক, দুজন সামন্ত, চন্দ্রাতপবাহী চারজন সামন্ত, ডাসেস অফ নরফোক, রাজকন্যা, মার্কুই ডরসেট প্রভৃতির প্রবেশ

ঘোষক। হে ঈশ্বর, তোমার অনন্ত মহত্ত্বের বশবর্তী হয়ে ইংলণ্ডের রাজকন্যা এলিজাবেথকে অনন্ত সুখ ও সমৃদ্ধিশালী জীবন দান করো।

রক্ষীসহ রাজার প্রবেশ

ক্র্যান। (নতজানু হয়ে) আমি ও আমার সহকর্মীরা সকলে মিলে হে মহান রাজন, এই কন্যা ও তাঁর পিতামাতার মঙ্গল ও সুখ শান্তির জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করছি ঈশ্বরের কাছে।

রাজা। ধন্যবাদ লর্ড আর্কবিশপ। ওর নাম কি ?

ক্র্যান। এলিজাবেথ।

রাজা। উঠে দাঁড়ান। (রাজকন্যাকে চুম্বন করলেন) এই চুম্বনের দ্বারা আমি আশীর্বাদ করলাম তোমায়। যে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিলাম তোমায় তিনিই তোমায় রক্ষা করুন।

ক্র্যান। তথাস্তু।

রাজা। হে আমার প্রিয় জনগণ, আমি তোমাদের ধন্যবাদ দান করছি। আমার এই কন্যাও বড় হয়ে তোমাদের ধন্যবাদ দেবে।
ক্র্যান। এবার আমায় আমার কথা বলতে দিন স্যার। একথা এখন কারো কারো কাছে তোষামোদ হিসাবে গণ্য হলেও ভবিষ্যতে একথা সত্যে পরিণত হবেই। এই শিশুকন্যা আজ দোলনায় বাস করলেও ভবিষ্যতে একদিন এ কন্যা দেশের পক্ষে অনন্ত আশীর্বাদস্বরূপিণী হয়ে দাঁড়াবে। সে হবে সমস্ত রাণীর আদর্শস্থল। জ্ঞান ও ন্যায়বিচারের দিক থেকে রাণীর সেবাও বড় ছিল না তার থেকে। সত্যপরায়ণতা, চারিত্রিক পবিত্রতা ও রাজকীয় মহিমার সে হবে মূর্ত প্রতীক। তাকে একাধারে জনগণ ভালবাসবে ও ভয় করবে। তাঁর মিত্ররা তাঁকে আশীর্বাদ করবে এবং তাঁর শত্রুরা পদদলিত শস্যক্ষেত্রের মত দুঃখে অবনতমস্তক হয়ে থাকবে। তাঁর রাজত্বকালে প্রতিটি লোক খেয়ে পরে সুখে শান্তিতে বাস করবে। চারিদিকে শান্তি বিরাজ করবে। মানুষ সামরিক কৃতিত্ব না দেখিয়েও বড় হবে। ঈশ্বরের মহিমা কীর্তিত হবে নূতন করে। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনিও তাঁর একজন যোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতেই রাজভার অর্পণ করে যাবেন। এই কন্যার গুণগুলি যথা—শান্তি, স্নেহমমতা, সত্যপরায়ণতা তাঁর সেই উত্তরাধিকারীর মধ্যেও সঞ্চারিত হবে। পরিশেষে তিনিও এক বিশাল পার্বত্য দেবদারুর মত তাঁর শাখা প্রশাখা চারিপার্শ্বস্থ সমতলভূমির উপর প্রসারিত করবেন। আমাদের বংশধরেরা তা দেখে এক মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ধন্যবাদ দেবে ঈশ্বরকে।
রাজা। আপনি যা বলবেন তা সত্যই অদ্ভুত।
ক্র্যান। তিনি কিন্তু সারাজীবন কুমারী রয়ে যাবেন। তিনি দীর্ঘজীবী হবেন। তবে তাঁর কুমারী জীবন অনাঘ্রাত অস্পৃষ্ট পুষ্পের মতই পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক রয়ে যাবে চিরদিন।
রাজা। হে লর্ড আর্কবিশপ, আজ আমি প্রকৃত মানুষ হলাম। এই সন্তানের আগে আমি কিছুই লাভ করিনি। এই সুখের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমি এতদূর সুখী হয়েছি যে মৃত্যুর পরেও স্বর্গ হতে এই শিশুকন্যার কাজকর্ম অবলোকন করার জন্য প্রয়াস পাব আমি এবং তা দেখতে পেলেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব। হে লর্ড মেয়র ও পৌরপিতাগণ, আমি আপনাদের প্রত্যেককেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনারা আমাকে প্রভূত সম্মান দান করেছেন। হে আমার প্রিয় লর্ডগণ, আপনারা রাণীকে দেখবেন চলুন, তিনি অসুস্থ; তিনিও আপনাদের ধন্যবাদ দেবেন। আজ কারো কোন কাজ থাকবে না, আজ ছুটির দিন।

উপসংহার

দর্শকদের মধ্যে প্রতি দশজনের মধ্যে একজনেরও হয়ত ভাল লাগবে না এ নাটক। কেউ কেউ হয়ত দু একটা অঙ্ক দেখার পরই ঘুমিয়ে পড়বেন আর

জেগে উঠবেন তূর্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে। আসলে এ নাটকের মাঝে প্রশংসনীয় যদি কিছু থাকে তাহলে তা সহৃদয় নারীদের দৃষ্টিই আকর্ষণ করবে। আর নারীরা যদি এ নাটকের প্রশংসা করেন তাহলে পুরুষ দর্শকেরাও চুপ করে থাকতে পারবেন না; নারীরা হাততালি দিলে পুরুষরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারবেন না।

কিং লীয়ার

নাটকের চরিত্র

লীয়ার : ব্রিটেনের রাজা
ফ্রান্সের রাজা
ডিউক অফ বার্গাণ্ডি
ডিউক অফ কর্ণওয়াল
ডিউক অফ আলবেনি
আর্ল অফ কেণ্ট
আর্ল অফ গ্লসেস্টার
এডগার : গ্লসেস্টারের পুত্র
এডমণ্ড : গ্লসেস্টারের অবৈধ পুত্র
কিউ রান : জনৈক সভাসদ
জনৈক বৃদ্ধ : গ্লসেস্টারের প্রজা
ডাক্তার
বিদূষক
অসওয়াল্ড : গণরিলের কর্মচারী
এডমণ্ডের দ্বারা নিযুক্ত সেনানী
কর্ডেলিয়ার : জনৈক অনুচর
প্রহরী
কর্ণওয়ালের ভৃত্যগণ
গণরিল, রিগান, কর্ডেলিয়া — রাজা লীয়ারের কন্যাগণ
লীয়ারের সহচরগণ, রাজকর্মচারী ও ভৃত্যগণ, সৈনিকগণ ও অনুচরবর্গ

ঘটনাস্থল : ব্রিটেন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রাজা লীয়ারের রাজপ্রাসাদ।
কেণ্ট, গ্লসেস্টার ও এডমণ্ডের প্রবেশ

কেণ্ট। আমার মনে হয় রাজা কর্ণওয়ালের ডিউকের থেকে আলবেনির ডিউককে বেশী পছন্দ করেন।
গ্লসেস্টার। আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর রাজ্য বণ্টনের ব্যাপারে তিনি কোন ডিউককে বেশী পছন্দ করেন তা কিছু বোঝা যায় না। তাঁরা তিন জনই সমান গুণে এমনভাবে মণ্ডিত যে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাউকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কেণ্ট। আচ্ছা এ আপনার সন্তান না?
গ্লসে। তার জন্মের জন্য আমিই দায়ী। কিন্তু তাকে আমার পুত্র বলে স্বীকার করতে আমি এত লজ্জা পাই যে সে লজ্জায় বারবার পীড়িত হতে হতে এখন আমি নির্লজ্জ হয়ে পড়েছি।
কেণ্ট। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।
গ্লসে। এই যুবকের মা তার বিয়ের আগেই একে গর্ভে ধারণ করে। এটাকে আপনি নিশ্চয় দোষের বলবেন।
কেণ্ট। যে কোন ভাবেই হোক যে মা কুমারী অবস্থায় এমন সন্তানের জন্ম দিতে পারে তাকে আমি দোষ দিতে পারি না।
গ্লসে। কিন্তু স্যার আমার একজন বৈধ সন্তান আছে, এর থেকে বয়সে সে কিছু বড়। যদিও এই বদমাসটা অবৈধভাবে জন্মগ্রহণ করে এই পৃথিবীতে তবু ওর মা ছিল সত্যই সুন্দরী। এর জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার কিছু সাময়িক আনন্দ উপভোগ। সুতরাং একে আমার সন্তান বলে স্বীকার করতেই হবে—আচ্ছা এই ভদ্রলোককে চেন এডমণ্ড?
এড। না পিতা।
গ্লসে। ইনি হচ্ছেন কেণ্টের লর্ড। এখন থেকে মনে রাখবে ইনি একজন আমার সম্মানিত বন্ধু।
এড। আমি আপনার সেবার জন্য সতত প্রস্তুত থাকব।
কেণ্ট। আমিও তোমাকে স্নেহ করে যাব এবং তোমাকে আরও ভাল করে জানার চেষ্টা করব।
এড। আমিও আমার সদগুণের পরিচয় দিয়ে আমার আরও ভাল পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।
গ্লসে। ও নয় বছর বিদেশে ছিল, আবার বিদেশে চলে যাবে। (ভিতরে বাদ্যধ্বনি) ঐ রাজা আসছেন।

রাজদণ্ড বহনকারীর পিছু পিছু রাজা লীয়ার, আলবেনি ও কর্ণওয়ালের ডিউক, পরে অনুচরবর্গসহ গণরিল, রিগান ও কর্ডেলিয়ার প্রবেশ

লীয়ার। গ্লসেসটার, তুমি ফ্রান্স ও বার্গাণ্ডির লর্ডদের দেখাশুনা করগে।
গ্লসে। যাচ্ছি মহারাজ। (গ্লসেসটার ও এডমণ্ডের প্রস্থান)
লীয়ার। ইতিমধ্যে আমি আমার অন্তর্নিহিত গোপন উদ্দেশ্যের কথা বলব। আমাকে আমার রাজ্যের মানচিত্রটা একবার দাও। তোমরা হয়ত আগেই শুনেছ আমি আমার রাজ্য তিনভাগে ভাগ করে দিয়েছি। কারণ আমি আমার বার্ধক্যকে সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য হতে মুক্ত করার জন্য সংকল্প করেছি। সে দায়িত্ব ও কর্তব্যভার অল্পবয়স্ক ও কর্মঠ যুবক যুবতীদের হাতে দিয়ে আমি নিজে শান্তিতে মৃত্যুর পানে এগিয়ে যেতে চাই। হে আমার পুত্রপ্রতিম প্রিয় কর্ণওয়ালের ডিউক ও আমার সমান প্রিয় আলবেনির ডিউক, আমি এই

মুহূর্তে আমার কন্যাদের প্রাপ্য বিষয়সম্পত্তির কথা জানিয়ে দিতে চাই যাতে ভবিষ্যতে কোন বিবাদ না হয়। ফ্রান্স ও বার্গাণ্ডির যে রাজকুমারদ্বয় আমার কনিষ্ঠা কন্যার প্রতি প্রেমপরবশ হয়ে পাণিপ্রার্থীরূপে আমার রাজসভায় দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করে এসেছে, আজ তাদের আমাদের শেষ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিতে হবে। শোন আমার কন্যাগণ, যেহেতু আমি এ রাজ্যের সকল রাজ্যভার ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করতে চাই নিজেকে, বল তোমরা কে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালবাস আমাকে ? যাতে তার সেই স্বতস্ফূর্ত ভালবাসা ও যোগ্যতার উপযুক্ত প্রতিদান দিতে আমি পারি। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা গণরিল তুমিই প্রথমে বল।

গণ। হে পিতা, আপনাকে এত ভালবাসি যে ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। আমি সারা দুনিয়ার থেকে আপনাকে বেশী ভালবাসি। আমার চোখের দৃষ্টি, আমার স্বাধীনতা ও আমার জীবনের থেকে আপনাকে বেশী ভালবাসি। জীবনে আমি যা কিছু মূল্যবান বলে মনে করি যেমন স্বাস্থ্য সৌন্দর্য সম্মান সব কিছুর থেকে প্রিয় আপনি আমার কাছে। আমি আপনাকে এত ভালবাসি যে কোন সন্তান আজ পর্যন্ত কোন পিতাকে ভালবাসেনি, যে ভালবাসা কখনো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কর্ডেলিয়া। (স্বগত) এবার কর্ডেলিয়া কি বলবে ? যে ভালবাসে সে বাইরে মুখে তা প্রকাশ করে না!

লীয়ার। মানচিত্রে এই রেখা দেখছ; এই রেখা থেকে এই রেখা পর্যন্ত কত ছায়াচ্ছন্ন বনভূমি, অসংখ্য উর্বর শস্যক্ষেত্র নদী ও উদার প্রান্তরসমন্বিত এক বিশাল ভূখণ্ড তোমাকে ও আলবেনির ডিউককে চিরদিনের জন্য দান করলাম। আমার দ্বিতীয় কন্যা কর্ণওয়ালের স্ত্রী কি বলে ? বল।

রিগান। আমিও আমার বোনের মতই আপনাকে ভালবাসি এবং নিজেকে আপনার স্নেহের সমান যোগ্য বলে মনে করি। আপনার প্রতি আমার ভালবাসা সম্বন্ধে আমি যে কথা বলতে চেয়েছিলাম আমার বোন সেই কথাই বলে দিয়েছে। তবে একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে এই যে একমাত্র আপনার ভালবাসা ছাড়া জীবনের সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দই আমার কাছে বিষবৎ মনে হয়।

কর্ডেলিয়া। (স্বগত) হায় হতভাগ্য কর্ডেলিয়া! মুখে কথা বলতে না পারলেও তোমার ভালবাসা ত এদের থেকে কিছু কম নয়। তোমার ভালবাসা এত বড় যে ভাষায় তা প্রকাশ করলে ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে তার গৌরব।

লীয়ার। এই রাজ্যের তৃতীয় অংশ দিলাম তোমাকে আর তোমার উত্তরাধিকারীদের। গণরিলকে যা দিয়েছি তার থেকে কোন অংশে কম বা কম সমৃদ্ধিশালী নয়। এবার বল আমার শেষ সন্তান, আমার আনন্দের উৎসস্থল, যার প্রেম লাভের জন্য ফ্রান্স ও বার্গাণ্ডির রাজপুত্রদ্বয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত হয়ে উঠেছে। তোমার বক্তব্য বল যাতে তুমি তোমার বোনদের থেকে আরও বেশী সমৃদ্ধিশালী অংশ পেতে পার।

কর্ডেলিয়া। আমার বলার কিছুই নেই।

লীয়ার। কিছুই না?

কর্ডেলিয়া। কিছুই না।

লীয়ার। "কিছু না থেকে" কিছুই পাওয়া যায় না। আবার ভেবে দেখ।

কর্ডেলিয়া। এটা আমার দুর্ভাগ্য যে অন্তরের কথা আমি ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারছি না। তবে পিতার প্রতি কন্যা হিসাবে যে কর্তব্যের বন্ধনে আমি আবদ্ধ সেই কর্তব্য অনুসারেই আমি আপনাকে ভালবাসি। তার কমও না, বেশীও না।

লীয়ার। সে কি কর্ডেলিয়া! তোমার কথাটা একটু শোধন করে নাও। তা না হলে তোমারই লোকসান হবে।

কর্ডে। শুনুন পিতা, আপনি আমার জন্ম দান করেছেন, লালন করেছেন এবং স্নেহ দান করেছেন। আমি তার প্রতিদানে যথাসম্ভব আপনার আদেশ পালন করে এসেছি। আপনাকে ভালবেসে ও সম্মান দান করে এসেছি। আমার বোনেরা যদি বলে তাদের অন্তরের সমস্ত ভালবাসা শুধু আপনাকে দান করেছে তাহলে তাদের স্বামীদের অবস্থা কি হবে? যখন আমি এই ভদ্রমহোদয়কে বিবাহ করব তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি আমার সারা জীবনের ভালবাসা ও কর্তব্যবোধের অর্ধাংশ পাবেন। আমি আমার বোনদের মত আমার জীবনের সমস্ত ভালবাসা কেবলমাত্র আমার পিতাকেই দান করতে পারব না।

লীয়ার। এইটাই কি তোমার অন্তরের কথা?

কর্ডে। হ্যাঁ পিতা।

লীয়ার। এত অল্প বয়সেই মায়ামমতা সব হারিয়ে ফেলেছ?

কর্ডে। বয়স অল্প হলেও আমি অন্তরের দিক থেকে একেবারে খাঁটি।

লীয়ার। ঠিক আছে, এই সততাই হবে তোমার একমাত্র প্রাপ্য। স্বর্গের পবিত্র রশ্মি, রাত্রি ও নরকের দেবী হিক্যাট ও সৌরমণ্ডলের যে সব গ্রহনক্ষত্রের উপর আমাদের জীবন নির্ভরশীল সেই গ্রহনক্ষত্রের নামে আমি শপথ করে বলছি পিতা হিসাবে তোমার প্রতি আমার কর্তব্য ও রক্তসম্পর্কিত সমস্ত স্নেহমমতা আমি এখন থেকে অস্বীকার করছি। এই মুহূর্ত হতে তোমার সঙ্গে আমার অন্তরের কোন সম্পর্ক থাকবে না। অসভ্য বর্বর যে স্কাইথিয়াবাসী ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্য আপন সন্তানকে ভক্ষণ করে; একদিন তোমাকে যেমন ভালবাসতাম আজ থেকে সেই বর্বর স্কাইথিয়াবাসীকেও তেমনি ভালবাসব, তাকে আপনজন বলে মনে করব, তবু তোমাকে নয়।

কেণ্ট। মহারাজ—

লীয়ার। চুপ কর কেণ্ট; ড্রাগণ আর তার ক্রোধের বস্তুর মাঝখানে এস না। আমি তাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতাম। ভাবতাম শেষ জীবনটা তার কাছে থেকে তার সেবাযত্ন লাভ করে কাটাব (কর্ডেলিয়ার প্রতি) যাও, আমার

চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। যে অন্তর তাকে একদিন দান করেছিলাম আজ তা ফিরিয়ে নিচ্ছি তার কাছ থেকে। আজ আমার সমাধিই হোক আমার অস্তিত্বের একমাত্র আশ্রয়স্থান। ফ্রান্সের যুবরাজকে ডাক। সভাসদদের মধ্যে কে বিচলিত হচ্ছে? বার্গাণ্ডির যুবরাজকে ডাক। হে কর্ণওয়াল ও আলবেনির ডিউকদ্বয়, তোমরা আমার কন্যাদের যাবতীয় যৌতুকসহ রাজ্যের এই তৃতীয় অংশটাকে ভাগ করে নাও। যে অহঙ্কারকে ও সরলতা বলে মনে করেছে সেই অহংকারের সঙ্গেই ওর বিয়ে হোক। আমি তোমাদের দুজনকেই সমানভাবে আমার রাজশক্তির সার্বভৌমত্ব ও তার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ঐশ্বর্যের দ্বারা ভূষিত করলাম। কর্ণওয়াল, আমি একশত জন নাইটসহ এক মাস তোমার কাছে থাকব। আমার শুধু রাজা নাম আর উপাধিটা অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু সমস্ত রাজশক্তি ও রাজসম্পদ তোমরাই লাভ করবে। হে আমার প্রিয় পুত্রগণ, তোমরাই রাজকার্য্য পরিচালনা করবে। আমার এই দানের সততা সম্প্রমাণিত করার জন্য আমার এই রাজমুকুট দুজনকে ভাগ করে দিলাম।

কেণ্ট। হে রাজা লীয়ার, যাঁকে আমি রাজারূপে সম্মান করে এসেছি, যাঁকে পিতার মত ভালবেসে এসেছি, অনুগত ভৃত্যের মত অনুসরণ করে এসেছি, প্রার্থনার সময় যিনি আমার ধ্যানে পবিত্র সাধুরূপে আমার সামনে আবির্ভূত হয়ে এসেছেন—

লীয়ার। ধনুকে তীর সংযোজনা করা হয়েছে। সরে যাও আমার সামনে থেকে।

কেণ্ট। তাহলে সে তীর আমার বক্ষস্থল বিদ্ধ করুক। লীয়ার যদি উন্মাদ হয় তাহলে কেণ্ট অশালীন আচরণের দোষে দুষ্ট হোক। কি করতে চান হে বৃদ্ধ রাজন? আপনি কি মনে ভাবেন শক্তিমান যদি তোষামোদের কাছে নতি স্বীকার করে তাহলে প্রকৃত কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি ভয়ে কোন কথা বলবে না? স্বয়ং রাজা নির্বোধের মত আচরণ করলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা স্পষ্ট ভাষায় সত্য কথা বলবেই। আপনি আত্মস্থ হোন। এই ভয়ঙ্কর হঠকারিতা হতে নিজেকে বিরত রাখুন। আমার নিজের জীবনের বিনিময়ে একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি যে আপনার কনিষ্ঠ কন্যা আপনাকে কিছু কম ভালবাসেন না। আর একটু আগে যারা ভালবাসার কথা অন্তঃসারশূন্য লোকের মত অহমিকার সঙ্গে ব্যক্ত করে গেল তাদের কথার মধ্যে আসলে অন্তরের কোন শূন্যতা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়নি অর্থাৎ তারাও আপনাকে ভালবাসে।

লীয়ার। যদি প্রাণ চাও তো আর কোন কথা বলো না।

কেণ্ট। এতদিন আপনার শত্রুর উচ্ছেদ সাধনের জন্য এ জীবন পণ রেখেছিলাম, আজ আপনার নিরাপত্তার জন্য এ জীবন হারাতে কিছুমাত্র ভয় পাই না।

লীয়ার। আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।

কেণ্ট। ভাল করে ভেবে দেখুন রাজা লীয়ার। আমাকে আপনার চোখের

সামনে থাকতে দিন।

লীয়ার। আমি এ্যাপোলোর নামে—

কেণ্ট। আমি এ্যাপোলোর নামে বলছি আপনি মিথ্যা শপথ করছেন।

লীয়ার। ক্রীতদাস, দুর্বৃত্ত কোথাকার, (তরবারির উপর হস্তস্থাপন করে)

আলবেনি ও কর্ণওয়াল। সংযত হোন স্যার।

কেণ্ট। আপনি আমাকে মারুন। যদি আপনার চিকিৎসককে হত্যা করেন তাহলে আপনার ক্ষতিকর রোগকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। আপনি আপনার সব ফিরিয়ে নিন। তা যদি না করেন তাহলে যতক্ষণ আমি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে পারব ততক্ষণ আমি সমানে বলে যাব, আপনি অন্যায় করছেন, আপনি ভুল করছেন।

লীয়ার। যদি আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র আনুগত্য থাকে তাহলে তার বিনিময়ে শোন কাপুরুষ, তুমি আমাকে শপথ ভঙ্গ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিলে, আমার স্বভাববিরুদ্ধ অহঙ্কারের আতিশয্যে তুমি আমার রাজশক্তি ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলে। না, আমার মত পদমর্যাদাসম্পন্ন লোকের পক্ষে অসত্য কথা বলা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যেহেতু আমার বিবেক আমি ফিরে পেয়েছি তোমাকে তোমার কর্মের প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। অজানা পৃথিবীতে যাবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার জন্য তোমাকে পাঁচদিন সময় দিলাম। আজ হতে ষষ্ঠ দিনে তুমি তোমার ঘৃণ্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাবে এ রাজ্য থেকে। আজ হতে দশ দিনের দিন তোমার এই নির্বাসিত দেহ যদি এ রাজ্যে কোথাও দেখা যায় তাহলে সেই মুহূর্তে তোমাকে প্রাণদণ্ড ভোগ করতে হবে। জুপিটারের নামে শপথ করে বলছি দূর হয়ে যাও। আমার পক্ষে তোমাকে ক্ষমা করা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না।

কেণ্ট। বিদায় হে রাজন। আপনার যখন এই মনোভাব, এখানে তখন আর স্বাধীনতা থাকতে পারে না। শুধু নির্বাসনই থাকতে পারে। (কর্ডেলিয়ার প্রতি) ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন বালিকা, তাঁর ছত্রছায়ায় তোমাকে আশ্রয় দান করুন। তুমি যা ভেবেছ, তুমি যা বলেছ তা ঠিক। (রিগান ও গণরিলকে) তোমাদের বড় বড় প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তোমাদের কর্মের যেন সামঞ্জস্য থাকে। ভালবাসার যে আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দান করেছ তার পরিণাম যেন ভাল হয়। হে যুবরাজগণ, কেণ্টের ডিউক আপনাদের বিদায় জানিয়ে অজানা দেশের পথে রওনা হচ্ছে।

তূর্যধ্বনি। ফ্রান্স ও বার্গাণ্ডির যুবরাজদ্বয় ও অনুচরবর্গসহ
গ্লসেস্টারের পুনঃপ্রবেশ

গ্লসে। ফ্রান্স ও বার্গাণ্ডির যুবরাজদ্বয় এসে গেছেন মহারাজ।

লীয়ার। হে বার্গাণ্ডির লর্ড, প্রথমে আপনার সঙ্গেই কথা বলছি। আপনি

আমার কনিষ্ঠা কন্যার পাণিপ্রার্থীরূপে এই যুবরাজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বলুন তাকে গ্রহণ করার জন্য কি ন্যূনতম যৌতুক আপনি চান যা না পেলে আপনি তার পাণিগ্রহণে বিরত থাকবেন?

বার্গাণ্ডি। আপনি যা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন তার থেকে আমি বেশীও চাই না কমও চাই না মহারাজ।

লীয়ার। ঠিক বলেছেন হে মহান বার্গাণ্ডির যুবরাজ। কিন্তু সে যখন আমার স্নেহধন্য ছিল তখনই তাকে আমি তা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন তার কোন মূল্য নেই। কারণ সে এখন আমার স্নেহ হতে বঞ্চিত। এখন ও শুধু আমার বিতৃষ্ণায় মণ্ডিত হয়ে তুচ্ছ এক প্রাণীরূপে দাঁড়িয়ে আছে। এর বেশী কিছু না, যদি আপনি ওকে চান তাহলে কেবল ওকে নিয়েই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

বার্গাণ্ডি। আমি বুঝে উঠতে পারছি না কি উত্তর দেব।

লীয়ার। এখন ও আমাদের বংশগত সকল সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন; আমাদের ঘৃণার দ্বারা মণ্ডিত এবং শুধুমাত্র অভিশাপের দ্বারা সমৃদ্ধ; এখন ওর এই সব দুর্বলতা ও অপরিপূর্ণতার কথা জেনেও ওকে গ্রহণ করবেন, না করবেন না।

বার্গাণ্ডি। ক্ষমা করবেন স্যার। এক্ষেত্রে আমি ওঁকে স্ত্রী হিসাবে নির্বাচন করতে পারি না।

লীয়ার। তাহলে চলে যান, কারণ পিতা হিসাবে আমার যে অধিকার আছে সেই অধিকারের বলে আমি ওর গুণাবলীর কথা ব্যক্ত করলাম। (ফ্রান্সের যুবরাজের প্রতি) এবার আপনি শুনুন যুবরাজ, আমি যাকে ঘৃণা করি আশা করি আপনি তার নিশ্চয়ই পাণিগ্রহণ করবেন না। সুতরাং আমার অনুরোধ, আপনি অন্য কাউকে স্ত্রী হিসাবে নির্বাচন করবেন। স্বয়ং প্রকৃতি যাকে আপন সৃষ্টি হিসাবে স্বীকার করতে লজ্জা পায় সে কখনই আপনার উপযুক্ত নয়।

ফ্রান্স। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা, সে কয়েক মুহূর্ত আগেও ছিল আপনার স্নেহ ও প্রশংসার শ্রেষ্ঠ পাত্র, আপনার শেষ বয়সের আশ্রয়স্থল এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয়, এত অল্প সময়ের মধ্যে সে এমন কি সাংঘাতিক একটা কিছু করেছে যা তাকে আপনার এত গভীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে? তার অপরাধটা নিশ্চয় অস্বাভাবিকভাবে গুরুতর, তা না হলে আপনার প্রতিশ্রুত ভালবাসা কখনো এত তাড়াতাড়ি কমে যেত না। আর একমাত্র কোন ঐন্দ্রজালিক ঘটনা ছাড়া কোন যুক্তিদানই সে অপরাধের কথা আমায় বিশ্বাস করাতে পারবে না।

কর্ডে। যদিও আমার ভাল কথা বলা বা তোষামোদে কাউকে তুষ্ট করার ক্ষমতা নেই, যদিও আমি যা বলার প্রথমেই ভণিতা না করে স্পষ্ট বলে ফেলি তথাপি আমার কথা শুনুন মহাশয়, আপনি বলুন, নরহত্যা বা সতীত্ব ও সম্মানহানিজনক এমন জঘণ্য কি কাজ করেছি, যার জন্য আপনার স্নেহ ও

কৃপালাভ হতে বঞ্চিত হয়েছি? তবে আমার চোখে স্বার্থপরতার কোন আবেদন আর কণ্ঠে কোন কামনার সুর নেই বলে আমি খুশি, যদিও তা না থাকার জন্য আপনার স্নেহ ভালবাসা সব হারিয়েছি।

লীয়ার। কন্যা হিসাবে আমার আত্মাকে যদি তৃপ্ত করতে না পার তাহলে তোমার জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল।

ফ্রান্স। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমনই এক দীর্ঘসূত্রতা নিহিত আছে যার জন্য সে তার মনের আসল কথা তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে পারে না। হে আমার প্রিয় বার্গাণ্ডির লর্ড, এই নারী সম্পর্কে আপনার কি মতামত? যদি কোন প্রেমের সঙ্গে এমন কোন স্বার্থপরতা মিশে থাকে যা সেই প্রেম থেকে প্রেমিকের মনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তাহলে সে প্রেম কখনই প্রকৃত প্রেম হতে পারে না, আপনি কি ওঁকে গ্রহণ করবেন? উনি নিজেই নিজের যৌতুক, আপনাতে আপনি সার্থক।

বার্গাণ্ডি। মহারাজ, আপনি নিজে রাজ্যের যে অংশটুকু দেবার প্রস্তাব করেছিলেন সেই অংশটুকু যদি দান করেন তাহলে আমি বার্গাণ্ডির অধিপতিরূপে কর্ডেলিয়াকে গ্রহণ করে আমার রাণী করে তুলি।

লীয়ার। আমি কিছুই দেব না। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি দৃঢ় সংকল্প।

বার্গাণ্ডি। তাহলে আমি দুঃখিত, তুমি যদি তোমার পিতাকে হারাও তাহলে তোমার স্বামীকেও হারাতে হবে।

কর্ডে। সুখে থাকুন বার্গাণ্ডির অধিপতি। ওঁর ভালবাসার অর্থ যখন সম্পদের লালসা তখন আমি কোন মতেই ওঁর স্ত্রী হব না।

ফ্রান্স। সুন্দরী কর্ডেলিয়া, তুমি নিঃস্ব হয়েও ঐশ্বর্যশালিনী, পরিত্যক্ত হয়েও তুমি প্রেমধন্যা। অবজ্ঞাত হয়েও সমাদৃত। আমি শুধু তোমাকে আর তোমার গুণাবলীকে লাভ করেই প্রীত হব। যাকে সবাই তুচ্ছ বলে ফেলে দিয়েছে আজ আমি তাকেই কুড়িয়ে নিলাম যত্ন করে। এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা যে তাদের হিমশীতল ঘৃণা ও অবহেলা আমার প্রেমের উত্তাপের স্পর্শে পরিণত হয়ে উঠবে এক শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেমের প্রজ্জ্বলিত গৌরবে। মহারাজ, আপনার যৌতুকহীন কন্যা বিধির বিধানে আমারই জীবনের অংশীদার হলো, সে আমার ও ফরাসী দেশের রাণী। বার্গাণ্ডির মত কোন ডিউকই আমার কাছ থেকে কিনে নিতে পারবে না একে। তোমার পিতা তোমার প্রতি নির্দয় হলেও ওঁর কাছে বিদায় চাও কর্ডেলিয়া। (লীয়ারকে) আপনি এমনই এক রত্নকে হারালেন যা কোথাও পাবেন না।

লীয়ার। ঠিক আছে; ওকে তুমি গ্রহণ করো ফরাসীরাজ। ও তোমার হোক। ওকে আমি কন্যা বলে স্বীকার করি না। আর ওর মুখ আমি দেখতেও চাই না। (কর্ডেলিয়াকে) চলে যাও এখান থেকে। আমার কাছ থেকে কোন স্নেহ-ভালবাসা-মায়া-মমতা বা আশীর্বাদ কিছুই পাবে না। আসুন মহান বার্গাণ্ডি। (তূর্যধ্বনি। লীয়ার, বার্গাণ্ডি, কর্ণওয়াল, আলবেনি,

গ্লসেস্টার ও অনুচরবর্গের প্রস্থান।)

ফ্রান্স। তোমার বোনদের কাছে বিদায় নাও কর্ডেলিয়া।

কর্ডে। হে আমার পিতার প্রিয়পাত্রীগণ, 'অশ্রুবিধৌত চক্ষে কর্ডেলিয়া আজ বিদায় নিচ্ছে তোমাদের কাছ থেকে। তোমরা কি বস্তু, তোমাদের স্বরূপ কি তা আমি জানি। তবু বোন হিসাবে তোমাদের সে সব দোষ ত্রুটি আর উল্লেখ করতে চাইনা। তোমরা যাকে ভালবাস, যাকে ভালবাসার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তোমাদের সেই প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অন্তরের উপর পিতাকে ছেড়ে দিয়ে গেলাম। তবে তিনি যদি আমাকে প্রীতির চোখে দেখতেন এবং আমার কথা শুনতেন তাহলে আমি তাঁর আরও ভাল জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করতাম।

রিগান। আমাদের কর্তব্যের কথা শেখাতে এস না।

গণরিল। ভাগ্যের দান হিসাবে তোমাকে যিনি গ্রহণ করেছেন এখন তুমি তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করো। পিতার প্রতি তোমার কোন বশ্যতা বা আনুগত্য নেই। যে ভালবাসা তোমার নিজের অন্তরে নেই সে ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার তুমি যোগ্য।

কর্ডে। যে কুটিল চাতুর্যের রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে তোমাদের মধ্যে কাল তা একদিন উদ্‌ঘাটিত করবেই। যারা একদিন নিজেদের দোষ ঢেকে রাখে ছলনার আবরণে পরে একদিন লজ্জা ও উপহাসের পাত্র হয় তারা। যাই হোক, তোমরা সুখে থাক।

ফ্রান্স। চলে এস সুন্দরী কর্ডেলিয়া। (ফ্রান্স ও কর্ডেলিয়ার প্রস্থান)

গণ। শোন বোন, আমাদের এই সব ব্যাপারে আমার অনেক কিছু বলার আছে। আমার মনে হয় আমাদের পিতা আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যাবেন।

রিগান। সে কথা নিশ্চিত। এখন তিনি তোমার কাছে থাকবেন। পরের মাসে থাকবেন আমার কাছে।

গণ। দেখতে পাচ্ছ বৃদ্ধ বয়সে কত অস্থির ও পরিবর্তনশীল হয়ে উঠেছে তাঁর মত। আমরা তাঁর সে মতের গতি প্রকৃতি ভালভাবেই লক্ষ্য করেছি। তিনি আমাদের ছোট বোনকেই সবচেয়ে ভালবাসতেন। কিন্তু কী তুচ্ছ কারণে তিনি তাকে পরিত্যাগ করলেন সহসা। এটা আমাদের কাছে সত্যিই বড় দৃষ্টিকটু লাগল।

রিগান। এটা তাঁর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা। তবে তিনি এর আগেও কোনদিন নিজেকে ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করেননি।

গণ। তাঁর মনের শান্ত ও স্বাভাবিক অবস্থাতেও আমরা তাঁর এই ধরনের চিত্তবিকার দেখেছি। তা যদি হয় তাহলে তাঁর এই বৃদ্ধ বয়সে সুদীর্ঘ কালের অভ্যাসগত অপরিপূর্ণতা ও ত্রুটিবিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে বার্ধক্যজনিত মানসিক দুর্বলতাও বাড়বে; ক্রোধ ও খামখেয়ালির ভাবটাকেও সহ্য করতে হবে

আমাদের।
রিগান। কেণ্টের নির্বাসনের মত আরো অনেক হঠকারিতার কাজ সহ্য করতে হবে আমাদের।
গণ। ফরাসীরাজের সঙ্গে তাঁর বিদায়ের ব্যাপারটার কথা ধরো। আমার অনুরোধ শোন। এস এখন কি করা যায় তা দুজনে মিলে কিছু একটা ঠিক করি। আমাদের পিতা যদি এই ধরনের মানসিক অবস্থার সঙ্গে রাজক্ষমতা বহন করেন তা হলে যে দানগুলি আমাদের করেছেন তাতে কোন ফল হবে না আমাদের।
রিগান। এটা আমরা আরও ভাল করে ভেবে দেখব।
গণ। যা হোক আমাদের কিছু একটা করতে হবে আর সেটা খুবই তাড়াতাড়ি। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। গ্লসেসটারের প্রাসাদ।
একটি পত্র হাতে এডমণ্ডের প্রবেশ

এডমণ্ড। হে প্রকৃতি, তুমিই আমার দেবী ; তোমারই বিধানে বিধৃত আমার জীবনের সমস্ত কর্ম। আমার ভাইদের থেকে বয়সে মাত্র বার বা চৌদ্দ মাসের ছোট বলে কেন আমি জনগণের খেয়াল ও প্রথাগত নিয়মানুসারে আমি আমার উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হব? কেনই বা আমি অবৈধ সন্তান হলাম? আমার দেহাবয়ব যখন সবল ও সুগঠিত, আমার মন যখন উদার, সতীলক্ষ্মী মহিলার সন্তান এডগারের মতই যখন আমার দেহের গঠনভঙ্গিমা নিখুঁত, কেন তবে অবৈধ সন্তানের শোচনীয় হীনতার দ্বারা চিহ্নিত হব আমি? যারা বৈধ দাম্পত্যশয্যায় ব্যস্ত ও তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে আর যারা নিশিথ গভীর রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চুপিসারে অন্য কোন বাড়িতে গিয়ে কোন নারীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হয়ে সন্তান সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে কি এমন পার্থক্য? ঠিক আছে বৈধ সন্তান এডগার, আমি অবশ্যই তোমার সম্পত্তি গ্রাস করব। জেনে রেখো, আমাদের পিতার স্নেহ কিন্তু অবৈধ সন্তান এডমণ্ডের উপরেই বেশী। চমৎকার শব্দ বৈধ। ঠিক আছে, যদি এই চিঠি যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছায় আর যদি আমার পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহলে এই নীচ অবৈধ সন্তান এডমণ্ডই বৈধ সন্তান এডগারকে ছাড়িয়ে যাবে উন্নতিতে। আমি উন্নতি করবই। ঈশ্বর অবৈধ সন্তানদের পক্ষ অবলম্বন করবেন।

(গ্লসেসটারের প্রবেশ)

গ্লসে। তাহলে কেণ্ট এইভাবে নির্বাসিত হলো! ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলো রাগের মাথায়। রাজা আজ রাত্রেই বলে গেছেন তিনি তাঁর সমস্ত রাজক্ষমতা ও কর্তৃত্বভার ত্যাগ করে তা সমর্থন করেছেন। সামান্য নির্দিষ্ট বৃত্তির উপর নির্ভরশীল করে চলেছেন তাঁর জীবনকে। আর এই সমস্ত কাজ হচ্ছে

আকস্মিকভাবে। কি করছ এডমণ্ড? কি খবর?
এডমণ্ড। কিছুই না। (চিঠিটা গুটিয়ে রেখে)
গ্লসে। কেন এত আগ্রহের সঙ্গে চিঠিটা গুটিয়ে রাখছ?
এড। কোন খবরই আমি জানি না স্যার।
গ্লসে। তুমি কি পড়ছিলে?
এড। কিছুই না স্যার।
গ্লসে। কিছু না? তা যদি হবে কেন তবে এমনভাবে ভয়ঙ্কর ব্যস্ততার সঙ্গে কাগজটা পকেটে গুটিয়ে রাখলে? কাগজটা কিছুই না হলে ওটা লুকোবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। এই ওটা দাও তো দেখি। যদি এমন কিছু না হয় তাহলে ওর জন্য আমাকে বিশেষভাবে গোপন করতে হবে না।
এড। আমার অনুরোধ আমাকে মার্জনা করুন স্যার। এটা হচ্ছে আমার ভাইএর চিঠি যেটা আমি এখনো ভাল করে পড়িনি। তবে যতটুকু পড়েছি তাতে বুঝেছি এটা আপনার পড়বার যোগ্য নয়।
গ্লসে। কই দেখি চিঠিটা।
এড। চিঠিটা না দিলেও আমি দোষ করব আর দিলেও আমি দোষ করব। কারণ জিনিসটার বিষয়বস্তু যতটুকু পড়েছি তাতে দেখেছি ওটা খুবই অন্যায় ও দোষনীয়।
গ্লসে। কই দেখি দেখি।
এড। আমার ভাইএর আচরণের স্বপক্ষে শুধু এই কথাই বলতে পারি যে ও যেন আমার নৈতিক শততার পরীক্ষা করার জন্যই এ চিঠি লিখেছে।
গ্লসে। (পড়তে লাগল) বয়সের প্রতি প্রবীণতার প্রতি মানুষের এই অহেতুক প্রথাগত শ্রদ্ধাই আমাদের অনেকের যৌবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এবং আমাদের সব সম্পদকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছে; সে সম্পদ যখন পাই তখন তা ভোগ করার বয়স থাকে না। বয়োঃপ্রবীণতার এই অত্যাচারে আমি নিজেই উৎপিড়িত হচ্ছি যখন এ অত্যাচারে আমি নিজেই চলেছি নতি স্বীকার করে। বৃদ্ধরা আমাদের উপর অত্যাচার করে চলে আর তার মানে এই নয় যে ওদের শক্তি আছে; তার মানে এই যে আমরা তাদের সে অত্যাচার মেনে নিই এবং তা সহ্য করে চলি। আমার কাছে চলে এস, এ বিষয়ে আরো কথা হবে। আমাদের পিতা যদি চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েন অর্থাৎ আমি তাঁকে না জাগানো পর্যন্ত তাঁর ঘুম না ভাঙ্গে তাহলে তুমি তাঁর সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে এবং তোমার প্রিয়পাত্র রূপে গণ্য হবে সারা জীবন।—এডগার।
এড। এ চিঠি কেউ আনেনি পিতা। এটা কৌশলে কে আমার ঘরের জানালায় ফেলে দিয়ে গেছে।
গ্লসে। তুমি তোমার ভাইএর চরিত্রের কথা জান?
এড। এ চিঠির বিষয়বস্তু যদি ভাল হত তাহলে বুঝতাম এ চিঠি তার নিজের

হাতের লেখা। কিন্তু যেহেতু এ চিঠির বিষয়বস্তু খারাপ এখন আমার মনে হয় এ চিঠি তার লেখা নয়।

গ্লসে। এ চিঠি তারই লেখা।

এড। এ চিঠি তারই হাতের লেখা পিতা! কিন্তু এটা তার অন্তরের কথা নয়।

গ্লসে। এ বিষয়ে কোন আভাস কি এর আগে সে তোমায় দিয়েছিল?

এড। না, কখনও সে দেয়নি। তবে একথা তাকে প্রায়ই বলতে শুনেছি যে পুত্র যদি যোগ্য ও উপযুক্ত হয় আর পিতা যদি বৃদ্ধ হয় তাহলে পুত্রের উপর বিষয়-সম্পত্তির সমস্ত পরিচালনা ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত পিতার।

গ্লসে। ও শয়তান! শয়তান! এ চিঠিতে তার মনের আসল কথাই ধরা পড়েছে। ঘৃণ্য শয়তান, জঘন্য, বর্বর শয়তান। পশুর চেয়েও হীন। যাও তাকে খুঁজে বের করো। আমি তাকে গ্রেপ্তার করব। কোথায় সে?

এড। আমি ঠিক জানি না। যদি আমার ভাইএর আসল উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আপনার এই ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ অবদমিত করে রাখতে পারেন তাহলে আপনাকে এক বিশেষ পন্থা অবলম্বন করে চলতে হবে। কিন্তু যদি তার উদ্দেশ্য ভুল বুঝে আপনি হঠকারিতার বশে কোন কঠোর শাস্তি দিয়ে ফেলেন তাহলে তাতে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। তাহলে আপনার প্রতি তার বশ্যতা ও আনুগত্যপূর্ণ অন্তরের অখণ্ডতা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়বে। আমি আমার জীবন পণ রেখে বলতে পারি আপনার যে স্নেহের আসনে আমি বসে আছি সে আসন থেকে আমাকে সরিয়ে সে সেখানে বসতে চায়। এ ছাড়া অন্য কোন ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য তার নেই।

গ্লসে। তুমি কি তাই মনে কর?

এড। আপনি যদি চান তাহলে আমি আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব যেখান থেকে আপনি আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাবেন এবং নিজের কানে কিছু শুনে তৃপ্ত হবেন। আর সেটা এমন কিছু বিলম্বের কথা নয়। আজ সন্ধ্যাতেই সে আলোচনা হবে।

গ্লসে। সে এত ভয়ঙ্কর শঠ হতে পারে না।

এড। না, নিশ্চয়ই সে তা নয়।

গ্লসে। যে পিতা তাকে এত নিবিড়ভাবে স্নেহ করে সেই পিতার প্রতি এতখানি নিষ্ঠুর হতে পারল সে? হে স্বর্গ মর্ত্য! এডমণ্ডকে খুঁজে বার করো। তার কথা শোনার সব ব্যবস্থা করে দাও। তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে সব কিছুর ব্যবস্থা করো। আমি তার মনের আসল সংকল্পের কথা জানার জন্য স্বেচ্ছায় আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করতে রাজী আছি।

এড। আমি তাকে এখনি খুঁজে বার করব। এবং আপনাকে পরে জানাব।

গ্লসে। সূর্য-চন্দ্রের গ্রহণ বা গ্রহনক্ষত্রের এই সব পরিবর্তনে আমাদের ভাগ্যে ভাল কিছু ঘটেনি। যদিও এইসব প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যবস্থা করে নানারূপ যুক্তি দেখিয়ে তার ভাল ফলের কথা বলা হয় তথাপি এই সব ঘটনার দ্বারা

প্রকৃতি নিজেই জর্জরিত হয়। প্রেমের উত্তাপ প্রশমিত হয়, বন্ধুত্বের পতন ঘটে, ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ ঘটে, শহরে বিদ্রোহ আর গ্রামে অনৈক্য দেখা দেয়। রাজপ্রাসাদে দেখা দেয় রাষ্ট্রদ্রোহিতা। পিতা পুত্রের মধুর সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে। আমার পুত্র যে শয়তানি করলো সে সম্বন্ধে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল পিতার বিরুদ্ধে পুত্র, পুত্রের বিরুদ্ধে পিতা দাঁড়াবে। রাজা তাঁর স্বভাবসুলভ কর্তব্যকর্ম ও উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত হবেন। এখন আমার বেশই সুসময় দেখছি। নানা রকমের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র; সততা, প্রতারণা, ধ্বংসাত্মক অনৈক্য ও অশান্তি আমাদের মৃত্যুর পথে নিয়ে যাচ্ছে। শয়তান এডমণ্ডকে খুঁজে বার করো। তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। যত্নের সঙ্গে তুমি এ কাজ করবে। মনে রেখো মহানহৃদয় কেণ্ট আজ নির্বাসিত। তাঁর একমাত্র অপরাধ তিনি সৎ। এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা।

এড। জগতের রীতি এই যে আমরা নিজেদের আচরণের দোষে অর্থাৎ কোন ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করে কাজ করার ফলে কখনো দুর্ভাগ্যের কবলে পড়লে আমরা সে দুর্ভাগ্যের জন্য সূর্য চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রকে দায়ী করি। যেন আমরা অবস্থার বিপাকে বাধ্য হয়েই শয়তানে পরিণত হয়েছি, গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবের ফলেই আমরা যেন নির্বোধ; চোর, জুয়াচোর, মাতাল, মিথ্যাবাদী ও ব্যভিচারী হয়ে উঠি। যারা নিজেদের অন্যায় কর্মের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহনক্ষত্রের উপস্থিতির উপর চাপিয়ে দেয়, তারা মানুষ হিসাবে নিজেদের দায়িত্বকে এড়িয়ে যেতে চায়। দূর আকাশে আমার জন্মকালে সবচেয়ে পবিত্র নক্ষত্র আকাশে কিরণ দিলেও আমি যা তাই হতাম। এডগার!

এডগারের প্রবেশ

ও আসছে প্রাচীন যুগের কোন নাটকের শেষ বিদায় দৃশ্যের মত। আর আমি ভবঘুরেসুলভ এক ভাবময় বিষাদময়তায় শয়তানের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলছি। আমাদের এই অসম মিলন ভগ্নতান সঙ্গীতের মত বিচ্ছেদের এক অশুভ আভাস দান করছে।

এডগার। কি খবর ভাই? এমন গম্ভীরভাবে কি ভাবছ?

এডমণ্ড। ভাই, আমি ভাবছি এক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা, সে কথা আমি একদিন পড়েছি। এই সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ফলে কি সব ঘটবে সে ভবিষ্যদ্বাণীতে আছে তার কথা।

এডগার। তুমি ও সব জান?

এডমণ্ড। আমি বলছি শোন, সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে লিখেছে এই সব গ্রহণের ফল অশুভ হবে, যেমন ধর পিতাপুত্রের সম্পর্কচ্ছেদ, মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বন্ধুবিচ্ছেদ, রাজ-রাজরাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজপুরুষদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বন্ধুদের প্রতি সন্দেহ ও নির্বাসন এবং আরো কি সব জানি না।

এডগার। জ্যোতিষশাস্ত্রে কত দিন বিশ্বাস করছ তুমি ?
এডমণ্ড। বল দেখি, বাবার সঙ্গে কখন তোমার শেষ দেখা হয়েছে ?
এডগার। গত রাত্রিতে।
এডমণ্ড। কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে ?
এডগার। দু ঘণ্টা ধরে কথা হয়েছে।
এডমণ্ড। ভালভাবেই বিদায় দিয়েছ ত ? তাঁর কথায় বা হাবভাবে কোন অসন্তোষের চিহ্ন দেখতে পাওনি ?
এডগার। না, মোটেই না।
এডমণ্ড। ভেবে দেখ ত কোন ব্যাপারে তুমি তাকে রুষ্ট করে তুলেছ ? আমার অনুরোধ, তুমি আপাতত তাঁর ক্রোধ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছে যাবে না। বর্তমানে তিনি তোমার উপর এত বেশী রেগে আছেন যে তোমার দেহে আঘাত করলেও সে রাগ যাবে না।
এডগার। কোন শয়তান আমার এত ক্ষতি করেছে ?
এডমণ্ড। আমিও তাই মনে করি। আমি তোমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার রাগ একটু কমে ততক্ষণ সংযত হয়ে একটু ধৈর্য ধরে থাক। আর আমার কথামত আমার বাড়িতে এস। আমি যথাসময়ে তাঁর কাছে তোমাকে কথা বলার জন্য নিয়ে যাব। তুমি যাও। এই নাও আমার ঘরের চাবিকাঠি। যদি বাইরে যাও অস্ত্র নিয়ে বার হবে।
এডগার। অস্ত্র নিয়ে ?
এডমণ্ড। আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই দিলাম ভাই। আমি যে বিষয়ে তোমাকে সাবধান করে দিলাম তাতে যদি আশঙ্কার কারণ না থাকে তাহলে আমি মোটেই সৎ লোক নই। আমি যা তোমার সম্বন্ধে দেখেছি বা শুনেছি তা কিছুই নয়। তা আসল ভয়ের বস্তুর তুলনায় অতি সামান্য। আমার অনুরোধ, তুমি চলে যাও।
এডগার। পরে আবার খবর দেবে ত ?
এডমণ্ড। এ ব্যাপারে আমি তোমার যে কোন কথামত কাজ করতে প্রস্তুত।
(প্রস্থান)

পিতা তাকে সত্যিই বিশ্বাস করে। ভাই হিসাবে সে সত্যিই মানে। সে এত মহান যে সে কারো ক্ষতি করে না; কাউকে কোন সন্দেহ করে না। আর তার এই নির্বোধ সততার উপর ভিত্তি করেই আমার ষড়যন্ত্র মাথা তুলে উঠছে। আমি ঠিক করে ফেলেছি যদি আমি আমার জন্মের সূত্রে বিষয় সম্পত্তি না পাই তাহলে বুদ্ধির দ্বারা তা লাভ করতে হবে। আমি যা কাজে পরিণত করতে পারি আর যা কিছু আমার উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খায় আমার কাছে তাই ঠিক। তাই সঙ্গত। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। আলবেনির ডিউকের প্রাসাদ।
গণরিল ও অসওয়াল্ডের প্রবেশ

গণরিল। আমার পিতা কি তাঁর ভাঁড়কে ভর্ৎসনা করার জন্য আমার লোককে মেরেছেন ?

অসওয়াল্ড। হ্যাঁ মাডাম।

গণরিল। দিনরাত তিনি আমার উপর অন্যায় করছেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি এক একটা অপরাধ করে বসছেন। যার জন্যে আমাদের এখানে নিত্য নতুন জাগছে মতবিরোধ। তাঁর নাইটরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে ক্রমশঃই আর তিনি যাতে তাতে যে কোন তুচ্ছ বিষয়ে আমাদের তিরস্কার করেন। তিনি শিকার হতে ফিরে এলে আমি কোন কথা বলব না তাঁর সঙ্গে। বলব আমি অসুস্থ। যদি তুমি তোমার আগেকার কর্তব্যবোধ কিছুটা শিথিল করে বলতে পার তাহলে ভাল করবে। এর পর কি হবে তোমায় পরে বলব। (ভিতরে শিঙা বাদন)

অসওয়াল্ড। উনি আসছেন ম্যাডাম। আমি শুনতে পাচ্ছি।

গণরিল। তুমি আর অন্যান্য সব অনুচরেরা তাঁর প্রতি এক অনাসক্তি আর অবহেলার ভাব দেখাবে। এরপর এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি এক আলোচনায় বসব। যদি উনি এতে অসন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি আমার বোনের বাড়ি চলে যেতে পারেন। এ বিষয়ে আমি জানি পরেও সে ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। আমি সত্যি বলছি, মানুষ বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় শৈশব প্রাপ্ত হয়। আর সেই জন্যই তাদের উপযুক্ত অনুশাসনের দ্বারা সংযত রাখতে হয়। তা না হলে তোষামোদের দ্বারা বিপথে চালিত হতে পারেন। আমি যা বললাম মনে রেখো।

অসওয়াল্ড। ঠিক আছে ম্যাডাম।

গণ। অন্যান্য নাইটের প্রতি এক শীতল ঔদাসিন্যের ভাব দেখাবে। তাতে যা মনে হয় হবে। তোমার সহকর্মীদেরও এই মর্মে নির্দেশ দাও। এখন থেকে আমি এমন অবস্থার সৃষ্টি করব যাতে আমি আমার মনের কথা আমার পিতার কাছে ব্যক্ত করতে পারি। আমি আমার বোনের কাছে সরাসরি চিঠি লিখে জানাব যাতে সেও আমার পথ অবলম্বন করে। মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করো।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। আলবেনির প্রাসাদস্থ এক কক্ষ।
ছদ্মবেশে কেণ্টের প্রবেশ

কেণ্ট। যদি আমার এই চেহারায় মত্ত সাগর ও তার রূপ পরিবর্তন করতে পারে তাহলে যে উদ্দেশ্যে আমি আমার চেহারা পরিবর্তন করে ছদ্মরূপ ধারণ করেছি, সে উদ্দেশ্য ভালভাবেই সিদ্ধ হবে। তাহলে শোন কেণ্ট, যিনি তোমাকে

শাস্তিস্বরূপ নির্বাসনদণ্ড দান করেছেন, তুমি যদি তার সেবা করে যেতে পার তাহলে একদিন তিনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে তুমি তাঁর যথার্থ হিতাকাঙ্খী।

শিঙা বাদন। লীয়ার, নাইটগণ ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

লীয়ার। এখানে আমাকে আর এক মুহূর্ত থাকতে বলো না। থাকার জন্যও অপেক্ষা করব না। প্রস্তুত হয়ে নাও। (জনৈক অনুচরের প্রবেশ) কি খবর, তুমি কে?

কেণ্ট। একজন লোক স্যার।

লীয়ার। তোমার পেশা কি? আমাদের কাছে তোমার কি প্রয়োজন?

কেণ্ট। আমাকে দেখে যে পেশার লোক বলে মনে হয় আমি সেই পেশারই লোক। যে আমাকে বিশ্বাস করে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার সেবা করে যাই। যে সৎ তাকে আমি ভালবাসি, যে জ্ঞানী তার সঙ্গে মেলামেশা করি। অপরিহার্য কারণ ছাড়া যুদ্ধ করি না এবং মাছ খাই না।

লীয়ার। তাহলে তুমি কি ধরনের মানুষ?

কেণ্ট। একজন বড় সৎ ও সরল অন্তঃকরণের মানুষ এবং রাজার মতই দরিদ্র।

লীয়ার। প্রজা রাজার থেকে এমনিতেই দরিদ্র, তুমি যদি আমার প্রজার থেকেও দরিদ্র হও তাহলে সত্যিই তুমি একজন দরিদ্র লোক। তুমি কি চাও?

কেণ্ট। আমি চাকরি চাই।

লীয়ার। তুমি কার অধীনে কাজ করবে?

কেণ্ট। আপনার অধীনে।

লীয়ার। তুমি কি আমাকে চেন?

কেণ্ট। না স্যার। তবে আপনার চোখ মুখের মধ্যে এমনই একটা জিনিস আছে যার জন্য আমি স্বেচ্ছায় খুশি মনে আপনার প্রভুত্ব মেনে নেব।

লীয়ার। সেটা কি জিনিস?

কেণ্ট। প্রভুত্বের ছাপ।

লীয়ার। কি কাজ তুমি করতে পারবে?

কেণ্ট। আমি জরুরী কথা চমৎকারভাবে গোপন রাখতে পারি। আমি ঘোড়ায় চাপতে পারি। কোন রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে সেটা খারাপ করতে পারি। আমি কোন কথা সরাসরি স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে বলতে পারি। সাধারণ মানুষের যে সব গুণ ও যোগ্যতা আছে সেই সব গুণ ও যোগ্যতা আমার আছে। তবে আমার সবচেয়ে বড় গুন হলো এই যে আমি খুব পরিশ্রমী।

লীয়ার। তোমার বয়স কত?

কেণ্ট। আমি এমন কোন যুবক নই যে বিনা কারণে যে কোন নারীকে ভালবাসবো। আমি এমন কোন বৃদ্ধ নই যে সব সময় নারীর গুণগান করবো

আবেগের সঙ্গে।

লীয়ার। এস আমার সঙ্গে। তুমি আমার কাছেই কাজ করবে। আমার যদি তোমাকে মনে লেগে যায় ত জীবনে আমি তোমাকে ছাড়ব না। কই জবাব দাও। আমার চাকর গেল কোথায়? আমার ভাঁড় গেল কোথায়। তুমি গিয়ে আমার চাকরকে ডেকে আন। (জনৈক অনুচরের প্রস্থান)

অসওয়াল্ডের প্রবেশ

শোন শোন, আমার মেয়ে কোথায়?

অস। আমি ডেকে আনছি। (প্রস্থান)

লীয়ার। ও কি বলে গেল? মাথামোটা লোকটাকে ডেকে আন।

(জনৈক নাইটের প্রস্থান)

আমার ভাঁড় কই? আমার মনে হয় ওরা সবাই ঘুমিয়ে গেছে।

নাইটের পুনঃপ্রবেশ

কি খবর, কুকুরটা কোথায়?

নাইট। ও বলল আপনার কন্যা অসুস্থ।

লীয়ার। আমি যখন ডাকলাম ও তখন এল না কেন?

নাইট। স্যার, ও আমাকে ঘুরিয়ে এ কথা বলল যে ও আসবে না আপনার কাছে।

লীয়ার। আসবে না!

নাইট। স্যার, ব্যাপারটা কি ঠিক তা আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় আগের মত মহারাজকে ওরা শ্রদ্ধা করে না। আপনার কন্যা, ডিউক ও তাঁর লোকজনের কর্তব্যবোধের মধ্যে ভাটা পড়েছে অনেকখানি।

লীয়ার। তুমি বলছ এ কথা?

নাইট। আমার অনুরোধ, আমায় ক্ষমা করবেন মহারাজ যদি আমি ভুল বলে থাকি। মহারাজের উপর কেউ যদি অন্যায় করে থাকে আমি তাহলে চুপ করে থাকতে পারি না।

লীয়ার। তুমি আমার ধারণাটার কথাটাই বলে দিলে। সম্প্রতি আমার প্রতি অবহেলার ভাব আমি লক্ষ্য করেছি। যেটাকে ওদের কোন নির্দয় ঔদাসিন্যের পরিচায়ক হিসাবে না ধরে আমার নিজেরই ঈর্ষান্বিত মনের কৌতূহল ভেবে নিজেকেই দোষ দিয়ে থাকি। এ বিষয়ে আরও আমি লক্ষ্য করব। কিন্তু আমার ভাঁড় কোথায়? আমি তাকে এ দুদিন দেখিনি।

নাইট। আমাদের ছোট রাজকন্যা ফ্রান্সে চলে যাওয়ার পর থেকে আমাদের ভাঁড়মশাই বড় দুঃখে কাল কাটাচ্ছেন।

লীয়ার। যাক, একথা এখন থাক। আমি এটা ভালভাবেই লক্ষ্য করেছি। তুমি গিয়ে আবার ডেকে আন। আমি কথা বলব তার সঙ্গে।

(একজন অনুচরের প্রস্থান)

তুমি গিয়ে আমার ভাঁড়কে ডেকে আন। (অন্য একজন অনুচরের প্রস্থান)

অসওয়াল্ডের পুনঃপ্রবেশ

এই যে তুমি দেখছি, এদিকে এস। আমি কে তা জান ?

অস। আমার গিন্নীমার পিতা।

লীয়ার। 'আমার গিন্নীমার পিতা।' আর তুমি তোমার প্রভুর পোষা দুর্বৃত্ত; কুকুর ক্রীতদাস।

অস। এ সবের আমি কোনটাই নই স্যার।

লীয়ার। তুমি আবার আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলছ ? পাজী কোথাকার। (আঘাত করল)

অস। আমি কারও মার খেতে চাই না স্যার।

কেণ্ট। খেলোয়াড় মশাই, তোমায় কেউ হারিয়ে দেয় এটাও চাও না ?

লীয়ার। ধন্যবাদ। তুমি আমার সেবা করবে, আর আমি তোমায় ভালবাসি।

কেণ্ট। ওঠ, ওঠ। মানুষে মানুষে কি পার্থক্য আমি তা তোমায় শিখিয়ে দেব। এখান থেকে এখনি চলে যাও। তোমার মত একটা কুৎসিত মানুষের দেহের দৈর্ঘ্য যদি মাপতে চাও তাহলে অবশ্য শুয়ে থাকতে পার। চলে যাও। তোমার জ্ঞানগম্যি কিছু আছে ? যাও। (অসওয়াল্ডকে ধরে বার করে দিল)

লীয়ার। হে আমার প্রিয় বন্ধু, এর জন্য কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। তোমার কাজের পারিতোষিকের কিছুটা রেখে দাও।

ভাঁড়ের পুনঃপ্রবেশ

ভাঁড়। ওকে আমিও আমার ভৃত্য হিসাবে নিযুক্ত করলাম। এই নাও আমার টুপি। (কেণ্টকে টুপি দিল)

লীয়ার। কি খবর, কেমন আছ বাছা ?

ভাঁড়। স্যার, আপনি এবং আমার ভাঁড়ের টুপিটা নিয়ে নিন।

কেণ্ট। কেন ভাঁড় মশাই ?

ভাঁড়। যে সকলের অবাঞ্ছিত তার কিছু অংশ নেবার জন্য। যদি তুমি বাতাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পার তাহলে শীগগির যাও, এই নাও আমার টুপি। এই লোকটা তার দুই মেয়েকে নির্বাসিত করেছে। এবং তার অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও তৃতীয় মেয়েকে আশীর্বাদ করেছে। যদি তার অনুচর হিসাবে কাজ করতে চাও তাহলে আমার টুপিটা আগে পরো। কি খবর বাবা ? আমার যদি দুটো মেয়ে আর দুটো টুপি থাকত।

লীয়ার। কেন বাছা ?

ভাঁড়। যদি আমি তাদের সব বিষয়সম্পত্তি ও জীবিকার উপায় বলে দিতাম তা হলেও আমি টুপিটা রেখে দিতাম, কারণ সেটা আমার। আপনার আর

এক মেয়ের ধারস্থ হোন।

লীয়ার। চাবুকের কথা মনে রেখো বলছি।

ভাঁড়। সত্যের কুকুরকে ঘরে যত্ন করে বেঁধে রাখা উচিত। কিন্তু তা না করে চাবুক মেরে তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তার জায়গায় একটা নোংরা কুকুরীকে ঘরের ভিতর আগুনের পাশে যত্ন করে রেখে দিন যার গা থেকে দুর্গন্ধ বার হবে।

লীয়ার। আমার সর্বনাশ হলো।

ভাঁড়। স্যার, আমি আপনাকে একটা কথা শেখাব।

লীয়ার। ঠিক আছে শেখাও।

ভাঁড়। শুনুন খুঁড়ো মশাই, তোমার যা আছে বলে লোকের কাছে প্রকাশ করবে তার থেকে বেশী সঞ্চয় করবে। যা জানবে তার থেকে কম বাইরে কথায় প্রকাশ করবে, তোমার যা আছে তার থেকে কম খরচ করবে, পায়ে হেঁটে যত পথ অতিক্রম করতে পার, ঘোড়ায় চেপে তার থেকে বেশী পথ অতিক্রম করবে। তুমি যা সত্য বলে জান তার থেকে অনেক বেশী করে শিখবে। জুয়ো খেলতে গিয়ে কম ঝুঁকি নেবে। এই সব যদি আপনি করেন তাহলে কুড়ি বছরে আপনার যা আছে তা বেড়ে কুড়ি গুণ হবে।

লীয়ার। এ সব অর্থহীন।

ভাঁড়। তাহলে আমার একথা হচ্ছে সেই সব উকিলদের পরামর্শের মতই অর্থহীন যারা তাদের পরামর্শের জন্য কোন বেতন পান না। আপনি আমার কথার জন্য কিছুই দেননি, সুতরাং এর থেকে কোন কিছুই লাভ করতে পারেন না।

লীয়ার। না, কিছু না দিলে সত্যিই কিছু পাওয়া যায় না।

ভাঁড়। (কেণ্টের প্রতি) ওঁকে বলে দিন ওঁরও সেই অবস্থা হয়েছে। উনি ত আর ভাঁড়ের কথা বিশ্বাস করবেন না।

লীয়ার। এ ভাঁড়ের কথা বড় তিক্ত।

ভাঁড়। আচ্ছা তিক্ত ভাঁড় আর মিষ্টি ভাঁড়ের মধ্যে পার্থক্য কি তা জানেন?

লীয়ার। না, আমাকে তা শিখিয়ে দাও।

ভাঁড়। দয়া করে যিনি আপনাকে আপনার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দান করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই ভদ্রলোককে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিন অথবা তার পরিবর্তে আপনিই দাঁড়ান। তাহলে পার্থক্যটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন। আমার মত যে বিচিত্র রঙের পোষাক পরে আছে সে হচ্ছে মিষ্টি ভাঁড় আর অন্য জন হচ্ছে তিক্ত ভাঁড়।

লীয়ার। তুমি আমাকে ভাঁড় বলছ?

ভাঁড়। আপনার অন্য সব জন্মগত উপাধি ত আপনি দান করে দিয়েছেন।

কেণ্ট। লোকটি একেবারে বোকা নয় হুজুর।

ভাঁড়। বিশ্বাস করুন, যত সব সভাসদ ও বড় বড় লোকেরা আমাকে সম্পূর্ণ-

রূপে বোকা হতে দেবে না। এ ব্যাপারে আমি একচেটিয়া অধিকার পেতে গেলে তারা ভাগ বসাবে আমার সে অধিকারে। এমন কি মহিলারাও। তারা সবাই মিলে আমাকে সমস্ত বোকামি একা লাভ করতে দেবে না, কেড়ে নেবে। আমাকে একটা ডিম দিন খুড়ো মশাই, আমি আপনাকে দুটো রাজমুকুট দান করব।

লীয়ার। দুটো রাজমুকুট কি করে হবে?

ভাঁড়। কেন ডিমটা কেটে দুখণ্ড করে আমি ডিমের হলদে কুসুমদুটো খেয়ে ফেললেই দুটো রাজমুকুটের মত শূন্য খোলা পরে থাকবে। আপনি আপনার রাজ্যটা কেটে দুটুকরো করে দেওয়ার পর নিজের পিঠে গাধাটাকে চাপিয়ে নিজে নোংরা পথে হেঁটে যাচ্ছেন। আসল মুকুটটা দেবার সময় কোন বুদ্ধি ছিল না আপনার মাথায়। যদি আমি বোকার মত এ বিষয়ে কথা বলে থাকি তাহলে যে আমাকে প্রথমে বোকা বলবে তাকে চাবুক মারা উচিত।

(গান)

আজকের দিনে বোকারা পায় না কোথাও খাতির
জ্ঞানীরা সব মিথ্যা জ্ঞানের করে শুধু জাহির।
জানে না তারা জ্ঞানবুদ্ধির উচিত ব্যবহার
মনে হবে আস্ত বাঁদর দেখলে তাদের আচার।

লীয়ার। কখনও তোমার গান গাওয়ার অভ্যাস ছিল?

ভাঁড়। আপনি যখন থেকে আপনার কন্যাদের আপনার অভিভাবিকায় পরিণত করেছেন তখন থেকেই আমি গান গাইতে শুরু করেছি।

(গান)

হঠাৎ যখন লোকে সবাই কাঁদে আনন্দেতে
আমি তখন গান গাই মনের দুঃখেতে।
ভেবে মরি রাজা কেন হয়গো শিশুর মতন
বোকার মত যখন তখন করে আচরণ।

খুড়ো মশাই, আমার জন্য একজন স্কুলমাষ্টার রাখতে পারেন যাতে সে আমাকে মিথ্যা কথা বলতে শেখাতে পারে।

লীয়ার। তুমি মিথ্যা কথা বলছ। এর জন্য তোমাকে চাবুক মারা হবে।

ভাঁড়। আপনার কন্যাদের সঙ্গে আপনার মিল দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। তারা আমাকে সত্য কথা বলার জন্য চাবুক মারবে আর আপনি মিথ্যা কথা বলার জন্য চাবুক মারবেন। অনেক সময় আবার চুপ করে থাকার জন্যও আমায় চাবুক খেতে হয়। বোকা ভাঁড় ছাড়া আর যে কোন পদার্থ হতে রাজী আছি আমি। তবে আর যা হই আপনার মত যেন কখনো না হই, কারণ আপনার বুদ্ধিটাকে আপনি দু ফাঁক করে দিয়েছেন এমনভাবে যে মাঝখানে কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি। আপনার সেই বুদ্ধির একটি অংশ যিনি পেয়েছেন তিনি আসছেন।

গণরিলের প্রবেশ

লীয়ার। কি খবর মেয়ে? তোমার মুখটা ভার দেখছি কেন? আজকাল তোমার মুখটা প্রায়ই খুব বেশী ভার দেখি।

ভাঁড়। যখন আপনি ভাল লোক ছিলেন তখন উনি মুখ ভার করতেন কিনা কোন খেয়াল করতেন না। এখন আপনি ত মানুষই না, মানুষের কোন পদার্থই অবশিষ্ট নেই আপনার মধ্যে। এখন আমি আপনার থেকে ভাল, কারণ আমি তবু ভাঁড় অর্থাৎ যা হোক কিছু একটা করি কিন্তু আপনি কিছুই করেন না। (গণরিলের প্রতি) হ্যাঁ, সত্যিই চুপ করছি, কারণ আপনি মুখে কিছু না বললেও আপনার চোখ মুখ আমাকে চুপ করতে আদেশ করছে।

যে লোক রুটির কোন অংশ রাখে না কোন ভাবে
পড়বে সে লোক অতি অবশ্যই দারুণ অন্নাভাবে।
(লীয়ারকে লক্ষ্য করে) উনি হচ্ছেন মটরডালের ভুঁষি।

গণ। আপনার ছাড়পত্র পাওয়া শুধু এই ভাঁড়ই নয়, আপনার দলের অন্যান্য সদস্যেরা ও অনুচরবর্গেরা সব সময়েই আমার দোষ ধরে এবং যখন তখন ঝগড়া করে আমার সঙ্গে। অনেক সময় তারা অসংযত ও উচ্ছৃংখল আচরণ করে। আমি অনেক সময় ভেবেছি আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে এর উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করব। আপনি একটু আগে যা বলেছেন ও করেছেন তাতে আমার ভয় হচ্ছে আপনি ওদের আচরণ সমর্থন করছেন এবং ওদের অনুমতি দান করছেন। আপনি যদি এ কাজ করতে থাকেন তাহলে এ কাজের জন্য আপনাকে শাস্তি পেতে হবে। এর প্রতিকার করতে গেলে আমাদের কাজ আপনার অনুভূতিতে আঘাত দিতে পারে। সে কাজ আমাদের পক্ষে লজ্জাজনক হলেও আপনার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অবস্থার দ্বারা আমরা বাধ্য হব।

ভাঁড়। খুড়ো মশাই, আপনি জানেন, যে কাক কোকিলছানাকে খাইয়ে লালনপালন করে সেই কোকিলছানার কামড়ে সেই কাকের মাথাটাই উড়ে যায়। হঠাৎ বাতিটা নিভে গেল আর আমরা সেই নিবিড় অন্ধকারে পথ হাতড়াতে লাগলাম।

লীয়ার। তুমি কি আমার মেয়ে?

গণ। শুনুন পিতা, আমি জানি আপনার যথেষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি আছে। আপনি তাই আপনার এই বর্তমানের মানসিক অবস্থাটার পরিবর্তন সাধন করুন। আপনি এখন আর আগের মত স্বাভাবিক মানুষ নেই।

ভাঁড়। আচ্ছা গাড়ি কখন ঘোড়াকে টানে গাধা কি তা জানতে পারে না? চুলোয় যাক সব। আমি কিন্তু আপনাকে ভালবাসি।

লীয়ার। এখানে কেউ কি জানে আমি কে? আমি কিন্তু সে লীয়ার নই। লীয়ার কি কখনো এইভাবে হাঁটে? এইভাবে কথা বলে? তার সে চোখ

কোথায়? হয় তার বুদ্ধি লোপ পেয়ে আসছে অথবা তার বিচারশক্তি বিকল হয়ে গেছে। হা! আমি কি জেগে আছি? কে ঠিক বলতে পারবে আমি কে?

ভাঁড়। লীয়ারের ছায়া।

লীয়ার। সেটা আমাকে ভাল করে বুঝতে হবে। কারণ রাজশক্তির নিদর্শন, জ্ঞান আর যুক্তির বিচারে বলবে আমি লীয়ার এবং আমার কন্যা ছিল। কিন্তু আসলে আমি তা নই।

ভাঁড়। লীয়ারের ছায়া থেকে এক অনুগত পিতা বানিয়ে তুলবে।

লীয়ার। তোমার নাম কি ভদ্রমহিলা?

গণ। আপনার এই বিস্ময়ের কোন অর্থই হয় না; আপনার বর্তমানে যে সব দোষ-ত্রুটির উদ্ভব হয়েছে এ হচ্ছে তারই অঙ্গ। আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা বোঝার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। আপনি বৃদ্ধ ও সম্মানযোগ্য এবং আপনার সেই পরিমাণ জ্ঞান থাকা দরকার। আপনার সঙ্গে একশো জন নাইট ও সামন্ত আছে। এরা সবাই এমন উচ্ছৃংখল প্রকৃতির, দুর্নীতিপরায়ণ, এবং বিচারবুদ্ধিহীন যে তাদের অশালীন ও অশোভন আচার আচরণের ফলে আমাদের গোটা রাজসভাটা কতকগুলো অসৎ ও উচ্ছৃংখল লোকের আড্ডাখানা ও বারোয়ারীতলায় পরিণত হয়েছে। পানাহার ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আমোদ প্রমোদে ওঁরা এমনভাবে মেতে উঠেছেন যাতে মনে হবে এটা কোন মর্যাদা-সম্পন্ন রাজসভা নয়। এই সব লজ্জাজনক কাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। সুতরাং আমার অনুরোধ, এখন আমার কথা শুনুন আর আমার কথা না শুনলে আমি আমার নিজের মতে কাজ করে যাব। এখন আপনি আপনার দলের লোকের সংখ্যা কমান, তারপর অবশিষ্ট যাঁরা আপনার সঙ্গে থাকবেন তাঁরা যেন আপনার বয়সের লোকের সঙ্গী হবার উপযুক্ত হন এবং তাঁরা যেন আপনার ও তাঁদের পদমর্যাদা ও ক্ষমতার সীমা মেনে চলেন।

লীয়ার। অন্ধকার আর এক শয়তান।—আমার ঘোড়া প্রস্তুত করো। নীচ অবৈধ সন্তান কোথাকার, আমি আর তোমাকে কষ্ট দেব না। আমার আর একজন সন্তান আছে।

গণ। আপনি আমার লোকজনদের মেরেছেন। আপনার চাকরবাকরেরা তাদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অধীনস্থ কর্মচারীর মত হীনজ্ঞান করেছে।

আলবেনির প্রবেশ

লীয়ার। যারা অন্যায় করে পরিশেষে অনুতাপ করে তদের মাথায় অভিশাপ নেমে আসুক। (আলবেনির প্রতি) এই যে স্যার, আপনি এসে গেলেন? আপনারও কি এই ইচ্ছা? আমার অশ্ব প্রস্তুত করতে বল। হে অকৃতজ্ঞা, মর্মরপ্রস্তরসদৃশ শয়তানসুলভ তোমার অন্তরে যখন কোন সন্তানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে তখন তা ভয়ঙ্কর জলজন্তুর থেকেও হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর।

আল। শান্ত হোন স্যার। আমার কথা শুনুন।
লীয়ার। (গণরিলের প্রতি) ঘৃণ্য চিলের মত লোভী, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আমার দলের সব লোকই সুনির্বাচিত। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাসম্পন্ন। তাঁরা তাঁদের কর্তব্যের প্রতি পূর্ণমাত্রায় সচেতন এবং তাঁদের মান মর্যাদা তাঁরা যথাযথভাবে রক্ষা করে চলেন।—হায়, কত ছোট্ট একটা দোষ কত কুৎসিতরূপে দেখা দিয়েছিল কর্ডেলিয়ার মধ্যে। সে দোষ দুরন্ত যন্ত্রের মত আমার সত্তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে আমাকে আমার নিজের জায়গা হতে সরিয়ে দূরে নিয়ে যায়। আমার অন্তর হতে সমস্ত স্নেহ ভালবাসা অপসারিত করে বিষাক্ত করে দেয় আমার সমগ্র অন্তরাত্মাকে। ও লীয়ার, লীয়ার! তোমার মস্তিষ্কের যে দ্বার সমস্ত বিচারবুদ্ধিকে বিতাড়িত করে নির্বুদ্ধিতাকে প্রবেশের অনুমতি দেয় করাঘাত করো তাতে। (মস্তকে করাঘাত) আমার লোকজন সব চলে যাও।
আল। হায় স্যার! আপনি কেন এত বিচলিত হয়ে পড়েছেন আমি তার কিছুই জানি না। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ।
লীয়ার। তা হয়ত হতে পারে। হে প্রকৃতি, তুমি শোন। আমার কন্যা গণরিলকে সন্তান দান করার যদি কোন অভিলাষ তুমি করে থাক তাহলে তা প্রত্যাহার করো। তার পরিবর্তে তার গর্ভকে দান করো বন্ধ্যাত্ব। তার সন্তানধারণের জৈব ক্ষমতাকে বিশুষ্ক করে দাও। তার এই হীন দেহ হতে কোন সন্তান উদ্ভূত হয়ে যেন কোনদিন তার জীবনকে গৌরবান্বিত না করে। যদিও তার সন্তান জন্মায় তাহলে সে সন্তান থেকে যেন সে সুখ না পায়, সে সন্তান যেন অস্বাভাবিকভাবে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে তার পক্ষে। এই সন্তান-জনিত দুশ্চিন্তা যেন তার যৌবনসমৃদ্ধ সুন্দর মুখে কুঞ্চনরেখা ফুটিয়ে তোলে, তার গণ্ডদ্বয়ের উপর দিয়ে যেন চোখের জলের স্রোত বয়ে যায়। মাতৃত্বের আনন্দবেদনা তাকে যেন উপহাস করে। আর তার ফলে অকৃতজ্ঞ সন্তান পিতামাতার পক্ষে সাপের দাঁতের থেকেও কত বেশী তীক্ষ্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক তা যেন সে বেশ বুঝতে পারে। আমাকে এখান থেকে চলে যেতেই হবে। যেতেই হবে।

(প্রস্থান)

আল। আমাদের আরাধ্য দেবতাদের নামে শপথ করে বলছি, কেমন করে এসব ঘটল তার কিছুই বুঝতে পারছি না।
গণ। তোমাকে কষ্ট করে তা জানতে হবে না। তবে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা যে সুযোগ তাঁকে এনে দিয়েছে তাঁর হঠকারী স্বভাবকে সে সুযোগ গ্রহণ করতে দাও।

লীয়ারের পুনঃপ্রবেশ

লীয়ার। কী, আমার অনুচরবর্গের মধ্যে পঞ্চাশজনকে এক সপ্তার মধ্যে জবাব দেওয়া হয়েছে?

আল। কি ব্যাপার স্যার ?

লীয়ার। আমি তোমাকে বলব পরে। (গণরিলকে) জীবন এবং মৃত্যু ! আমার এতদিনের পৌরুষের মর্যাদাকে তুমি আঘাতে আঘাতে এভাবে কাঁপিয়ে তুলবে এটা ভাবতেও আমি লজ্জা বোধ করছি। যে অশ্রু আমার চোখ ফেটে জোর করে বেরিয়ে আসছে সে অশ্রু শুধু তোমার জন্য পাত হবে এটা আমি ভাবতেই পারিনি। প্রবল ঝড় আর অস্বাভাবিক কুয়াশার অন্ধকার নেমে আসুক তোমার মাথায়। পিতৃ-অভিশাপের অপূরণীয় ক্ষত তোমার প্রতিটি ইন্দ্রিয়-চেতনাকে বিদ্ধ করুক। হে প্রিয় বৃদ্ধ চক্ষুদ্বয়, যদি তোমরা দুঃখে আবার কাঁদ তাহলে আমি তোমাদের টেনে উপড়ে ফেলব এবং তা তোমার অশ্রুর সঙ্গেই মাটিতে ঝরে পড়ে মাটি ভিজিয়ে তুলবে। শেষে কি না এই ঘটল ? ঠিক আছে তাই হোক। তবু এখনো আমার আর এক কন্যা আছে, আমি জানি সে দয়াবতী এবং মমতাময়ী। সে তোমার এই আচরণের কথা শুনলে সে তার নখ দিয়ে তোমার নেকড়ের মত মুখখানাকে আঁচড়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দেবে। তুমি দেখতে পাবে যে অধিকার ত্যাগ করেছি তা আমি পুনরায় করায়ত্ত করব। একদিন তুমি তা দেখতে পাবে বলে দিচ্ছি।

(লীয়ার, কেণ্ট ও অনুচরবর্গের প্রস্থান)

গণ। দেখলে ওঁর ব্যাপারটা ?

আল। তোমার প্রতি আমার এতবড় ভালবাসার খাতিরেও আমি পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারি না গণরিল !

গণ। আমার অনুরোধ, তুমি চুপ করে থাক ত। কই অসওয়াল্ড কই ? (ভাঁড়ের প্রতি) তুমি বোকার থেকে বদমায়েস বেশী, তোমার প্রভুর সঙ্গেই চলে যাও।

ভাঁড়। লীয়ার খুড়ো, ও লীয়ার খুড়ো, একটু থাম, তোমার ভাঁড়কে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমার এই টুপীটার বিনিময়ে যদি একটা দড়ি কিনতে পাই তাহলে একটা খেঁকশেয়াল আর গণরিলের মত একটা মেয়েকে বধ্যভূমিতে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেব তাদের গলায়।

গণ। এই লোকটা একদিন ভাল পরামর্শদাতা ছিল—একশো জন নাইট। একশো জন অস্ত্রসজ্জিত নাইটকে রাখতে তাঁকে অনুমতি দেওয়া কি উচিত হবে ? আর সেই নাইটদের শক্তিবলে বার্ধক্যজনিত তাঁর প্রতিটি উদ্ধত কল্পনা, অভিযোগ-প্রত্যভিযোগ, রাগ দ্বেষসমন্বিত যথেচ্ছাচার ক্রমাগত চালিয়ে যাবেন, সেটা তাঁকে করতে দেওয়া কি উচিত হবে ?—অসওয়াল্ড, শোন বলি।

আল্। তুমি মিথ্যা ভয় করছ।

গণ। অতিরিক্ত বিশ্বাস করার থেকে এ ভয় ভাল। যে ক্ষয়ক্ষতিকে আমি ভয় করি তার দ্বারা নিজে বিপর্যস্ত হবার থেকে সেই ক্ষতিকে আগে হতে অপসারিত করা অনেক ভাল। আমি তাঁর অন্তরের অবস্থা কি তা জানি। তিনি যা যা বলেছেন আমি তা আমার বোনকে জানিয়ে দিয়েছি। আমি যখন

আমার অক্ষমতা জানিয়েছি তখন সেখানে আমার বোন যদি তাঁকে ও একশো জন নাইটকে আশ্রয় দেন তাহলে—

অসওয়াল্ডের পুনঃপ্রবেশ

কি খবর অসওয়াল্ড? তুমি সে চিঠি আমার বোনকে লিখেছ?

অস। হ্যাঁ মা।

গণ। সঙ্গে কিছু লোক নিয়ে ঘোড়ায় চেপে এখনি তার কাছে চলে যাও। আমার ভয়ের কারণগুলো তাকে সব বুঝিয়ে বলো আর তার সঙ্গে তুমি নিজেও এমন কতকগুলো যুক্তি জুড়ে দিও যাতে সে কথার গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। তাড়াতাড়ি চলে যাও। (অসওয়াল্ডের প্রস্থান) না না স্বামী, যদিও আমি এই দুর্বলমনা ভদ্রলোক আর তোমার মত ও পথটাকে সম্পূর্ণরূপে ধিক্কার দিচ্ছি তবু তোমার এই দুর্বলতার থেকে বিচক্ষণতার অভাবের জন্য তোমাকে দোষ না দিয়ে পারছি না।

আল। সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করে ভবিষ্যতের কতটুকু দেখতে পাও তা জানি না, তবে একটা কথা বলতে পারি আমরা অনেক সময় আরো জ্ঞান কিছু পেতে গিয়ে যে ভালকে পেয়েছি তাকে হারাই।

গণ। তাহলে তুমি কি বলতে চাও—

আল। ঠিক আছে, ভবিষ্যতে কি ঘটে তা দেখা যাক। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। আলবেনির ডিউকের প্রাসাদের সম্মুখস্থ রাজসভা।

লীয়ার, কেণ্ট ও ভাঁড়ের প্রবেশ

লীয়ার। তুমি এই চিঠিগুলো নিয়ে গ্লসেস্টারের কাছে যাও। এই চিঠিতে যা লেখা আছে আর আমার কন্যা যা জানতে চায় তার বেশী কিছু তাকে বলবে না। যদি তাড়াতাড়ি যেতে না পার তাহলে তোমার আগেই আমি সেখানে গিয়ে হাজির হব।

কেণ্ট। আমি আপনার চিঠি সেখানে পৌছে না দেওয়া পর্যন্ত চোখে পাতায় করব না হুজুর।

ভাঁড়। মানুষের মস্তিষ্কের চিন্তা যদি পায়ে এসে বাসা বাঁধে তাহলে সে পায়ের গোড়ালিতে ঘা হবে না কি?

লীয়ার। তা হবে বাছা।

ভাঁড়। তাহলে আমার কথা হচ্ছে আনন্দ করুন, আপনার হাস্যরসে যেন ভাঁটা না পড়ে।

লীয়ার। হা, হা, হা।

ভাঁড়। আপনার অন্য কন্যা আপনার সঙ্গে কিরূপ সদয় ব্যবহার করে তা দেখতে হবে। যদিও তারা দুটো টক আপেলের মত দুজনেই সমান তবু আমি যা জানি ঠিক আপনাকে বলতে পারি।

লীয়ার। কি তুমি বলতে পার ছোকরা?

ভাঁড়। টক আপেলের মতই তার ব্যবহারটা হবে টক। আচ্ছা বলতে পারেন নাকটা কেন মানুষের মুখের মাঝখানে থাকে ?
লীয়ার। না।
ভাঁড়। কেন, যাতে মানুষের একটা চোখ নাকের অপর দিকটা দেখতে না পায়। মানুষ সে বস্তুর গন্ধ শুঁকে তার পরিচয় জানতে পারে না ; গোপনে তার পরিচয় সংগ্রহ করতে হয় তাকে।
লীয়ার। আমি কর্ডেলিয়ার প্রতি অন্যায় করেছি।
ভাঁড়। কেমন করে ঝিনুকের খোলা তৈরি হয় তা জানেন ?
লীয়ার। না।
ভাঁড়। আমিও জানি না। তবে বলতে পারি শামুকের দেহে কেন একটা খোলার ঘর আছে।
লীয়ার। কেন ?
ভাঁড়। কেন আবার, তার মাথা গোঁজার জন্য। সে ঘরটা সে তার মেয়েদের বিতরণ করে দিয়ে শিংগুলো নিয়ে নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে বেড়ায় না।
লীয়ার। আমি আমার স্বভাবের সব কথা ভুলে যাব। এমন স্নেহশীল পিতা —আমার ঘোড়া প্রস্তুত করো।
ভাঁড়। তারা ঘোড়া দেখতেই গেছে। সাতটা তারা যে সাতটার বেশী না সেটা খুবই সোজা কথা।
লীয়ার। কারণ তারা আটজন না ?
ভাঁড়। হ্যাঁ, আপনি বোকা বনে যাবেন।
লীয়ার। আমি আবার জোর করে কেড়ে নেব ! কী ভয়ঙ্কর অকৃতজ্ঞা !
লীয়ার। আপনি যদি আমার অধীনস্থ ভাঁড় হতেন তাহলে আপনার বার্ধক্যের জন্য আপনার মৃত্যুর কাল আসার আগেই আপনাকে পিটিয়ে মেরে ফেলতাম।
লীয়ার। এ কথার মানে ?
ভাঁড়। বয়সে বৃদ্ধ হওয়ার আগে আপনার জ্ঞানবুদ্ধি হওয়া উচিত ছিল।
লীয়ার। হে করুণাময় ঈশ্বর, আমাকে পাগল করে দিও না, আমাকে উন্মাদ করে দিও না। আমাকে প্রকৃতিস্থ করে রাখ। আমি পাগল হব না।

জনৈক অনুচরের প্রবেশ

কি খবর ? ঘোড়া তৈরি ত ?
অনুচর। হ্যাঁ প্রস্তুত হুজুর।
লীয়ার। এস হে ছোকরা। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। আর্ল অফ গ্লসেস্টারের প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ।
এডমণ্ড ও কিউরানের প্রবেশ

এডমণ্ড। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন কিউরান।
কিউরান। আপনারও মঙ্গল করুন স্যার। আমি আপনার পিতার কাছে এতক্ষণ ছিলাম। আমি তাঁকে সাবধান করে দিয়েছি আজ রাতে ডিউক অফ কর্ণওয়াল ও রিগান এখানে আসছেন।
এড। তা কি করে হয়?
কিউ। আমিও তা জানি না। তবে একটা খবর আপনি শুনেছেন কি? খবরটা এখনো বাইরে প্রকাশ হয়নি। লোকের কানে কানে ঘুরছে গোপনে।
এড। আমি এর কিছুই জানি না। আমার অনুরোধ, বল ব্যাপারটা কি।
কিউ। কর্ণওয়াল আর আলবেনির মধ্যে যে যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে তার কথা আপনি শোনেননি?
এড। তার কিছুই শুনিনি।
কিউ। সময়ে তা শুনতে পাবেন। বিদায় স্যার। (প্রস্থান)
এড। আজ রাত্রেই ডিউক আসবেন এখানে। তাঁর এই আসার প্রয়োজন ছিল, কারণ আমার কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর এই আসার তাৎপর্য। আমার ভাইকে গ্রেপ্তার করার জন্য আমার পিতা প্রহরী নিযুক্ত করেছে এবং কাজটা আমাকে খুব সাবধানে ও গোপনে করতে হবে। চাই দ্রুততা আর নিয়তির কৃপা। ঠিক আছে, করেই ফেলি কাজটা—ভাই একটা কথা আছে। নেমে এস।

এডগারের প্রবেশ

আমার পিতা লক্ষ্য করছেন। এইদিকে পালাও। তুমি কোথায় লুকিয়ে আছ তা উনি জানতে পেরে গেছেন। এখন রাত্রিতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তুমি পালিয়ে যাও। আচ্ছা তুমি কি ডিউক অফ কর্ণওয়ালের বিরুদ্ধে কিছু বলনি? তিনি আজ রাত্রেই রিগানকে সঙ্গে নিয়ে এখানে হঠাৎ আসছেন। তুমি কি ডিউক অফ আলবেনির বিরুদ্ধে কোন কথা কর্ণওয়ালের দলবলকে বলনি?
এডগার। আমি যে এবিষয়ে কোন কথা বলিনি তা নিশ্চিত।
এডমণ্ড। আমি শুনতে পাচ্ছি, বাবা আসছেন। আমাকে ক্ষমা করবে। আমাকে আমার তরবারি বার করে তোমাকে আঘাত করার ভাণ করতে হবে। তুমিও তরবারি বার করে আত্মরক্ষার ভাণ করো। এবার ভালভাবে আচরণ করো। আত্মসমর্পণ করো। আমার সঙ্গে পিতার কাছে চল। কই

আলো আন। যাও, পালিয়ে যাও ভাই; বিদায়। (এডগারের প্রস্থান) আমার দেহের কোথাও রক্ত ঝরলে আমার চক্রান্ত সম্বন্ধে লোকের ভাল ধারণা হবে এবং তারা ভাববে এডগারই আমায় আঘাত করেছে। (নিজের হাতে আঘাত করল) আমি দেখেছি মাতালরা খেলার ছলে আরো বেশী আঘাত করে। পিতা! পিতা!—থাম থাম। কই, কোন সাহায্য নেই?

মশালহাতে গ্লসেস্টার ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

গ্লসে। কি খবর এডমণ্ড, শয়তানটা কোথায়?

এডমণ্ড। এইখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল সে। তার হাতে ছিল কোষমুক্ত তরবারি। বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়ছিল। চাঁদ যাতে শুভ ফল দান করে তার জন্য প্রার্থনা করছিল।

গ্লসে। কিন্তু সে গেল কোথায়?

এড। এই দেখুন আমার হাতে রক্ত ঝরছে।

গ্লসে। শয়তানটা কোথায় গেল এডমণ্ড?

এড। এই পথ দিয়ে পালিয়ে গেল স্যার। কোনক্রমেই পারত না—

গ্লসে। তার খোঁজ করো। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখ। (ভৃত্যদের প্রস্থান) আচ্ছা কোনক্রমেই সে কি পারত না?

এড। আপনাকে হত্যা করার জন্য আমায় প্ররোচিত করতে এসেছিল। কিন্তু আমি তাকে বললাম প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা পিতৃহত্যাকারীদের মাথার উপর প্রতিহিংসার বজ্রপাতের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। পিতার প্রতি যে সব বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার বন্ধনে আবদ্ধ আছি আমি তাকে তা বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু পরিশেষে স্যার তার এই অন্যায় অসৎ উদ্দেশ্যপূরণের পথে আমি রুখে দাঁড়িয়েছি দেখে আমার নিরস্ত্র দেহে তার মুক্ত তরবারি দিয়ে আঘাত করে। আমার হাতটাতে ক্ষত করে দেয়। যখন সে দেখল আমার আত্মা প্রথমে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেও তার অন্যায়ের প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে এবং আমিও লড়াইএর জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছি, অথবা যখন দেখল আমি চিৎকার করছি তখন ভয় পেয়ে সে পালিয়ে গেল।

গ্লসে। যেখানে খুশি সে পালাক। কিন্তু এ রাজ্যে যেখানেই সে যাক তাকে গ্রেপ্তার করা হবেই। এবং গ্রেপ্তার করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমার মনিব মাননীয় ডিউক আজ রাত্রেই এখানে আসছেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি একথা ঘোষণা করব যে হত্যার জন্য উদ্যত এই দুর্বৃত্তকে যে ধরে শাস্তির জন্য আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে সে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করবে আর যে ব্যক্তি তাকে লুকিয়ে রাখবে গোপনে সে মৃত্যুদণ্ড লাভ করবে।

এড। তাকে একাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য পরামর্শ দিলাম আমি। তাকে এ ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প দেখে আমি যখন তাকে ধরিয়ে দেবার ভয়

দেখালাম তখন সে আমাকে বলল, অবৈধ সন্তান কোথাকার। তুমি কোন কিছুরই উত্তরাধিকারী হতে পার না; তুমি কি ভেবেছ আমার সঙ্গে বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলেই তুমি গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী বলে গণ্য হবে, তোমার কথা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে সবার কাছে? না, তা আমি অস্বীকার করব। তুমি সাধারণের কাছে আমার উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করলেও আমি বলব আমি যা করেছি তোমার প্ররোচনাতেই করেছি এবং এ ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী তুমি। আমার মৃত্যু তোমার সম্পত্তিলাভের পক্ষে কত তাৎপর্যপূর্ণ এবং তাই তুমি যে মৃত্যু চাইছ সে কথা যারা বুঝতে না পারবে তারা একান্ত নির্বোধ।

গ্লসে। একটা পাকা শয়তান! সে কি তার হাতের লেখা চিঠির কথা অস্বীকার করবে? ওকে আমার সন্তান বলে স্বীকার করতে চাইনা আমি। (ভিতরে তূর্যধ্বনি) ঐ শোন। ডিউক আসছেন। তারই বাদ্যধ্বনি। আমি দেখছি কেন তিনি আসছেন। আমি সমস্ত নগরদ্বার ও বন্দরের পথ বন্ধ করে দেব যাতে বিশ্বাসঘাতক শয়তান পালিয়ে যেতে না পারে। ডিউকের কাছ থেকে এ বিষয়ে অনুমতি নেব আমি। তাছাড়া আমি তার ছবি সর্বত্র পাঠিয়ে দেব যাতে দেশের সমস্ত লোক তাকে দেখেই চিনতে পারে। হে বিশ্বস্ত যুবক, আজ তুমিই আমার প্রকৃত সন্তানের সব কাজ করছ। তুমি যাতে আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পার তার ব্যবস্থা করে যাব আমি।

কর্ণওয়াল, রিগান ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

কর্ণ। কি খবর বন্ধু, এইমাত্র এখানে এসে এক অদ্ভুত খবর শুনলাম।

রিগান। তা যদি সত্যি হয় তাহলে এমন শাস্তি তাকে দেওয়া হবে যে সে শাস্তির তুলনায় তার অপরাধ হয়ে উঠবে অকিঞ্চিৎকর। কেমন আছেন মাননীয় লর্ড?

গ্লসে। ও ম্যাডাম. আমার অন্তর ফেটে যাচ্ছে।

রিগান। কি ব্যাপার, আমার পিতার ধর্মপুত্র কি আপনার জীবন নাশের চেষ্টা করছিল? যার নাম আমার পিতাই রেখেছিলেন? সেই যে আপনার এডগার?

গ্লসে। হায়, লজ্জায় সে কথা আমি প্রকাশ করতে পারছি না।

রিগান। আচ্ছা আমার পিতার সঙ্গে যে একজন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির নাইট আছে সে কি তাদের একজন নয়?

গ্লসে। আমি তা জানি না ম্যাডাম। তবে সে সত্যিই বড় খারাপ।

এড। হ্যাঁ ম্যাডাম, ও ছিল সেই দলেরই একজন।

রিগান। তাহলে সে যদি এ অন্যায় করে থাকে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সেই নাইটরাই তাকে এই বৃদ্ধকে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করেছে যাতে

তাঁর সমস্ত ধনসম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর তারা ভোগ করতে পারে। আমি আজই সন্ধ্যের সময় পর্যন্ত আমার বোনের কাছ থেকে এক চিঠিতে তাদের কথা জানতে পারি। সে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে যদি তারা আমার বাড়িতে কিছু দিনের জন্য থাকতে আসে তাহলে আমি যেন বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।

কর্ণ। আমিও থাকব না রিগান। আমি শুনেছি এডমণ্ড, তুমি নাকি সত্যিকারের পুত্রের কাজ করেছ ?

এড। এটা আমার কর্তব্য স্যার।

গ্লসে। এডগারের ষড়যন্ত্রের কথা এ-ই ফাঁস করে দেয় এবং তাকে ধরতে গিয়ে এই আঘাত পেয়েছে দেহে।

কর্ণ। তার খোঁজ করা হচ্ছে ত ?

গ্লসে। হ্যাঁ স্যার।

কর্ণ। একবার যদি সে ধরা পড়ে তাহলে এমন শাস্তি দেওয়া হবে ভবিষ্যতে যাতে সে আর কোন ক্ষতি করতে না পারে। আমার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে এ বিষয়ে আপনি কি করতে চান তার ঠিক করুন। আর শোন এডমণ্ড, তোমার গুণাবলী ও আনুগত্য আমাদের কাছে এমনই প্রশংসার যোগ্য যে তোমাকে আমরা আমাদের মাঝখানে পেতে চাই, তুমিও আমার অন্যতম সহচর হয়ে যাও। এই ধরনের বিশ্বাসযোগ্য লোক আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। এই ধরনের লোক হিসাবে প্রথম তোমাকে গ্রহণ করলাম।

এড। যাই ঘটুক না কেন, আমি সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে আপনার সেবা করে যাব স্যার।

গ্লসে। তার পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি স্যার।

কর্ণ। আপনি জানেন কেন আমরা হঠাৎ আপনাকে দেখতে এসেছি—

রিগান। এই অন্ধকার রাত্রিতে অসময়ে এভাবে কেন এসেছি তা জানেন না। এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যার জন্য হে মহান গ্লসেস্টার, আপনার পরামর্শ লাভ করতে চাই। আমার পিতা ও আমার বোন পৃথক দুটি চিঠিতে পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধের কথা জানিয়েছে এবং আমরা মনে করি বাড়ি গিয়ে এ চিঠির উত্তর দেব। পত্রবাহকেরা প্রস্তুত হয়ে আছে সে উত্তর বহন করে নিয়ে যাবার জন্য। হে-আমাদের পুরাতন বন্ধু, অন্তর হতে সমস্ত দুঃখ অপসারিত করে আমাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করুন।

গ্লসে। আমি আপনাদের সেবায় সতত নিযুক্ত ম্যাডাম। আপনাদের স্বাগত জানাই। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। গ্লসেস্টারের প্রাসাদের সম্মুখভাগ।
কেন্ট ও অসওয়াল্ডের পৃথকভাবে প্রবেশ

অস। নমস্কার বন্ধু, তুমি কি এই বাড়িরই লোক ?

কেণ্ট। হ্যাঁ।
অস। কোথায় ঘোড়াটা রাখতে পারি বলবে ?
কেণ্ট। কাদায়।
অস। যদি তুমি আমায় কিছুমাত্র ভালবেসে থাক ত বল।
কেণ্ট। আমি তোমাকে একটুও ভালবাসি না।
অস। আমি তা গ্রাহ্যও করি না।
কেণ্ট। যদি আমি তোমাকে লিপসবেরি পাউণ্ড নামে জায়গায় নিয়ে যেতে পারতাম তাহলে দেখতাম তুমি আমায় গ্রাহ্য করো কি না।
অস। কেন তুমি আমার সঙ্গে এমন অসদ্ব্যবহার করছ ? আমি ত চিনি না তোমায়।
কেণ্ট। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি বন্ধু।
অস। তুমি আমার কি পরিচয় পেয়েছ ?
কেণ্ট। আমি জানি যে তুমি একজন দুর্বৃত্ত পাজী যে পরের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট খাদ্য খেয়ে বেঁচে আছে, এক নীচাশয় উদ্ধত প্রকৃতির, যার মাত্র তিনটে পোষাক আছে এবং যার সম্পত্তির মোট মূল্য হচ্ছে একশত পাউণ্ড, যে এমনই কাপুরুষ যে কেউ তাকে মারলে তার সঙ্গে লড়াই করে তার প্রতিশোধ না নিয়ে আদালতে যায় বিচার প্রার্থনায়, যে একটা নিঃস্ব ক্রীত-দাস, কিন্তু কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। তুমি হচ্ছ ভিক্ষুক, কাপুরুষ আর দুর্বৃত্তের সমন্বয় এবং কুকুরের সন্তান। যদি তুমি তোমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই সব বিশেষণের কোন একটিকেও অস্বীকার করো তাহলে এমনভাবে প্রহার করব যে তুমি যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবে।
অস। কী সাংঘাতিক রকমের লোক তুমি ! যাকে তুমি চেন না এবং যে তোমাকে চেনে না তার তুমি এইভাবে নিন্দা করছ।
কেণ্ট। কী মুখগোমরা নীচ লোক তুমি ; তুমি আমাকে চেননা বলছ ? মাত্র দুদিন আগে আমি তোমাকে ধরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম রাজার সামনে। অস্ত্র ধারণ করো শয়তান, এখন রাত্রিকাল হলেও চাঁদের আলো আছে। আমিও তোমাকে তৈলসিদ্ধ ডিমের মত খাবার বানিয়ে ফেলব। অসি নিষ্কাশন করো হতভাগ্য যুবক, তুমি খুব ঘন ঘন নাপিতের কাছে যাও। (তরবারি বার করল)
অস। চলে যাও। তোমার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই।
কেণ্ট। তরবারি কোষমুক্ত করো দুর্বৃত্ত। তুমি রাজার বিরুদ্ধে লেখা চিঠি বয়ে নিয়ে এসেছ। তুমি ঘৃণ্য দর্পিতা নারী গণরিলের পক্ষ অবলম্বন করেছ। তোমার তরবারি বার করো তা না হলে তোমার পা দুটো কেটে দেব।
অস। কে আছ বাঁচাও আমাকে। খুন খুন !
কেণ্ট। মার মার ক্রীতদাসটাকে, পাজী শয়তানটাকে মার।

(মারতে লাগল)

অস। আমাকে বাঁচাও। খুন, খুন।

মুক্ত অসিহাতে এডমণ্ডের প্রবেশ

এড। কি ব্যাপার! কি হলো কি? (উভয়কে ছাড়িয়ে দিয়ে)

কেণ্ট। এস এস ছোকরা। যদি চাও আমি তোমাকে রক্তাক্ত লড়াই কাকে বলে শিখিয়ে দেব। এস ছোকরা।

কর্ণওয়াল, রিগান, গ্লসেস্টার ও ভৃত্যদের প্রবেশ

গ্লসে। অস্ত্রশস্ত্র! কি ব্যাপার এখানে?

কর্ণ। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও ত শান্ত হও। যে আবার আঘাত করবে তার প্রাণদণ্ড অনিবার্য। ব্যাপারটা কি?

রিগান। এরা দুজনে আমার বোন ও রাজার দূত।

কর্ণ। তোমাদের কি নিয়ে ঝগড়া হলো?

অস। আমি হাঁপিয়ে উঠেছি স্যার।

কেণ্ট। তোমার সাহসের বহরটা যেভাবে দেখিয়েছ তাতে যে হাঁপিয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। পাজী হতভাগা কোথাকার, তুমি প্রকৃতির সৃষ্ট জীব বলে প্রকৃতি তোমায় স্বীকারই করে না। তুমি হচ্ছ দর্জির দ্বারা সৃষ্ট।

কর্ণ। তুমি বড় অদ্ভুত লোক ত। দর্জি মানুষ তৈরি করতে পারে?

কেণ্ট। হ্যাঁ দর্জি, স্যার। কোন পাথর খোদাইকারী ভাস্কর বা চিত্রকর মাত্র দু বছর কাজ করলেও ওকে এত খারাপ করে সৃষ্টি করত না।

কর্ণ। এবার বল, কিভাবে তোমাদের ঝগড়াটা বাধল?

অস। এই পাজি বুড়োটা স্যার যার জীবন আমি ওর পাকা চুল ও দাড়ির খাতিরে বাঁচিয়েছি—

কেণ্ট। তুমি হচ্ছ অব্যবহৃত অনাবশ্যক বর্ণ 'জেড' এর মত। হুজুর, আপনি অনুমতি দিলে ঐ পাথরের মত শয়তানটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে ওকে কলিচুণে পরিণত করে তাই দিয়ে দেওয়ালের রং ফেরাব। বলে কিনা আমার সাদা দাড়ির খাতিরে পাজী বদমাস।

কর্ণ। চুপ করো, জন্তু জানোয়ারের মত চেঁচাচ্ছ কেন? শ্রদ্ধা কাকে বলে তা জান না?

কেণ্ট। জানি স্যার। তবে রাগলে কিছু ঠিক থাকে না।

কর্ণ। তোমার রাগ কেন হলো?

কেণ্ট। এই ধরনের একটা ক্রীতদাস যার সততা বলে কোন জিনিসই নেই তার হাতে তরবারি দেখে আমি রেগে গিয়েছি। এর মত হাস্যাস্পদ পাজী দুর্বৃত্তরা দুষ্ট ইঁদুরের মত মানুষের সেই সব পবিত্র বন্ধনগুলো কেটে দেয় যেগুলো আর কখনো জোড়া লাগে না। ক্রুদ্ধ লর্ডদের মধ্যে কোন বিক্ষুব্ধ আবেগ মাথা তুলে উঠলে তুমি তোষামোদের দ্বারা তা শান্ত করো। তাদের

আবেগের আগুনটাকে তোষামোদের তেল দিয়ে আরো প্রজ্জ্বলিত করে তোল আর তাদের শীতল ভাবটাকে আরো শীতল করে তোল। তারা সব সময় তাদের প্রভুদের মতে চলে এবং তাদের কথামত কোন বস্তুকে স্বীকার বা অস্বীকার করে। তারা তাদের প্রভুদের খেয়াল খুশিমত মুখ ঘোরায় এবং কুকুরের মত তাদের অনুসরণ করে চলা ছাড়া আর কিছুই জানে না। কৃত্রিম হাসিতে ভরা মূর্চ্ছারোগে আক্রান্ত রোগীর মত তোমার মুখখানার উপর অভিশাপ নেমে আসুক। আমার কথায় আবার হাসছ, আমাকে বোকা ভাবছ? রাজহাঁস কোথাকার, আমি যদি তোমাকে সারাম সমভূমির উপর সেই জলাশয়ের কাছে পেতাম তাহলে তোমাকে তাড়িয়ে সোজা ক্যাথেনটে পাঠিয়ে দিতাম।

কর্ণ। আচ্ছা বুড়ো বয়সে তুমি কি একেবারে পাগল হয়ে গেলে?

গ্লসে। কি ভাবে তোমাদের ঝগড়া বাধল বল আমায়।

কেণ্ট। এই বদমাস জুয়োচোরটার সঙ্গে আমার এমন মতবিরোধ হয়েছে যে এ রকম মতবিরোধ এর আগে কখনো কারো সঙ্গে হয়নি।

কর্ণ। তুমি ওকে বদমাস বলছ কেন? ওর অপরাধটা কি?

কেণ্ট। ওর মুখটা দেখতে আমার মোটেই ভাল লাগে না।

কর্ণ। হয়ত আমার বা আমার স্ত্রীর কারো মুখই দেখতে তোমার ভাল লাগবে না।

কেণ্ট। স্যার, আমার কাজই হচ্ছে সরলভাবে অকপটে সব কথা প্রকাশ করা। সত্যি কথা বলতে কি, আজ আমার সামনে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের থেকে জীবনে আমি অনেক ভাল মুখ দেখেছি।

কর্ণ। এ হচ্ছে এমনই একজন লোক যে তার অকপট সরলতার নিজেই প্রশংসা করে এমন একটা উদ্ধত কঠোরতার ভাব দেখাচ্ছে যা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। ও তোষামোদ করতে পারে না এবং ও সত্যিই সৎ এবং সরল প্রকৃতির। ও সব সময় সত্যি কথা বলবে—লোকে তা নেয় ভাল, না নেয় ও ওর কথা ঠিক বলে যাবে। আমি জানি, এই ধরনের ধূর্ত লোকেরা তাদের সরলতার অন্তরালে অনেক অসৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখে এবং তারা কুড়িটা অনুগত বোকা ভৃত্যের থেকে অনেক ভয়ঙ্কর।

কেণ্ট। সত্যি বলছি স্যার। আপনার মহান আত্মার সম্মতি নিয়ে বলছি আপনার প্রভাব সূর্যের জ্বলন্ত মুখমণ্ডলের উপর অগ্নিমালার ন্যায়—

কর্ণ। এসব কথার মানে কি?

কেণ্ট। আপনি আমার ভাষা পছন্দ করেন না বলে আমি আর কোন কথা বলব না। স্যার, আমি বলছি আমি কোন চাটুকার নই, যে আপনাকে সরল সত্যি কথা বলে ঠকায় সে হচ্ছে প্রতারক, আমি অবশ্য সে প্রতারক হতে চাই না যদিও আমাকে তা হবার জন্য অনুরোধ করার জন্য আপনাকে বিরক্ত করছি আমি।

কর্ণ। তার বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ তুমি এনেছ?

অস। আমি কখনো কোন অভিযোগ আনিনি তার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এর প্রভু রাজা একবার ভুল বুঝে আমাকে আঘাত করে এবং সে সময়ে এই লোকটা রাজাকে খুশি করার জন্য আমাকে পেছন থেকে মারে। লোকটা নীচ প্রকৃতির বলে আমার মত শান্ত প্রকৃতির লোককে গালাগালি ও অপমান করে এমন পৌরুষের ভাব দেখায় যে তার জন্য প্রশংসা পায় রাজার কাছে। তখন রক্তের আস্বাদ পেয়ে এখন আবার তেমনি পৌরুষ ও বীরত্বের ভাব দেখিয়ে তরবারি বার করে আমাকে মারতে আসছে।

কেণ্ট। এই সব দুর্বৃত্ত আর রাজপুরুষগুলো এমন ভাব দেখায় যে এরা এ্যাজাক্সকেও বোকা বানাতে চায় অর্থাৎ মনে হয় এদের তুলনায় এ্যাজাক্সের মত বীরও তুচ্ছ।

কর্ণ। কই পায়ের খুঁটোটা এনে পরিয়ে দাও ত। পাজী বুড়ো বদমাস কোথাকার, মিথ্যা বড়াইকারী, তোমাকে আমরা এমন শিক্ষা দেব যে—

কেণ্ট। স্যার, আমি এত বৃদ্ধ যে কারো কোন ক্ষতি করার সাধ্য আমার নেই। পায়ের খুঁটো আনাবেন না। আমি রাজার ভৃত্য। তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত হয়ে আমি আপনার নিকট এসেছি। সুতরাং রাজার দূতের পায়ে খুঁটো পরালে রাজার প্রতি অসম্মান ও উদ্ধত হিংসার ভাব দেখানো হবে।

কর্ণ। কই খুঁটো আন। আমি আমার জীবন আর সম্মানের নামে শপথ করে বলছি ওকে অবশ্যই পায়ে খুঁটো পরে দুপুর পর্যন্ত বসে থাকতে হবে।

রিগান। শুধু দুপুর পর্যন্ত না, দুপুরের পর রাত্রি পর্যন্ত, সারারাত ধরে বসে থাকতে হবে।

কেণ্ট। কেন ম্যাডাম, আমি আপনার পিতার কুকুর হলেও আমায় এ শাস্তি দিতেন না।

রিগান। তুমি তাঁর পোষা পাজী চাকর বলেই তোমাকে এ শাস্তি দেব।

কর্ণ। আমাদের বোন গণরিল যে সব লোকের কথা উল্লেখ করেছে এ লোকটা তাদেরই একজন। এই, খুঁটো আন। (কাঠের খুঁটো আনা হলো)

গ্লসে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এ কাজ করবেন না হুজুর। ওর অপরাধ গুরুতর ঠিক, তবে ওর মনিব রাজাই ওকে শাস্তি দেবেন এবং এর জন্য ভর্ৎসনা করবেন। আপনি ওর জন্য যে ধরনের শাস্তির বিধান করেছেন তা একমাত্র চৌর্য, অনধিকার প্রবেশ প্রভৃতি অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের পক্ষেই শোভা পায়। যদি তাঁর দূতকে এ ভাবে আটকে রাখা হয় তাহলে রাজা রুষ্ট হবেন।

কর্ণ। আমি তার জন্য দায়ী থাকব।

রিগান। তাছাড়া তার অনুচরকে এভাবে অপমান ও আক্রমণ করা হয়েছে এবং তার কর্তব্যকর্মে বাধা দেওয়া হয়েছে জানতে পারলে আমার লোকও রেগে যেতে পারে।—ওর পাগুলো খুঁটোতে পরিয়ে দাও। (কেণ্টের পা দুটো খুঁটোয় পরিয়ে দেওয়া হলো)। চল স্বামী, আমরা চলে যাই।

(গ্লসেস্টার ও কেণ্ট ছাড়া সকলের প্রস্থান)

গ্লসে। আমি তোমার জন্য দুঃখিত বন্ধু। এটা হচ্ছে ডিউকের খেয়াল। ওঁর মন তুমি জান। উনি একবার কোন কিছু করব বললে তার থেকে কেউ তাঁকে টলাতে পারে না। আমি অবশ্য তোমার জন্য আবার অনুরোধ করব ওঁকে।

কেণ্ট। আমার অনুরোধ তা আর করবেন না স্যার। আমি কয়েকদিন জেগে আছি এবং দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছি। আমি কিছু সময় ঘুমিয়ে কাটাব আর কিছু সময় শীষ দিয়ে কাটাব। ভাল লোকের ভাগ্য প্রায়ই খারাপ হয়। সুপ্রভাত জানাচ্ছি আপনাকে।

গ্লসে। দোষটা ডিউকেরই। (প্রস্থান)

কেণ্ট। হে মহান রাজা, 'স্বর্গীয় আশীর্বাদের সুষমা থেকে সূর্যের জ্বলন্ত রোষবহ্নির মাঝে'—এই প্রাচীন প্রবাদ বাক্যের সত্যতা আজ প্রমাণিত তোমার জীবনে। হে সূর্য, তুমি তোমার যে রশ্মিজালবিস্তারে আলোকিত করে তোল এই মর্ত্যালোক সেই রশ্মি আমার কাছে ছড়িয়ে দিয়ে এই চিঠিখানি পড়তে আমায় সাহায্য করো। মানুষের দুঃখের ক্ষেত্রেই যত সব ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড ঘটে। আমি জানি এ চিঠি কর্ডেলিয়ার কাছ থেকে এসেছে। আমার গুপ্ত কাজকর্মের কথা তাকে জানানো হয়েছে এবং সে অবশ্যই যথাসময়ে আমাদের এই অস্বাভাবিক রকমের দুরবস্থা হতে মুক্ত করে আমাদের সকল ক্ষয়ক্ষতির প্রতিকার করবে। হে আমার চক্ষুদ্বয়, তোমরা ঘুমে কাতর হয়ে পড়েছ কারণ কয়েকদিন তোমরা জেগে আছ। তোমরা যেন আর এ বাড়ির দিকে তাকিও না। হে ভাগ্যলক্ষ্মী, এখন বিদায়। আর একবার তুমি সুপ্রসন্ন হও। আর একবার তোমার চক্র পরিবর্তন করে সুদিন নিয়ে এস আমাদের জীবনে। (ঘুমিয়ে পড়ল)

তৃতীয় দৃশ্য। উন্মুক্ত প্রান্তর।

এডগারের প্রবেশ

এডগার। আমি শুনেছি আমাকে পলাতক আসামী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমাকে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে এবং একটা গাছের কোটরের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সৌভাগ্যক্রমে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছি। কোন বন্দর দিয়ে আমি দেশ ছেড়ে পালাতে পারব না। এমন কোন স্থান নেই যেখানে অতন্দ্র প্রহরীরা আমার গ্রেপ্তারের জন্য তাদের সদাসতর্ক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিজাল বিস্তার করে নেই। আমি যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছি তখন অবশ্যই আমাকে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আমি স্থির করেছি আমি এমন সব দীন-হীনের মত পোষাক পরব, দারিদ্র্যের দ্বারা ঘৃণ্য পশুতে পরিণত হব মানুষ যে পোষাক পরতে বাধ্য হয়। আমি মুখে ময়লা মাখব, কোমরে মোটা কম্বল জড়িয়ে রাখব, মাথার চুলগুলোকে জটায় পরিণত করব এবং নগ্নদেহে প্রকৃতির যে কোন প্রতিকূল আবহাওয়া সহ্য করব। আমি জানি আমাদের দেশে এমন

এক ধরনের ভবঘুরে ভিক্ষুকের দল আছে যারা তাদের খালি হাতে ছুঁচ ও রোজমেরি গাছের কাঁটা ফোটায় এবং যাদের হাত এই সব করে করে অসাড় অনুভূতিশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। অদ্ভুত ধরনের চেহারা দেখিয়ে আবার কখনো অনুনয় বিনয় করে ও কখনো উন্মাদের মত অভিশাপ দিয়ে গ্রামবাসী-দের কাছ থেকে তারা ভিক্ষা ও আশ্রয় আদায় করে। সেই সব হতভাগ্য নিরাশ্রয় টম টার্লিগদেরও দাম আছে। কিন্তু এডগারের কোন মূল্য নেই।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। গ্লসেসটারের প্রাসাদের সম্মুখস্থ ভাগ। পায়ে খুঁটো পরানো অবস্থায় কেন্টের সম্মুখে লীয়ার, ভাঁড় ও জনৈক অনুচরের প্রবেশ

লীয়ার। এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা ত। তারা বাড়ি থেকে চলে গেল অথচ আমার দূতকে ফেরৎ পাঠাল না!

অনুচর। গত রাত্রিতে আমি জানতে পেরেছি ওঁদের চলে যাওয়ার কোন কারণ ছিল না।

কেন্ট। স্বাগত জানাই হে আমার মহান প্রভু।

লীয়ার। হা, এই লজ্জাজনক অবস্থার মধ্যে পড়েও তুমি মজা অনুভব করছ!

কেন্ট। না প্রভু।

ভাঁড়। ও পায়ে বড় বেদনাদায়ক কাঠের গার্টার পড়েছে। ঘোড়ার মাথায় লাগাম লাগানো হয়, কুকুর আর ভালুকের গলায় পরানো হয় শেকল, বাঁদরের কোমরে শেকল লাগানো হয়, কোন বলিষ্ঠ মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠলে তার পায়ে পরানো হয় কাঠের শেকল।

লীয়ার। সে কি ধরনের মানুষ যে তোমাকে বুঝতে না পেরে এভাবে খুঁটোয় আটকে রেখেছে।

কেন্ট। একজন নারী এবং একজন পুরুষ অর্থাৎ আপনার কন্যা ও জামাতা।

লীয়ার। না, আমি বলছি তা হতে পারে না।

কেন্ট। আমি বলছি ঠিক তাই।

লীয়ার। না, তারা তা করতে পারে না।

কেন্ট। হ্যাঁ, তারাই একাজ করেছে।

লীয়ার। আমি জুপিটারের দিব্যি করে বলছি।

কেন্ট। আমি বলছি জুনোর দিব্যি করে।

লীয়ার। তারা তা করতে সাহস পাবে না। তারা একাজ করতে পারে না। জেনে শুনে এই ভয়ঙ্কর কাজ করা নরহত্যার থেকেও অন্যায়। তাড়াতাড়ি অথচ ভালভাবে আমাকে জানাও, তোমাকে আমি পাঠিয়েছিলাম এখানে কাজের জন্য; কিন্তু তুমি কি এমন করেছিলে অথবা তারা এমনিই অকারণে তোমার উপর এ শাস্তি চাপিয়ে দিল।

কেন্ট। আমি আপনার চিঠিখানি নতজানু হয়ে তাঁদের দিতে না দিতেই

অন্ত একজন দূত হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে গণরিলের পক্ষ থেকে অভিবাদন জানাল এবং একখানি চিঠি দিল। এক মুহূর্তের মধ্যে চিঠিটা তারা পড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তারা চাকর ডেকে ঘোড়ায় গিয়ে চেপে বসল। আমার পানে আন্তরিকতাহীন নীরস দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের অনুসরণ করতে বলল, পরে এ চিঠির উত্তর দেবে। পরে সেই দূতকে দেখতে পেলাম। যার সাদর অভ্যর্থনা আমার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয় এবং যে আপনার সঙ্গে দুর্বিনীত ব্যবহার করে তাকে চিনতে পেরে আমি সাহস ও বীরত্ব সহকারে বুদ্ধি বিবেচনা না খাটিয়েই সহসা তরবারি বার করে ফেলি আর ও তখন কাপুরুষের মত চিৎকার করে লোক জড়ো করতে থাকে। তখন আপনার জামাতা ও কন্যা তা দেখে আমার অপরাধের জন্য এই শাস্তি যোগ্য বলে মনে করেন।

ভাঁড়। আকাশপথে বনহংস দেখা দিলেও শীত তখনো চলে যায় না। দুঃখের দিন এখনো কাটেনি। যে গরীব পিতারা ছেঁড়া কম্বল পরে তারা তাদের সন্তানদের কাছ থেকে কোন শ্রদ্ধা পায় না আর যে সব ধনী পিতা সব সময় টাকার থলে বয়ে বেড়ায় তারা তাদের সন্তানদের কাছ থেকে অনেক শ্রদ্ধা পায়। তবে আপনার কন্যাদের কাছ থেকে আপনাকে অনেক দুঃখ পেতে হবে। একটা বছরের মধ্যে যত দিন আছে তত দুঃখ।

লীয়ার। হায় নারীসুলভ মূর্চ্ছারোগসদৃশ এক বিক্ষুব্ধ আবেগ ফুলে ফুলে উঠছে আমার বুকের ভিতর। হে সংক্ষুব্ধ আবেগ, এমন করে দুঃখে উত্তাল হয়ে উঠো না তুমি, সহজ স্বাভাবিকতার স্তরে নেমে যাও। আমার মেয়ে কোথায়?

কেণ্ট। ভিতরে আর্লের কাছে রয়েছেন।

লীয়ার। আমার সঙ্গে যেও না, এখানেই থাক। (প্রস্থান)

ভৃত্য। তুমি যা বললে তার বেশী কোন অনুরোধ করনি?

কেণ্ট। না। আচ্ছা রাজা কেন এত কম লোক সঙ্গে নিয়ে এলেন?

ভাঁড়। তোমাকে পড়াবার জন্য একটা পিঁপড়ে দেখে দেব। সে তোমাকে এই কথা শেখাবে যে শীতকালে কোন কাজ করতে নেই। যারা তাদের নিজেদের নাকের ডগা অনুসরণ করে পথ চলে তারা এক ধরনের অন্ধ। এই ধরনের লোকদের কুড়ি জনের মধ্যে একজনও আগে হতে বিপদের গন্ধ পেয়ে সাবধান হতে পারে না। যখন একটা বড় চাকা পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে নিচে নেমে যায় তখন তাকে ধরতে যেও না, তাহলে তার আঘাতে তোমার ঘাড় ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু কোন বড় চাকা যখন পাহাড়ের উপর উঠে যায় তখন তার পিছু ধরে যেতে পার। যদি কোন আমার থেকে জ্ঞানী এর থেকে ভাল উপদেশ দিতে পারে তাহলে আমার উপদেশ ফিরিয়ে দিও আমাকে। যে ব্যক্তি তার স্বার্থ আর লাভের আশায় তোমায় অনুসরণ করে তার অনুসরণ লোক দেখানো। বিপদের ঝড় উঠলেই দুর্যোগের মধ্যে তোমাকে ফেলে রেখে সে পালিয়ে যাবে। কিন্তু আমি থাকব, বৃষ্টি ও বিপর্যয়ের সব বাধা অস্বীকার

করে বোকা ভাঁড় অবিচল রয়ে যাবে। জ্ঞানীরা পালিয়ে গেলেও সে থাকবে। যে লোক বিপদ দেখলেই ভয়ে পালিয়ে যায় সে হচ্ছে আসল বোকা, কিন্তু ভাঁড় সে ধরনের লোক নয়।

কেন্ট। এ কথা কোথায় শিখলে ভাঁড় মশাই ?

ভাঁড়। এই কাঠের খুঁটোর মধ্যে নয় নিশ্চয় ?

লীয়ার ও গ্লসেস্টারের পুনঃপ্রবেশ

লীয়ার। আমার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করল ? তারা অসুস্থ, তারা ক্লান্ত ? তারা সারা রাত পরিভ্রমণ করেছে ? এ সব হচ্ছে মিথ্যা অজুহাত, বিদ্রোহ আর বিচ্ছেদের নিদর্শন। যাও, এর থেকে আরও ভাল উত্তর আমাকে এনে দাও।

গ্লসে। হুজুর, ডিউকের স্বভাব আপনি জানেন। নিজের মত এবং পথে তিনি কেমনভাবে অনমনীয় ও অবিচলিত থাকেন তা আপনি জানেন।

লীয়ার। প্রতিশোধ! ধ্বংস! মৃত্যু! বিশৃঙ্খলা! কিসের রাগ, কিসের স্বভাব ? গ্লসেস্টার, আমি ডিউক অফ কর্ণওয়াল আর তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।

গ্লসে। ঠিক আছে হুজুর, সেকথা আমি তাঁদের জানিয়েছি।

লীয়ার। তাদের জানিয়েছ! তুমি আমাকে চিনতে পারছ ?

গ্লসে। হাঁা, হুজুর।

লীয়ার। রাজা কথা বলবে ডিউকের সঙ্গে, স্নেহশীল পিতা কথা বলবে তার কন্যার সঙ্গে। রাজা তাদের হুকুম করছে তার আদেশ পালনের জন্য। তাদের জানানো হয়েছে একথা ? ডিউক ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তিনি উত্তপ্ত হয়েছেন ? সেই ক্রুদ্ধ উত্তপ্ত ডিউককে বলে দাও—না, এখনো সে সময় হয়নি। হয়ত তিনি সত্যিই অসুস্থ হতে পারেন। সুস্থ অবস্থায় মানুষ যে কাজ করতে পারে অসুস্থ ও দুর্বল অবস্থায় মানুষ সে কাজ করতে পারে না। কোন রোগের দ্বারা আক্রান্ত হলে আমাদের স্বভাব বদলে যায়, আমরা তখন আর আমাদের মধ্যে থাকি না। তখন আমাদের স্বভাব আমাদের মনকেও দেহের সঙ্গে কষ্ট ভোগ করতে বলে। আমি ধৈর্য ধারণ করব। আমি আমার বদ মেজাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসুস্থ মানুষকে সুস্থ বলে ধরে নিয়েছি। আমার মত লোকের মৃত্যুই শ্রেয়। (কেন্টের পানে তাকিয়ে) কেন তবে ও বসে রয়েছে ? এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে ডিউক ও তার স্ত্রীর বাড়ি থেকে হঠাৎ চলে যাওয়াটা কৌশলগত পদ্ধতিমাত্র। আমার ভৃত্যকে ডেকে দাও। যাও, ডিউক ও তার স্ত্রীকে গিয়ে বল, আমি এখনি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাদের এখানে এখনি এসে আমার কথা শুনতে বল। তা না হলে আমি নিজে তাদের ঘরের দরজার কাছে ঢাকা বাজাতে শুরু করব যাতে তাদের সব ঘুম মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যায়।

গ্লসে। আমি আপনাদের শান্তিপূর্ণ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেব।

(প্রস্থান)

লীয়ার। হে আমার অন্তর, আবেগে এত উত্তাল হয়ো না। আবেগকে প্রশমিত করো।

ভাঁড়। রাঁধতে না জানা যেমন কোন নির্বোধ নারী তপ্ত কড়াইয়ে জ্যান্ত পাঁকাল মাছগুলোকে ছেড়ে দিয়ে তাদের মাথাগুলোতে খুন্তির ঘা দিয়ে বলে, মরো নিপাত যাও পাজী দুষ্টু কোথাকার, যেমন কোন নির্বোধ লোক ঘোড়ার প্রতি দয়া দেখাতে গিয়ে ঘোড়াকে খাওয়ানোর সময় তার খড় বিচালিতে মাখন লাগিয়ে দেয়, (এত বোকা যে ঘোড়া তৈলাক্ত জিনিস খায় না তা জানে না) তেমনি নির্বোধের মত আপনিও আপনার ক্রোধের প্রকৃত কারণ না জেনেই সে ক্রোধের আবেগকে চিৎকার করে শান্ত হতে বলছেন।

কর্ণওয়াল, রিগান, গ্লসেস্টার ও ভৃত্যগণের প্রবেশ

লীয়ার। তোমাদের দুজনকেই সুপ্রভাত জানাই।

কর্ণ। আপনাকে অভিনন্দন জানাই। (কেণ্টকে মুক্তি দেওয়া হয়)

রিগান। আপনাকে দেখে খুশি হলাম।

লীয়ার। রিগান, আমি মনে করি সত্যিই তুমি খুশি হয়েছ। আমার মনে হয় আমি জানি কি কারণে। যদি তুমি খুশি না হতে তাহলে তোমার মায়ের স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকত না আমার, তাহলে মনে ভাবতাম ঐ স্মৃতি স্তম্ভচিহ্নিত সমাধির মধ্যে সমাহিত হয়ে আছে এক অবিশস্ত মহিলা—(কেণ্টের প্রতি) ও, তাহলে তুমি মুক্ত। এ বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করব। ও আমার স্নেহের রিগান, তোমার বোন বড় দুর্ব্যবহার করেছে। ও রিগান, সে শকুনির মত এইখানে তার অকৃতজ্ঞতার তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে দংশন করেছে আমায়। (বুকে হাত দিয়ে দেখাল) আমি কথা বলতে পারছি না। তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না সে কত নীচ ও কত হীন হতে পারে।

রিগান। আমার অনুরোধ, ধৈর্য ধরুন পিতা। আমার মনে হয় আপনি শুধু তার দোষ বা কর্তব্যহীনতার বিচার করতে পারেন, তার ভাল গুণের প্রশংসা করতে পারেন না।

লীয়ার। বল, তার ভাল গুণ কোথায়।

রিগান। আমার ত মনে হয় না আমার বোন আপনার প্রতি তার কর্তব্য-কর্মে কোন ত্রুটি করেছে। যদি ঘটনাক্রমে আপনার অনুচরবর্গের কোন উদ্ধত আচরণের প্রতিবাদ করে থাকে বা তা সংযত করার চেষ্টা করে থাকে তাহলে সে যুক্তিপূর্ণ কাজই করেছে এবং তার জন্য তাকে কোন দোষ দেওয়া যায় না।

লীয়ার। আমি তাকে অভিশাপ দিচ্ছি।

রিগান। ও পিতা, আপনি বৃদ্ধ। আপনার প্রকৃতি এখন স্বাভাবিকতার শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। আপনাকে এমন একজনের অনুশাসন মেনে চলা উচিত যে আপনার স্বভাব আপনার থেকে ভাল জানে। সুতরাং আমার

অনুরোধ, আপনি আমার বোনের কাছেই ফিরে যান, তাকে গিয়ে বলুন আপনি অন্যায় করেছেন তার প্রতি।

লীয়ার। তার ক্ষমা চাইব! তুমি কি দেখতে চাও, নতজানু হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করলে আমাকে কেমন মানায়, তুমি কি চাও আমি একথা বলি, হে আমার প্রিয় কন্যা, আমি স্বীকার করছি আমি বৃদ্ধ। (নতজানু হয়ে) বৃদ্ধরা সংসারে অবাঞ্ছিত। আমি নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছি। তুমি আমায় পোষাক, খাদ্য ও আশ্রয় দাও।

রিগান। থাক, এ নিয়ে কথা বলে আর লাভ নেই। এগুলো বড় খারাপ কাজ। আপনি আমার বোনের কাছে চলে যান।

লীয়ার। না, আর কখনো যাব না রিগান। (উঠে দাঁড়িয়ে) সে আমার অনুচরবর্গের সংখ্যা কমিয়ে অর্ধেক করে দিয়েছে। সে আমার সঙ্গে অপমান-সূচক ব্যবহার করেছে; সে কুটিল সাপের মত শক্ত কথার নিষ্ঠুর দাঁত বসিয়ে দিয়েছে আমার অন্তরে। ঈশ্বরপ্রদত্ত পুঞ্জীভূত প্রতিশোধের স্তূপ ঝরে পড়ুক তার অকৃতজ্ঞ মাথায়। হে বিষাক্ত বাতাস, তার গর্ভে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে বিকলাঙ্গ করে তুলো তাকে।

কর্ণ। ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার কথা!

লীয়ার। হে দ্রুতগতি বিদ্যুৎ, তোমার চকিত আলোকদামবিচ্ছুরিত করে তার অকৃতজ্ঞ চোখের দৃষ্টিশক্তিকে বিহ্বল করে দাও। নীচ জলাশয়ে লালিত ও সূর্যরশ্মির দ্বারা উর্ধ্বে আকর্ষিত হে কুজ্ঝটিকাজাল, তার রূপের সব উজ্জ্বলতাকে ম্লান করে দিয়ে তার সকল গর্বকে খর্ব করো।

রিগান। হা ভগবান, আপনার মেজাজ খারাপ হলে আপনি আমাদেরও ত এইভাবে অভিশাপ দেবেন।

লীয়ার। না, রিগান তোমাকে আমি অভিশাপ দেব না। তোমার চেহারার মধ্যে যে সুস্নিগ্ধনম্র একটি মাধুর্য আছে তা কখনই কঠোর হতে দেবে না তোমাকে। তার চোখগুলো কত ভয়ঙ্কর, কিন্তু তোমার চোখগুলো কত শান্ত ও সান্ত্বনাদায়ক, তার চোখের মত জ্বলে না। আমার আমোদ প্রমোদ বন্ধ করে দেওয়া, আমার অনুচরবর্গের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া, আমার সঙ্গে উদ্ধত-ভাবে তর্ক করা, আমার বৃত্তি কমিয়ে দেওয়া ও সবশেষে আমার সামনে আমার বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেওয়া তোমার মত স্বভাবের মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। পিতামাতার প্রতি সন্তানের স্বাভাবিক কর্তব্য কাকে বলে তা তুমি জান। পিতা ও সন্তানের সম্পর্কের মর্ম কি তা বোঝ এবং কৃতজ্ঞতার ঋণশোধ ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার কিভাবে করতে হয় তাও জান। তোমাকে আমার যে অর্ধেক রাজ্য দান করেছি তা নিশ্চয় তুমি এখনো ভুলে যাও নি?

রিগান। ঠিক আছে পিতা, এবার আসল কথায় আসা যাক।

লীয়ার। কে আমার লোকের পায়ে খুঁটো পরায়? (ভিতরে তূর্যধ্বনি)

কর্ণ। কিসের বাদ্য?

রিগান। আমি জানি না—তবে মনে হয় আমার বোনের। চিঠিতে এখানে আসবে বলে আমাকে লিখেছিল।

অসওয়াল্ডের প্রবেশ

তোমার মনিবপত্নী এসেছেন ?

লীয়ার। এই সেই ক্রীতদাস যার ইচ্ছাকৃত ঔদ্ধত্যের মধ্যে আমার কন্যার সম্পত্তি, এবং প্রশ্রয় আছে। দূর হয়ে যাও পাজী চাকর কোথাকার, দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

কর্ণ। এর অর্থ কি স্যার ?

গণরিলের প্রবেশ

লীয়ার। কে আমার ভৃত্যের পায়ে খুঁটো পরিয়েছে ? রিগান, আমি আশা করি তুমি এ বিষয়ে কিছু জান না।—কে আসছে এখানে ? হে স্বর্গের দেবতাবৃন্দ, যদি মর্ত্যের মানুষকে সত্যি সত্যিই ভালবাস, যদি তোমার রাজ্যে আনুগত্য বলে কোন জিনিস থাকে, যদি তোমরাও আমার মত বৃদ্ধ হয়ে থাক তাহলে আজ আমাকে তোমরা সমর্থন করো, তাহলে আজ আমার কাছে নেমে এস এবং আমাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করো—(গণরিলের প্রতি) তুমি কি আমার সাদা দাড়িটার উপর চোখ পড়াতে লজ্জা বোধ করছ ? ও রিগান, তুমি তাকে এত ভালবাস যে তার হাত ধরছ ?

গণ। কেন হাত ধরবে না স্যার ? আমি তার প্রতি কি অন্যায় করেছি ? কেন এক দুর্বলমনা বৃদ্ধের অবিজ্ঞজনোচিত বিচারে কোন কিছু অপরাধ বলে গণ্য হলেই ত তা অপরাধ হয়ে যাবে না।

লীয়ার। হে আমার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তোমরা এখনো ফেটে পড়ছ না কেন ? তোমরা এত শক্ত আর সহিষ্ণু ? আমি জানতে চাই আমার লোকের পায়ে খুঁটো পরানো হলো কেন ?

কর্ণ। আমি পরিয়েছি স্যার। কিন্তু তার অসদাচরণের জন্য আরো কঠোর শাস্তি দান করা উচিত ছিল।

লীয়ার। তুমি ! তুমি করেছিলে ?

রিগান। আমার অনুরোধ পিতা, আপনি বৃদ্ধ এবং দুর্বল ; আপনি নিজের সেই দুর্বলতাকে স্বীকার করুন। আপনার অনুচরবর্গের অর্ধেক ছাঁটাই করে আপনি যদি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আমার বোনের কাছে থাকেন তাহলে তার-পর আমার কাছে আসবেন। এখন আমার বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যাচ্ছি এবং আপনার ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা এখন আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

লীয়ার। পঞ্চাশ জন লোককে বাদ দিয়ে তার কাছে ফিরে যাব ? না, তার থেকে আমি বরং সমস্ত গৃহের আশ্রয় চিরদিনের মত ত্যাগ করে প্রকৃতির প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকব, নেকড়ে আর পেঁচার সঙ্গে বন্ধুত্ব করব, অভাব অনটনের তীক্ষ্ণ দংশনজ্বালা সহ্য করব, তবু তার কাছে ফিরে

যাব না। তার থেকে আমি বরং ফ্রান্সের যে আবেগপ্রবণ রাজা বিনা যৌতুকে আমার কনিষ্ঠ কন্যার পাণিগ্রহণ করেছে, তার কাছে নতজানু হয়ে কোন অনাথা অসহায় নারীর মত আমার মূল্যহীন অযোগ্য জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু বৃত্তি ভিক্ষা করতে পারি। তবু তার কাছে যাব না। তার থেকে এই ঘৃণ্য ভৃত্যটার ক্রীতদাস হয়ে থাকতে বলতে পার, মেনে নেব। (অসওয়াল্ডের প্রতি হাত বাড়িয়ে)

গণ। আপনার যা খুশি স্যার।

লীয়ার। আমার অনুরোধ রাখো হে আমার প্রিয় কন্যা, আমাকে পাগল করে দিও না। আমি তোমাকে আর বিরক্ত করব না, বিদায়। আর আমাদের কোনদিন দেখা হবে না। তবু তুমি আমারই রক্তমাংসে গঠিত, তুমি আমার কন্যা। অথবা হয়ত তুমি আমার দেহের এক রোগ যা একান্তভাবে আমার অথবা আমার দূষিত রক্তে এক স্ফীত ক্ষত। কিন্তু আমি তোমাকে তিরস্কার করব না। তোমার মনে আপনা থেকে লজ্জার উদয় হোক যথাসময়ে, আমি সে লজ্জা এনে দেব না। বজ্রপাণি দেবরাজ জোভের কাছে তোমার গুণের কাহিনী ব্যক্ত করে তোমার মাথায় বজ্রপাতের জন্য অনুরোধ করব না তাঁকে। যখন পারবে তোমার অন্যায়ের সংশোধন করো, তোমার স্বভাবের পরিবর্তন করে ভাল হবার চেষ্টা করো। আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকব। আমি আর আমার একশো জন নাইট রিগানের কাছেই থাকব।

রিগান। তা সম্ভব নয় স্যার। আমি তা প্রত্যাশা করিনি। আপনার উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য আমি প্রস্তুত নই। আমার বোনের কথা শুনুন। যারা আপনার এই বিক্ষুব্ধ ক্রোধের আবেগকে যুক্তি দিয়ে বিচার করবে তারা বুঝতে পারবে আপনি সত্যি সত্যিই বৃদ্ধ হয়েছেন এবং তাই—আমার বোন কি করছে তা সে ভালভাবেই জানে।

লীয়ার। তুমি কি মনে করো তুমি যা বলেছ তা ঠিক বলেছ?

রিগান। আমি তা ঠিক বলেই স্বীকার করছি স্যার। কি, পঞ্চাশ জন অনুচর যথেষ্ট নয়? এর থেকে বেশী লোকের কী এমন দরকার? কোন গুরুত্বপূর্ণ বিপদের ভয় থাকলেও এত লোকের দরকার হয় না। এক বাড়িতে এতগুলি লোক কি করে দুজন মনিবের তত্ত্বাবধানে মিলেমিশে থাকতে পারে? এটা সত্যিই কঠিন ব্যাপার এবং তা একরকম অসম্ভব।

গণ। পিতা, কেন আপনি আমার বা আমার বোনের ভৃত্যদের সেবা গ্রহণ করবেন না?

রিগান। কেন পিতা? যদি তারা কখনো আপনার প্রতি অবহেলা করে তাহলে আমরা তার প্রতিবিধান করব। আমি এখন খুঁটিয়ে বিচার করে এত লোক রাখার মধ্যে বিপদের আভাস দেখেছি—আপনি যদি আমার কাছে কোনদিন আসেন তাহলে আমি বলব আপনি মাত্র পঁচিশ জন লোক নিয়ে আসবেন। আমি এর বেশী লোক মেনে নিতে বা ঘরে জায়গা দিতে পারব না।

লীয়ার। আমি তোমাদের আমার যথাসর্বস্ব দান করে দিয়েছি।

রিগান। আপনি তা আমাদের যথাসময়ে দান করেছেন।

লীয়ার। তোমাদের দুজনকে আমি আমার রক্ষক ও অভিভাবকরূপে মেনে নিয়েছি। কিন্তু একশো জন লোক রাখার আমার অধিকার আমি সংরক্ষিত করে রেখেছি। কেন তবে আমি পঁচিশ জন লোক নিয়ে আসব তোমার কাছে? একথা বলতে তুমি পারলে?

রিগান। আবার বলছি একথা, আমি পঁচিশ জনের বেশী একটি লোকেরও ভার নিতে পারব না।

লীয়ার। যারা অন্তরে খল প্রকৃতির তারা তাদের থেকে বেশী খল ও খারাপ একজনকে না পাওয়া পর্যন্ত উপরে ভালমানুষির ভাব দেখায়। বরং যাকে খারাপ বলে জানি তার মধ্যে প্রশংসাযোগ্য কিছু গুণ আছে। (গণরিলের প্রতি) আমি তোমার সঙ্গেই যাব। যদিও পঞ্চাশ একশোর অর্ধেক তথাপি পঁচিশের দ্বিগুণ; সুতরাং আমার প্রতি তোমার ভালবাসাও ওর ভালবাসার দ্বিগুণ হতে বাধ্য।

গণ। শুনুন পিতা, যে বাড়িতে আপনি যে সংখ্যক লোক নিয়ে যেতে চাইছেন তার দ্বিগুণ সংখ্যক লোক আপনার সেবা করার জন্য প্রস্তুত সেখানে, পঁচিশ দশ বা পাঁচ জন লোক নিয়েই যাবার বা কি প্রয়োজন?

রিগান। একজনেরই বা দরকার কি?

লীয়ার। মানুষের প্রয়োজন নিয়ে তর্ক করো না। দানহীন ভিক্ষুকদেরও এমন কতকগুলো জিনিস থাকে যা তাদের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যদি মানুষের কিছুই না থাকে তাহলে সে পশুতে পরিণত হয়। তুমি একজন ভদ্রমহিলা, যদি তোমার দেহকে তপ্ত রাখার জন্যেই পোষাক পরিধান করতে হয় তাহলে কেন তবে এমন অনেক অপ্রয়োজনীয় পোষাক পরিধান করে আছ, তোমাকে শৈত্য হতে রক্ষা করার জন্য যার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই? কিন্তু আমার এখন একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে ধৈর্যের—হে দেবতাবৃন্দ, আমাকে সেই ধৈর্য দাও, আমি একমাত্র চাই ধৈর্য। হে দেবতাগণ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমি একজন হতভাগ্য বৃদ্ধ অসহায় ব্যক্তি, দুঃখে ও বার্ধক্যে সমানভাবে জর্জরিত। যদি তোমরাই আমার কন্যাদের অন্তরকে তাদের পিতার বিরুদ্ধে এভাবে উত্তেজিত করে থাক তাহলে আমাকে যেন তা কাপুরুষ ও দুর্বলের মত সহ্য করতে বলো না, এক ন্যায়সঙ্গত ক্রোধের উত্তাপে উত্তপ্ত করে তোল আমার অন্তরকে, কোন নারীসুলভ অশ্রুধারায় আমার গণ্ডদ্বয় যেন কলুষিত না হয়।—অস্বাভাবিক মনুষ্যেতর ডাইনিরা, আমি তোমাদের উপর এমন প্রতিশোধ নেব—কিভাবে সে প্রতিশোধ নেব তা এখন না জানলেও সে প্রতিশোধ এতদূর কঠোর হবে যে তা দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে জগতের লোক। তোমরা ভাবছ আমি কাঁদব, কিন্তু না আমি কাঁদব না। (ঝড়ের শব্দ) কান্নার কারণ যথেষ্ট থাকলেও আমি কাঁদব না, কারণ তাহলে আমার অন্তর

শতধাভিন্ন হয়ে উঠবে,—আমি কী নির্বোধ, আমি পাগল হয়ে যাব। (লীয়ার, গ্লসেস্টার, কেণ্ট ও ভাঁড়ের প্রস্থান)

কর্ণ। চল, আমরা চলে যাই, এখনই ঝড় উঠবে।

রিগান। এ বাড়ি ছোট ; এতে ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি ও তাঁর লোকজনের স্থান সঙ্কুলান হবে না।

গণ। এ জন্য তিনিই দায়ী। তিনি এখানে বিশ্রামলাভের সুযোগ হতে নিজেকে নিজে বঞ্চিত করেছেন। তাঁর নিজের নির্বুদ্ধিতার আস্বাদ তাঁকে নিজেকেই উপভোগ করতে হবে।

রিগান। আমি তাঁকে গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু তাঁর একজন লোককেও নয়।

গণ। আমিও এ বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প। গ্লসেস্টার কোথায় ?

কর্ণ। সে বৃদ্ধের সঙ্গে গেছে। ঐ আসছে।

গ্লসেস্টারের পুনঃপ্রবেশ

গ্লসে। রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

কর্ণ। তিনি কোথায় যাচ্ছেন ?

গ্লসে। তিনি ঘোড়া চাইছেন, কিন্তু কোথায় যাবেন তা বুঝতে পারছি না।

কর্ণ। তাঁকে চলে যেতে দেওয়াই উচিত। তিনি সব সময় নিজের মতেই চলেন।

গণ। শুনুন, তাঁকে থাকার জন্য আর অনুরোধ করবেন না।

গ্লসে। হায়, হায় ! রাত্রি ঘনিয়ে আসছে, জোর বাতাস বইছে। বাইরে কয়েক ক্রোশ জুড়ে সামান্য একটা ঝোপও নেই।

রিগান। ও স্যার, একগুঁয়ে লোকেরা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করে। সেই ক্ষতি থেকেই তাদের শিক্ষা পাওয়া উচিত। বাড়ির দরজা বন্ধ করে দাও। তিনি এমন সব সঙ্গীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন যারা ভয়ানকভাবে বিপজ্জনক। তারা তাঁকে কি ভাবে উত্তেজিত করে তুলবে তা ভেবে আমরাও ভীত হয়ে উঠেছি। তিনি আমার কুপরামর্শই বেশী শোনেন।

কর্ণ। বাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দাও। রাত্রিটা বড় দুর্যোগপূর্ণ। আমার প্রিয়তমা রিগান ঠিকই বলেছে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। একখণ্ড পতিত জমি।

বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রকাণ্ড ঝড়। কেণ্ট ও জনৈক অনুচরের ভিন্ন দিক দিয়ে প্রবেশ

কেণ্ট। এই দুর্যোগের মধ্যে কে ওখানে ?

অনুচর। এমনই একজন যার মনের অবস্থা এই দুর্যোগঘন রাত্রির মতই বিক্ষুব্ধ।

কেণ্ট। আমি চিনি তোমাকে। রাজা এখন কোথায়?

অনু। তিনি দুর্যোগঘন আবহাওয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। তিনি ঝড়কে অনুরোধ করছেন ঝড় যেন পৃথিবীটাকে উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেয় অথবা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালাকে বেলাভূমি অতিক্রম করে পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগকে ভাসিয়ে দিতে বাধ্য করে, যাতে জগতের সব কিছুর আমূল পরিবর্তন হয় অথবা সব কিছু একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তিনি তাঁর মাথার সাদা চুলগুলো ছিঁড়ছেন যে চুলগুলোকে প্রবল দমকা বাতাসে এক অন্ধ আবেগে ধরে সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যে ঝড়বৃষ্টি এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠেছে সে ঝড় বৃষ্টিকে তিনি ঘৃণাভরে তুচ্ছজ্ঞান করছেন। আজকের মত দুর্যোগঘন যে রাত্রিতে ক্ষুধিত ভালুক, সিংহ বা নেকড়ে বাঘ আহারের সন্ধানে বাইরে বৃষ্টিতে না বেরিয়ে ঘুমোবে তাদের আপন আপন গুহার মধ্যে সেই রাত্রিতে খালি মাথায় ছোটাছুটি করছেন আর মরিয়া হয়ে চিৎকার করছেন।

কেণ্ট। কিন্তু কে তাঁর সঙ্গে আছে?

অনু। একমাত্র ভাঁড় ছাড়া আর কেউ সঙ্গে নেই। সে ঠাট্টা বিদ্রূপের দ্বারা রাজার ভারাক্রান্ত অন্তরটা হালকা করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছে।

কেণ্ট। স্যার, আমি সত্যিই চিনি তোমাদের। আমি তোমার সম্বন্ধে যেটুকু জানতে পেরেছি তার উপর ভিত্তি করে আমি এক গোপন কথা তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি। বর্তমানে আলবেনি ও কর্ণওয়ালের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরেছে; বাইরে কৌশলে সে ফাটলের কথা গোপন রেখে দুজনেই পরস্পরকে ঠকাচ্ছে কিন্তু তারা যতই তাদের সৌভাগ্যকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করতে চাক, তাদের যে সব ভৃত্য ও অনুচর আছে তারা আসলে ফ্রান্সের রাজার চর এবং তারা আমাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে খবরাখবর ফরাসীরাজকে দিচ্ছে। ডিউকদের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ বা ষড়যন্ত্র অথবা বৃদ্ধ রাজার উপর তাদের দ্বারা নিত্যনূতন আরোপিত কড়া বিধিনিষেধ অথবা আরো গভীরতর কিছু তারা যাই দেখুক না কেন, এটা সত্যি কথা যে ফ্রান্স থেকে একদল সৈন্য এই ছিন্নভিন্ন রাজ্যে এসে গেছে। আমরা যতদূর জানি তারা কোন এক ভাল বন্দরে গোপনে আশ্রয় নিয়েছে এবং যথাসময়ে তাদের স্বরূপ প্রকাশ করবে। এখন তোমাকে কি করতে হবে তা শোন। যদি আমার কথা বিশ্বাস করো তাহলে তুমি এখনি ডোভার বনে যাও এবং তুমি সেখানে এমন একজনকে পাবে যাঁকে রাজার এই অস্বাভাবিক উন্মাদসুলভ মানসিক দুরবস্থার কথা জানালে তিনি তোমাকে ধন্যবাদ দেবেন। আমি উচ্চবংশের সন্তান; উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের বলেই আমি তোমায় এ কথা বলছি।

অন্থ। আমি পরে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব।

কেণ্ট। না, তার আর দরকার হবে না। আমাকে দেখে যা মনে হচ্ছে তার থেকে আসলে আমি যে অনেক বড় তার প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে একটি টাকার থলে দিচ্ছি; এতে যা টাকা আছে তা তুমি নেবে। তুমি যদি কর্ডেলিয়ার দেখা পাও এবং তা তুমি পাবেই তাহলে তাকে এই আংটি দেখাবে। তাহলে সে-ই তোমাকে আমার পরিচয় বলে দেবে যে পরিচয় তুমি এখনো পাওনি। এই ঝড়কে ধিক্কার দিতে মনে হচ্ছে। আমি খোঁজ করে দেখছি রাজা কোথায় গেলেন।

অন্থ। আমাকে আপনার হাত দিন। আর কিছু বলবেন?

কেণ্ট। আর একটা কথা। আমি একটু আগে তোমাকে যা বলেছি তার থেকে একথা অনেক বেশী জরুরী। এখন আপাততঃ তোমার আমার প্রধান কাজ হলো রাজাকে খুঁজে বার করা, তাতে যত কষ্টই হোক না কেন। আমাদের মধ্যে যে রাজাকে খুঁজে পাবে সে ডাক দিয়ে অন্য জনকে তা জানাবে। (পৃথকভাবে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। উন্মুক্ত প্রান্তরের আর এক দিক।
লীয়ার ও ভাঁড়ের প্রবেশ

লীয়ার। জোরে, আরো জোরে প্রবাহিত হও হে বাতাস! তোমার ফুৎকাররত স্ফীত মুখগহ্বর ফেটে চৌচির হয়ে যাক। ক্রোধের আবেগে প্রবল হয়ে ওঠ আরো, আরো জোরে বইতে থাক। মুষলধারে বর্ষিত হও হে প্রবল বৃষ্টিধারা, গীর্জার চূড়াগুলোকে সব ভিজিয়ে দাও। হে অগ্নি, তোমার পাবক শিখা চিন্তার থেকে দ্রুতগতি, তুমি বৃক্ষরাজিবিদীর্ণকারী বজ্রের দূত, তুমি আমার এই শুভ্র শ্মশ্রুগুচ্ছকে পুড়িয়ে দাও। হে বজ্র, যার আঘাতে বিকম্পিত হয় জাগতিক সব কিছু সেই বজ্রের আঘাতে গোলাকার পৃথিবী ভেঙ্গে চুরে সমতল হয়ে যাক। প্রকৃতির রাজ্যে অসংখ্য রূপবৈচিত্র্য ভেঙ্গে ফেল এবং যে প্রাণবীর্যের দ্বারা অকৃতজ্ঞ মানুষ সৃষ্ট হয় পৃথিবীতে তা এক মুহূর্তে ধ্বংস করে দাও।

ভাঁড়। ও খুড়ো মশাই, এই বৃষ্টির জলে বাইরে নিরাশ্রয় অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার থেকে কোন শুকনো ঘরে থেকে পরের তোষামোদ করা ঢের ভালো। হে আমার প্রিয় খুড়ো মশাই, আপনি ফিরে গিয়ে আপনার কন্যাদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করুন। সে বরং ভাল। আজকের এ রাত্রি এমনই ভয়ঙ্কর যে কী জ্ঞানী কি নির্বোধ কারো প্রতি কোন সহানুভূতি নেই এর।

লীয়ার। হে বজ্র, যত বেশী পার গর্জন করো। যত বেশী পার অগ্নি বিচ্ছুরিত করো তোমার গর্ভ হতে। মুষলধারে বর্ষণ করো বৃষ্টি। বৃষ্টি, বাতাস, বজ্র, অগ্নি—এরা কেউ আমার কন্যা নয়। হে প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়, আমি তোমাদের কোন অকৃতজ্ঞতার দোষে অভিযুক্ত করি না। আমি তোমাদের কখনো কোন রাজ্য দিইনি, আমি তোমাদের কখনো আমার সন্তান বলে ডাকিনি, সুতরাং

আমার প্রতি কোন আনুগত্যের জন্য দায়ী নও তোমরা আর আমিও তা আশা করি না। সুতরাং তোমাদের ভয়ঙ্কর আনন্দের উপকরণ হিসাবে এই সব বস্তুকে আমার মাথার উপর বর্ষণ করো। আমি তোমাদের বিনীত ক্রীতদাস হিসাবে এখানে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম—অসহায়, দুর্বলদেহী, অবহেলিত এক বৃদ্ধ। তবু আশ্চর্যের আর অন্যায়ের কথা এই যে সুউচ্চ আকাশজাত বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রাগ্নিরা আমার মত এক হতভাগ্য বৃদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমার কন্যাদের সাহায্য করেছে।

ভাঁড়। যার মাথা গোঁজার মত একটা বাড়ি আছে তারই আছে যথার্থ শিরস্ত্রাণ, যে লোক তার অন্তরের কাজ তার পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে করায়, পায়ের কাঁটা সব তার বুকে বেঁধে এবং পরে তাকে দুঃখ পেতে হয় ও বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতে হয়। যে নারী আয়না দেখে মুখ বিকৃত করে সে কখনো প্রকৃত সুন্দরী নয়।

লীয়ার। আমি হব পরিপূর্ণ ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক, আমি আর কোন কথা বলব না।

কেণ্টের প্রবেশ

কেণ্ট। কে ওখানে?

ভাঁড়। অন্য কেউ না, এখানে আছে একজন জ্ঞানী আর একজন নির্বোধ ভাঁড়।

কেণ্ট। হা ভগবান! তুমি এখানে? যে নিশাচর জন্তুরা রাত্রিকে ভালবাসে তারা কিন্তু এমন দুর্যোগঘন রাত্রিকে ভালবাসে না। আকাশের ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে অন্ধকারের মাঝে ঘুরে বেড়ানো নিশাচর জন্তুরা তাদের গুহাতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। আমি আমার জন্মের পর থেকে জীবনে কখনো এমন অগ্নিশিখা, এমন ভয়ঙ্কর বজ্রপাত, এমন ঝড়বৃষ্টির গর্জন কখনো দেখিনি বা তার কথা শুনিনি। মানুষ কখনো এ সব সহ্য করতে পারে না।

লীয়ার। যে সব দেবতারা আমাদের মাথার উপরে অভিশপ্ত বিপর্যয়ের ধারা বর্ষণ করছেন তাঁরা এবার তাঁদের প্রকৃত শত্রু খুঁজে নিন। যে সব হতভাগ্য মানুষ গোপনে পাপকর্ম করে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে এবং যে পাপের শাস্তি লাভ করনি তারা কাঁপতে থাক। নরহত্যার রক্তে কলঙ্কিত যাদের হাত, যারা লুকিয়ে বেড়ায়, যারা মিথ্যা শপথ করে, যারা উপরে সৎ ও ধার্মিকের ভাব দেখালেও প্রকৃতপক্ষে যারা অসৎ ও অধার্মিক, যারা আপন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে অবৈধ দেহসংসর্গে লিপ্ত, যারা উপরে বন্ধুর ভাব দেখিয়ে ভিতরে ভিতরে গোপনে মানুষের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেছ তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাও। আত্মগোপনকারী অপরাধীর দল, গোপনতার যে আবরণে আবৃত করে রেখেছ নিজেদের, ছিন্নভিন্ন করে ফেল সে আবরণ। ঈশ্বরের আদালতে যে সব ভয়ঙ্কর কর্মীরা কাজ করে তাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো।

আমি হচ্ছি এমনই একজন মানুষ যে নিজে যত পাপ করেছি তার থেকে অনেক বেশী শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়েছে।

কেণ্ট। হায় হায় হে রাজন, খালি মাথায়! নিকটে সামান্য একটা কুঁড়ে আছে। কিছু বন্ধুস্থানীয় লোক আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে যাতে আপনি ঝড়ের হাত থেকে আপাততঃ রক্ষা পেতে পারেন। আপনি সেখানে বিশ্রাম করবেন আর আমি যাচ্ছি সেই সব নিষ্ঠুর মানুষঅধ্যুষিত প্রাসাদে আর মানুষ-গুলোর অন্তর সে প্রাসাদের পাথরের থেকেও কঠিন। একটু আগে সে প্রাসাদে আমি আপনার খোঁজ করতে গেলে সেখানে আমায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। সেখানে আবার গেলে কিছু শক্ত কথা শুনব তাদের মুখ থেকে।

লীয়ার। ক্রমশই আমার বুদ্ধিভ্রংশ হচ্ছে। এস বাছা, এস হে বালক, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে? আমিও শীতে হিম হয়ে গেছি। আমার শোবার ঘর কোথায় ছোকরা? প্রয়োজনের নীতি বড় অদ্ভুত, অবস্থা বিশেষে তা অতি তুচ্ছ বস্তুকেও মূল্যবান করে তোলে। এস ভাঁড়, ওই বাক্সটা তোমার। পাজী কোথাকার, আমার অন্তরে এখনো কিছু মমতা তোমার জন্য অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

ভাঁড়। একটুকুও বুদ্ধি যার আছে মাথার পরে
ঝড়বৃষ্টির সাথে মানিয়ে নিজেকে নিতে পারে।
যতই বেশী যখন তখন ঝড়বৃষ্টি হয়
যত দুঃখ বিপদ দুর্ভাগ্য নীরবে সব সয়।

লীয়ার। ঠিক বলেছ ছোকরা—চলে এস ঐ আশ্রয়টায়। (লীয়ার ও ভাঁড়ের প্রস্থান)

ভাঁড়। বেশ চমৎকার রাত্রি। যাবার আগে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করে যাই। যখন পুরোহিত ও যাজকরা কাজের থেকে কথা বলে বেশী, যখন মদ প্রস্তুত-কারকরা মদের সঙ্গে জল মেশায়, যখন সামন্তরা দর্জিদের পোষাক তৈরি করতে শেখায়, যখন নাস্তিকদের পরিবর্তে শ্রমিকদের পুড়িয়ে মারা হবে, যখন গ্রামের কোন বড় জোতদাররা কোন ঋণ করবে না এবং দেশে কোন গরীব নাইট থাকবে না, যখন কেউ মিথ্যা বা ক্ষতিকর কোন কথা মুখে উচ্চারণ করবে না, এবং চোরেরা জনতার সঙ্গে মিশে যাবে তখন সারা ইংলণ্ডে নেমে আসবে দারুণ বিশৃঙ্খলা, একমাত্র তখনই মানুষ নিজের পায়ের উপর হাঁটতে শিখবে। একথা শুধু আমার না, ইংলণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতিষী মার্লিনও ঠিক এই ভবিষ্যদ্বাণী করবে। আমি যখন একথা বলছি তার তখন জন্মই হয়নি।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। গ্লসেসটারের প্রাসাদ।
গ্লসেসটার ও এডমণ্ডের প্রবেশ

গ্লসে। হায় হায় এডমণ্ড, এ ধরনের দুর্ব্যবহার আমি পছন্দ করি না। তাঁর প্রতি কিছু দয়া বা সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য যখন তাঁদের কাছে অনুমতি

চাইলাম তখন তাঁরা আমায় সে অনুমতি দিলেন না, আমার নিজের বাড়িতে কাউকে আশ্রয় দেবার অধিকার পর্যন্ত তাঁরা আমার কেড়ে নিলেন। তাঁরা আমায় কঠোর আদেশ দিলেন আমি যেন তাঁর নাম না করি, তাঁকে থাকার জন্য কোন অনুরোধ না করি এবং কোনভাবে তাঁকে সমর্থন না করি এবং বলে দিলেন যদি তা করি তাহলে চিরদিনের মত তাঁদের বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে থাকব আমি।

এডমণ্ড। সত্যিই বড় অস্বাভাবিক এবং বর্বরোচিত কাজ।

গ্লসে। চুপ করো, তুমি কোন কথা বলো না। দুই ডিউকের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে, এবং আরো খারাপ সংবাদ আছে। আমি আজ রাতে একটা চিঠি পেয়েছি এবং সে চিঠির কথা কাউকে বলাও বিপজ্জনক। আমি সিন্ধুকের মধ্যে সে চিঠিটা তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছি। রাজা যে সব অপমান ওদের হাতে ভোগ করবেন একদিন তার সমস্ত প্রতিশোধ নেওয়া হবে। সেনাবাহিনীর একটা অংশ বাইরে থেকে এর মধ্যেই এসে উঠেছে এ রাজ্যের কোন এক জায়গায়। আমরা অবশ্যই রাজার পক্ষ অবলম্বন করব। আমি অবশ্যই তাঁকে খুঁজে বার করব এবং সাহায্য করব। তুমি গিয়ে ডিউকের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলবে যাতে তাঁরা আমার উদারতার কথা কিছুই জানতে না পারেন। যদি তাঁরা আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহলে বলবে আমি অসুস্থ, শয্যাগত। যদি আমার এতে মৃত্যুও হয় এবং তারা আমার মৃত্যুর ভয়ও দেখিয়েছে—তথাপি আমার পুরনো মনিব রাজাকে আমি সাহায্য করবই। দেশে অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটতে চলেছে এডমণ্ড। আমার অনুরোধ, সাবধানে চলবে। (প্রস্থান)

এড। রাজার প্রতি যে অনুকূল মনোভাব দেখানোর জন্য তোমাকে নিষেধ করা হয়েছে তার কথা ডিউককে জানাতে হবে। তাঁকে চিঠিটার কথাও জানাতে হবে। এটা আমার পক্ষে ভাগ্য পরিবর্তনের কারণ হতে পারে এবং আমার পিতা যে সৌভাগ্য হারাতে চলেছে আমি তা লাভ করতে পারি। আর সে সৌভাগ্যের মূল্য কিছু কম নয়। বৃদ্ধদের পতন ঘটা মানেই যুবকদের উন্নতিলাভ। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। একটি ছোট কুটিরের সম্মুখস্থ স্থান।
তখনও ঝড় বইছে। লীয়ার, কেণ্ট ও ভাঁড়ের প্রবেশ

কেণ্ট। এখানে আসুন, এখানে জায়গা আছে প্রভু, প্রবেশ করুন ঘরের ভিতর। আজকের রাত্রিতে দুর্যোগ এত ভয়ঙ্কর যে প্রকৃতি নিজেই তা সহ্য করতে পারছে না।

লীয়ার। আমাকে একা থাকতে দাও।

কেণ্ট। প্রভু, এখানে প্রবেশ করুন।

লীয়ার। আমার অন্তরটা কি ভেঙে দিতে চাও?

কেণ্ট। তার থেকে আমি আমার নিজের অন্তর ভেঙে ফেলব। ভিতরে প্রবেশ করুন প্রভু।

লীয়ার। তুমি হয়ত ভাবছ আমার দেহের উপর এই বিক্ষুব্ধ ঝড়ের গর্জন অসহ্য ঠেকছে আমার কাছে। তোমার কাছে তা ঠেকতে পারে। কিন্তু এর থেকে আরো বেশী দুঃসহ এক কষ্ট যখন বাসা বেঁধেছে আমার দেহে তখন তার থেকে কম কষ্টকর এই ঝড়ের প্রকোপ অনুভব করা কোন কাজ অসম্ভব নয় আমার পক্ষে। সাধারণতঃ তোমরা ভালুককে ভয় করো, কিন্তু ভালুকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তোমাকে যদি গর্জনশীল বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় তাহলে তুমি নিশ্চয় সেখান থেকে ফিরে এসে ভালুকের সঙ্গেই সামনা সামনি লড়াই করবে। মানুষের মন যখন মুক্ত থাকে তখন সামান্য আঘাত দেহ সহজেই অনুভব করতে পারে। আমার মধ্যে যে ঝড় বইছে সে ঝড়ের প্রবলতর আঘাত সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে জোর করে অপসারিত করে দিয়েছে আমার মন থেকে। সন্তানদের অকৃতজ্ঞতা! যে হাত মুখে খাদ্য যোগায় সে হাতকে মুখ দিয়ে কামড়ে দেওয়ার সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে এ অকৃতজ্ঞতার। কিন্তু এর প্রতিশোধ আমি নেবই। না, আমি আর চোখের জল ফেলব না। এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগময় রাত্রিতে আমাকে ঘরের বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করে দেওয়া! আর আমি তা সহ্য করব! ও রিগান আর গণরিল! তোমাদের যে বৃদ্ধ পিতা তার যথাসর্বস্ব তোমাদের দান করেছে,—ও, একথা বলাও এখন উন্মাদের কাজ। ও কথা আর আমি বলব না। আর না।

কেণ্ট। প্রভু, ভিতরে প্রবেশ করুন।

লীয়ার। তুমি নিজে যাও, আরাম করো। যারা আমার এর থেকে বেশী ক্ষতিসাধন করবে তাদের কথা ভাবার কোন সুযোগই দেবে না এ ঝড়। কিন্তু আমি ভিতরে যাব। (ভাঁড়কে) তুমি আগে যাও হে ছোকরা। হে নিঃস্ব নিরাশ্রয় ছোকরা, আগে ভিতরে যাও। আমি প্রার্থনা করার পর ঘুমিয়ে পড়ব। (ভাঁড় ভিতরে গেল) হে হতভাগ্য নগ্ন দরিদ্রের দল, তোমরা যেই হও, যারা এই নিষ্ঠুর ঝড় বৃষ্টির অবারিত প্রকোপ নীরবে সহ্য করছ, তোমাদের আশ্রয়হীন মস্তক, শীর্ণ বুভুক্ষু দেহ, ছিন্ন পরিধেয় কিভাবে তোমাদের রক্ষা করবে এই দুর্যোগের কবল থেকে? একথা আমি এতদিন ভাবিইনি। হে ঐশ্বর্যমণ্ডিত সুখী সমৃদ্ধ মানুষের দল, একবার ঘর ছেড়ে বাইরে এসে এই ঝড় বৃষ্টির আঘাত বুক পেতে সহ্য করো, এসে দেখ দরিদ্র জনগণকে কী পরিমাণ দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। তারপর তোমরা তোমাদের ধনসম্পদের প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অংশ দরিদ্রদের দান করো এবং ঈশ্বরের রাজ্যে ন্যায়বিচার যে এখনো আছে তার প্রমাণ দাও।

এডগার। (ভিতর থেকে) আর আধ বাঁও, আধ বাঁও হতভাগ্য টম।

(ভাঁড় কুটির হতে ছুটে বেরিয়ে যায়)

ভাঁড়। এখানে থাকবেন না খুড়োমশাই, এখানে ভূত আছে। আমাকে

বাজাও।

কেণ্ট। কই তোমার হাত দেখি—কে ওখানে ?

ভাঁড়। একটা প্রেতাত্মা, ও বলছে ওর নাম টম।

কেণ্ট। কে তুমি গুহার মধ্যে খড়ের মধ্যে শুয়ে চিৎকার করছ ? বাইরে এস।

উন্মাদের ছদ্মবেশে এডগারের প্রবেশ

এডগার। পালিয়ে যাও। এক জঘন্য শয়তান আমাকে তাড়া করেছে। দুর্ধর্ষ বনের ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইছে। যাও, ঠাণ্ডা বিছানায় গিয়ে তোমাদের দেহকে গরম করগে।

লীয়ার। তুমি কি তোমাদের মেয়েদের সব দান করে ফেলেছ ? তুমি কি সেই জন্যই এখানে এসেছ ?

এডগা। হতভাগ্য টমকে কে কি দেবে ? যাকে এক ঘৃণ্য শয়তান আগুনে জলে মাঠে ঘাটে সর্বত্র অনুসরণ করে চলেছে, যার বালিশের নিচে ছুরি রেখে দিয়েছে, যার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে, যাকে বাজে ঘোড়ায় চেপে বিপজ্জনক সেতুর উপর দিয়ে যেতে বাধ্য করছে, সর্বত্র যার গলায় নেবার ফাঁসির দড়ি রেখে দিয়েছে এবং যার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শয়তান সর্বত্র তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে তাকে তোমরা কে কি দিতে পার ? ঈশ্বর তোমাদের পঞ্চবিধ বুদ্ধির মঙ্গল করুন। (প্রাচীন কালে পঞ্চবিধ বুদ্ধি বলতে সাধারণ জ্ঞান, লৌকিক কল্পনা, অলৌকিক ও উদ্ভট কল্পনা, স্মৃতি ও বিচারশক্তি বোঝাত) টম খুবই শীতার্ত। তার জন্য অন্ততঃ কিছু একটা ব্যবস্থা করো, যে ঘূর্ণিবায়ু তোমাদের সর্বনাশ সাধন করে সকল দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে সে ঘূর্ণিবায়ু থেকে ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুন। শয়তান যাকে জ্বালাতন করে মারছে সেই হতভাগ্য টমকে কিছু দাও। আমি ওই জায়গায় সেই শয়তানের আবার দেখা পেতে পারি। (তখনও ঝড় বইতে থাকে)

লীয়ার। কী ব্যাপার, ওর কন্যারাই কি ওর এই অবস্থার জন্য দায়ী ? – তুমি কি নিজের জন্য কিছুই রাখনি ? তাদের সবকিছু দিয়ে দিয়েছ ?

ভাঁড়। না, ও ওর নিজের জন্য একটা কম্বল রেখে দিয়েছে, তা না হলে আমরা সকলেই একই লজ্জার বস্তুতে পরিণত হতাম।

লীয়ার। তাহলে প্রবাহিত বাতাসে যে অলৌকিক অভিশাপ ভেসে বেড়িয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই মানুষের ধ্বংস নিয়ে আসে তার পাপের জন্য সেই অভিশাপ নেমে আসুক তোমার কন্যাদের মাথার উপর।

কেণ্ট। ওঁর কোন কন্যা নেই স্যার।

লীয়ার। তুমি হচ্ছ বিশ্বাসঘাতক! তোমার মৃত্যুদণ্ডই তোমার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি। একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কোন কিছুই তাকে এই হীন দুরবস্থার মধ্যে ফেলতে পারে না। আজকের যুগে এইটাই প্রথা হয়েছে যে সব পিতারা কন্যাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হবে আর তাদের দেহে কোন পোষাক–

আশাক থাকবে না। চমৎকার শাস্তি ; আমার এই দেহ হতেই জন্ম হয়েছে সেই সব কন্যাদের যারা আজ তাদের পিতার রক্ত শোষণ করছে। পিল্লিকক পাহাড়ের উপর বসেছিল বনমোরগ। হাল্লু, হাল্লু, লো লো।

ভাঁড়। আজকের রাত্রিটা এত ঠাণ্ডা যে সব মানুষ নির্বোধ ভাঁড় অথবা পাগল হয়ে যাবে।

এডগা। ঘৃণ্য শয়তানের উপর নজর রাখবে ; পিতামাতার আদেশ পালন করবে ; ঠিকভাবে কথা রাখবে, যখন তখন শপথ করবে না ; অহঙ্কার করবে না। টম খুব শীতার্ত।

লীয়ার। আগে তুমি কি করতে ?

এডগা। চাকরি করতাম। আমার অন্তর আর মন নিয়ে অহঙ্কার করতাম। আমি আমার মাথার কেশ বিন্যাস করতাম, আমার প্রণয়িনীর ভালবাসা পেতাম। কথায় কথায় শপথ করতাম আর ঈশ্বরের চোখের সামনে সে শপথ ভঙ্গ করতাম। যৌনতৃপ্তির পরিকল্পনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তাম আর ঘুম থেকে ওঠার পর সে পরিকল্পনা কার্যকরী করতাম। আমি মদ আর জুয়াখেলা ভালবাসতাম। আমি বিবাহিত মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার ব্যাপারে তুর্কীদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। আমার অন্তর ছিল মিথ্যায় ভরা এবং পরের যে কোন কানভাঙানি বিশ্বাস করতাম, আমার হাত অপরের রক্তে প্রায়ই হত কলুষিত। আমি ছিলাম শুয়োরের মত অলস, শেয়ালের মত ধূর্ত ও চৌর্যকার্যে পারদর্শী, নেকড়ের মত লোভী, কুকুরের মত পাগলা আর সিংহের মত ভয়ঙ্কর। কোন নারীর জুতোর আওয়াজ আর তার রেশমী পোষাকের খস খস শব্দ শুনে তার খপ্পরে পড়ে যেও না, যে বই অন্য কেউ তোমায় ধার দিয়েছে তার উপর কোন কিছুই লিখো না। ঘৃণ্য শয়তানের সম্মুখীন হও, ঠাণ্ডা বাতাস সব সময় হথর্ণ বনের ভিতর দিয়ে বয়ে যায়। (ঝড় বইতে থাকে)

লীয়ার। নগ্ন অনাবৃত দেহে এ দুর্যোগ সহ্য করার থেকে কবরে যাওয়া তোমার পক্ষে অনেক ভাল। এর থেকে মানুষের কি কোন দাম নেই ? তার দিকে ভাল করে তাকাও। রেশমের গুটিপোকাকে কোন রেশম দেবার দরকার নেই। জন্তুকে থাকার জন্য কোন গুহা দিতে হবে না, ভেড়াকে পশম দিতে হবে না। যেমন গন্ধদ্রব্য দিতে হবে না বিড়ালকে। হা—এখানে আমরা তিনজন লোক আছি যাদের কারোরই মানুষ হিসাবে স্বাভাবিক অবস্থা নেই। তুমি নিজেই ত একজন নগ্ন মানুষ আর একজন মানুষ দ্বিপদবিশিষ্ট পশু ছাড়া আর কিছুই না। হে আমার পোষাক, তুমি অনাবৃত করো আমার দেহকে। (পোষাক ছিঁড়তে লাগল)

মশাল হাতে গ্লসেস্টারের প্রবেশ

ভাঁড়। থামুন থামুন খুড়োমশাই, পোষাক খুলবেন না, এই শীতের রাত্রিতে

কখনো খালি গায়ে জলে ভিজতে নেই। এই বিরাট প্রান্তরে আমাদের এই কুটিরে একটুকরো আগুন অনূঢ়া নারীতে উপগত কোন ব্যভিচারীর হৃদয়ের মত, যে হৃদয়ের মধ্যে সামান্য একটু উত্তাপ থাকে আর তার বাকি গোটা দেহটাই বা কি ঠাণ্ডা—ঐ দেখুন, মশাল হাতে কে আসছে।

এডগা। ও হচ্ছে শয়তান ফ্বিবারটিগিবেট। গীর্জায় সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজতেই ও শুরু করে ওর পথ চলা এবং সারারাত ধরে সকাল পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। ও মানুষের চোখে এনে দেয় কৃত্রিম দ্যুতি, ঘাসের শীষগুলোকে করে তোলে শিশিরসিক্ত, পৃথিবীর হতভাগ্য লোকদের আঘাত করে বেড়ায় নানাভাবে। সেন্ট উইথহোল্ড তিনবার নিম্নভূমির পথে পায়চারি করেছিলেন। তিনি ন'বার দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি শয়তানটাকে চলে যাবার জন্য শপথ করতে বলেছিলেন।

কেণ্ট। এখন কেমন বোধ করছেন মহারাজ?

লীয়ার। কে ওখানে?

কেণ্ট। ওখানে কে? কি চাও তুমি?

গ্লসে। তোমরা কারা? কি তোমাদের নাম?

এডগা। হতভাগ্য টম যে কোলা ব্যাঙ, বিষাক্ত সাপ, টিকটিকি খায়, যে বুড়ো ইঁদুর, খালে ফেলে দেওয়া মরা কুকুর গিলে ফেলে, যে বদ্ধ জলার উপর জমে থাকা সবুজ শ্যাওলাপচা জল পান করে, যাকে গাঁয়ে গাঁয়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়, যাকে বারবার কারারুদ্ধ করা হয় এবং তার পায়ে খুঁটো পরানো হয়, যার তিনটে করে জামা প্যাণ্ট আর একটা মাত্র ঘোড়া আর একটা তরবারি আছে, কিন্তু কয়েক বছর ধরে তাকে ছোটখাটো জীবজন্তু খেয়ে থাকতে হয়। যে শয়তান আমার পিছনে সব সময় অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে তার প্রতি সতর্ক হও। শয়তান স্মানকিন, শান্ত হও।

গ্লসে। আপনার কি কোন ভাল সঙ্গী নেই?

এডগা। আছে, নরক আর অন্ধকারের রাজা, যার নাম মোদো আর মহু।

গ্লসে। আমার নিজের ছেলেরা আমার কাছে হয়ে উঠেছে ঘৃণ্য। তারা তাদের জন্মদাতা পিতাকে ঘৃণা করে।

এডগা। হতভাগ্য টমের বড় শীত লাগছে।

গ্লসে। আমার সঙ্গে বাড়ির ভিতরে চলুন। আমি আপনার প্রতি কর্তব্য-বোধের খাতিরে আপনার কন্যাদের নিষ্ঠুর আদেশ মানতে পারব না। যদিও তাঁরা আমাকে বাড়ির বাইরে ঝড়ের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিতে বলেছে তথাপি আমি আপনাকে খুঁজে বার করে বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছি যেখানে খাদ্য ও গরম আশ্রয় সব কিছু পাবেন।

লীয়ার। আগে আমাকে দার্শনিকের সঙ্গে কথা বলতে দাও। আচ্ছা বজ্রের কারণ কি?

কেণ্ট। হুজুর, ওঁর অনুরোধ রক্ষা করুন, ওঁর বাড়িতে চলুন।

লীয়ার। আমি থিবস্‌বাসী দার্শনিকের সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। তোমার জ্ঞানের লক্ষ্য কি?

এডগা। শয়তানকে ঠেকিয়ে রাখা আর দুষ্ট লোকদের বধ করা।

কেণ্ট। ওঁকে আর একবার যেতে বলুন হুজুর। ওর মাথার ঠিক নেই।

গ্লসে। তার জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর নিজের কন্যারা তাঁর মৃত্যু চায়। হায় কেণ্ট, হতভাগ্য বিতাড়িত ভদ্রলোক। তুমি বলছ রাজা পাগল হয়ে যাচ্ছেন। আমি তোমাকে বলছি বন্ধু, আমি নিজেও পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমার এক পুত্র ছিল। সে এখন আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেছে। সে আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল খুব সম্প্রতি। আমি তাকে এত ভালবাসতাম যে কোন পিতা তার পুত্রকে এত ভালবাসেনি কখনো। সত্যি কথা বলতে কি; দুঃখে আমার মাথার ঠিক নেই। কী ভয়ঙ্কর রাত্রি! (ঝড় বইতে থাকে) আসল কথা শুনুন মহারাজ।

লীয়ার। আমি ক্ষমা চাইছি স্যার। হে মহান দার্শনিক, আমি আপনার সাহচর্য কামনা করি।

এডগা। টমের বড় শীত লাগছে।

গ্লসে। কুঁড়ের ভিতরে এস ছোকরা, বিশ্রাম করো।

লীয়ার। চল সবাই ভিতরে যাই।

কেণ্ট। এই দিকে আসুন প্রভু।

লীয়ার। আমি থাকব আমার দার্শনিকের সঙ্গে।

কেণ্ট। দয়া করে তাকে সান্ত্বনা দিন হুজুর। ঠিক আছে, রাজার সঙ্গে ছোকরা যাক।

গ্লসে। ওঁকে নিয়ে ভিতরে যাও তুমি।

কেণ্ট। এস এস, তুমিও আমাদের সঙ্গে এস।

লীয়ার। এস হে এথেন্সবাসী।

গ্লসে। কোন কথা নয় আর, সব চুপ।

এডগা। বীর নাইট রোল্যাণ্ড এসেছিল সেই অন্ধকার টাওয়ারে। তার ভিতরে ছিল দৈত্যের মত এক প্রহরী। ধিক ধিক, আমি এক বৃটিশ বীরের রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। গ্লসেস্টারের প্রাসাদ।

কর্ণওয়াল ও এডমণ্ডের প্রবেশ

কর্ণ। তার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে আমি প্রতিশোধ নেব তার উপর।

এডম। তা কি করে হয় হুজুর? আপনার প্রতি আমার আনুগত্যের খাতিরে, আমি আমার পিতার প্রতি কর্তব্যকে বিসর্জন দিয়েছি বলে লোকে আমার সমালোচনা করবে একথা ভাবতেও আমার ভয় লাগে।

কর্ণ। এখন আমি দেখছি তোমার যে ভাই গ্লসেস্টারের প্রাণনাশের চেষ্টা

করেছিল তার পুরো দোষ নেই। বরং গ্লসেস্টারের দোষের জন্য তার উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে সে তার যোগ্যতারই পরিচয় দিতে গিয়েছিল।
এডম। কত খারাপ আমার ভাগ্য। আমি ভাল বলে পরে আমায় অনুশোচনা করতে হয়। এই চিঠিটার কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন; এই চিঠির দ্বারাই প্রমাণ হয় যে তিনি ফরাসীদের পক্ষে আছেন। তাদের জন্য অনুকূল অবস্থার সুযোগ করে দেবার চেষ্টায় আছেন। হায় দেবতাবৃন্দ, এই রাষ্ট্রদ্রোহিতা উনি না করলেই ভাল করতেন অথবা আমি এ বিষয়ে কিছু জানতে না পারলে ভাল হত।
কর্ণ। আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর কাছে চল।
এডম। যদি এ চিঠির কথা সত্য হয় তাহলে একটা বড় কাজ করতে হবে আপনাকে।
কর্ণ। সত্য মিথ্যা যাই হোক, তুমিই হবে আর্ল অফ গ্লসেস্টার। তোমার পিতা কোথায় আছে খুঁজে বার করো, তাঁকে যাতে আমরা অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে পারি।
এডম। (স্বগত) যদি দেখি আমার পিতা রাজাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন তাহলে সে দৃশ্য ডিউকের মনের সন্দেহকে সুদৃঢ় করবে। আমি ডিউকের প্রতি আমার আনুগত্যের পথ অনুসরণ করে চলব যদিও তাতে আমার পিতার সঙ্গে রক্তগত সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবে।
কর্ণ। আমি তোমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করব। তোমার প্রতি আমার ভালবাসার মধ্যে এমন এক পিতাকে খুঁজে পাবে যে তোমাকে তোমার নিজের পিতার থেকে বেশী স্নেহ করবেন। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। গ্লসেস্টারের প্রাসাদসংলগ্ন একটি ঘর।

গ্লসেস্টার ও কেণ্টের প্রবেশ

গ্লসে। এ জায়গাটা ফাঁকা মাঠের থেকে ভাল। দয়া করে এখানে চলে আসুন। দেখি আমি আপনাদের আরামের জন্য আর কি কি ব্যবস্থা করতে পারি। আমি এখনি আসছি।
কেণ্ট। একমাত্র অসহিষ্ণুতা ছাড়া আর কোন বোধশক্তি নেই তাঁর। দেবতা-গণ আপনার দয়ার জন্য মঙ্গল করবেন আপনার। (গ্লসেস্টারের প্রস্থান)

লীয়ার, এডগার ও ভাঁড়ের প্রবেশ

এডগা। থ্রালারেত্তো নামে এক শয়তান আমাকে ডেকে বলল, নীরো অন্ধকারের হ্রদে বঁড়শী দিয়ে মাছ ধরছে। —আমার অনুরোধ রাখ নির্বোধের দল, ঘৃণ্য শয়তান থেকে সতর্ক হও।
ভাঁড়। আচ্ছা বলত খুড়োমশাই, ভদ্রলোক কে? কোন পাগল না সমাজের কোন নিম্নশ্রেণীর লোক?

লীয়ার। রাজা, রাজা।

ভাঁড়। না, যদি কোন নিম্নশ্রেণীর মানুষ দেখে তার পুত্র তার থেকে বেশী ভদ্রলোক হয়ে উঠেছে তাহলে সে পাগল হয়ে যায়।

লীয়ার। আমি যদি হাজারটা জলন্ত আগুনের মত লাল লোহার রড পাই তাহলে তোমরা এসে তাতে হাত দাও।

এডগার। শয়তান আমার পেটটা কামড়ে দিচ্ছে।

ভাঁড়। উনি এখন একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছেন। উনি এখন নেকড়ের বশ্যতায় ঘোড়ার স্বাস্থ্যে, অর্বাচীন বালকের প্রেমে আর বারবণিতার শপথে সহজেই আস্থা স্থাপন করেন।

লীয়ার। হ্যাঁ, আমি তাই করব। আমি তাদের প্রত্যক্ষভাবে অভিযুক্ত করব। (এডগারকে) স্যার আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি, এখানে বসুন। (ভাঁড়কে) তুমি পাণ্ডিত্যের ভাণ করো, তুমি এখানে বস। এবার এস যত সব অকৃতজ্ঞ মানুষের দল!

এডগা। দেখ দেখ, শয়তানটা কেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে। আচ্ছা আপনি ত উন্মাদ, আপনি বিচারকালে প্রশংসা লাভ করতে চান? ও বেসি, তুমি নদীর ধারে এস আমার কাছে—

ভাঁড়। আসবে কি সে নৌকোতে তার একটি ফুটো আছে
কথা বলতে পারে না তাই সে যে তোমার কাছে।
পায়না সাহস কাছে আসতে ধরা পড়ে পাছে।

(মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাবের সময় তারা প্রেমিকদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে না বা সে কথা লজ্জায় প্রকাশ করতে পারে না)

এডগা। জঘন্য শয়তানটা টমের ভিতর এখনো রয়েছে এবং নাইটিঙ্গেল পাখির মত মধুর কণ্ঠে মাঝে মাঝে ডাকছে। হপডান্স নামে একটা শয়তান টমের পেটের ভিতর দুটো হেরিং মাছের জন্য চিৎকার করছে। টম ক্ষুধার্ত। ব্যাঙের মত চীৎকার করো না শয়তান, তোমাকে খেতে দেবার আমার কিছু নেই।

কেণ্ট। এখন কেমন বোধ করছেন স্যার? কেন ওখানে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন? এখানে এই আসনে বসে পড়ে বিশ্রাম করুন।

লীয়ার। আমি আগে তাদের বিচার দেখব—তাদের সাক্ষীদের সব নিয়ে এস। (এডগারকে) তুমি হবে বিচারক, বিচারকের পোষাকে বেঞ্চের উপর বস। (ভাঁড়কে) আর যেহেতু তুমি তার সঙ্গী, তুমি তার পাশে বস। (কেণ্টকে) তুমিও বিচারকদেরই একজন এবং তুমি এদের সঙ্গে বস।

এডগা। এই সব অপরাধীদের বিচার ঠিকমত করতে হবে। ওহে আমোদ-প্রবণ রাখাল, তুমি ঘুমিয়ে আছ না জেগে আছ? তোমার ভেঁড়া চড়ছে শস্যক্ষেত্রে। তোমার বাঁশিতে যদি একটা জোর আওয়াজ করো তাহলে তোমার ভেড়াদের কোন ক্ষতি হবে না। যাও, বিড়ালটা কালো।

লীয়ার। গণরিলের বিচার আগে করো। আমি এই সব সম্মানিত বিচারক-মণ্ডলীর সামনে শপথ করে বলছি, সে তার পিতা হতভাগ্য রাজাকে লাথি মেরে বার করে দিয়েছে বাড়ি থেকে।

ভাঁড়। এদিকে আসুন মাননীয় মহিলা। আপনার নামই কি গণরিল ?

লীয়ার। সেকথা ও অস্বীকার করতে পারে না।

ভাঁড়। মাপ করবেন, আমি ত আপনাকে বিষ্ঠা ভেবেছিলাম।

লীয়ার। এ হচ্ছে আর একজন যার চোখে বিকৃত ক্রুর দৃষ্টির মাঝে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে তার অন্তরের নিষ্ঠুরতা। তাকে যেতে দিও না, তাকে পালাতে দিও না। অস্ত্র, অস্ত্র আন। এ্যাঃ পালিয়ে গেল! এ জায়গাটাও খারাপ হয়ে গেছে। হে অবিশ্বস্ত বিচারকের দল, তোমরা তাকে পালিয়ে যেতে দিলে ?

এডগা। আমার পঞ্চবুদ্ধিকে ধন্যবাদ।

কেণ্ট। কী দুঃখের কথা। যে ধৈর্যের কথা প্রায়ই বলতেন, যে ধৈর্যের জন্য বড়াই করতেন সে ধৈর্য কোথায় গেল!

এডগা। (স্বগত)। তাঁর দুঃখে আমার চোখে এত জল আসছে যে আমার আত্মগোপন করে চলা আর সম্ভব হবে না।

লীয়ার। এখন কি আমার তিনটে কুকুর, ট্রে, ব্ল্যাঞ্চ আর সুইটহার্ট আমার পানে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে ?

এডগা। টম তাদের তাড়িয়ে দেবে। দূর হয়ে যাও অপদার্থ কুকুরের দল। তোমরা যে কুকুরই হও না কেন, তোমরা শিকারী কুকুর। রক্তচোষা কুকুর বা যে জাতের কুকুরই হও না কেন টম তাদের দিকে যখন তেড়ে যাবে তখন কুকুরগুলো সব পালিয়ে যাবে। চল আমরা শহরে আর বাজারে যাই। হায় হতভাগ্য টম, তোমার পুঁজি এবার ফুরিয়ে এসেছে।

লীয়ার। ওরা যেন রিগানকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে এবং তারপর যেন ভালভাবে দেখে ওর অন্তরটা কি ধাতু দিয়ে তৈরি। আচ্ছা প্রকৃতির রাজ্যে এমন কি কারণ থাকতে পারে যার জন্য এই ধরনের নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ সৃষ্ট হয়! (এডগারের প্রতি) আমি তোমাকে আমার একশো জন নাইটের মধ্যে একজন হিসাবে নিযুক্ত কবলাম। তবে তোমার পোষাকটা খুব জাঁকজমকপূর্ণ, ওটা বদলাতে হবে।

কেণ্ট। হুজুর, এখানে শুয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

লীয়ার। কোন গোলমাল করো না। পর্দা টেনে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, সকাল হলে বেরিয়ে আসব।

ভাঁড়। আমি দুপুরবেলায় বিছানায় যাব।

গ্লসেস্টারের পুনঃপ্রবেশ

গ্লসে। এখানে এস বন্ধু। আমার প্রভু রাজা কোথায় ?

কেণ্ট। এখানে স্যার। তবে ওঁকে বিরক্ত করবেন না। ওঁর মাথার ঠিক নেই।

গ্লসে। ওঁকে কোলে করে ধরে বাইরে নিয়ে এস বন্ধু, আমি শুনেছি ওঁর মৃত্যু ঘটানোর এক ষড়যন্ত্র হয়েছে। বাইরে একখানা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার উপর ওঁকে চাপিয়ে নিয়ে ডোভার চলে যাও। সেখানে আদর অভ্যর্থনা আর নিরাপত্তা দুইই পাবে। বার করে নিয়ে এস তোমাদের প্রভুকে। যদি আর আধ ঘণ্টা দেরি করো তাহলে তাঁর ও তোমাদের সকলের জীবন বিশেষ করে যারা তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে, বিপন্ন হবে। তাড়াতাড়ি নাও। আপাততঃ আমায় অনুসরণ করো, আমি তোমাদের নিরাপদ স্থানে পৌছে দেব।

কেণ্ট? ওঁর বিক্ষুব্ধ মন এখন শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। এই বিশ্রামে হয়ত ওঁর মনের রোগ সেরে যেতে পারে। উপযুক্ত ওষুধ ও সুযোগ না পেলে এ রোগ হয়ত জীবনে আর সারবে না। (ভাঁড়কে) চলো, তোমার প্রভুকে নিয়ে যেতে সাহায্য করো। তুমিও চলে এস, এখানে থেকো না।

গ্লসে। চলে এস, এস এস। (এডগার ছাড়া সকলের প্রস্থান)

এডগার। যখন আমরা দেখি আমাদের থেকে যারা সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ তারা আমাদের মতই দুর্ভাগ্য আর দুঃখ কষ্টের দ্বারা বিড়ম্বিত হচ্ছে তখন আর দুর্ভাগ্যকে আমাদের শত্রু বলে মনে হয় না। অনাবিল সুখ আর সৌভাগ্যে সমৃদ্ধ এক অতীতকে পিছনে ফেলে যে ব্যক্তি মনেপ্রাণে একা দুঃখ ভোগ করে, তার দুঃখ চরম বোধ হয়। কিন্তু কোন দুঃখিত ব্যক্তি যখন দেখে দুঃখের যাত্রাপথে তারও সঙ্গী আছে, তার মত আরও অনেকে দুঃখ ভোগ করছে তখন তার দুঃখের বোঝাভারটাকে হালকা মনে হয় এবং তখন সে দুঃখ সহজেই বহন করতে পারে সে। যখন দেখি যে দুঃখে আমি নিজে কাতর সেই দুঃখ রাজা নিজে আমার মত ভোগ করছেন তখন আমার ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনাও হালকা মনে হয়। আমার যেমন একজন পিতা ছিলেন তাঁরও তেমনি কন্যা ছিল। টম, দূরে চলে যাও। যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে চলেছে তা শুধু লক্ষ্য করে যাও। যখন দেখবে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের সাহায্যে তোমার বিরুদ্ধে প্রচারিত নিন্দাবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছে এবং পিতাপুত্রের মিলন সম্ভব হচ্ছে একমাত্র তখনই আত্মপ্রকাশ করবে। তার আগে পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাক। আজ রাতে কি ঘটে তা দেখ। রাজা যেন নিরাপদে চলে যেতে পারেন এখান থেকে। (প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। গ্লসেস্টারের প্রাসাদ।

কর্ণওয়াল, রিগান, গণরিল, এডমণ্ড ও ভৃত্যদের প্রবেশ

কর্ণ। (গণরিলের প্রতি) আপনার স্বামীর কাছে অশ্বযোগে একজন লোক পাঠান। লর্ড আলবেনিকে এই চিঠিটা দেখান। ফ্রান্স হতে সৈন্যদল এসে পড়েছে। বিশ্বাসঘাতক ডিউক এবং গ্লসেস্টারকে খুঁজে বার করো।

(কয়েকজন ভৃত্যের প্রস্থান)

রিগান। তাকে ফাঁসি দাও।
গণ। তার চোখদুটো উপড়ে নাও।
কর্ণ। আমার কোপের উপর তাঁকে ছেড়ে দাও। এডমণ্ড, তুমি আমাদের দিদি গণরিলের সঙ্গে যাও। তোমার বাবার উপর যে প্রতিশোধ আমরা নেব তা তোমার দেখা ঠিক হবে না। তোমরা ডিউক এবং আলবেনির কাছে গিয়ে যথাশীঘ্র সব কিছুর ব্যবস্থা করবে। আমরাও তাই করব। আমাদের দূতরা আমাদের মধ্যে দ্রুত সংবাদ পরিবেশন করবে। বিদায় বোন, বিদায় গ্লসেস্টার।

অসওয়াল্ডের প্রবেশ

কি খবর? রাজা কোথায়?
অস। আমাদের লর্ড গ্লসেস্টার এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন নাইট ও আরো কিছু সামন্ত ও অনুচরবর্গ তাঁর সঙ্গে ডোভারের পথে রওনা হয়েছে। যেখানে তাদের বিশ্বাস এক সশস্ত্র মিত্রশক্তি তাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।
কর্ণ। তোমার প্রভুপত্নীর জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করো।
গণ। বিদায় লর্ড, বিদায় বোন।
কর্ণ। বিদায় এডমণ্ড! (গণরিল, এডমণ্ড ও অসওয়াল্ডের প্রস্থান) বিশ্বাসঘাতক ডিউককে খুঁজে বার করো। চোরের মত তার হাত বেঁধে আমার কাছে নিয়ে এস। (ভৃত্যদের প্রস্থান) যদিও আমরা ন্যায়বিচারের খাতিরে তাকে মৃত্যুদণ্ড দান করতে পারি না, তথাপি আমাদের ক্রোধকে কোনমতে দমন করতে পারছি না। কে ওখানে? বিশ্বাসঘাতক!

গ্লসেস্টারসহ ভৃত্যদের প্রবেশ

রিগান। ধূর্ত অকৃতজ্ঞ কোথাকার। এই সেই।
কর্ণ। ওর শীর্ণ হাত দুটো বেঁধে ফেল।
গ্লসে। এর অর্থ কি হুজুর! বন্ধুগণ, ভেবে দেখুন আমার কথা, আপনারা আমার অতিথি। আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা আপনাদের উচিত হবে না।
কর্ণ। বেঁধে ফেল, আমার হুকুম। (ভৃত্যরা বেঁধে ফেলল)
রিগান। জোরে আরো জোরে বাঁধ। জঘন্য বিশ্বাসঘাতক!
গ্লসে। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন নারী—আমি মোটেই বিশ্বাসঘাতক নই।
কর্ণ। এই চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেল তাকে—শয়তান, মজা দেখাচ্ছি তোমায়। (রিগান দাড়ি ছিঁড়তে লাগল)
গ্লসে। দেবতাদের নামে বলছি আমার এভাবে দাড়ি ছেঁড়া সত্যিই অন্যায়।
রিগান। যার দাড়ি এত সাদা, সে কিনা এতদূর বিশ্বাসঘাতক?
গ্লসে। দুষ্ট প্রকৃতির নারী, যে দাড়ির চুল আমার মুখ থেকে ছিঁড়ছ তারা একদিন জীবন্ত হয়ে অভিযুক্ত করবে তোমায়। তোমরা আমার অতিথি। যে

বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছ তার মালিকের সঙ্গে এমন করে ডাকাতের মত ব্যবহার করো না। তোমরা কি করতে চাও?

কর্ণ। কাজের কথায় এস স্যার। সম্প্রতি ফ্রান্সের রাজার কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছ তা দেখাবে কি?

রিগান। তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে বলে ফেল। কারণ আমরা সত্যি কথা আগেই জানতে পেরেছি।

কর্ণ। আর যে সব বিদেশী বিশ্বাসঘাতকের দল এখানে এসে পড়েছে তাদের সঙ্গে কি ধরনের ষড়যন্ত্র খাড়া করেছ?

রিগান। কার হাতে পাগল রাজাকে ছেড়ে দিয়েছ তা বল?

গ্লসে। আমি এমন একটা চিঠি পেয়েছি যাতে কিছু অনুমানের কথা আছে এবং সে চিঠি এসেছে এক নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছ থেকে, আমাদের কোন বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে নয়।

কর্ণ। ধূর্ত।

রিগান। মিথ্যাবাদী।

কর্ণ। রাজাকে তুমি কোথায় পাঠিয়েছ?

গ্লসে। ডোভারে।

রিগান। কেন পাঠালে ডোভারে। তোমাকে কি বিশেষভাবে হুকুম দেওয়া হয়নি যে তোমার প্রাণের বিনিময়ে—

কর্ণ। কেন ডোভারে পাঠালে এ কথার আগে উত্তর দিক।

গ্লসে। আমি ত মরতে বসেছি; আমাকে এখন সব কিছু সহ্য করতে হবে।

রিগান। কেন ডোভারে পাঠালে?

গ্লসে। কারণ আমি চাই না তোমার নিষ্ঠুর নখগুলো তাঁর হতভাগ্য চোখ দুটোকে উপড়ে ফেলুক, আমি চাই না তোমার হিংস্র ভগিনী তাঁর পবিত্র দেহ তার দাঁত দিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে দিক। যে ঝড় তিনি অনাবৃত মস্তকে সহ্য করেন সে ঝড়ের প্রহারে সমুদ্র স্ফীত হয়ে আকাশের তারার সব আগুন নিবিয়ে দিতে পারত, কিন্তু তিনি সে ঝড় থামাবার জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা না করে বরং তিনি তাদের আরো বৃষ্টিপাতের জন্য অনুরোধ করেন। সেই দুর্যোগঘন মুহূর্তে যদি কোন হিংস্র নেকড়ে তোমাদের বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াত এবং দরজা খোলার জন্য গর্জন করত তাহলেও তুমি তার সমস্ত নিষ্ঠুরতার কথা ভুলে গিয়ে তোমাদের দারোয়ানকে দরজার তালা খোলার জন্য বলতে, তালা খুলে দাও দারোয়ান। কিন্তু আমি চাই তোমাদের মত মেয়ের উপর যত তাড়াতাড়ি ঐশ্বরিক প্রতিশোধ নেমে আসে ততই ভাল।

কর্ণ। তা তুমি কোনদিন দেখতে পাবে না। শোন ভৃত্যগণ, তোমরা চেয়ারটা ধরো—তোমাদের চোখের উপর আমি পা দিয়ে দাঁড়াব।

গ্লসে। যদি এমন কেউ থাক যে একদিন আমার মত বুড়ো হবে একথা মনে ভাব সে আমাকে সাহায্য করো। এ কি নিষ্ঠুর! হে ভগবান!

রিগান। একটা চোখ ভাল থাকলে তা খারাপ চোখটাকে উপহাস করবে। সুতরাং ভানটাকেও শেষ করে দাও।

কর্ণ। যদি আমার প্রতিশোধের ব্যাপারটা .দেখতে পাও।

প্রথম ভৃত্য। হাতটা থামান হুজুর। আমার বাল্যকাল হতে আমি আপনার সেবা করে আসছি; কিন্তু আজ আপনাকে প্রথম আপনার কাজে বাধা দিয়ে থামতে বলছি আপনাকে।

রিগান। তুমি আমায় কি বলতে চাও কুকুর কোথাকার?

প্রথম ভৃত্য। তোমার মুখে যদি দাড়ি গজায় তাহলে তোমার বাবার সঙ্গে এই ধরনের বিবাদ করার জন্য আমি সে দাড়ি ছিঁড়ে ফেলতাম। কি করতে চাও তোমরা?

কর্ণ। ও শয়তান। (তরবারি বার করে যুদ্ধ করতে লাগল)

প্রথম ভৃত্য। তাহলে এস, তোমার অসঙ্গত ক্রোধের সমুচিত শাস্তি দেব, এস।

রিগান। দাও ত তোমার তরবারিটা—একটা নীচ চাষা, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক বলছি। (একটা তরবারি হাতে নিয়ে প্রথম ভৃত্যের দিকে ছুটে গেল)

প্রথম ভৃত্য। ও আমি নিহত হলাম। হে আমার প্রভু, এখনো আপনার একটা চোখ আছে। সে চোখ দিয়ে এর ক্ষয়ক্ষতি জীবনে অনেক দেখতে পাবেন।

কর্ণ। যাতে তা আর দেখতে না পায় তার ব্যবস্থা করে ফেল।—এবার দূর হয়ে যাও। এবার আর তোমার চোখের জ্যোতি কোথায়?

গ্লসে। একি সব অন্ধকার হয়ে গেল!—আমার পুত্র এডমণ্ড কোথায়? এডমণ্ড, এই ভয়ঙ্কর কাজের প্রতিশোধ নেবার জন্য তোমার প্রতিশোধ বাসনার সমস্ত আবেগকে উত্তপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত করে তোল।

রিগান। দূর হয়ে যাও অবিশ্বস্ত কাপুরুষ! যে তোমাকে ঘৃণা করে তুমি তাকেই ডাকছ। সেই তোমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা ফাঁস করে দিয়েছে আমাদের কাছে। তার যথেষ্ট আত্মসম্মানবোধ আছে বলেই সে তোমাকে দয়া করবে না।

গ্লসে। হায় কী আমার নির্বুদ্ধিতা! আমি তাহলে এডগারের উপর অন্যায় করেছি। হে দেবতাবৃন্দ, আমায় ক্ষমা করো এ অন্যায় করার জন্য এবং তার মঙ্গল করো।

রিগান। যাও, তাকে সদর দরজার বাইরে বার করে দিয়ে এস। সে ডোভার অথবা যেখানে খুশি চলে যাক। (একজন ভৃত্য এগিয়ে এলো) এখন কেমন লাগছে? কেমন বোধ করছ?

কর্ণ। আমার কাঁধে একটা আঘাত লেগেছে। আমার সঙ্গে এস প্রিয়তমা। মৃতদেহটা সারের স্তূপে ফেলে দাও। অসতর্ক মুহূর্তে আঘাতটা লেগে গেছে। তোমার হাতটা দাও প্রিয়তমা। (রিগানের হাতের উপর ভর করে প্রস্থান)

২য় ভৃত্য। যদি একটা বেঁচে ওঠে তাহলে আমি যে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছি একথা কখনো মনে করব না।
৩য় ভৃত্য। মেয়েটা যদি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে আর স্বাভাবিকভাবেই তার মৃত্যু হয় তাহলে নারীই সাপিনী হয়ে উঠবে।
২য় ভৃত্য। চল আমরা বৃদ্ধ আর্লএর অনুসরণ করি আর ভবঘুরেবেশী এডগারকে খুঁজে বার করি। পাগলামির ভাণ করে তিনি অনেক কিছু করতে পারেন।
৩য় ভৃত্য। তুমি যাও, আমি গিয়ে কিছু সুতো আর ডিমের সাদা তরল অংশটা নিয়ে এসে তাঁর রক্তাক্ত চোখের উপর প্রলেপ দিয়ে দেব। ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করুন। (পৃথকভাবে সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। উন্মুক্ত প্রান্তর।

এডগারের প্রবেশ

এডগার। সব সময় তোষামোদ আর সমর্থন পাওয়ার থেকে ঘৃণামিশ্রিত অশ্রদ্ধার বেদনা সব সময় ভোগ করা ভাল। যারা দীনহীন এবং ভাগ্যের হাতে অসহায় ক্রীড়নক তারা সবসময় একটা আশা নিয়ে জীবনধারণ করে। ভয়ের মধ্যে থাকার চেয়ে আশা নিয়ে থাকা অনেক ভাল। কোন ভাল অবস্থা থেকে খারাপ অবস্থায় পড়াটাই সবচেয়ে শোচনীয় দুঃখের কথা। যারা বর্তমানে খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে তারা সকলে ভবিষ্যৎ সুখের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে। সুতরাং আমি এই অশরীরী বাতাসের প্রতিকূলতাকে বরণ করে নিচ্ছি। যে হতভাগ্য লোকটিকে এই দুরবস্থার মধ্যে ফেলেছ সে কিন্তু তোমার ঝড়কে ভয় করে না।—কিন্তু কে আসছে এখানে ?

কোন এক বৃদ্ধের সাহায্যে গ্লসেস্টারের প্রবেশ

ইনি হচ্ছেন আমার পিতা, অন্য এক দরিদ্র লোকের সহায়তায় এখানে আসছেন। হে পৃথিবী, যদি ভাগ্যের অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলে মানুষ তোমাকে ঘৃণা করতে বাধ্য না হয়, সে তাহলে কখনই বার্ধক্যকে স্বীকার করবে না।
বৃদ্ধ। হে আমার প্রভু, আমি আশী বছর ধরে আপনার ও আপনার পিতার অধীনস্থ প্রজা আছি।
গ্লসে। তুমি চলে যাও, চলে যাও বন্ধু, তোমার সান্ত্বনায় কোন উপকারই হবে না আমার। বরং অন্যেরা ক্ষতি করবে তোমার।
বৃদ্ধ। হায় স্যার, কোন দিকে যেতে হবে আপনি ত তা দেখতে পাবেন না।

গ্নসে। আমার চলার কোন পথ নেই, সুতরাং তা দেখার জন্য যখন আমি চোখে দেখতে পেতাম তখন অনেক অপরিহার্য বাধা বিপত্তি আমি অতিক্রম করেছি। সুতরাং এখন তার আর দরকার হবে না। এটা প্রায়ই দেখা যায় যে যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল তারা খুব বেশী আত্মবিশ্বাসী ও আত্মম্ভরী হয় এবং অনেক মানুষের জীবনের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে অনেক উপকার হয়।—ও আমার প্রিয় পুত্র এডগার, তুমি তোমার প্রতারিত পিতার ক্রোধের শিকারে পরিণত হয়েছিলে। যদি জীবন্ত অবস্থায় আমি তোমাকে একবার স্পর্শ করতে পারি তাহলে আমি বলব আমি আমার চোখ ফিরে পেয়েছি।

বৃদ্ধ। কি ব্যাপার? কে উনি?

এডগা। (স্বগতঃ) কে একথা বলতে পারে যে আমি ভাগ্যের দ্বারা সবচেয়ে বেশী বিড়ম্বিত। আমি ত আগের থেকে আরো খারাপ অনুভব করছি।

বৃদ্ধ। এ হচ্ছে টম নামে সেই গরীব লোকটা।

এডগা। (স্বগতঃ) কারো কোন অবস্থাই সবচেয়ে বেশী খারাপ হতে পারে না যদি সে নিজে অনুভব না করে।

বৃদ্ধ। ওহে বাপু, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

গ্নসে। ও কি ভিক্ষুক?

বৃদ্ধ। ও একই সঙ্গে ভিক্ষুক এবং উন্মাদ।

গ্নসে। কিছু যুক্তিবোধ এখনো অবশিষ্ট আছে ওর মনে। তা না হলে ও ভিক্ষা করতে পারত না। গত রাত্রিতে ঝড়ের সময় এই ধরনের একটি লোকের সঙ্গে দেখা হয় আমার। তখন আমার মনে হয়েছিল মানুষ সামান্য কীট ছাড়া আর কিছুই না। তখন আমার পুত্রের কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন তার প্রতি আমার মনে একবিন্দুও স্নেহ ভালবাসা ছিল না। কারণ আমি তার আগে তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগের কথা শুনেছিলাম। আমরা সামান্য মানুষ; দেবতাদের হাতে দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেদের হাতে মাছির মত অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। তাঁরা খেলার ছলে আমাদের হত্যা করেন।

এডগা। (স্বগতঃ) এর অর্থ কি? দুঃখে নিজেকে এভাবে বোকা বানিয়ে তোলা ঠিক না। এতে শুধু নিজের মনে ও অপরের মনে ক্রোধের সৃষ্টি হয় মাত্র।—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন স্যার!

গ্নসে। একি সেই লোক যার গায়ে কোন বস্ত্র নেই?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ হুজুর।

গ্নসে। তাহলে তুমি এখনি চলে যাও এখান থেকে। তুমি আমার প্রতি তোমার পুরনো ভালবাসার খাতিরে এখনি ডোভার চলে গিয়ে কিছু পোষাক আনতে পার এই নগ্ন লোকটার জন্য? এ ততক্ষণ পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে।

বৃদ্ধ। হায় স্যার, ও পাগল হয়ে গেছে।

গ্নসে। এটা এখন যুগের হাওয়া। এখন পাগলরাই অন্ধদের পথ দেখিয়ে নিয়ে

যায়। তোমাকে যা বললাম করো, তা না হলে যা খুশি তাই করতে পার। সব কিছু ফেলে চলে যাও।

বৃদ্ধ। যাই ঘটুক না কেন, আমি ওকে আমার সবচেয়ে ভাল পোষাক এনে দেব।

গ্লসে। শোন নগ্ন লোক—

এডগা। হতভাগ্য টম বড় শীতার্ত। (স্বগতঃ) আমি আর আমার ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারছি না।

গ্লসে। এস এখানে।

এডগা। (স্বগতঃ) তথাপি আমি বলব ঈশ্বর আপনার রক্তাক্ত চক্ষুর মঙ্গল করুন।

গ্লসে। ডোভারের পথ কোন দিকে তা জান?

এডগা। পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে বেড়া বা প্রাচীর ডিঙিয়ে আমি ডোভার যাবার পথ জানি। হতভাগ্য টমকে তার মাথা খারাপ হওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। সুতরাং তার কথার কোন অর্থ নেই। হে ভদ্রসন্তান, ঈশ্বর আপনাকে ঘৃণ্য শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করুন। পাঁচটা শয়তান একই সঙ্গে হতভাগ্য টমের মাথার ভিতরে বাস করছে। ওদের মধ্যে আছে কামনা বাসনার শয়তান ওবিডিকাঠ, বাকশক্তিহীনতার শয়তান হবিডিডান্স, আছে চৌর্যবৃত্তির শয়তান মৃদু আর নরহত্যার শয়তান মোদো আর সবশেষ আছে আমোদ প্রমোদের শয়তান ফিবারটিগিবেট যার অনেক মেয়ে অনুচর আছে। সুতরাং আপনার মঙ্গল হোক।

গ্লসে। এই দেখ, কিছু টাকা আছে নাও। দেবতাদের অভিশাপে তুমি অনেক শাস্তি ভোগ করেছ। আমাদের দুঃখের দ্বারাই তুমি কিছু সুখ পাবে, ঈশ্বরের এটাই ইচ্ছা। যারা জীবনে ভোগ সুখ আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আমোদ প্রমোদটাকেই বড় করে দেখে তারা তোমার এই দুরবস্থা দেখে তোমাকে ক্রীতদাসের মত মনে করবে। তাদের নিজেদের কোন দুঃখ নেই বলে তারা আর কারো দুঃখ বুঝতে পারে না। তুমি নিজে একটু সুস্থ হও। এইভাবে বণ্টন হলে যাদের বেশী আছে তাদের থেকে কিছু প্রত্যেক অভাবী লোকেরা পায়। তুমি ডোভারের পথ জান?

এডগা। হ্যাঁ স্যার।

গ্লসে। পথে আছে এক বিরাট পাহাড় যার উঁচু চূড়াটা নিকটবর্তী সমুদ্রের পানে তাকিয়ে আছে। তুমি আমাকে সেই পাহাড়টার সামনে নিয়ে চল। সেখানে গিয়ে এমন একটা মূল্যবান কিছু তোমায় দেব যা তোমার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে। সেখান থেকে আর তোমাকে পথ দেখাতে হবে না।

এডগা। আমাকে আপনার হাত দিন। হতভাগ্য টম আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। আলবেনির প্রাসাদের সম্মুখ ভাগ।

গণরিল ও এডমণ্ডের প্রবেশ

গণ। আসুন আসুন হে আমার প্রিয় লর্ড। আমি ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে আমার নরমপন্থী স্বামী পথে আমাদের দেখতে পেলেন না।

অসওয়াল্ডের প্রবেশ

তোমার প্রভু কোথায়?

অস। ভিতরে ম্যাডাম। কিন্তু মানুষের এমন পরিবর্তন আমি কখনো দেখিনি। আমি তাঁকে যখন বললাম বিদেশী এসে গেছে তখন উনি তা হেসে উড়িয়ে দিলেন। আমি বললাম আপনি হাসছেন, তখন তিনি বললেন, খুবই খারাপ সংবাদ। আমি তাঁকে গ্লসেস্টারের বিশ্বাসঘাতকতা আর তাঁর পুত্রের বিশ্বস্ততার ও কর্তব্যপরায়ণতার কথা বললাম, তখন উনি আমায় নির্বোধ বলে অভিহিত করলেন এবং বললেন আমি মিথ্যা কথা বলছি। যা ওঁর অপছন্দ করা উচিত তাই উনি পছন্দ করছেন আর যে সব জিনিস সানন্দে বরণ করে নেওয়া উচিত তার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠছেন।

গণ। (এডমণ্ডকে) এক্ষেত্রে তুমি আর বেশী দূর এগিও না। কাপুরুষের মত মনটা তার দুর্বল বলেই সে কোন সাহস ও বীরত্বের কাজ করতে পারে না। আমাদের এই ষড়যন্ত্রের কাজের মধ্যে কোনভাবে তাকে জড়িয়ে ফেল, তাহলে সে আর এর মধ্যে কোন অন্যায় দেখতে পাবে না। আমরা পথে যে কথা আলোচনা করেছিলাম তা শীঘ্রই কাজে পরিণত হবে। এডমণ্ড, তুমি আমার ভগ্নিপতির কাছে চলে যাও, তার সৈন্যদের সমবেত ও পরিচালনা করবে। এবার আমাকে আমার স্বামীর সঙ্গে কর্তব্যকর্মের বিনিময় করতে হবে এবং স্বামীর কাজ আমার হাতে নিয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিতে হবে বাড়ির যত সব গৃহকর্মের ভার। এই বিশ্বস্ত কর্মচারিটি তোমার আমার মধ্যে দৌত্যগিরি করবে। নতুন কোন কাজের ঝুঁকি নিতে হবে তোমাকে আর আমার কাছ থেকে আদেশ নিতে হবে। এই পরিচয়চিহ্নটা পোষাকের উপর এঁটে নাও। (গা থেকে একটা অলঙ্কার খুলে নিয়ে) মাথা নত করে ওটাকে চুম্বন করো; বেশী কথা বলো না। যদি ওটা কথা বলতে পারত তাহলে তোমার অন্তরাত্মাকে তা অনুপ্রাণিত করে আকাশে বাতাসে ঘোষণা করত তার মহত্ব। তোমার প্রতি আমার সহানুভূতির গুরুত্বকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করো। বিদায়।

এডম। আমি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সারাজীবন আপনার সেবা করে যাব।

গণ। হে আমার প্রিয় গ্লসেস্টার (এডমণ্ডের প্রস্থান) তোমার সঙ্গে আর একজন মানুষের কি পার্থক্য! তোমার মত পুরুষকে যে কোন নারী তার সমস্ত প্রেম অন্তর উজাড় করে ঢেলে দিতে পারে, অথচ আমার নির্বোধ স্বামী অন্যায়ভাবে প্রভুত্ব করে চলেছে আমার মনের উপর।

অস। ম্যাডাম, আমার প্রভু এখানেই আসছেন। (প্রস্থান)

আলবেনির প্রবেশ

গণ। তাহলে আমার প্রতি কিছুটা মনোযোগ দেবার এতক্ষণে সময় হলো তোমার।

আল। ও গণরিল, তীক্ষ্ণ বাতাস যে ধূলিকণা তোমার মুখের উপর নিক্ষেপ করছে তুমি সেই সামান্য ধূলিকণারও যোগ্য নও। আমি তোমার এই ধরনের স্বভাবটাকেই যত ভয় করি। যে বস্তু তার উৎসকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে সে বস্তু কখনো তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। যে সব শাখা প্রশাখা প্রাণরসপ্রদায়িনী মূল বৃক্ষকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তারা অচিরেই বিশুষ্ক হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তখন তাদের একমাত্র জ্বালানি কাঠের সমান মূল্য ছাড়া আর কোন মূল্যই থাকে না তার।

গণ। বেশী কথা বলো না। এসব কথা মূর্খের কথা।

আল। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির কাছে জ্ঞানের কথা সততার কথা অর্থহীন বলে মনে হয়। যাদের মন ময়লা তারা ময়লা মনই পছন্দ করে। তোমরা কি করেছ তা জান? তোমরা দুই বোন কতখানি অন্যায় করেছ তা জান? তোমাদের কন্যা না বলে বাঘিনী বলা উচিত। তোমরা তোমাদের পিতাকে উন্মাদ করে তুলেছ, অথচ তিনি এমন একজন সম্মানিত ব্যক্তি যাঁকে দেখলে সাধারণ লোকও সম্মান প্রদর্শন করার জন্য মাথা নত করে শ্রদ্ধাভরে। তোমরা ভয়ঙ্করভাবে নিষ্ঠুর এবং বিপজ্জনক। আমার শ্যালিকাপতি কর্ণওয়ালের ডিউক কিভাবে তোমাকে একাজ করতে অনুমতি দিল? তিনি একজন মানুষ এবং এমনই একজন রাজপুরুষ যিনি লীয়ারের কাছ থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা একদিন লাভ করেছেন। এই সব অন্যায় অপরাধ দমন করার জন্য ঈশ্বর যদি কোন সশরীরী দূত স্বর্গ থেকে মর্ত্যে প্রেরণ না করেন তাহলে জলজ জন্তুর মত মানুষ একে অন্যকে ভক্ষণ করবে।

গণ। তুমি হচ্ছ একটি দুর্বলমনা মানুষ যার গণ্ডদ্বয় চপেটাঘাতের উপযুক্ত স্থান এবং যার মাথায় কোন বিচারবুদ্ধি নেই যার ফলে তুমি বুঝতে পারছ না তোমার মিথ্যা আত্মমর্যাদাবোধের বিনিময়ে কত অপমান তুমি সহ্য করেছ। তুমি বুঝতে পারছ না একমাত্র নির্বোধরাই সেই সব কাপুরুষদের প্রতি সমবেদনা জানায় যারা তাদের পরিকল্পিত অপরাধের কাজগুলি কার্যে পরিণত করার আগেই শাস্তি পায়। যুদ্ধে সৈন্যদলকে আহ্বান করার জন্য কোথায় তোমার জয়ঢাক? ফ্রান্সের রাজা এখন তোমার সেই রাজ্যের মাটিতে সদর্পে হাতুরী পিটছে যে রাজ্য এখন প্রস্তুত নয় যুদ্ধের জন্য, তার সৈন্যেরা মাথার শিরস্ত্রাণ পরে তোমার রাজ্যের অধিবাসীদের ভয় দেখাচ্ছে আর তুমি নীতি-জ্ঞানী নির্বোধ নীরবে বসে বসে শুধু হা-হুতাশ করে বলছ, হায় হায় কেন সে এ-কাজ করল?

আল। শয়তান, নিজের দিকে একবার তাকাও। দুর্নীতি নারীর মধ্যে যত

ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তত ভয়ঙ্কর আর কিছুতে হয়ে ওঠে না জগতে।
গণ। তুমি কি অপদার্থ নির্বোধ!
আল। তোমার স্বভাব এখন আমূল বদলে গেছে। যে ভয়ঙ্কর পাপবোধের দ্বারা তোমার প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, বাইরে তাকে আর টেনে এনো না। আমার হাত যদি আমার বিক্ষুব্ধ আবেগের কথা শোনে তাহলে তা তোমার অস্থিমজ্জা থেকে দেহের মাংসগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে একেবারে, কোন শয়তান তোমার ও দেহটাকে রক্ষা করতে পারবে না।

জনৈক দূতের প্রবেশ

আল। কি খবর?
দূত। হায় হুজুর, কর্ণওয়ালের ডিউক মৃত। তিনি যখন গ্লসেস্টারের দ্বিতীয় চক্ষু উৎপাটিত করছিলেন তখন তিনি তাঁর ভৃত্যের দ্বারা নিহত হন।
আল। গ্লসেস্টারের চোখ?
দূত। ডিউকের দ্বারা প্রতিপালিত একজন ভৃত্য এই কাজে বাধা দেয়। দয়াপরবশ হয়ে সে তার প্রভুর বুকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে। ডিউকও ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আক্রমণ করেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের সহায়তায় তাকে বধ করেন। কিন্তু তার আগেই যে আঘাত তিনি তাঁর সেই ভৃত্যের কাছ থেকে পান, সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।
আল। হে ঈশ্বর, এই ঘটনার দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে তুমি সব কিছুর ঊর্ধ্বে। অতি দ্রুত শাস্তি বিধান করো আমাদের সমস্ত পাপের।— কিন্তু হায় হতভাগ্য গ্লসেস্টার। ওঁর কি দুটো চোখই নষ্ট হয়ে গেছে?
দূত। দুটোই হুজুর। আপনার বোন এই চিঠিটা দিয়েছে ম্যাডাম, তাড়াতাড়ি উত্তর চাই।
গণ। (স্বগতঃ) একদিক দিয়ে ভালই হলো। কিন্তু যেহেতু সে এখন বিধবা এবং আমার প্রিয় এডমণ্ড এখন তার কাছেই আছে, আমার সমস্ত পরিকল্পনা আকাশকুসুমে পরিণত হবে এবং আমার জীবন হয়ে উঠবে আমারই কাছে ঘৃণ্য। আর একদিক দিয়ে এ সংবাদ তত তিক্ত বা অবাঞ্ছিত নয়। যাই হোক, আমি চিঠিটা পড়ে এর উত্তর দেব। (প্রস্থান)
আল। ওরা যখন তাঁর চোখ উৎপাটিত করছিল তখন তাঁর পুত্র কোথায় ছিল?
দূত। তখন তাঁর পুত্র আমাদের গিন্নীমার সঙ্গে এখানে আসছিলেন।
আল। সে ত এখানে নেই।
দূত। না হুজুর। পথে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি আবার সেখানে ফিরে যাচ্ছেন।
আল। সে একথা শুনেছে?
দূত। হ্যাঁ হুজুর। তিনিই তার পিতার বিরুদ্ধে প্রথমে সংবাদ দেন

ডিউককে। তিনি ইচ্ছা করেই তখন বাড়িতে ছিলেন না যাতে এই শাস্তির কাজ অব্যাহতভাবে ঘটে যেতে পারে।

আল। গ্লসেস্টার, তোমার রাজভক্তির জন্য তোমাকে আমার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। আমি বেঁচে থাকলে তোমার চোখের উপর অত্যাচারের অবশ্যই প্রতিশোধ নেব। এস বন্ধু, যদি আরো কিছু জান ত বল। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ডোভারের সন্নিকটস্থ ফরাসী শিবির।
কেণ্ট ও জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ

কেণ্ট। ফরাসীরাজ এত শীঘ্র কেন ফিরে গেলেন তার কারণ কিছু জান?

ভদ্র। তাঁর দেশে এমন একটা কাজ তিনি অসমাপ্ত রেখে এসেছিলেন যার কথা এখানে আসার পর তাঁর মনে পড়ে এবং তাতে ভয়ের কারণ আছে বলেই তাঁর ফিরে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কেণ্ট। যাবার সময় কাকে সেনাপতির পদ দিয়ে গেলেন?

ভদ্র। ফ্রান্সের সেনানায়ক লা কারকে।

কেণ্ট। তোমার চিঠিখানা পড়ার পর রাণীর মধ্যে দুঃখের কোন বহিঃপ্রকাশ দেখেছিলে?

ভদ্র। হ্যাঁ স্যার। তিনি আমার কাছ থেকে চিঠিখানা নিয়ে আমার সামনেই পড়তে শুরু করেন এবং বারবার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর সুন্দর গাল বেয়ে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী আবেগ বুকের ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চাইছিল উপরে। সে আবেগকে তিনি আশ্চর্যভাবে সংযত ও অবদমিত করে রাখছিলেন।

কেণ্ট। তাহলে চিঠিখানা পড়ে তিনি বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

ভদ্র। তবে প্রবল কোন আবেগে তিনি ফেটে পড়েননি। কে তাঁর অনুভূতিকে ভালভাবে প্রকাশ করতে পারবে, কে তাঁর আত্মস্থ ভাবকে সুন্দর ভাষারূপ দান করতে পারবে, এই নিয়ে সংযম আর আবেগ যেন এক প্রবল দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছিল পরস্পরের মধ্যে। আপনি নিশ্চয় একই সময়ে রোদ বৃষ্টির খেলা দেখেছেন। তাঁর মুখমণ্ডলের উপর ফুটে ওঠা হাসি ও অশ্রু সেই রোদ বৃষ্টির মত মনে হলেও তাদের থেকে গুণের দিক থেকে অনেক বড়। ছোট ছোট হাসির যে রেখাগুলি তাঁর অধরোষ্ঠের উপর খেলা করছিল তারা যেন বুঝতেই পারেনি চোখে জল এসেছে অর্থাৎ তখন সেই চোখের অতিথিরূপ অশ্রুবিন্দুগুলি হীরকাবতংসবিচ্যুত মুক্তাবিন্দুর মতই ঝরে পড়ছিল। মোট কথা এ দুঃখ বিরল এবং এ দুঃখকে অনেকেই ভালবাসবে।

কেণ্ট। উনি কি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেননি মুখে?

ভদ্র। সত্যিই একবার দুবার তিনি অতি কষ্টে 'পিতা' কথাটা উচ্চারণ করলেন। এ কথা উচ্চারণ করার সময় ওঁর বুকে বেশ চাপ পড়ছিল, উনি হাঁপাচ্ছিলেন। একবার তিনি চিৎকার করে বলছিলেন, শোন শোন, তোমরা

সমগ্র নারী জাতির লজ্জা। হায় আমার তোমরা, কেণ্ট, কী ঝড়ের মধ্যে? রাত্রিতে? পৃথিবীতে দয়া বলে কোন জিনিস আছে একথা বিশ্বাস করো না। এই কথা বলার পর দুঃখের আবেগটা একটু প্রশমিত হলো। তাঁর স্বর্গীয় সুষমায় ভরা চোখ থেকে জল ঝরে পড়তে লাগল। তারপর সম্পূর্ণ একা একা তিনি বিমর্ষ চিত্তে ভাবতে লাগলেন।

কেণ্ট। নিশ্চয় আমাদের অনেক উপর থেকে আকাশচারী নক্ষত্ররা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। তা না হলে একই পিতা কখনো এমন ভিন্ন চরিত্রের সন্তান সৃষ্টি করতে পারতেন না। পরে কি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলে?

ভদ্র। না।

কেণ্ট। আচ্ছা, রাজা ফিরে যাবার আগেই কি এ ঘটনা ঘটেছিল?

ভদ্র। না, পরে।

কেণ্ট। ঠিক আছে। হতভাগ্য লীয়ার এখন এই শহরেই আছেন। মাঝে মাঝে তিনি এখানে কেন এসেছেন তার কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনক্রমেই তিনি তাঁর কন্যার সঙ্গে দেখা করবেন না।

ভদ্র। কেন স্যার!

কেণ্ট। এক প্রবল লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে তাঁর সমগ্র অন্তরদেশ, তিনি তাঁর কন্যাকে নির্দয়ভাবে তাঁর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করে তাঁকে বিদেশের পথে জোর করে ঠেলে দিয়েছিলেন, সন্তান হিসাবে তাঁর প্রাপ্য অধিকার তাঁর নীচমনা অন্য কন্যাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন—এই সব বিষয় তাঁর মনকে আজ এমন প্রবলভাবে দংশন করছে যে তিনি লজ্জায় কর্ডেলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না।

ভদ্র। হায় রাজা!

কেণ্ট। আচ্ছা আলবেনি ও কর্ণওয়ালের সৈন্যদল সম্বন্ধে কোন কিছু শুনেছ?

ভদ্র। হ্যাঁ শুনেছি, তারা প্রস্তুত।

কেণ্ট। ঠিক আছে, আমি তোমাকে আমাদের মনিব লীয়ারের কাছে নিয়ে যাব, তোমাকে তাঁর কাছেই থাকতে হবে এখন। কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণে আমাকে এখন লুকিয়ে থাকতে হবে। যখন আমি আত্মপ্রকাশ করব তখন বুঝতে পারবে আমাকে এই সব সংবাদ দান করে ভালই করেছ। এখন এস আমার সঙ্গে। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। ডোভারের নিকটস্থ ফরাসী শিবির।
একটি তাঁবু। কর্ডেলিয়া, ডাক্তার ও পতাকা, রণদুন্দুভিসহ
সৈনিকদের প্রবেশ

কর্ডেলিয়া। হায়, এই সেই তিনি। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতই শান্ত আজ তাঁর মনের অবস্থা। তাঁকে একটু আগে দেখা গেছে। নানারকম খড়কুটো ও লতা পাতা দিয়ে তৈরি এক মুকুট পরে তিনি গান গাইছিলেন। সারা মাঠময় খুঁজে

তাঁকে এখানে নিয়ে এস। (জনৈক কর্মচারির প্রস্থান) তাঁর হারানো চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য মানুষ যা যা করতে পারে তা সব করা হবে। যে তাঁকে সারিয়ে তুলতে পারবে সে আমার সম্পত্তি সব লাভ করবে।
ডাক্তার। একটা উপায় আছে ম্যাডাম। একমাত্র বিশ্রামই আমাদের ক্লান্ত তপ্ত দেহমনকে শান্ত করে। এই বিশ্রাম মনকে দান করতে হলে এমন কতকগুলি ওষধি প্রয়োগ করতে হবে যা তাঁর সমস্ত দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটাবে।
কর্ডে। প্রকৃতি জগতে ও মানব জগতে যেখানে যত কিছু পবিত্র গোপন গুণরাজি ও শুভশক্তি বর্তমান, তোমরা সব একযোগে আমার অশ্রুর সঙ্গে বেড়িয়ে এস। এই মহান মানবের দুঃখ দূরীকরণে তোমরা আমায় সহায়তা করো। চারদিকে তাঁর সন্ধান করো। তা না হলে তাঁর অসংযত ক্রোধের দুরন্ত আবেগের আতিশয্যে তিনি নিজের জীবনকে নিজেই ধ্বংস করে ফেলবেন।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। সংবাদ আছে মহারাণী। বৃটিশ সেনাদল এদিকেই এগিয়ে আসছে।
কর্ডে। আমরা এটা আগে হতেই জানতাম। আর তা জেনেই সেইমত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি আমরা। ও আমার প্রিয় পিতা, একমাত্র তোমারই জন্য এ কাজ এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি আমি। তোমারই খাতিরে ফরাসীদেশ সমবেদনা জানিয়েছে আমার দুঃখ আর অশ্রুপাতে। একমাত্র আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি ভালবাসা আর তাঁর অধিকার রক্ষা ছাড়া অন্য কোন কারণে অস্ত্রধারণ করিনি। আমরা আশা করি শীঘ্রই তাঁর দেখা পাব।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। গ্লসেস্টারের প্রাসাদ।
রিগান ও অসওয়াল্ডের প্রবেশ

রিগান। আমার ভগ্নিপতির সেনাদল ঠিকমত সমাবিষ্ট করা হয়েছে?
অস। হ্যাঁ গিন্নীমা।
রিগান। তিনি কি নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন?
অস। তিনি নিজে আছেন বটে, তবে কাজের থেকে হৈ চৈ করছেন বেশী। ওঁদের দুজনের মধ্যে আপনার ভগিনীই ভাল সৈনিক।
রিগান। আচ্ছা লর্ড এডমণ্ড বাড়িতে তোমার মনিবের সঙ্গে কোন কথা বলেননি?
অস। না ম্যাডাম।
রিগান। আমার বোন চিঠিতে তাঁকে কি লিখেছিল?
অস। আমি তা ত জানি না।
রিগান। নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যই তাঁকে এখান থেকে নিয়ে

যাওয়া হয়েছে। গ্লসেস্টারের চোখ নষ্ট করার পর তাকে বাঁচিয়ে রাখাটা ভুল হয়েছে আমাদের এবং এটা আমাদের অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার অভাবেরই পরিচায়ক। সে যেখানেই যাবে আমাদের বিরুদ্ধে এক অব্যক্ত বিদ্বেষকে পোষণ করে নিয়ে যাবে অন্তরে। আমার মনে হয় এডমণ্ড করুণাবশতঃ তার পিতাকে হত্যা করতে গেছে, কারণ চক্ষুদুটি হারিয়ে তাঁর জীবন সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সে শত্রুসৈন্যের সংখ্যা গণনা করেও দেখবে।

অস। আমি চিঠিখানা নিয়ে তার খোঁজ করতে যাব ত মা?

রিগান। আমাদের সেনাদল আগামীকাল অভিযান শুরু করবে। তুমি আমাদের সঙ্গেই থাক। এখানকার পথঘাট খুবই বিপজ্জনক।

অস। আমার থাকা হবে না ম্যাডাম। আমার গিন্নীমা আমাকে এ কাজের ভার দিয়েছেন।

রিগান। এডমণ্ডকে চিঠি লেখার কী প্রয়োজন তার? তুমি কি তাঁর কথাটা মুখে জানিয়ে দিতে পার না? মনে হয় কিছু একটা ব্যাপার আছে আমি তা ঠিক জানি না। তুমি যদি চিঠিটা আমায় একটু দেখাও তাহলে অনেক অনুগ্রহ পাবে আমার কাছে।

অস। ম্যাডাম, তার চেয়ে আমি বরং—

রিগান। আমি জানি তোমার মনিবপত্নী তার স্বামীকে ভালবাসে না। আমি এটা বেশ জানি। কিছুদিন আগে যখন সে এখানে এসেছিল তখন সে প্রেমপূর্ণ মদির দৃষ্টিতে লর্ড এডমণ্ডের পানে তাকিয়েছিল। আমি জানি তুমি তার মনের কথা জান।

অস। আমি ম্যাডাম?

রিগান। আমি প্রকৃত ব্যাপারটা জানি বলেই একথা বললাম। তুমি এডমণ্ডেরও আস্থাভাজন ব্যক্তি। আমি যা জানি তাই বললাম। এই চিঠিটা নাও, আমার স্বামী নেই। এডমণ্ডের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এডমণ্ডকে তোমার প্রভুপত্নীর থেকে আমার প্রয়োজন বেশী। এবার তুমি ব্যাপারটা ভাল করে অনুমান করতে পারবে। তুমি এডমণ্ডের দেখা পেলেই এই চিঠিটা তাকে দেবে। তোমার প্রভুপত্নী এ বিষয়ে আমার কথা যদি কিছু শুনতে পায় তাহলে তাকে যুক্তিসহকারে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো। সুতরাং এখন বিদায়। যদি তুমি সেই অন্ধ বিশ্বাসঘাতকটা কোথায় আছে জানাতে পার তাহলে জেনে রেখো যে তাকে হত্যা করতে পারলে চাকরিতে তার পদোন্নতি হবেই।

অস। যদি একবার তার দেখা পাই ম্যাডাম, তাহলে তাকে বুঝিয়ে দেব আমার মনিবরা কেমন।

রিগান। বিদায়। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। ডোভারের নিকটস্থ গ্রামাঞ্চল।
কৃষকের বেশে গ্লসেস্টার ও এডগারের প্রবেশ

গ্লসে। যে পাহাড়টার কথা আমি তোমাকে বলেছিলাম সে পাহাড়টার চূড়ায় আমি কখন উঠব ?

এডগা। আপনি সে পাহাড়টায় উঠতে শুরু করে দিয়েছেন। দেখুন কত কষ্টে চড়াইয়ে উঠতে হচ্ছে আমাদের।

গ্লসে। আমার ত মনে হচ্ছে আমরা বনভূমির উপর দিয়ে হাঁটছি।

এডগা। পাহাড়টা খুব খাড়াই। আচ্ছা আপনি সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন ?

গ্লসে। না ত !

এডগা। তাহলে বুঝতে হবে চোখে দারুণ যন্ত্রণা হওয়ার জন্য আপনার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে।

গ্লসে। তা হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে তোমার গলার স্বরটা বদলে গেছে। আমার মনে হচ্ছে তুমি এখন আগের থেকে ভাল ভাষায় ভাল কথা, সঠিক কথা বলছ।

এডগা। ভুল করছেন। একমাত্র পোষাক ছাড়া আর কিছুরই পরিবর্তন হয়নি আমার।

গ্লসে। আমার ত মনে হচ্ছে তোমার কথাবার্তার অনেক উন্নতি হয়েছে।

এডগা। এখানে এসে দাঁড়ান স্থির হয়ে। এখান থেকে নীচে তাকালে মাথাটা ঘুরে যাচ্ছে। সমুদ্র আর পাহাড়ের মাঝখানে যে সব কাক আর দাঁড়কাক উড়ে বেড়াচ্ছে সেগুলোকে পালের মত দেখাচ্ছে। পাহাড়টার তলদেশে একটা লোক গাছগাছড়া সংগ্রহ করছে—এ ব্যবসা খুবই বিপজ্জনক। লোকটাকে এত ছোট দেখাচ্ছে যে মনে হচ্ছে তার মাথাটাই সব। সমুদ্রের উপর ভাসমান জাহাজ নৌকো জেলে সব কিছুকেই দারুণ ছোট দেখাচ্ছে। গর্জনশীল ঢেউগুলো কূলের পাথরে প্রতিহত হওয়ার ফলে যে শব্দ হচ্ছে তা শোনাই যাচ্ছে না। আমি আর তাকাব না। তা হলে আমার মাথা ঘুরে যেতে পারে। আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল থাকার জন্য আমার মস্তিষ্ক হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে আর আমি একেবারে উল্টে গিয়ে পড়ে যাব।

গ্লসে। তুমি যেখানে রয়েছ আমাকেও সেখানে দাঁড় করিয়ে দাও।

এডগা। আমাকে আপনার হাত দিন। আপনি শেষ কিনারা থেকে মাত্র এক ফুটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জগতের কোন কিছুর বিনিময়েই এখান থেকে সোজা লাফ দিতে পারব না।

গ্লসে। আমার হাত ছেড়ে দাও বন্ধু, আরো কিছু টাকা নাও। এই থলেটার মধ্যে একটা রত্ন আছে যা যে কোন গরীব মানুষের পক্ষে এক মূল্যবান বস্তু। স্বর্গের দেবতারা ও দেবদূতরা তোমার মঙ্গল করুন। এখান থেকে একটু সরে যাও। আমাকে তোমার চলে যাওয়ার পদশব্দ শুনতে দাও।

এডগা। ঠিক আছে স্যার, আমি এবার বিদায় জানাচ্ছি আপনাকে।
গ্লসে। আমিও তোমাকে বিদায় জানাচ্ছি অন্তরের সঙ্গে।
এডগা। (স্বগতঃ) সহানুভূতির ভাণ করে তাঁর হতাশার সঙ্গে ছলনা করতে গিয়ে আসলে তার দুঃখকে দূর করারই চেষ্টা করছি আমি।
গ্লসে। (নতজানু হয়ে) হে শক্তিধর দেবতাবৃন্দ, তোমার চোখের সামনে এ জগৎ আমি ত্যাগ করে নীরবে আমার সমস্ত দুঃখের বোঝাভার হতে নিষ্কৃতি লাভ করছি। তোমাদের অপরিহার্য বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করে আমি যদি সংযত ও অবিচল চিত্তে এ দুঃখ মেনে নিতাম তাহলে সে দুঃখের তাপে আমার এ ঘৃণ্য অপদার্থ দেহটাই তিলে তিলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেত। এডগার যদি বেঁচে থাকে তাহলে তার মঙ্গল করো। এবার বিদায় ছোকরা!
এডগা। আমিও যাচ্ছি স্যার, বিদায়। (গ্লসেস্টার সামনের দিকে শূন্যে লাফ দিল) (স্বগতঃ) আমি বুঝতে পারছিনা শুধু কল্পনার বশবর্তী হয়ে মানুষ কিভাবে তার জীবন নাশ করে, আর জীবনও কিভাবে কল্পনার এই ধ্বংসাত্মক প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যে জায়গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ার তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন, এই সময়ের মধ্যে যদি তিনি সেখানে পড়ে থাকেন তাহলে আর দেখতে হবে না। তিনি কি এখন মৃত না জীবিত? শুনছেন ও মশাই! ও বন্ধু! আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? দয়া করে কথা বলুন।—এইভাবে উনি তাহলে মারা গেলেন। না না, উনি এখনো বেঁচে আছেন—কেমন আছেন মশাই?
গ্লসে। তুমি সরে যাও, আমাকে মরতে দাও।
এডগা। যদি আপনি ফড়িং হতেন অথবা বাতাসের মত হালকা পালক হতেন তাহলে এত উঁচু থেকে পড়ার পর টুকরো টুকরো হয়ে যেতেন। কিন্তু আপনি এখনো শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলছেন। আপনি বেশ শক্ত ধাতু দিয়ে তৈরি এবং আপনার দেহে রক্ত ঝরছে না। আপনি এখনো কথা বলতে পারছেন এবং আপনি এখনো সুস্থ আছেন। যে উচ্চতা থেকে আপনি সোজা লম্বাভাবে চিৎপাত হয়ে পড়েছেন তা দশটা জাহাজের মাস্তুলের সমান। আপনি সত্যিই যাদু জানেন, সত্যিই এটা আশ্চর্যের! কথা বলুন।
গ্লসে। কিন্তু আমি কি সত্যি পড়েছি না পড়িনি?
এডগা। এই সাদা পাহাড়টার ভয়াবহ চুড়ার শেষ কিনারা থেকে। একবার উপরে তাকিয়ে দেখুন। কর্কশকণ্ঠ যে ভরত পাখি পাহাড়টার উপরে কলকণ্ঠে উড়ে চলেছে তার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে না এখান থেকে।
গ্লসে। হায়, আমার চোখ নেই। আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে মৃত্যুর দ্বারা এ দুঃখের অবসান ঘটানোর সুযোগও পাচ্ছি না। যদি তা পেতাম তাহলে এই ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম যে আমার দুঃখ দুঃখদানকারী অত্যাচারীর সমস্ত ক্রোধকে উপহাস করে তার দম্ভকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।
এডগা। আমাকে আপনার হাতটা দিন, এইভাবে উঠুন। কেমন লাগছে

এবার ? আপনার পায়ে কি ব্যথা লাগছে ? আপনি উঠে দাঁড়াতে পারেন।
গ্লসে। হ্যাঁ, আমি ভালভাবেই দাঁড়াতে পারি।
এডগা। এমন আশ্চর্য ঘটনা কখনো দেখিনি। কে আপনাকে পাহাড়ের মাথায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসে ?
গ্লসে। কোন এক হতভাগ্য ভিক্ষুক।
এডগা। নিচে দাঁড়িয়ে তার পানে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল তার চোখ দুটো পূর্ণ চন্দ্রের মত বড় বড়। মনে হলো তার যেন হাজারটা নাক আর এবড়ো খেবড়ো সিং আছে। মনে হচ্ছিল অসংখ্য সমুদ্রতরঙ্গের মত তার গায়ে আছে অনেক পাহাড় আর উপত্যকা। সে নিশ্চয় কোন শয়তান। সুতরাং হে সৌভাগ্যবান বৃদ্ধ, আপনার ভাগ্য ভাল যে কোন অসম্ভব সম্ভবকারী দেবতা আপনাকে বাঁচিয়েছে সেই শয়তানের হাত থেকে।
গ্লসে। এবার আমার সত্যিই সব মনে পড়ছে। এরপর আমি আমার বিপদ আপদের কথা সব জানতে পারব। সেই অদ্ভুত জন্তুটার কথা তুমি বলছ আমি যেটা মানুষ ভেবে ভুল করেছিলাম। সে ত প্রায়ই একটা কথা বলত, 'শয়তান।' সে-ই আমাকে সেখানে ও জায়গাটায় নিয়ে যায়।
এডগা। ভাল করে ধৈর্য ধরে চিন্তা করুন। মনে কোন উদ্বেগ রাখবেন না। কিন্তু কে আসছে এখানে ?

(অদ্ভুত পোষাকপরিহিত ও বনফুলে সজ্জিত অবস্থায় লীয়ারের প্রবেশ)

কোন সহজ সুস্থ মানুষ কখনো এ পোষাক পরবে না।
লীয়ার। না, লোকে আমায় টাকার মুদ্রা তৈরির জন্য গ্রেপ্তার করতে পারে না, কারণ আমি নিজেই রাজা।
এডগা। (স্বগত) এ দৃশ্য সত্যিই বড় বেদনাদায়ক।
লীয়ার। এ বিষয়ে প্রকৃতির কোন হাত নেই। এই নাও তোমার ইনাম। ঐ লোকটা এমনভাবে তার ধনুকটা ধরে আছে যাতে মনে হচ্ছে মাঠে কাক তাড়াচ্ছে। আমাকে একটা তীর দাও। দেখ দেখ, একটা ইঁদুর। চুপ করো। এই টুকরো সেঁকা রুটিটাই যথেষ্ট। এটা আমি একটা দৈত্যের উপর পরীক্ষা করব। বাদামী রঙের টাজি আর বর্শাটা নিয়ে এস ত। বাঃ পাখিটাকে ঠিক লক্ষ্য করা হয়েছে। একেবারে বুকে লেগেছে তীরটা। অব্যর্থ লক্ষ্য। আমাকে কথা দাও।
এডগা। চমৎকার ওষধি।
লিয়ার তা বটে।
গ্লসে। চেনা চেনা মনে হচ্ছে।
লীয়ার। হা! গণরিল, সাদা দাড়ি। তারা কুকুরের মত আমায় তোষামোদ করে বলেছিল, আমার দাড়িতে কালো চুল বার হবার আগেই সাদা চুল বার হয়েছিল। যা কিছু বলতাম, ওরা 'হাঁ' বা 'না' বলে সমর্থন করত আমার

কথা। কিন্তু যখন বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিল, ঝড় এসে আমায় কাঁপিয়ে দিল, যখন আমার আদেশকে অগ্রাহ্য করে মুহূর্মুহু বজ্র গর্জন করতে লাগল তখন তাদের মধ্যে ওদের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পেলাম, তখন ওদের ঠিকমত চিনতে পারলাম। ওরা মিথ্যাবাদী, ওদের কথার কোন ঠিক নেই। ওরা বলেছিল আমিই ওদের সব। এটা মিথ্যা কথা। ম্যালেরিয়া জ্বরের কোন প্রতিষেধক আমার নেই।

গ্নসে। এ কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য আমি চিনি। ইনি কি রাজা নন?

লীয়ার। হ্যাঁ, আমার দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু রাজা। যখন আমার প্রজাদের পানে তাকাই তখন তারা ভয়ে কেমন কাঁপতে থাকে তা একবার দেখ দেখি। আমি ঐ লোকটার প্রাণদণ্ড মুকুব করলাম। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? ব্যভিচার? ব্যভিচারের জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ করতে হবে না। গ্লসেস্টারের অবৈধ পুত্র আমার কন্যাদের চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল তার কাছে। আমার মেয়েরা ত আমার বৈধ সন্তান। আমার ত সৈন্য নেই। ঐ মেয়েটাকে দেখ যার মুখখানা তুষারের মত সাদা, যে শুধু জীবনে আনন্দ ভোগ করতে চায় এবং যে সেই আনন্দের খাতিরে সমস্ত গুণে জলাঞ্জলি দিয়েছে। যত সব গাধা আর খচ্চরের দল তার কাছে যায় তাদের দুর্বার দুর্মর ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে। সে মেয়েটার দেহের উপরের দিকটা শুধু নারীত্বে ভরা, কিন্তু তার নিচের দিকটা শয়তানিতে ভরা, সেখানে আছে এক গভীর গহ্বর, আছে নরকের অন্ধকার। সে অন্ধকারে আলো নেই, আছে শুধু জ্বলন্ত আগুন, যে সর্বনাশা আগুনের অন্ধ উত্তাপে সব কিছু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। ধিক ধিক সে মেয়েকে। বাঃ বাঃ হে ভদ্র রাজবৈদ্য, আমাকে এক ফোঁটা কোন গন্ধদ্রব্য দাও ত যাতে আমি আমার দূষিত স্মৃতিসিক্ত কল্পনাটাকে সুবাসিত করে তুলতে পারি।

গ্নসে। আমাকে একবার ওঁর হস্তচুম্বন করতে দাও।

লীয়ার। তার আগে আমাকে হাতটা ধুয়ে নিতে দাও, এ হাতে মানুষের গন্ধ লেগে রয়েছে এখনো।

গ্নসে। হায়, নিয়তির দ্বারা বিড়ম্বিত নিগৃহীত এক মহান ব্যক্তি। এইভাবে সারা দুনিয়াটাও যাবে একদিন ধ্বংস হয়ে। আপনি আমাকে চেনেন?

লীয়ার। তোমার চোখদুটোকে আমি ভালভাবেই চিনি। তুমি আমার পানে কটাক্ষপাত করছ? যা খুশি করো হে অন্ধ প্রেমদেবতা! আমি তোমাকে কোন মতেই ভালবাসব না। তুমি শুধু আমার এই কথাটা মনে রেখো, এটা লিখে নাও।

গ্নসে। এ লেখার অক্ষরগুলো স্বর্ণের মত উজ্জ্বল হলেও আমি তা দেখতে পাব না।

এডগা। (স্বগত) কারো মুখের কথা হলে আমি বিশ্বাস করতাম না; কিন্তু আমি এ দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছি। এ দৃশ্য দেখতে আমার অন্তর ফেটে যাচ্ছে।

লীয়ার। নাও পড়ো।
গ্লসে। শুধু আমার দৃষ্টিহীন চোখের খোল দিয়ে?
লীয়ার। ওহো, তুমিও কি আমার মত? তোমার মাথায় কি কোন চোখ নেই, তোমার থলেতে কোন টাকা নেই? তোমার দৃষ্টিহীন চোখদুটো দুটো ভারী খোলের মধ্যে আর তোমার টাকার থলেটা একেবারে হালকা। তবু তুমি দেখতে পাচ্ছ পৃথিবীর গতিটা কোন দিকে।
গ্লসে। সেটা শুধু আমি আমার অনুভূতির দ্বারা দেখতে পাই।
লীয়ার। তুমি কি পাগল? কোন মানুষের চোখ না থাকলেও সে জগৎ সংসার কিভাবে এগিয়ে চলেছে তা দেখতে পায়। কান দিয়ে দেখ, বিচারক কিভাবে কোন চোরের প্রতি গালাগালি করছে। আবার তোমার চোখ দিয়ে শোন। চোখ আর কানের কাজদুটো পাল্টাপাল্টি করে নাও এবং তারপর বল কে বিচারক, কে চোর। দেখবে সব ওলট পালট হয়ে গেছে। তুমি কি কোন কৃষকের কুকুরকে কোন ভিখারি দেখে চিৎকার করতে দেখেছ?
গ্লসে। হ্যাঁ, স্যার।
লীয়ার। আর দেখেছ কি সেই কুকুরটার ভয়ে ভিখারিটা কেমন করে ছুটে পালায়? সেই ঘটনার মধ্যে উদ্ধত প্রভুত্ব প্রকাশের একটা জীবন্ত ছবি দেখেছ; কুকুর তার স্বভাবানুসারে কাজ করে যাওয়ার জন্য মানুষ তার প্রভুত্ব মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। হে দুর্বৃত্ত, থামাও তোমার রক্তাক্ত হাত। কেন তুমি ঐ বারবণিতাকে বেত্রাঘাত করছ? তোমার উত্তপ্ত কামনার দ্বারা চরিতার্থ করতে চাইছ বলেই ওকে তুমি এইভাবে প্রহার করছ। সুদখোর ফাঁসিকাঠে ঝোলাচ্ছে চোরকে। ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের ভিতর দিয়েই ছোটখাটো দোষত্রুটিগুলো বেড়িয়ে পড়ে সহজে; কিন্তু জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকের অন্তরালে সে সব দোষত্রুটি ঢাকা পড়ে যায়। সোনার আবরণ দিয়ে তোমার যত পাপ ঢেকে রাখ। কোন তীক্ষ্ণতম ন্যায়বিচারও ব্যর্থ হয়ে যাবে, কিছুই করতে পারবে না তোমার। কিন্তু ছেঁড়া কাপড় দিয়ে সে পাপ ঢেকে রাখ। সবচেয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও একটা তুলাদণ্ড দিয়ে তা খোঁচালে সে পাপ বেরিয়ে পড়বে। কেউ অপরাধ করে না, কেউ না, আমি বলছি, কেউ না। আমি তাদের হয়ে শপথ করব। আমার কথা শোন বন্ধু, অভিযোগকারীর ঠোঁট চাপা দেবার ক্ষমতা কার আছে? কাচের চোখ করিয়ে নাও তোমার জন্যে আর তাই দিয়ে মিথ্যাবাদী রাজনীতিবিদের মত যে জিনিস দেখতে পাবে না তা দেখার ভাণ করবে। নাও নাও, এমনি কাচের নকল চোখ পরে নাও। আমার পা থেকে জুতোগুলো খুলে নাও। বড় লাগছে।
এডগা। (স্বগত) তার কথার মধ্যে যুক্তি আর অর্থহীন প্রলাপোক্তি একসঙ্গে মিশে রয়েছে। তাঁর উন্মত্ততার মধ্যেও যুক্তিবোধ আছে।
লীয়ার। যদি আমার দুর্ভাগ্য দেখে সমবেদনায় চোখের জল ফেলতে চাও,

তাহলে আমার চোখ দুটো ধার নাও। আমি তোমাকে ভালভাবেই চিনি, তুমি হচ্ছ গ্লসেস্টার! তোমাকে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে। কান্নাই মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য, আমরা যখন পৃথিবীতে প্রথম আসি তখন কাঁদি, যখন এই বাতাসে প্রথম শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখনও চিৎকার করি। পরে তোমাকে একথা বুঝিয়ে বলব।

গ্লসে। হায় হায়, কী দুর্ভাগ্যের দিন!

লীয়ার। যখন আমরা এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হই, যখন বিরাট নির্বোধের রঙ্গমঞ্চে এসে পড়েছি বলে আমরা কান্নায় ফেটে পড়ি। সারা দুনিয়াটা যেন এক বিরাট মাথার টুপী। অশ্বারোহী সৈনিকের ঘোড়াগুলোর পায়ের খুরে মাথার টুপী পরিয়ে দিলে কেমন হয়? আমি এই চাতুরিটা পরীক্ষা করে দেখব। আমি নিঃশব্দে চুপিসারে আমার জামাতাদের কাছে কোনরকমে একবার পৌছলেই তাদের মেরে ফেলবো। একেবারে হত্যা করবো।

জনৈক ভদ্রলোক ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ভদ্র। উনি এখানে রয়েছেন। ওঁকে ধরে নিয়ে চল। স্যার আপনার সর্বাপেক্ষা স্নেহশীলা কন্যা—

লীয়ার। কোন পরিত্রাণ নেই? বন্দী করতে চাও? আমি এখন দৈবের হাতে এক সাধারণ ক্রীড়ণকে পরিণত। আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো, বখশিষ পাবে। আমার জন্য একজন শল্য চিকিৎসকের ব্যবস্থা করে দাও, আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে।

ভদ্র। আপনি যে কোন জিনিস পাবেন।

লীয়ার। আর কেউ থাকবে না? শুধু আমি একা? তাহলে আমার চোখ দিয়ে শুধু জল ঝরবে। বাগানে গাছের ধূলো ঝাড়ার জন্য ব্যবহৃত জলপাত্রের মত আমার চোখ থাকবে জলে ভরা।

ভদ্র। শুনুন স্যার—

লীয়ার। আমি সুসজ্জিত বীরের মত বীরত্বসহকারে প্রাণত্যাগ করব। আমি আমোদ প্রমোদ করব। এস, এস, আমি একজন রাজা। শোন আমার প্রভুরা, তোমরা তা জেনে রাখ।

ভদ্র। আপনি একজন রাজা এবং আমরা আপনার আদেশ পালন করব।

লীয়ার। তাহলে আশা আছে। তবে না, যদি আমাকে ধরতে হয় তাহলে অনেক ছুটে তবে ধরতে হবে। এইভাবে ছুটতে হবে, এইভাবে। (লীয়ার ছুটতে শুরু করলে অনুচরবর্গ তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল)

ভদ্র। এ দৃশ্য বড়ই করুণ। কোন রাজার এ-দুরবস্থা বর্ণনাতীত। আপনার এক কন্যা আছে। আপনার অপর দু'জন কন্যা আপনাকে যে অভিশপ্ত দুরবস্থার মধ্যে ফেলেছেন তার থেকে আপনার সেই কন্যা উদ্ধার করবেন আপনাকে।

এডগা। শুনুন হে ভদ্র।

ভদ্র। স্যার তাড়াতাড়ি করে বলুন আপনি কি চান ?

এডগা। আচ্ছা স্যার আপনি কি আসন্ন যুদ্ধের খবর শুনেছেন ?

ভদ্র। নিশ্চয়, সে কথা সকলেই জানে। যাদের কান আছে তারাই শুনেছে।

এডগা। তবে একটা কথা, শত্রুসৈন্য কতটা কাছে এসেছে ?

ভদ্র। ওরা কাছেই এসে পড়েছে। ওরা খুব দ্রুত আসছে এবং প্রধান সৈন্যদল এক ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বে।

এডগা। আমি এই কথাটাই জানতে চাই, ধন্যবাদ স্যার।

ভদ্র। যদিও রাণী বিশেষ কারণে রয়ে গেছেন, তাঁর সেনাদল চলে গেছে।

এডগা। ধন্যবাদ। (ভদ্রলোকের প্রস্থান)

গ্লসে। স্বর্গের মঙ্গলময় হে দেবতাবৃন্দ, তোমরা নিজে থেকে আমার এ জীবন গ্রহণ করো, তা না হলে আমার দুষ্ট প্রকৃতিটা তোমার বিধান লঙ্ঘন করে আত্মহত্যা করার জন্য প্রলুব্ধ করবে আমায়।

এডগা। তুমি ত বেশ ভাল প্রার্থনা করতে পার বৃদ্ধ।

গ্লসে। এবার বল, তুমি কে ?

এডগা। একজন হতভাগ্য ব্যক্তি যে তার ভাগ্যের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে, যে তার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূত দুঃখকষ্টের মাধ্যমে অপরের দুঃখে সক্রিয় সহানুভূতি দেখাতে শিখেছে। আমাকে তোমার হাত দাও, আমি তোমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।

গ্লসে। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তোমাকে। স্বর্গের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ নেমে আসুক তোমার উপর।

অসওয়াল্ডের প্রবেশ

অস। পলাতক আসামীর প্রতি ঘোষিত পুরস্কার এবার আমি পাব। আমি কী ভাগ্যবান! আমার সৌভাগ্যের জন্যই তোমার মাথা চক্ষু হারিয়েছিল। ওহে হতভাগ্য বিশ্বাসঘাতক, তোমার পাপের কথা স্মরণ করো ও স্বীকার করো। আমার তরবারি প্রস্তুত ; এ তরবারি তোমাকে নিহত করবেই।

গ্লসে। এবার হে সহানুভূতিশীল বন্ধু, তোমার সহানুভূতিপূর্ণ উদার হস্তদ্বয় তোমার তরবারিকে শক্তি প্রদান করুক। (এডগার অসওয়াল্ডকে বাধা দিল)

অস। হে অপরিণামদর্শী চাষী, কেন তুমি এই পলাতক বিশ্বাসঘাতককে রক্ষা করছ ? সরে যাও, তা না হলে তার দুর্ভাগ্যের ছোঁয়া পেয়ে তোমার ভাগ্যও অনুরূপ শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হবে। ওর হাত ছেড়ে দাও।

এডগা। সঙ্গত যুক্তি না দেখালে আমি ওঁর হাত ছাড়ব না।

অস। ওর হাত ছাড় বলছি, ক্রীতদাস কোথাকার! তা না হলে তোমাকে মরতে হবে।

এডগা। শোন ভদ্র, এই অসহায় হতভাগ্য ব্যক্তিটিকে যেতে দাও। তোমার এই উদ্ধত আস্ফালনের ফলে যদি আমার প্রাণবিয়োগ হত তাহলে আমার জীবনের আয়ু একপক্ষ কালের বেশী হত না। এই বৃদ্ধের কাছে খবরদার এস না। সরে যাও, সাবধান করে দিচ্ছি। তা না হলে আমি দেখিয়ে দেব তোমার মাথা বেশী শক্ত না আমার লাঠি বেশী শক্ত।

অস। দূর হয়ে যাও, গোবরের মত নোংরা জড়পদার্থ কোথাকার।

এডগা। তোমার দাঁত আমি উপড়ে ফেলব। তোমার তরবারির কোন প্রয়োজন হবে না। (দুজনের যুদ্ধ ও অসওয়াল্ডের পতন)

অস। ক্রীতদাস, তুমি আমাকে হত্যা করলে। শয়তান, এই নাও আমার টাকার থলে। জীবনে উন্নতি করতে চাও ত আমার দেহটাকে সমাহিত করবে। আর আমার কাছে যে চিঠিগুলো পাবে সেগুলো গ্লসেস্টারের আর্ল এডমণ্ডকে দেবে। তাঁকে বৃটিশ সৈন্যদলের মধ্যে পাবে। হায়, কি অসময়েই না আমার মৃত্যু ঘটল! (মৃত্যু)

এডগা। আমি চিনি তোমাকে। তুমি হচ্ছ এমনই এক কর্তব্যপরায়ণ কাপুরুষ যে তার মনিবপত্নীর পাপপ্রবৃত্তির কথা জেনেও তার আদেশ পালন করে যাও।

গ্লসে। লোকটা মারা গেল!

এডগা। তুমি ওখানে বসে থাক হে বৃদ্ধ। আমি ওর পকেটগুলো খোঁজ করে দেখি। যে চিঠির কথা ও এখনি বলে গেল সে চিঠিগুলো আমার কাজে লাগতে পারে। লোকটা আমার হাতে মারা গেল বলে আমি দুঃখিত। দেখি চিঠিগুলো। হে মেদুর মোম, তোমার অনুমতি নিয়ে আমি চিঠিগুলো খুলছি। হে শালীনতা, আমাকে দোষ দিও না। শত্রুর মনের কথা জানতে হলে তার বক্ষ ভেদ করতে হবেই। সুতরাং তাদের কাগজপত্র দেখার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। (পড়তে লাগল) 'আমরা দুজনে মিলে যে প্রতিশ্রুতি পরস্পরকে দিয়েছি তার কথা মনে রেখো। তাকে হত্যা করার অনেক সুযোগই তুমি পাবে। যদি এতে তোমার অনিচ্ছা না থাকে তাহলে তাকে হত্যা করার স্থান এবং কাল অনেক পাবে। যদি সে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসে তাহলে আর কোন উপায় থাকবে না। সে ক্ষেত্রে আমি হব বন্দিনী আর তার শয্যাই হবে আমার দুঃসহ বন্দীশালা। দয়া করে এই অবাঞ্ছিত শয্যার ঘৃণ্য উত্তাপ থেকে আমাকে রক্ষা করো এবং তার বিনিময়ে এমন এক শয্যার ব্যবস্থা করো যে শয্যায় তোমার সঙ্গিনী হয়ে তোমার সকল কষ্টের যথাযোগ্য পুরস্কার দান করতে পারি।

তোমার—স্ত্রী। এই কথাই আমি বলব। তোমার প্রিয়তমা দাসী গণরিল।'
ওঃ রমণীর কামনা কী রহস্যময়! আপন সৎ স্বামীর জীবনহানির ষড়যন্ত্র করে তাঁর পরিবর্তে আমার ভাইকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে চায়! এই সব রক্তাক্ত ষড়যন্ত্রের ঘৃণ্য দূত, আমি তোমার মৃতদেহকে এই বালুর মধ্যে সমাহিত করব, তারপর যথাসময়ে এই সব চিঠির মাধ্যমে যাঁর মৃত্যুর চক্রান্তজাল পাতা হয়েছে

সেই ডিউকের চোখ খুলে দেব। যদি তোমার দৌত্যগিরি ও মৃত্যুর কথা ডিউককে বলি তাহলে সেটা তাঁর পক্ষে অবশ্যই সুসংবাদ হবে।
গ্লসে। রাজা উন্মাদ। কিন্তু আমি কতবড় অকৃতজ্ঞ, কারণ আমি আমার চেতনা ও অনুভূতির নিবিড়তা দিয়ে আমার এই বিরাট দুঃখকে অনুভব করে চলেছি। আমিও উন্মাদ হয়ে গেলে ভাল হত, তাহলে আমার দুঃখ হতে আমার চিন্তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। চিন্তা ও কল্পনাশক্তি বিকল ও বিকৃত হয়ে পড়লে মন তার নিজের দুঃখের অস্তিত্ব নিজেই জানতে পারবে না।
এডগা। তোমার হাত দাও। (দূরে রণদুন্দুভি শোনা যায়) আমার মনে হচ্ছে দূরে রণবাদ্য বাজছে। এস বৃদ্ধ, কোন এক বন্ধুর হেফাজতে তোমায় রেখে আসি।

সপ্তম দৃশ্য। ফরাসী শিবিরের অন্তর্গত একটি তাঁবু।

শয্যায় শায়িত লীয়ার। মৃদু সঙ্গীত শোনা যায়। ভৃত্যরা সেবায় রত।
কর্ডেলিয়া, কেণ্ট ও ডাক্তারের প্রবেশ

কর্ডে। হে সদাশয় কেণ্ট, জীবনে কিভাবে কোন কাজের মধ্যে দিয়ে তোমার এই সততা ও মহানুভবতার যোগ্য প্রতিদান দিতে পারি? আমি সারা জীবনেও তা পারব না এবং এর জন্য আমি যা কিছু করি না কেন, তা কিছুতেই যথেষ্ট হবে না।
কেণ্ট। আপনার এই স্বীকৃতিই আমার উপরি পাওনা ম্যাডাম। আমার প্রাপ্য পুরস্কার আমি পেয়ে গেছি। আমার দ্বারা প্রদত্ত প্রতিটি সংবাদ যথাযথভাবে সত্য ও তথ্যানুগ। সে সংবাদ একটুও বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলা হয়নি।
কর্ডে। এ পোষাক ছেড়ে ভাল পোষাক পরুন। যে দুরবস্থার স্তর অতিক্রম করে এসেছেন এ মলিন পোষাক সেই দুরবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার অনুরোধ, এগুলো আপনি খুলে ফেলে দিন।
কেণ্ট। আমায় ক্ষমা করবেন ম্যাডাম। এখন আমার পরিচয় জানাজানি হয়ে গেলে আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত আপনি আমার পরিচয় প্রকাশ করবেন না।
কর্ডে। তাই হোক হে সদাশয় লর্ড। (ডাক্তারের প্রতি) এখন রাজা কেমন আছেন?
ডাক্তার। ম্যাডাম, তিনি এখনো ঘুমোচ্ছেন।
কর্ডে। হে মঙ্গলময় দেবতাবৃন্দ, তাঁর মানসিক বিকৃতির অবসান ঘটাও। তাঁর আত্মা এমনিতেই প্রপীড়িত। যে পিতার ভাগ্য তাঁর আপন সন্তানদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর বিকৃত বোধশক্তিকে আরোগ্য করে তোল।
ডাক্তার। ম্যাডাম, আপনি অনুমতি দিলে আমরা রাজাকে জাগাতে পারি, উনি অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছেন।

কর্ডে। আপনার জ্ঞান এবং ইচ্ছানুসারে কাজ করুন। তাঁকে ঠিকমত পোষাক পরানো হয়েছে ?
ভৃত্য। হ্যাঁ ম্যাডাম। উনি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন তখন আমরা ওঁকে নতুন পোষাক পরিয়ে দিয়েছি।
ডাক্তার। কাছেই থাকুন ম্যাডাম। উনি জেগে উঠেই যে সুস্থ ও শান্ত হয়ে উঠবেন সে কথা জোর করে বলতে পারি না।
কর্ডে। ঠিক আছে।
ডাক্তার। আরো কাছে আসুন। গানটা আরো জোরে বাজাও।
কর্ডে। হে আমার প্রিয় পিতা! তোমার এই রোগের প্রতিষেধকস্বরূপ এক আশ্চর্য ওষধি আমার অধরোষ্ঠে নেমে আসুক। তোমার আত্মসম্মানবোধে যে আঘাত আমার দুই বোন দিয়েছে এই চুম্বনের দ্বারা আমি যেন সে আঘাত সারিয়ে তুলতে পারি।
কেণ্ট। হে দয়াবতী প্রিয় রাজকন্যা!
কর্ডে। যদি তুমি তাদের পিতা নাও হতে তাহলেও তোমার এই শুভ্র শ্মশ্রু দেখে তাদের করুণার উদ্রেক হওয়া উচিত ছিল। প্রবল ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করার জন্য কি এ মুখের সৃষ্টি হয়েছিল? ভয়ঙ্কর বজ্র আর তড়িৎগতি বিদ্যুতের অগ্নিশলাকা কি এ মুখ সহ্য করতে পারে? কোন বিপজ্জনক যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান অতন্দ্র প্রহরীর মত উনি এই কেশবিরল মস্তক নিয়ে সমস্ত ঝড় জল ও বজ্র বিদ্যুৎ সহ্য করেছেন। আমার শত্রুদের কুকুরও যদি আমাকে কামড়ানোর পর সেই দুর্যোগের রাত্রিতে আমার বাড়িতে আশ্রয় চাইত তাহলে আমি তাকে আগুনের পাশে আশ্রয় দিতাম। আর আমাদের পিতা হয়ে তুমি আনন্দে একটা শুয়োর কুটরিতে যত সব বাজে লোকদের সঙ্গে তৃণশয্যায় শয়ন করেছ। হায় হায়! কী আশ্চর্যের কথা যে তোমার বুদ্ধি এবং জীবন একসঙ্গে নষ্ট হয়নি! উনি জেগে উঠেছেন, কথা বলুন ওঁর সঙ্গে।
ডাক্তার। ম্যাডাম, আপনি কথা বলুন, সেটাই ভাল হবে।
কর্ডে। মহারাজ কেমন আছেন? কেমন বোধ করছেন এখন?
লীয়ার। তুমি আমাকে আমার সমাধিগহ্বর থেকে টেনে এনে অন্যায় করেছ আমার প্রতি। পরম স্বর্গীয় সুখে সমৃদ্ধ তুমি এক সুখী আত্মা; কিন্তু আমি নরকাগ্নির অভিশপ্ত চক্রনাভিতে এমনভাবে আবদ্ধ যে আমার আপন অশ্রুবিগলিত সীসার মত দগ্ধ করছে আমাকে।
কর্ডে। আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?
লীয়ার। আমি জানি তুমি এক প্রেতাত্মা, কখন তোমার মৃত্যু হয়েছিল?
কর্ডে। এখনো উনি সম্পূর্ণ উন্মাদ রয়ে গেছেন।
ডাক্তার। এখনো উনি ভাল করে জেগে ওঠেননি। ওঁকে এখন একা বিশ্রাম লাভ করতে দিন।
লীয়ার। আমি এখন কোথায় আছি? আমি কোথায়? এখন কি দিনের

বেলা? আমি সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত। আমার মত এ অবস্থায় আর কেউ যেন পড়ে না, তাহলে তার সে অবস্থা দেখে শান্তিতে মরতে পারব না আমি। আমি জানিনা কি বলব আমি। আমি শপথ করে বলতে পারব না যে এগুলো আমারই হাত। দেখি দেখি, তবে এই পিনটা যে আমায় বিদ্ধ করছে তা আমি অনুভব করতে পারছি। আমার প্রকৃত অবস্থাটা কি তা যদি কেউ বলে দিত।

কর্ডে। আমার দিকে মুখ তুলে তাকান। আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করুন। না না, নতজানু হবেন না।

লীয়ার। দয়া করে আমাকে উপহাস করো না। আমি একজন নির্বোধ স্নেহশীল মানুষ যার বয়স হলো আশী বছর। তার বেশীও না, কমও না। আমি সরলভাবে অকপটে সব কথা বলতে চাই। আমার ভয় হচ্ছে আমার মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক নেই। আমার মনে হচ্ছে আমি তোমাকে চিনি এবং তুমিও এই বৃদ্ধকে চেন। কিন্তু তবুও সন্দেহ যাচ্ছে না মন থেকে, কারণ আমি এখন কোথায় রয়েছি তা জানি না এবং আমার যেটুকু জ্ঞানবুদ্ধি অবশিষ্ট আছে তা দিয়ে আমি আমার নিজের পোষাকই চিনতে পারছি না। গতরাতে কোথায় ছিলাম তাও জানি না। আমাকে দেখে বিদ্রূপ করো না। আমি যে একজন মানুষ সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমার মনে হচ্ছে এই মেয়েটি আমার কন্যা কর্ডেলিয়া।

কর্ডে। হ্যাঁ আমি তোমার কন্যা, ঠিক তাই।

লীয়ার। তোমার চোখে জল রয়েছে না? হ্যাঁ, সত্যিই তা রয়েছে। আমার কথা শোন, কেঁদো না। আমাকে যদি কোন বিষ দিতে পার তাহলে আমি তা পান করব। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস না। তোমার বোনেরা বিনা কারণে অন্যায় করেছে আমার উপর। কিন্তু আমাকে ভালবাসতে না পারার অনেক কারণ আছে তোমার।

কর্ডে। না না, আমার কোন কারণ নেই।

লীয়ার। আমি কি ফ্রান্সে আছি?

কেণ্ট। স্যার, আপনি আপনার রাজ্যেই আছেন।

লীয়ার। আমার সঙ্গে প্রতারণা করো না।

ডাক্তার। শুনুন ম্যাডাম, ধৈর্য ধরুন। আপনি দেখছেন বড় রকমের কোন আবেগ এখন ওঁর মধ্যে নেই। উন্মত্ততার জন্য যে অবস্থার কথা উনি ভুলে গেছেন সে মনে করানো এখন ঠিক হবে না। উনি আর একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওঁকে বিরক্ত করবেন না।

কর্ডে। মহারাজ কি একটু বেড়াবেন।

লীয়ার। তোমাকেও আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে হবে। আমার অনুরোধ, সব কিছু ভুলে যাও আর ক্ষমা করো। আমি বৃদ্ধ আর নির্বোধ।

(কেণ্ট ও জনৈক ভৃত্য ছাড়া সকলের প্রস্থান)

ভৃত্য। স্যার, কর্ণওয়ালের ডিউকের মৃত্যু সম্বন্ধে যে গুজব শোনা যাচ্ছে তা কি সত্যি ?
কেণ্ট। ধ্রুব সত্য।
ভৃত্য। এখন তাহলে তাঁর রাজ্যভার কে পরিচালনা করছে ?
কেণ্ট। শোনা যাচ্ছে গ্লসেস্টারের অবৈধ পুত্র।
ভৃত্য। লোকে বলছে গ্লসেস্টারের নির্বাসিত পুত্র এডগার জার্মানিতে কেণ্টের আর্লের সঙ্গে রয়েছেন।
কেণ্ট। সব কিছুই পরিবর্তনশীল। এখন শুধু সবকিছু দেখে যেতে হবে। রাজ্যের সেনাদল এগিয়ে আসছে দ্রুত।
ভৃত্য। ঘটনা রক্তপাতের দিকে এসেছে। বিদায় স্যার (প্রস্থান)
কেণ্ট। জয় পরাজয় যাই হোক, আজকের যুদ্ধের অবস্থা অনুসারে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে হবে। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ডোভারের সন্নিকটস্থ বৃটিশ শিবির।

রণবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে এডমণ্ড, রিগান, অফিসারগণ ও সৈনিকদের প্রবেশ

এডম। ডিউকের কাছে গিয়ে জান তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত আছে না কারো উপদেশমত তা পরিবর্তন করেছেন। তাঁর মতের কোন ঠিক নেই। তিনি যখন তখন তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং নিজেকে নিজে ধিক্কার দেন। তাঁর সংকল্পের কথা জানার পর ফিরে আসবে। (জনৈক অফিসারের প্রস্থান)
রিগান। মনে হয় আমার বোনের ভৃত্য তার গন্তব্যস্থানে পৌছতেই পারেনি।
এডম। আমারও সেই ভয় হচ্ছে।
রিগান। হে আমার প্রিয় লর্ড, তুমি ত জান তোমার জন্য কী ধরনের মঙ্গল কামনা আমার অন্তরে আছে। সত্যের খাতির সত্যি করে বল, তুমি আমার বোনকে ভালবাস কি না।
এডম। তাঁর প্রতি আমার আছে এক সম্মানজনক ভালবাসা।
রিগান। আমার ত মনে হয়, তুমি তার সঙ্গে যতদূর সম্ভব জড়িত হয়ে পড়েছ।
এডম। আমার সম্মানের বিনিময়ে বলছি একথা সত্য নয় ম্যাডাম।
রিগান। আমি তাকে কোনমতেই সহ্য করব না। তার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ হব না।
এডম। এ বিষয়ে আপনার আশঙ্কার কিছু নেই। উনি ওঁর স্বামী ডিউকের কাছে থাকেন।

রণবাদ্য ও সৈনদলসহ আলবেনি, গণরিলের প্রবেশ

গণ। আমি বরং এ যুদ্ধে হারব তবু আমার বোন এডমণ্ড ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ এনে দেবে তা আমি সহ্য করব না।

আলবেনি। হে আমার প্রিয়তমা ভগিনী, সুপ্রভাত। শুনুন স্যার, আমি যা শুনেছি। রাজা তাঁর তৃতীয় কন্যার কাছে গিয়ে উঠেছেন। আমরা যাদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম তারা রাজার দলে গিয়ে যোগ দিয়েছে। সততার অভাবের জন্যই এ যুদ্ধে বীরত্ব দেখাতে পারছি না আমরা। ফ্রান্স আমাদের রাজ্য আক্রমণ করেছে। যারা আমাদের ন্যায়সংগত কারণে আমাদের বিরোধিতা করছে তারা রাজার সঙ্গে ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করছে।

এডম। স্যার, আপনি মহতের মত কথা বলছেন।

রিগান। এটা কি যুক্তির কথা হলো ?

গণ। বোন, এখন যৌথভাবে আমাদের সাধারণ শত্রুর সম্মুখীন হতে হবে। এখন আমাদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত ঝগড়াঝাঁটির সময় নয়।

আল। তাহলে যুদ্ধের পুরাতন নীতি অনুসারে ঠিক করো আমরা কিভাবে এগোব।

এডম। আমি অবিলম্বে আপনার তাঁবুতে গিয়ে দেখা করছি।

রিগান। বোন, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে ?

গণ। না।

রিগান। যাওয়াটা বিশেষ দরকার। আমার অনুরোধ, চল আমাদের সঙ্গে।

গণ। ও হো, আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা কি করতে চলেছ। আমি যাব।

ছদ্মবেশী এডগারের প্রবেশ

এডগা। আপনার মত সম্মানিত ব্যক্তি যদি আমার মত গরীবের সঙ্গে কথা বলতে রাজী হন তাহলে আমার কথা শুনুন।

আল। ঠিক আছে, আমি শুনব তোমার কথা।

(আলবেনি ও এডগার ছাড়া সকলের প্রস্থান)

এডগা। যুদ্ধের আগে এই চিঠিটা পড়ুন। এ যুদ্ধে যদি জয়লাভ করেন তাহলে সে জয়ের গৌরব তারই লাভ করা উচিত যে তা এনে দিয়েছে। যদিও আমাকে দেখে দীনহীন ও ঘৃণ্য বলে মনে হচ্ছে তথাপি ন্যায়ের খাতিরে যুদ্ধ করতে পারি এবং এই চিঠির কথা প্রমাণ করে দিতে পারি। যদি আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহলে পৃথিবীতে আপনার যাবতীয় সব কাজের অবসান ঘটবে এবং তার দ্বারা আপনার জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেরও অবসান হবে।

আল। আমার চিঠি পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো।

এডগা। আমাকে এখন থাকতে নিষেধ করা ঠিক হবে না। সময় হলে আবার আমি আসব।

আল। ঠিক আছে বিদায়। আমি তোমার চিঠি পড়ব।

(এডগারের প্রস্থান)

এডমণ্ডের পুনঃপ্রবেশ

এডম। শত্রুদের শক্তি ঠিকমত নিরূপিত হয়নি। আপনার সৈন্যদল প্রস্তুত আছে ত? অনেক অনুসন্ধানের পর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সঠিক হিসাব তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু আপনাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে।

আল। সময়মত ঠিক কাজ করব।

এডম। আমি দুই বোনকেই ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। দুজনেই পরস্পরের প্রতি সন্দেহ পোষণ করছে। তারা দুজনেই যেন সাপের বিষে জর্জরিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কাকে আমি গ্রহণ করব? দুজনকেই না একজনকে, না কি কাউকে না? ওরা দুজনেই বেঁচে থাকলে আমি কাউকেই লাভ করতে পারব না। আমি যদি বিধবা মহিলাটিকে গ্রহণ করি তাহলে তার বোন গণরিল পাগল হয়ে যাবে এবং গণরিলের স্বামী যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আমি আমার কার্যসিদ্ধি করতে পারব না। এখন যুদ্ধে তার সাহায্য আর সমর্থনকে কাজে লাগাব; তারপর গণরিল যেভাবে তার মৃত্যু ঘটিয়ে তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে পাবে। গণরিলের স্বামী লীয়ার ও কর্ডেলিয়াকে যে দয়া দেখিয়েছে তারা একবার আমার আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়লে সে দয়া আর তারা পাবে না। এখন আমার যা অবস্থা তাতে অহেতুক কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ না করে নিজেকে রক্ষা করে চলাই হবে আমার একমাত্র কর্তব্য।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। দুই শিবিরের অন্তবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র।
রণবাদ্য ও পতাকাসহ ফরাসী সৈন্যের পিছু পিছু পিতার
হাত ধরে কর্ডেলিয়ার প্রবেশ। পরে এডগার ও গ্লসেস্টারের প্রবেশ

এডগা। এইখানে এই গাছের তলায় বসুন পিতা; এই গাছই আপনাকে আশ্রয় দেবে। প্রার্থনা করুন যারা ন্যায়ের জন্য লড়াই করছে তারা যেন জয়লাভ করে। যদি কখনো ফিরে আসি তাহলে আপনাকে সুখী করবই।

গ্লসে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। (এডগারের প্রস্থান)

ভিতরে রণবাদ্য ও পশ্চাদপসরণ। এডগারের পুনঃপ্রবেশ

এডগা। চলে আসুন বৃদ্ধ, আমাকে আপনার হাত দিন। রাজা লীয়ারের পরাজয় হয়েছে যুদ্ধে। তিনি ও তাঁর কন্যা বন্দী হয়েছেন।

গ্লসে। আর কোথাও যাব না; কোন লোকের মরার পক্ষে এই জায়গাটাই যথেষ্ট।

এডগা। আবার কুচিন্তা ঢুকেছে মনে। মানুষ নিজের ইচ্ছাতে এই পৃথিবী

থেকে যেতে পারে না যেমন সে নিজের ইচ্ছাতে এ পৃথিবীতে আসতে পারে না। বিধিনির্দিষ্ট মৃত্যুর সময়ের জন্য তাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে। চলে আসুন।

গ্লসে। তা অবশ্য সত্য বটে। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ডোভারের নিকট বৃটিশ শিবির।

এডমণ্ড, বন্দী অবস্থায় লীয়ার, কর্ডেলিয়া ও সৈনিকগণের প্রবেশ

এডমণ্ড। বিচারকদের মতামত জানতে না পারা পর্যন্ত ওদের এখান থেকে নিয়ে গিয়ে কড়া পাহারার মধ্যে বন্দী করে রেখে দাও।

কর্ডে। আমরাই প্রথম নই, উদ্দেশ্যের সততা সত্ত্বেও আরো অনেক লোক কষ্ট পেয়েছে পৃথিবীতে। হে নিপীড়িত রাজন, আজ আপনার জন্যই আমার এই অবস্থা; তা না হলে আমি সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভাগ্যের যত সব কুটিল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে পারতাম। আচ্ছা, আপনার কন্যা ও আমার বোনদের সঙ্গে কি একবার দেখা করতে পারব না আমি?

লীয়ার। না না, না না। এস, কারাগারে যাই। আমরা সেখানে একা একা তুজনে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত গান করব। যখন তুমি আশীর্বাদ চাইবে আমার কাছে আমি তোমার কাছে ভিক্ষা করব ক্ষমা। এইভাবে আমরা সেখানে কখনো গান করে কখনো প্রার্থনা করে কখনো গল্প করে দিন কাটাব তুজনে। কখনো আমরা সোনালী ডানাওয়ালা রঙীন প্রজাপতি দেখে হাসব, জেলের ভিতর বসে থাকা অলস ভবঘুরেদের মুখে বলা রাজসভার গল্প শুনব। আমরা নিজেরাও মাঝে মাঝে রাজাদের উত্থান পতনের গল্প করব এবং এক একসময় নিজেদের এমন সর্বজ্ঞ দেবদূত বলে ভাবব, বিশ্বসৃষ্টির সকল রহস্যভেদের ভার যাদের উপর দেওয়া হয়েছে। সেই কারাপ্রাচীরের মধ্যে আমরা আরো সব মহান লোকেদের কথা বলব যারা আমাদের মতই ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে পদমর্যাদা হারিয়ে পতনের শেষ স্তরে নেমে গেছে।

এডম। নিয়ে যাও ওদের।

লীয়ার। শোন কর্ডেলিয়া, আমাদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবার নয়, স্বর্গের দেবতারা প্রসন্ন হবেন আমাদের প্রতি। আমি কি তোমাকে ধরে রেখেছি? যারা তোমাকে ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায় তারা স্বর্গ থেকে একটা মশাল এনে গর্তে আগুন দিয়ে শেয়াল বার করার মত ভয় দেখাচ্ছে আমাদের। চোখ মোছ। আমাদের যারা বন্দী করেছে তাদের সুদিন বেশীদিন থাকবে না। আমাদের চোখ থেকে জল ঝরার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের জীবন ও বিজয়-গৌরব সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা দেখতে চাই ওরা আগে অনাহারে মরুক। এস। (রক্ষীসহ লীয়ার ও কর্ডেলিয়ার প্রস্থান)

এডম। এখানে এস ক্যাপ্টেন, শোন। (একটা কাগজ হাতে দিয়ে) তুমি ওদের সঙ্গে কারাগারে যাও। আমি আগেই তোমার পদোন্নতির ব্যবস্থা

করেছি। এই চিঠির নির্দেশমত যদি কাজ করতে পার তাহলে আরও উন্নতি হবে। মনে রেখো, মানুষ হচ্ছে কালের দাস। সময় অনুসারে কাজ করে যেতে হয়। যে লোক তরবারি বহন করে তার মনটাকে নরম হতে দিলে চলে না। যে বিরাট কাজের ভার তোমার উপর দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন করার কোন অবকাশ নেই। বল, করতে পারবে কি না, অন্যথায় তোমাকে অন্য কোন উপায়ে উন্নতি করতে হবে।

ক্যাপ্টেন। আমি একাজ করব মাননীয় লর্ড।

এডম। যাও এবং করো। করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবে। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। চিঠিতে যেভাবে লেখা আছে ঠিক সেইভাবে করতে হবে।

ক্যাপ্টেন। আমি কোন পশুর মত গাড়ি টানি না অথবা পশুর খাদ্য খাই না। আমি মানুষ; মানুষ যদি একাজ পারে তাহলে আমি তা পারবই।

(প্রস্থান)

বাদ্য। আলবেনি, গণরিল, রিগান ও সৈনিকগণের প্রবেশ

আল। স্যার, আজকের যুদ্ধে তুমি ভাল বীরত্বই দেখিয়েছ এবং ভাগ্যদেবী আজ তোমার উপর সুপ্রসন্ন ছিলেন। আজকের যুদ্ধে যাঁরা তোমার প্রতিপক্ষ ছিলেন তুমি তাঁদের বন্দী করেছ। আমরা তাঁদের তোমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাই এবং তাদের অপরাধ আর আমাদের নিরাপত্তার কথা আত্মনিরপেক্ষ-ভাবে ভেবে তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেই চাই।

এডম। স্যার, আমি বিশেষ প্রহরীদের প্রহরাধীনে কোন কারাগারে রাখা যুক্তিসঙ্গত বলে বৃদ্ধ ও হতভাগ্য রাজাকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। রাজা বৃদ্ধ হলেও তাঁর এখনো শক্তি আছে এবং সেই শক্তির দ্বারা তিনি দেশের সাধারণ জনগণকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করতে ও আমাদের সৈন্যদলকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে পারেন। তাঁর সঙ্গে আমি ফ্রান্সের রাণীকেও কারাগারে পাঠিয়েছি এবং তার পিছনেও আছে ঐ একই যুক্তি। আপনি যেখানে তাঁদের বিচারের ব্যবস্থা করবেন সেখানে তাঁদের আগামীকাল অথবা তারপরে কোন একদিন হাজির করানো হবে। এখন আমি ক্ষতবিক্ষত এবং ঘর্মাক্ত কলেবর। কত বন্ধু তাদের বন্ধুকে হারিয়েছে। এ অবস্থায় নিশ্চিত জয় জেনেও কেউ যুদ্ধ পছন্দ করে না। কর্ডেলিয়া ও তাঁর পিতার ব্যাপারটা পরে অন্যত্র ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে ঠিক করা হবে।

আল। স্যার, একটু ধৈর্য্য ধরে শান্ত হও। এ যুদ্ধে আমি তোমাকে আমার অধীনস্থ প্রজা হিসাবে গণ্য করি, আমার সমকক্ষ কোন সহকর্মী বা আত্মীয় পরিজন বলে মনে করি না।

রিগান। কিন্তু আমরা ওঁকে সেইভাবেই দেখি এবং সম্মান করি। ওঁকে একথা বলার আগে আমাদের সঙ্গে আপনার আলোচনা করা উচিত ছিল।

উনি আমার পক্ষ থেকে আমার কর্তৃত্বের বলে বলীয়ান হয়ে এ যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর এই ঘনিষ্ঠতার বলেই উনি আপনার সহকর্মী বা সমমর্যাদাসম্পন্ন হিসাবে গণ্য হবার উপযুক্ত।

গণ। এত কিছুর দরকার ছিল না; উনি নিজের গুণ ও যোগ্যতার দ্বারাই উচ্চতর পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তোমার দ্বারা প্রদত্ত কোন উপাধি বা সম্মানের কোন প্রয়োজন ছিল না।

রিগান। আমি যে সম্মানে ওঁকে ভূষিত করব তার বলে উনি এখানে উপস্থিত যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমতুল হয়ে উঠতে পারবেন।

গণ। পারতেন যদি উনি তোমার স্বামী হতেন।

রিগান। অনেক সময় মানুষ ঠাট্টা বিদ্রূপ করে যা বলে তা সত্যে পরিণত হয়।

গণ। বাঃ বাঃ, তোমার চোখের মদির কটাক্ষই বলে দিচ্ছে যে তুমি এডমণ্ডকে বিয়ে করতে চলেছ।

রিগান। আমি এখন সুস্থ নই, তা না হলে তোমার কথার উপযুক্ত জবাব দিতে পারতাম। হে সেনানায়ক, তুমি আমারও ভার নাও। আমি আমার জীবনের সবকিছু তোমার উপর ছেড়ে দিলাম। সমস্ত জগৎ দেখুক, আজ হতে সকলের সামনে তোমাকে আমার প্রভু ও স্বামীরূপে বরণ করে নিলাম।

গণ। তুমি ওকে তোমার শয্যাসঙ্গীরূপেও ভোগ করতে চাও নাকি?

আল। তা করা বা না করাটা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

এডম। আপনার ইচ্ছার উপরেও তা নির্ভর করে না মাননীয় লর্ড।

আল। শোন অবৈধ সন্তান কোথাকার, আমার ইচ্ছার উপরে তা নির্ভর করে।

রিগান। (এডমণ্ডের প্রতি) জয়ঢাক বাজাতে বল। সকলে জানুক আজ আমি আমার সমস্ত তোমাকে দান করলাম।

আল। থাম থাম, আমার কথা শোন এডমণ্ড। আমি তোমাকে চরম রাজদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করলাম এবং সেই একই অভিযোগে সাপের মত কুটিল ভণ্ড নারীকেও (গণরিলকে দেখিয়ে) অভিযুক্ত করলাম। আর শোন বোন, আমার স্ত্রীর খাতিরে এডমণ্ডের উপর তোমার প্রেমের দাবির বিরোধিতা করছি। আমার স্ত্রী এর আগেই প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছে এই লর্ডের প্রতি। সেই কারণে আমি তোমার প্রস্তাবিত বিবাহের বিরোধিতা করছি। যদি একান্তই বিবাহ করতে চাও তাহলে আমাকে প্রেম নিবেদন করো। আমার স্ত্রী আগেই ওকে প্রেম নিবেদন করে বসে আছে।

গণ। বাঃ চমৎকার এক মিলনান্ত নাটক।

আল। গ্লসেস্টার তুমি সশস্ত্র; ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করো, এই ঢাকের শব্দ শুনে যদি কেউ তোমার বিশ্বাসঘাতকতা ও রাজদ্রোহিতার প্রমাণ করার জন্য তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে না আসে তাহলে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি (হাতের দস্তানা খুলে) আমি আমার আহার গ্রহণ করার আগেই তা প্রমাণ করব।

রিগান। আমার শরীরটা কেমন করছে ; আমি অসুস্থ অনুভব করছি।

গণ। (স্বগত) যদি সে অসুস্থতা অনুভব না করে তাহলে কোন ওষুধে আর আমি কখনো বিশ্বাস করব না।

এডম। আমিও আপনার প্রতিশ্রুতির উত্তর দান করছি (হাতের দস্তানা খুলে ফেলে) এই পৃথিবীতে যে আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করবে সে যেই হোক না কেন, সে একজন শয়তান। দুন্দুভিনিনাদে আহ্বান করব তাকে, যদি সে আমার সামনে আসতে সাহস করে তাহলে আমি সম্মুখযুদ্ধে আমার সম্মান আমি রক্ষা করব।

আল। একজন রক্ষী এদিকে এস।

এডম। একজন রক্ষী এদিকে এস।

আল। তোমাকে একমাত্র নিজের শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে। কারণ তুমি আমার নামে যে সৈন্যদল সংগ্রহ করেছিলে তারা আমার হুকুমে তোমার প্রভুত্ব হতে মুক্ত হয়েছে।

রিগান। আমার অসুস্থতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

আল। ওঁকে আমার তাঁবুতে নিয়ে যাও। (রিগানকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।)

জনৈক রক্ষীর প্রবেশ

শোন রক্ষী। দুন্দুভি বাজতে থাক—তুমি এটা পাঠ করো।

ক্যাপ্টেন। দুন্দুভি বাজাও। (দুন্দুভিনিনাদ)

রক্ষী। (পড়তে লাগল) সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন যদি কোন ব্যক্তি গ্লসেস্টারের আর্ল এডমণ্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ সমর্থন করেন তাহলে তিনি যেন তিনবার ঢাক বাজার সঙ্গে সঙ্গে এখানে উপস্থিত হন ; কারণ এডমণ্ড আত্মসম্মান রক্ষার জন্য প্রস্তুত। বাজাও।

(প্রথমবার জয়ঢাক বাজল)

রক্ষী। রক্ষী আবার বাজাও। (দ্বিতীয়বার বাজল)

রক্ষী। আবার বাজাও। (তৃতীয়বার বাজল)

তৃতীয়বার ঢাক বাজার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র অবস্থায় এডগারের প্রবেশ

আল। ঢাকের শব্দে কেন উনি এখানে এসেছেন জিজ্ঞাসা করো ওঁকে।

রক্ষী। কে আপনি ? ঢাকের শব্দে কেন আপনি এখানে এসেছেন ?

এডগা। জেনে রাখ, বর্তমানে আমার কোন নাম নেই। চরম বিশ্বাসঘাতকতার তীক্ষ্ণ দন্ত আর দূষিত কীটের দ্বারা আমার জীবনের মান সম্মান সব দুষ্ট ও নষ্ট হয়ে গেছে। তবু যার বিরুদ্ধে আমি লড়াই করতে এসেছি তার মতই আমিও উচ্চবংশীয়।

আল। আমাদের মধ্যে কে আপনার প্রতিপক্ষ ?

এডগা। গ্লসেস্টারের আর্ল এডমণ্ডের প্রতিনিধি কে ?
এডম। সে নিজেই নিজের প্রতিনিধি, কি বলতে চাও তাকে ?
এডগা। তোমার তরবারি বার করো, কারণ আমি যা বলব তোমার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগবে এবং তখন তোমার তরবারিই তোমার আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হবে। এই দেখ আমার তরবারি, আমি একজন বীর নাইট হিসাবে তোমার মত বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত করতে চাই। আমি সততার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে তোমার যৌবন, তোমার শক্তি, সাহস, পদমর্যাদা, তোমার গুণাবলী সবকিছু সত্ত্বেও তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক। তুমি তোমার পিতা, ভ্রাতা ও দেবতাদের প্রতি অবিশ্বস্ত। তুমি মহান রাজা লীয়ারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছ। তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত তুমি বিষাক্ত ব্যাঙের মতই বিশ্বাসঘাতক। যদি তুমি একথা অস্বীকার করো তাহলে আমার এই তরবারি সে অভিযোগ প্রমাণ করে তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এবং প্রমাণ করবে তুমি মিথ্যা কথা বলছ।
এডমণ্ড। আমি যদি সতর্ক হতাম তাহলে আমি তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতাম। কিন্তু তোমার চেহারা কথাবার্তা ও বীরত্ব দেখে তোমাকে উচ্চবংশসম্ভূত বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং আমি যুদ্ধ করব তোমার সঙ্গে। আমার বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ আমি তোমার মাথার উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। যে মিথ্যাকে আমি নরকের মত ঘৃণা করি, যে মিথ্যার আঘাত আমার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারবে না কোনমতে, সেই মিথ্যার অভিযোগে তোমার অন্তরকে অভিযুক্ত ও কলুষিত করছি আমি। আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব যাতে সমস্ত অভিযোগ ও মিথ্যাভাষণ স্তব্ধ হয়ে যাবে চিরতরে।
(দুন্দুভিনিনাদ, ঘণ্টাধ্বনি, উভয়ের যুদ্ধ ও এডমণ্ডের পতন)
আল। ওকে রক্ষা করো, বাঁচাও।
গণ। এর মধ্যে এক বিরাট চাতুরি আছে গ্লসেস্টার। যুদ্ধের প্রচলিত রীতি-অনুসারে কোন অপরিচিত ও অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তুমি বাধ্য নও। তুমি পরাজিত নও, প্রতারিত, ছলনাবিদ্ধ।
আল। থাম নারী, তা না হলে এই চিঠিই তোমাকে থামিয়ে দেবে। স্যার, ধরো এই চিঠি। সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য ব্যক্তি তুমি, তোমার পাপকর্মের কথা নিজে পড়। শোন নারী। এ চিঠি ছেঁড়ার চেষ্টা করো না। আমি জানি এ চিঠির কথা তুমি সব জান।

(এডমণ্ডকে চিঠি দিল)

গণ। আমার চিঠি আমি যদি ছিঁড়ি, কে আমাকে আটকাতে পারে, কে কি করতে পারে? (প্রস্থান)
আল। কী সাংঘাতিক ! এ চিঠি কার জান ?
এডম। আমি যা জানি সেকথা জিজ্ঞাসা করবেন না।

আল। ওকে অনুসরণ করো। হতাশার আঘাতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ও। ওকে সংযত করো।

এডম। যে পাপকাজের অভিযোগে আমায় অভিযুক্ত করছেন সে পাপকাজ আমি করেছি। আমি আরো অনেককিছু করেছি। কালক্রমে তা সব প্রকাশ পাবে। সে সব অতীতের ব্যাপার, প্রতিকারের অতীত। কিন্তু কে তুমি, আমার পতন ঘটালে ? যদি তুমি উচ্চবংশীয় হও তাহলে তোমায় ক্ষমা করব।

এডগা। প্রতিদানে আমি তোমায় ক্ষমা করলাম। জন্মের দিক থেকে আমি তোমায় থেকে কোনক্রমেই নীচ নই এডমণ্ড। যদি আমি তোমার থেকে উচ্চ-বংশের লোক হই তাহলে আমার প্রতি যে অন্যায় তুমি করেছ সে অন্যায় আরো বেশী দুঃসহ ঠেকবে তোমার কাছে। আমর নাম এডগার এবং আমি তোমার পিতার পুত্র। দেবতারা ঠিকই বিচার করে থাকেন। আত্মসুখের জন্য যে অন্যায় আমরা করে থাকি সেই অন্যায়কে আমাদের উপর আরোপিত শাস্তির উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেন ঈশ্বর। কোন অন্ধকার গোপন স্থানে অবৈধভাবে তোমাকে জন্মদান করে আমাদের পিতা যে পাপ করেছিলেন সেই পাপের শাস্তিস্বরূপই তাঁকে তাঁর চোখ হারাতে হয়েছে।

এডম। তুমি ঠিকই বলেছ। ভাগ্যের চক্র পূর্ণ একটিবার আবর্তন করে আমাকে এই অবস্থায় এনে ফেলেছে।

আল। তোমাকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তুমি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। এস ভাই আলিঙ্গন করি। তোমাকে বা তোমার পিতাকে যদি কখনো ঘৃণা করে থাকি তাহলে দুঃখে বিদীর্ণ হয় যেন আমার অন্তর।

এডগা। হে সুযোগ্য রাজকুমার, আমি তা জানি।

আল। এতদিন কোথায় আত্মগোপন করে ছিলে ? তোমার পিতার এই দুঃখকষ্টের কথা কিভাবে জানতে পারলে ?

এডগা। তাঁর সেবা করতে গিয়ে জানলাম। একটা ছোট্ট গল্প শুনুন। গল্পটা শেষ হলে অন্তরটা আমার ফেটে পড়বে দুঃখে। আমার প্রাণদণ্ড ঘোষিত হবার পর আমি পালিয়ে বেড়াই ; হায় মৃত্যুর কি ভয়! মানুষ দীর্ঘদিন ধরে তিল তিল করে মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে যায়, তবু একেবারে মরতে ভয় পায়। সেই মৃত্যুর ভয়ে আমি এমন পাগলের মত ছেড়াখোঁড়া পোষাক পরেছিলাম যা কুকুরেও ঘৃণা করে। এই অবস্থায় আমি হঠাৎ আমার পিতার দেখা পাই। তখন তিনি সবেমাত্র চোখ হারিয়েছেন, তাঁর চোখের শূন্য কোটর হতে রক্ত ঝরছে। আমি তখন থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলতে লাগলাম, তাঁর জন্য ভিক্ষা করতে লাগলাম। একে একে তাঁকে সেই নিবিড় হতাশা থেকে উদ্ধার করলাম। অবশ্য আমার একটা দোষ হয়েছিল, আমি তাঁর কাছে কিছু আগে পর্যন্ত আমার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করিনি। আধ ঘণ্টা আগে আমি যখন অস্ত্র ধারণ করি, জয়ের আশা আমার মনে থাকলেও সন্দেহ ছিল এবং তাঁর কাছে

আশীর্বাদ ভিক্ষা করি, তখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সব কথা খুলে বলি। একথা শোনার পর আনন্দ ও বেদনার যে মিশ্র অনুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে তাঁর অন্তরে তাঁর ভগ্ন দুর্বল হৃদয় তা সহ্য করতে পারল না এবং ফলে অবশেষে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন তিনি।

এডম। তোমার কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়েছি আমি এবং আমার মনে হয় এতে আমার মঙ্গল হবে। কিন্তু তুমি আরো কি বলতে যাচ্ছিলে বল।

আল। তোমার কাহিনীর মধ্যে যদি এর থেকে দুঃখের কিছু থাকে তাহলে সে কথা আর বলো না। তোমার কথা শুনে এরই মধ্যে দুঃখে বিচলিত হয়ে পড়েছে আমার অন্তর।

এডগা। যারা দুঃখের কাহিনী ভালবাসে না তারা চাইবে এইখানেই শেষ হোক এ কাহিনী। কিন্তু আর একটা ঘটনা আছে যা আগেকার ঘটনার সম্পূরক হলেও দুঃখের সব সীমা ছাড়িয়ে যাবে। ঘোষিত অপরাধী হিসাবে আমাকে যখন ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ একসময়ে একজন লোক এসে আমার সে দুরবস্থা দেখে ঘৃণায় আমাকে ত্যাগ করে চলে গেল। কিন্তু পরে যখন জানতে পারল আমি কে এবং কী পরিমাণ দুঃখকষ্ট সহ্য করছি তখন সে আমায় অস্ত্র দান করে বজ্রগর্জনে চিৎকার করে আমায় সাহস দিল এবং আমার পিতাকে আলিঙ্গন করে রাজা লীয়ারের সব কাহিনী ব্যক্ত করল। তাঁর নিজের ও লীয়ারের সে কাহিনী এমনই করুণ যে সে কাহিনী কেউ কখনো জগতে শোনেনি। সে কাহিনী বলার সময় দুঃখের প্রবলতায় কণ্ঠ তাঁর এমনভাবে রুদ্ধ হয়ে আসছিল যে মনে হচ্ছিল তাঁর জীবনই বার হয়ে যাবে। এমন সময় দামামা বেজে ওঠায় আমি তাঁকে অচেতন অবস্থায় ফেলে রেখে চলে আসতে বাধ্য হই।

আল। কিন্তু কে তিনি?

এডগা। কেণ্ট স্যার, উনি হচ্ছেন নির্বাসিত কেণ্ট, রাজা লীয়ার যাঁর সঙ্গে শত্রুতা করলেও যিনি রাজাকে ছদ্মবেশে অনুসরণ করে অকাতরে এমন সেবা দান করে যা কোন ক্রীতদাসের পক্ষেও সম্ভব নয়।

রক্তাক্ত ছুরিকাহাতে জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। ওগো কে আছ বাঁচাও, বাঁচাও।

এডগা। কি ধরনের সাহায্য চাও?

আল। বল, কি হয়েছে?

এডগা। এই রক্তাক্ত ছুরিটার অর্থ কি?

ভৃত্য। এ ছুরিতে যে রক্ত লেগে রয়েছে তা এখনো টাটকা। এ রক্ত তাঁর হৃৎপিণ্ড থেকে আসে বেরিয়ে—ওঃ তিনি এখন মৃত।

আল। কে মৃত, বল।

ভৃত্য। আপনার স্ত্রী স্যার। তাঁর দেওয়া বিষ খেয়ে তাঁর বোনও প্রাণ-

ত্যাগ করেছেন। এ কথা তিনি নিজ মুখে স্বীকার করেছেন।

এডম। আমি তাদের তুজনকেই বিয়ে করব শপথ করে বলেছিলাম। এবার আমাদের তিন জনেরই বিয়ে হবে।

এডগা। এখানে কেণ্ট আসছেন।

আল। জীবিত বা মৃত যাই হোক ওদের এখানে নিয়ে এস। লোক সাধারণতঃ ভয় করলেও ঈশ্বরের এই বিধানে তুঃখের কিছু নেই।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

কেণ্টের প্রবেশ

ইনি কি সেই? উনি এমনই সদাশয় ব্যক্তি যে কিভাবে ওঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করব তা খুঁজে পাচ্ছি না।

কেণ্ট। আমি এখানে এসেছি রাজাকে বিদায় জানাতে। তিনি কি এখানে নেই?

আল। আমরা একটা জিনিস ভুলে গেছি! এডমণ্ড, রাজা কোথায়, কর্ডেলিয়াই বা কোথায় তা জান? (রিগান ও গণরিলের মৃতদেহ আনা হলো) কেণ্ট, দেখছেন এ দৃশ্য?

কেণ্ট। কেমন করে এ ঘটনা ঘটল?

এডমণ্ড। এডমণ্ডকে ওরা ভালবাসত। আমারই জন্য একজন আর একজনকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে।

আল। ব্যাপারটা তাই। ওদের মুখগুলো ঢেকে দাও।

এডমণ্ড। আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমার তুষ্ট প্রকৃতি সত্ত্বেও একটা ভাল কাজ করে যেতে চাই। এখনি একটা লোককে প্রাসাদ-তুর্গে পাঠিয়ে দাও। কারণ লীয়ার ও কর্ডেলিয়াকে হত্যা করার আদেশনামা দিয়ে একজন লোককে আগেই আমি পাঠিয়েছি সেখানে। না, এখনো সময় আছে, লোক পাঠাও।

আল। যাও যাও, ছুটে যাও।

এডগা। কাকে পাঠিয়েছ? তোমার পরিচয়চিহ্ন যাও।

এডম। ভাল কথা, এই নাও আমার তরবারি। ক্যাপ্টেনকে দেখাবে।

আল। প্রাণপণ গতিতে ছুটে যাও। (এডগারের প্রস্থান)

এডম। আমার ও আপনার স্ত্রীর পক্ষ থেকে তাকে বিশেষভাবে ভার দেওয়া হয়েছে সে যেন কারাগারে কর্ডেলিয়াকে ফাঁসি দেয় এবং বাইরে এই কথা ঘোষণা করে যে কর্ডেলিয়া তুঃখে ও হতাশায় আত্মহত্যা করেছে।

আল। ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করুন। এডমণ্ডকে সরিয়ে নিয়ে যাও কিছুক্ষণের জন্য।

মৃত কর্ডেলিয়াকে কোলে করে লীয়ার, এডগার, ক্যাপ্টেন ও অন্যান্যদের প্রবেশ।

লীয়ার। চিৎকার করো। ও, তোমরা পাথরের তৈরি মানুষ! তোমাদের মত আমার যদি জিব থাকত তাহলে আমি এমন জোরে চিৎকার করতাম যাতে সারা আকাশটা ফেটে যেত। সে চিরদিনের মত চলে গেছে। কে

মৃত কে জীবিত তা আমি ভালভাবেই দেখে বুঝতে পারছি। সে এখন অসাড় মাটির মতই প্রাণহীন। আমাকে একটা আয়না দাও, যদি তার নিঃশ্বাসে আয়নার কাঁচটা অস্বচ্ছ হয়ে যায় তাহলে বুঝব সে এখনো জীবিত।

কেণ্ট। এই কি আমাদের সকলের প্রত্যাশিত পরিণতি ?

এডগা। অথবা সেই ভয়াবহ পরিণতির মূর্ত প্রতীক ?

আল। হে ঈশ্বর, এই মুহূর্তে তোমার সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি ধ্বংস করে দাও।

লীয়ার। তার পোষাকের এই আঁচলটা নড়ছে। যদি তাই হয় তাহলে সে বেঁচে আছে। তা যদি হয় তাহলে আজ পর্যন্ত যত দুঃখকষ্ট সহ্য করেছি তা সব দূর হয়ে যাবে।

কেণ্ট। হে আমার প্রভু! (নতজানু হলো)

লীয়ার। আমার অনুরোধ, তুমি চলে যাও এখান থেকে।

এডগা। ইনি আপনার বন্ধু কেণ্ট।

লীয়ার। মহামারি নেমে আসুক তোমার উপর। তোমরা সবাই হত্যাকারী এবং বিশ্বাসঘাতক। আমি তাকে বাঁচাতে পারতাম, কিন্তু সে চিরতরে চলে গেছে। কর্ডেলিয়া, কর্ডেলিয়া, একটু দাঁড়াও। হা! কি বলছ তুমি ? তার কণ্ঠটা ছিল মেদুর, বড় শান্ত, রমণীর মধ্যে এ কণ্ঠ বড় মধুর বলে মনে হয়। যে শয়তানটা তোমায় ফাঁসি দিয়েছিল আমি তাকে হত্যা করেছি।

ক্যাপ্টেন। মাননীয় লর্ডগণ, সত্যই উনি তাকে হত্যা করেছেন।

লীয়ার। বল ত আমি তাকে হত্যা করিনি ? এমন একদিন আমার গেছে যখন আমার এই তীক্ষ্ণ ধারাল তরবারির দ্বারা তার মত কত মানুষকে নাচিয়েছি। আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি। তবু সেই সব অবাঞ্ছিত ঘটনা জ্বালাতন করছে আমায়।—তোমরা কারা ? চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। আমি তোমাদের সবকিছু সরাসরি বলব।

কেণ্ট। সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন দুজন ব্যক্তির জন্য ভাগ্যদেবী যত গর্ব অনুভব করতে পারেন যাদের তিনি প্রথমে ভালবাসার পর পরে ঘৃণা করতে পারেন তাহলে ইনি তাদের একজন।

লীয়ার। আমার চোখের দৃষ্টি তেমন তীক্ষ্ণ নেই। তুমি কেণ্ট নও ?

কেণ্ট। আমি সেই লোক, আপনার অনুগত ভৃত্য। কিন্তু ডিউক, কেণ্ট কোথায় ?

লীয়ার। লোকটা ভালই ছিল, আমি তা বলতে পারি। লোকটা তরবারি দিয়ে শীঘ্রই আঘাত করবে। লোকটা পড়ে গেছে।

কেণ্ট। সে এখনো মরেনি। আমিই সেই লোক।

লীয়ার। আমি তাকে এখনি দেখতে চাই।

কেণ্ট। আমিই সেই লোক যে আপনার ভাগ্যপতনের শুরু থেকে আপনার প্রতিটি দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে অনুসরণ করে আসছে আপনাকে।

লীয়ার। তোমাকে স্বাগত জানাই এখানে।

কেণ্ট। না আমি স্বাগত নই, কেউ না, এটা এখন সীমাহীন দুঃখ বিষাদ আর মৃত্যুর রাজ্য। আমার দুই কন্যা এখন মৃত, কোন আশা নেই তাদের।

লীয়ার। হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

আল। উনি কি বলছেন তা নিজেই উনি জানেন না। ওঁকে এখন আমাদের কোন কথা জানানো বৃথা।

এডগা। সম্পূর্ণ বৃথা।

জনৈক ক্যাপ্টেনের প্রবেশ

ক্যাপ্টেন। মাননীয় লর্ড, এডমণ্ড মৃত।

আল। এখানে এ ঘটনা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। মাননীয় লর্ডগণ ও বন্ধুগণ, আমার অভিলাষের কথা শুনুন। এই বৃদ্ধ বিপর্যস্ত ব্যক্তিকে যতখানি সম্ভব সান্ত্বনা দান করতে হবে। আমার পক্ষ থেকে এই কথা জানাই যে আমি পদত্যাগ করে এই বৃদ্ধ রাজাকে আমার সমস্ত রাজক্ষমতা দান করব এবং উনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন উনিই রাজা থাকবেন। (এডগার ও কেণ্টের প্রতি) আপনারা দুজনেই আপনাদের হারানো রাজ্যে অধিষ্ঠিত হবেন এবং আপনাদের আরো অনেক সুযোগ সুবিধা দান করা হবে। আমাদের বন্ধুরা আপন আপন গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা পাবে যথাযোগ্য শাস্তি। দেখ দেখ।

লীয়ার। হতভাগিনী কর্ডেলিয়াকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে মারা হলো। না না তার মধ্যে প্রাণ নেই। একটা সামান্য কুকুর, ঘোড়া বা ইঁদুরেরও জীবন আছে, আর তোমার জীবন নেই! সে জীবন আর কখনো ফিরে পাবে না? কখনো না? একবার তোমার অধরোষ্ঠ উন্মুক্ত করো, কথা বল। কী দেখছ স্যার? তার ঠোঁটের দিকে দেখ। দেখ দেখ এডগার। (মৃত্যু)

এডগার। উনি মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন।

কেণ্ট। হে আমার অন্তর, ফেটে পড়। আমার অনুরোধ, ফেটে পড়।

এডগা। হে আমার প্রভু, চোখ মেলে তাকান একবার।

কেণ্ট। ওঁর আত্মাকে আর কষ্ট দিও না। ওঁকে মরতে দাও। যে লোক ওঁর জীবনকে এই দুঃখময় জগতে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করবে ওঁর আত্মা তাকে ঘৃণা করবে।

এডগা। উনি এ জগৎ থেকে চলে গেছেন।

কেণ্ট। আশ্চর্যের কথা এই যে উনি এতদিন কি করে বেঁচে ছিলেন। মনে হচ্ছিল উনি যেন অন্যায়ভাবে জীবনকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন।

আল। এইসব মৃতদেহগুলি এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখ এখন জাতীয় শোকে পরিণত। (এডগার ও কেণ্টকে) হে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদ্বয়, তোমরা এখন এ রাজ্য শাসন করো এবং এই রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত রাজ্যের সব সমস্যার সমাধান করো।

কেণ্ট। স্যার, শীঘ্রই আমাকে যাত্রা শুরু করতে হবে। আমার প্রভু আমাকে ডাকছেন। আমি তাঁর আদেশে সাড়া না দিয়ে পারি না।

এডগা। সেই শোকদুঃখের অমিত বোঝাভার অবশ্যই বহন করতে হবে আমাদের। এখন অন্তরে যা অনুভব করছি সেই অনুভূত সত্যের কথাই ব্যক্ত করা উচিত অকপটে ; কি বলা উচিত বা অনুচিত তা এখন দেখতে হবে না। বৃদ্ধরা অনেক দুঃখ সহ্য করেছেন। কিন্তু তাঁরা জীবনে প্রচুর অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। আমরা যারা বয়সে নবীন তারা এত অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারব না আর এতদিন ধরে তাঁদের মত বাঁচবও না।

(শবযাত্রাসহ সকলের প্রস্থান)

টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস

নাটকের চরিত্র

স্যাটারনিনাস। পূর্ববর্তী রোম সম্রাটের পুত্র ও পরে সম্রাট

ব্যাসিয়ানাস। স্যাটারনিনাসের ভাই

টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস। জনৈক মহান রোমবাসী

মার্কাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস। জনগণের ট্রিবিউন ও টিটাসের ভাই

লুসিয়াস
কুইন্টাস
মিউতিয়াস
মার্তিয়াস — টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাসের পুত্রগণ

তরুণ লুসিয়াস। লুসিয়াসের পুত্র

পাবলিয়াস। মার্কাসের পুত্র

সেম্প্রনিয়াস
কায়াস
ভ্যালেন্টাইন — টিটাসের আত্মীয়গণ

এমিলিয়াস। জনৈক মহান রোমবাসী

এ্যালার্বাস
দিমেত্রিয়াস
শিরণ — তামোরার পুত্রগণ

এ্যারণ। জনৈক আফ্রিকাবাসী ও তামোরার প্রেমিক

জনৈক ক্যাপ্টেন

জনৈক দূত

জনৈক ভাঁড়

তামোরা। গথ জাতির রাণী

ল্যাভিনিয়া। টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাসের কন্যা

জনৈক ধাত্রী ও এক কৃষ্ণকায় সন্তান

গথ ও রোমের অধিবাসীবৃন্দ, সিনেট সদস্যগণ, ট্রিবিউনগণ, সৈনিকগণ ও অনুচরবর্গ

ঘটনাস্থল : রোম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম। পরিষদভবনের সম্মুখস্থ স্থান।

বাদ্য। চৌদলবাহিত অবস্থায় ট্রিবিউন ও সিনেট সদস্যগণের প্রবেশ ও নিচে স্যাটারনিনাস ও তার অনুচরবর্গ এবং অন্য দরজা দিয়ে ব্যাসিয়ানাস ও তার অনুচরবর্গের প্রবেশ

স্যাটার। হে মহান পৌরপিতাগণ ও আমার সমর্থকবৃন্দ, আমার এই

ন্যায়সঙ্গত সমরোদ্যমে আপনারা আমার সহায়তা করুন। হে আমার স্বদেশবাসী ও প্রিয় অনুচরবর্গ, সিংহাসনের উপর আমার অধিকারকে তরবারির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করুন। শেষ রোমসম্রাটের আমি প্রথমজাত সন্তান। আমার পিতার সম্মান যেন আমার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে পূর্ণ মর্যাদায় এবং তাঁর পুত্ররূপে আমায় যেন কোন অপমান বা অমর্যাদা সহ্য করতে না হয়।

ব্যাসি। হে রোমবাসীগণ, বন্ধুগণ, আমার অনুচর ও সমর্থকবৃন্দ, আমি সীজারের পুত্র ব্যাসিয়ানাস রোমের রাজ্যশাসনক্ষমতার সঙ্গে বংশানুক্রমে জড়িত আছি। সুতরাং আমার সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পথকে সুগম করে দাও। প্রকৃত নির্বাচনের দ্বারা প্রকৃত যোগ্য লোককে নির্বাচিত করে দেখ ন্যায় ধর্ম সত্য প্রভৃতি সদগুণগুলিকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা। হে রোমবাসীগণ, এই নির্বাচনের মাধ্যমে স্বাধীনতার প্রতি তোমাদের সংগ্রাম-প্রবণতার সার্থক পরিচয় দাও।

রাজমুকুটহাতে চৌদলবাহিত অবস্থায় ট্রিবিউন মার্কাস এ্যাণ্ড্রোনিকাসের প্রবেশ

মার্কাস। হে রাজপুরুষগণ, আজ যাঁরা অন্তর্দলীয় বিবাদ ও উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হয়ে রোমের শাসনক্ষমতা ও সাম্রাজ্যলাভের জন্য চেষ্টা করছেন তাঁরা জেনে রাখবেন, রোমের জনগণ সর্বসম্মতিক্রমে টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাসকে তাঁর গুণাবলীর জন্য সাম্রাজ্যের শাসকরূপে নির্বাচিত করেছেন। তিনি শুধু মানুষ হিসাবেই মহৎ নন, যোদ্ধা হিসাবেও বীর। তিনি বর্তমানে কার্যব্যপদেশে রাজ্যের বাইরে থাকার জন্য সিনেট তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বর্বর গথ জাতিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে আজ তিনি ক্লান্ত। তিনি ও তাঁর উপযুক্ত পুত্ররা শত্রুদের পক্ষে সত্যই ভীতিপ্রদ। দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে তিনি এই যুদ্ধের কাজে সতত নিযুক্ত আছেন এবং সমগ্র জাতিকে তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছেন। এইভাবে তিনি গর্বের সঙ্গে রোমের স্বার্থ ও সম্মানরক্ষার জন্য সংগ্রাম করে আসছেন। পাঁচ পাঁচবার তিনি ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে এসেছেন, ফিরে এসেছেন শবাধারে মৃত পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে। আজ তিনি এ্যাণ্ড্রোনিসির স্মৃতিস্তম্ভের সামনে গথদের সবচেয়ে বড়দরের এক বন্দীকে হত্যা করে রোমের পথে রওনা হন। আজ এ্যাণ্ড্রোনিকাস টিটাস উপাধিতে ভূষিত তাঁর অতুলনীয় কৃতিত্বের জন্য। সিনেটের পূর্ণ অধিকার দিয়ে তাঁর মত যোগ্য লোককে শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁকে অনুনয় বিনয় করে। সুতরাং আজ যারা সম্রাটপদপ্রার্থীরূপে জনগণের সামনে উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা সে দাবি প্রত্যাহার করুন শান্তিপূর্ণভাবে এবং আপনাদের আপন আপন সেনাদলকে চলে যেতে বলুন।

স্যাটার। বাঃ, আমার উত্তপ্ত চিন্তাকে শান্ত ও শীতল করার জন্য মাননীয় ট্রিবিউন বেশ কথা বললেন।

ব্যাসি। মার্কাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস, আপনার মানসিক সমুন্নতি ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং আপনার ভ্রাতা টিটাসকেও

সম্মান করি। আপনাদের ও রোমের এক অমূল্য অলঙ্কারস্বরূপ সুন্দরী ল্যাভিনিয়া যার কথা মনে করার সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল উদ্ধত চিন্তা শান্ত হয়ে যায় মুহূর্তে, তার খাতিরে আমি আমার দাবি প্রত্যাহার করে আমার সৈন্যদের ও অনুচরবর্গকে শান্তিপূর্ণভাবে সরে যেতে বলছি। আমি আমার ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের মানদণ্ডে পরীক্ষিত হবার জন্য ছেড়ে দিতে চাই।

(ব্যাসিয়ানাসের সেনাদলের প্রস্থান)

স্যাটার। বন্ধুগণ, আজ যাঁরা আমার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে সমবেত হয়েছিলেন আমি তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং এখন তাঁদের দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে চলে যেতে অনুরোধ করছি। এখন আমি দেশের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করলাম। (স্যাটার্নিনাসের সেনাদলের প্রস্থান) হে রোম, তুমি আমার উপর সদয় হও। তোমার দ্বার উন্মুক্ত করো আমার সামনে।

ব্যাসি। ট্রিবিউনদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনই আমি পেরে উঠব না ; (বাদ্য : তাঁরা সকলেই পরিষদভবনে প্রবেশ করলেন)

জনৈক ক্যাপ্টেনের প্রবেশ

ক্যাপ্টেন। হে রোমবাসীগণ, সরে যাও, পথ করে দাও, বিবিধ সদগুণের মূর্ত প্রতীক সদাশয় এ্যাণ্ড্রোনিকাস আমাদের শত্রুগণকে তাঁর অব্যর্থ তরবারির দ্বারা পর্যুদস্ত ও আমাদের অধীনস্থ করে যুদ্ধক্ষেত্র হতে এক গৌরবময় সাফল্য অর্জন করে ফিরে আসছেন।

জয়ভেরী ও তূর্যধ্বনি। টিটাসের দুই পুত্র মার্তিয়াস ও মিউতিয়াসের প্রবেশ ; তারপর কৃষ্ণ বস্ত্রাবৃত এক শবাধার হাতে দুইজন বাহকের প্রবেশ ; তারপর টিটাসের অপর দুইজন পুত্র লুসিয়াস ও কুইন্টাসের প্রবেশ ; তারপর গথদের রাণী তামোরা ও তাঁর তিন পুত্র এ্যালার্বাস, দিমেত্রিয়াস, শিরণ ও মুর এ্যারনের প্রবেশ। তারপর শবাধারটি ভূমিপরে স্থাপিত হলে টিটাস তাঁর ভাষণ শুরু করলেন।

টিটাস। হে বিজয়ী রোম, অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। কোন শূন্য জাহাজ যেমন বিদেশ হতে পণ্যদ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত হয়ে আবার তার দেশের উপকূলে ফিরে আসে তেমনি এ্যাণ্ড্রোনিকাসও তার বক্ষে বিজয়গৌরব আর চোক্ষে অমিত আনন্দাশ্রু নিয়ে ফিরে এসেছে তার দেশমাতৃকার চরণ বন্দনা করার জন্য। এই রাজ্যের শান্তিরক্ষককারীগণ, আমাদের দেশের আহত ও নিহত বীরদের জন্য উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে অনুষ্ঠানকার্যের জন্য প্রস্তুত হও। যাঁরা এখনো কোন প্রকারে জীবিত আছেন তাঁদের পুরস্কৃত করতে হবে আর যাঁরা দেশের জন্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তাঁদের পূর্বপুরুষদের সমাধিপাশে তাঁদের অস্থিশয্যানে সমাহিত করতে হবে। আর বিলম্ব করছ কেন ? সমাধিমন্দির

উন্মুক্ত করে ওদের সমাহিত করো। নীরব অভিবাদনের দ্বারা ওদের সম্মানিত করো। হে সমাধিগহ্বর, তুমি নীরবে আমার যে সব পুত্র বা আনন্দের ধনকে গ্রাস করেছ, তাদের আর কোনদিন তুমি ফিরিয়ে দেবে না।

লুসি। আপনি আমাদের হাতে গথদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গর্বোদ্ধত বন্দীকে অর্পণ করুন যাতে আমরা মৃত্তিকাগর্ভের চির অন্ধকার কারাগারের মধ্যে তার দেহের অস্থি মাংসকে সমাহিত করতে পারি যাতে তার গর্বাতিশয্যের দ্বারা ভবিষ্যতে আমরা বিস্মিত না হই এবং যাতে এই সব মৃত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মারা অতৃপ্ত না রয়ে যায়।

টিটাস। আমি একে দান করলাম তোমাদের হাতে।—এ হচ্ছে এই দুর্দশা-গ্রস্ত রাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সর্বাপেক্ষা অভিজাতবংশীয়।

তামোরা। থাম, থাম হে আমার ভ্রাতৃপ্রতিম রোমবাসীগণ, হে বিজয়ী বীর টিটাস. স্বীয় পুত্রের জন্য মাতার এই নীরব অশ্রুপাতের কথা একবার বিবেচনা করে দেখুন। যদি আপনার পুত্রগণ আপনার নিকট প্রিয় হয় তাহলে আমার পুত্রগণই বা আমার নিকট প্রিয় হবে না কেন? এই যে আমরা পরাধীন বিজিত বন্দীরূপে রোমে আনীত হয়ে আপনাদের বিজয়গৌরবের শোভা বর্ধন করছি এটাই কি যথেষ্ট নয়? তাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য তাদের হত্যা করা হবে রোমের রাজপথে? যদি রাজা ও রাজ্যের জনসাধারণের জন্য যুদ্ধ করাটা অধর্মাচরণের পরিচায়ক হয় তাহলে এরাও তোমাদের মতই অধর্মাচারী। এ্যাণ্ড্রোনিকাস, এই সব সমাধিগহ্বরের পবিত্রতাকে রক্ত দ্বারা কলঙ্কিত করবেন না। যদি আপনি গুণে দেবতাদের সমপর্যায়ে উন্নীত হতে চান তাহলে দয়া করুন। দয়া বা করুণাই মহত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান। অতএব হে মহান টিটাস, আমার জ্যেষ্ঠ সন্তানকে অব্যাহতি দিন।

টিটাস। ধৈর্য ধরুন হে নারী এবং আমাকে ক্ষমা করুন। এই সব আহত ও নিহত ব্যক্তিরা রোমবাসীদের ভাই যাদের গথরা আঘাত করেছে। তাদের প্রিয় ভাইদের এই শোচনীয় পরিণতির জন্য রোমবাসীরা স্বভাবতই এক ধর্মীয় উৎসর্গ দাবি করছে আপনাদের পক্ষ থেকে। আর সেই উৎসর্গরূপে চিহ্নিত হয়েছে আপনার পুত্র। সুতরাং মৃত ব্যক্তিদের প্রেতচ্ছায়াদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাকে প্রাণ দান করতেই হবে)

লুসি। তাকে নিয়ে যাও এখান থেকে। এক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করো। তারপর তার দেহটাকে তরবারির দ্বারা বিদ্ধ করে জলন্ত কাঠের উপর তুলে ধর। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কঙ্কাল হতে একে একে সমস্ত মাংস খসে না যায় ততক্ষণ সেইভাবে ধরে থাকবে তাকে।

(এ্যালার্বাসসহ টিটাসের পুত্রগণের প্রস্থান)

দিমে। ও, কী অধর্মীয় নিষ্ঠুর কাজ!

শিরণ। স্কাইথিয়ার লোকেরা এর অর্ধেক বর্বরও ছিল না।

দিয়ে। আর রোমের উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্য স্কাইথিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না। এ্যালার্বাস চিরবিশ্রাম লাভ করতে গেছে আর আমরা বারবার টিটাসের ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটিক্ষেপে ভীত ও কম্পিত হবার জন্য বেঁচে রইলাম। সুতরাং হে রাণী, অন্তরে আশা পোষণ করে বাঁচার সংকল্প করুন। মনে রাখবেন যে দেবতারা একদিন ট্রয়ের রাণীকে প্রতিশোধ গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ দান করেছিলেন সেই দেবতারাই একদিন গথদের রাণী তামোরাকেও সুযোগ দান করবেন।

রক্তাক্ত তরবারিহাতে লুসিয়াস, কুইন্টাস, মার্তিয়াস ও মিউতিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

লুসি। দেখুন হে লর্ডগণ, দেখুন হে পিতা, দেখুন কিভাবে আমরা রোমের প্রথাগত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছি। এ্যালার্বাসের সমস্ত দেহমাংস তার কঙ্কাল হতে বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত হয়ে পড়েছে সর্বতোভাবে; তার আন্তরযন্ত্রীয় সব নাড়ীভুঁড়ী এখন লেলিহান পাবকশিখাকে পরিতৃপ্ত করছে। তার দগ্ধপ্রায় দেহমাংসনির্গত গন্ধযুক্ত ধূম সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ার মত ঊর্ধ্বশ্বাসী হয়ে পরিক্রমা করছে রোমের আকাশ বাতাসকে। আর সঙ্গে সঙ্গে রোমের বীর সন্তানদের স্বদেশে আহ্বান করে এই আশ্বাস দিচ্ছে যে দুষ্ট এ্যালার্বাসের দ্বারা তাদের জীবন আর কখনো বিঘ্নিত হবে না কোনভাবে।

টিটাস। তাই হোক। এখন এ্যাণ্ড্রোনিকাস মৃতদের বিদায় দিক। (বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে শবাধারগুলি সমাধিগহ্বরের মধ্যে অবনমিত করা হলো) হে আমার প্রিয়তম পুত্রগণ, এক পরিপূর্ণ শান্তি ও সম্মানের সঙ্গে তোমরা এখানে অন্তিম শয়ানে শায়িত হও। এখানে কোন পার্থিব দুর্ঘটনার আঘাত নেই, কোন বিশ্বাসঘাতকতা বা হিংসার বিষবাষ্প নেই, কোন ঝড়ঝঞ্ঝার প্রকোপ নেই। এখানে আছে শুধু নীরবতা আর অনন্ত নিদ্রা। অবিমিশ্র শান্তি আর সম্মানের সঙ্গে চিরনিদ্রায় শায়িত থাক হে আমার পুত্রগণ।

ল্যাভিনিয়ার প্রবেশ

ল্যাভিনিয়া। শান্তি ও সম্মানের সঙ্গে দীর্ঘ দিন রাজত্ব করুন লর্ড টিটাস। হে মহান লর্ড এবং আমার পিতা, আপনি অক্ষয় যশের অধিকারী হোন। আমার অশ্রুর অবারিত নদী এই সমাধির উপর প্রবাহিত হোক যে সমাধিতে শায়িত আছে আমার দেশের ভাইগণ। আর আমি তোমার পদতলে নতজানু হয়ে তোমার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য আনন্দাশ্রু বর্ষণ করছি ভূমিতলে। তোমার বিজয়গৌরবমণ্ডিত হস্ত প্রসারিত করে আমাকে আশীর্বাদ করো পিতা।

টিটাস। এই বিজয়ানন্দ উপভোগ করার জন্য দয়াপরবশ হয়ে রোম আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি আশীর্বাদ করি তুমি যেন তোমার পিতার থেকেও দীর্ঘজীবী ও যশস্বী হও, তোমার গুণরাজী সুদীর্ঘকাল ধরে প্রশংসিত হোক লোকের মুখে।

উপরে সেনেটরবৃন্দ মার্কাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস প্রমুখ ট্রিবিউনগণ ও নিচে স্যাটারনিনাস, ব্যাসিয়ানাস ও অনুচরবর্গের পুনঃপ্রবেশ

মার্কাস। রোমের বিজয়ী বীর ও আমার প্রিয়তম ভ্রাতা টিটাস দীর্ঘজীবী হোন।

টিটাস। ধন্যবাদ হে মহান ট্রিবিউন ও আমার ভ্রাতা।

মার্কাস। যুদ্ধপ্রত্যাবৃত্ত জীবিত অথবা মৃত হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, তোমরা সকলেই সমান সৌভাগ্যবান। তবে যারা দেশের জন্য সংগ্রাম করে চিরশান্তি ও সম্মানের শয্যায় শায়িত তারাই বেশী নিরাপদ। হে টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস, যেহেতু তুমি জনগণের দ্বারা সর্বাধিনায়ক হিসাবে মনোনীত, তুমি পূর্ববর্তী সম্রাটের পুত্রগণের সঙ্গে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করো। মস্তকহীন রোমের উপর মস্তক স্থাপিত করতে সাহায্য করো।

টিটাস। রোমের গৌরবময় দেহের ঊর্ধ্বে স্থাপনের জন্য আমার মত বার্ধক্য-পীড়িত দুর্বল এক লোকের থেকে যোগ্যতর এক মস্তক খুঁজে নাও। আজ শাসক ঘোষিত হয়ে আগামীকাল মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে তোমাদের কষ্ট দেওয়ার কি এমন যৌক্তিকতা থাকতে পারে? তখন বৈদেশিক ব্যাপারে তোমাদের অসুবিধায় পড়তে হবে। হে রোম, চল্লিশ বছর আমি সৈনিক হিসাবে তোমার সেবা করে আসছি এবং স্বদেশের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করেছি। আমাকে তাঁর প্রতিদানস্বরূপ আমার বয়স আর বার্ধক্যের কথা বিবেচনা করে আমার প্রাপ্য সম্মান দান করো, কিন্তু রাজদণ্ড দিও না।

মার্কাস। হে টিটাস তা তুমি পাবে।

স্যাটার। অহঙ্কারী এবং উচ্চাভিলাষী ট্রিবিউন, এর উত্তর দিতে পার?

টিটাস। ধৈর্য ধারণ করুন সম্রাটতনয় স্যাটারনিনাস।

স্যাটার। হে রোমবাসীগণ, তোমরা ন্যায়বিচার করো আমার প্রতি। হে পৌরপিতাগণ, আমি রোমের সম্রাটপদে অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনারা কোনমতেই কোষবদ্ধ করবেন না আপনাদের উন্মুক্ত তরবারি। এ্যাণ্ড্রোনিকাস, জনগণের হৃদয় থেকে আমাকে নির্বাসিত করার থেকে তুমি নিজে এই মর্ত্যভূমি থেকে নরকে নির্বাসিত হও।

লুসি। অহঙ্কারী স্যাটারনিনাস, তুমি বুঝতেই পারছ না, মহান এ্যাণ্ড্রোনিকাস কি বলতে চাইছেন।

টিটাস। শান্ত হোন যুবরাজ, জনগণের হৃদয়কে প্রয়োজন হলে তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে আপনাকে দান করব।

ব্যাসি। এ্যাণ্ড্রোনিকাস, আমি তোমায় তোষামোদ করব না, শুধু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সম্মান করে যাব তোমাকে। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে যদি আমার বিবাদ বাধিয়ে দাও তাহলে আমি ধন্যবাদ দেব তোমায়।

টিটাস। হে রোমের জনগণ, এবং উপস্থিত ট্রিবিউনগণ, আজ আপনাদের ভোট

চৌদলবাহিত সম্রাট, তামোরা ও তার দুই পুত্র ও এ্যারণের পুনঃপ্রবেশ

বিশ্বাসঘাতক, ল্যাভিনিয়াকে ফিরিয়ে এনে সম্রাটের হাতে সমর্পণ কর।

লুসি। আপনি যদি চান, মৃত ল্যাভিনিয়াকে পেতে পারেন। কিন্তু সে ল্যাভিনিয়া সম্রাটের স্ত্রী হবে না। সে অন্যের বৈধ ও প্রতিশ্রুত প্রেমিকা।

(প্রস্থান)

স্যাটার। না টিটাস, সম্রাটের আর তাকে প্রয়োজন নেই। তোমাকে, তাকে বা তোমাদের বংশের কাউকে আর আমার প্রয়োজন নেই। তোমার যে সব উদ্ধত অহঙ্কারী পুত্ররা আমার অসম্মান করে তাদেরও আমার কোন প্রয়োজন নেই। এই সব ঘটনা তোমার সেই দম্ভোক্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে যার জন্যে তুমি বলেছিলে আমি তোমার কাছে সাম্রাজ্য ভিক্ষা করছি।

টিটাস। ওঃ কী ভয়ঙ্কর ভর্ৎসনাপূর্ণ এই সব কথা।

স্যাটার। যাই হোক যাও, তোমার সেই বীর জামাতাকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করগে। তোমার সমাজবিরোধী পুত্রদের সঙ্গে তার মিলবে ভাল।

টিটাস। এই সব কথার আঘাত ছুরির মত আমার অন্তর ছেদ করছে।

স্যাটার। হে গথরাণী সুন্দরী তামোরা, তোমার দেহসৌন্দর্য সূর্যের মত কিরণ বিকীরণের দ্বারা রোমের ললনাগণকেও স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বল, আমার এই আকস্মিক নির্বাচনে তুমি তুষ্ট কি না। তুমিই হবে আমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমাকে করব সম্রাজ্ঞী। বল রাণী, আমার এই নির্বাচনে তোমার মত আছে ত? আজ আমি সমস্ত রোমান দেবতাদের নামে শপথ করছি, পুরোহিত, পবিত্র জল ও বাতির সামনে শপথ করছি আমি তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আমার রাজপ্রাসাদে ফিরে যাব না।

তামোরা। স্বর্গের দেবতাদের সাক্ষী রেখে আমি এই রোমে শপথ করছি, স্যাটারনিনাস যদি প্রেম নিবেদন করেন গথদের রাণীকে তাহলে সেও তাঁর কামনাকে পরিতৃপ্ত করবে তাঁর স্ত্রীরূপে। প্রেমিকা ও ধাত্রীরূপে তাঁর যৌবনকে সযত্নে লালন করবে।

স্যাটার। ওঠ রাণী, উঠুন লর্ডগণ, আপনাদের মহান সম্রাট ও তাঁর সুন্দরী রাণীর সঙ্গে চলুন, যে রাণীকে স্বর্গ হতে সম্রাট স্যাটারনিনাসের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আর যাঁকে স্যাটারনিনাস তাঁর বুদ্ধির দ্বারা জয় করে নিয়েছে। চলুন বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করুনগে। (টিটাস ছাড়া সকলের প্রস্থান)

টিটাস। হে টিটাস, আজ তুমি একা, অপমানিত ও অন্যায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত। এরকম অবস্থা এর আগে আর কথনো হয়নি।

মার্কাস ও টিটাসের পুত্র কুইণ্টাস, লুসিয়াস ও মার্তিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

মার্কাস। ও টিটাস, দেখ দেখ কি করেছ? এক তুচ্ছ ঝগড়ায় তুমি পুত্রকে হত্যা করেছ।

টিটাস। না নির্বোধ ট্রিবিউন, তুমি ও আমার পুত্ররা এ ব্যাপারে আমার সমগ্র পরিবারকে অপমানিত করেছ। তারা ভাই হিসাবে যেমন অযোগ্য তেমনি পুত্র হিসাবেও অযোগ্য।
লুসি। এখন তার মর্যাদা অনুসারে তাকে আমাদের বংশের পূর্বপুরুষদের মাঝে সমাহিত করা হোক।
টিটাস। দূর হয়ে যাও বিশ্বাসঘাতকের দল। এই পাঁচশো বছরের পুরনো স্মৃতিস্তম্ভের কাছে যেখানে বহু যশস্বী রোমের সৈনিক ও দেশসেবক শান্তিতে চিরবিশ্রাম লাভ করছে ও সেখানেই সমাহিত হবে। হীন ঝগড়া মারামারি করে যারা মরে তারা কখনো সমাহিত হয় না। ঠিক আছে, তোমাদের যা খুশি করো, ও এ স্থানের উপযুক্ত নয়।
মার্কাস। এ আপনার অধর্মাচরণেরই সমতুল প্রভু। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মিউতিয়াসএর কৃতিত্ব কিছু কম না, তার বংশমর্যাদা অনুসারে তাকে পূর্ব-পুরুষদের মাঝেই সমাহিত করতে হবে।
কুইণ্টাস } হ্যাঁ, আমরা তাকে নিয়ে যাব।
মার্তি }
টিটাস। নিয়ে যাব, কোন শয়তান একথা বলল ?
কুইণ্টাস। যে সে কথা রক্ষা করবে সেই বলেছে।
টিটাস। কী, আমার অমতেই তাকে সমাহিত করবে ?
মার্কাস। না মহান টিটাস, তার সমাধির জন্য আমরা শুধু তোমার অনুমতি চাইছি, তাকে তুমি ক্ষমা করো।
টিটাস। মার্কাস, তুমি আর এই সব ছেলেরা আমার সম্মানে আঘাত করেছ; আমি তোমাদের শত্রুরূপেই গণ্য করি। সুতরাং আমার জন্য দুঃখ করো না। তোমরা এখান থেকে যাও।
মার্তি। ওঁর মাথার ঠিক নেই। চল আমরা চলে যাই এখান থেকে।
কুইণ্টাস। মিউতিয়াস সমাহিত না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না। (সকলে নতজানু হলো টিটাসের সামনে)
মার্কাস। হে ভাই, ভাই হিসাবে আমি আবেদন জানাচ্ছি।
কুইণ্টাস। পিতা, আমি পুত্র হিসাবে আবেদন জানাচ্ছি।
টিটাস। আর বলো না। আরো সবাই চলে আসবে।
মার্কাস। তোমার ভাইকে অনুমতি দাও সে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এইখানে এই পবিত্র সমাধিভূমিতে সমাহিত করবে যে একদিন ল্যাভিনিয়ার সম্মান রক্ষার্থে যথার্থ কারণে প্রাণ দিয়েছে। তুমি একজন রোমক—বর্বর নও। গ্রীকরাও এ্যাজাক্স ও লার্তেসের পুত্রকে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে সমাহিত করেছিল। সুতরাং তোমার পুত্র তোমার একদা আনন্দের বস্তুকে এই পবিত্র সমাধি-ভূমি হতে বঞ্চিত করো না।

টিটাস। ওঠ মার্কাস, এরকম ভয়ঙ্কর দিন আমি কখনো দেখিনি এর আগে, যেদিন আমি আমার পুত্রদের দ্বারা অপমানিত হই রোমের অভ্যন্তরে। যাইহোক, তাকে সমাহিত করো, তারপর আমাকেও।

(মিউতিয়াসকে তাঁরা সমাহিত করল)

লুসি। হে প্রিয় মিউতিয়াস, এইখানে সমাহিত থাক। এরপর আমরা সজ্জিত করব তোমার সমাধিকে।

সকলে। (নতজানু হয়ে) আজ মিউতিয়াসের জন্য কেউ চোখের জল ফেলার নেই। কিন্তু সে ন্যায়ের খাতিরে প্রাণ দান করে অক্ষয় যশের অধিকারী হয়েছে।

মার্কাস। আচ্ছা প্রভু, এই দুঃখজনক ব্যাপারের বাইরে গিয়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। কেমন করে গথদের রাণী রোমের সম্রাজ্ঞী হলেন ?

টিটাস। তা আমি জানিনা মার্কাস। তবে দেখছি এটা এই রকম ঘটল। এর মধ্যে আবার কোন ছলনা আছে কিনা তা দেবতারাই বলতে পারেন। তাহলে রাণী নিশ্চয় তার কথা মনে রেখেছে যে তাকে বন্দী করে রোমে নিয়ে এসেছে।

মার্কাস। হ্যাঁ, তাকে এর জন্য ভাল পুরস্কারই দেবে।

বাদ্য। এক দরজা দিয়ে সম্রাট, তামোরা ও তার পুত্রগণ ও মুর, আর এক দরজা দিয়ে ব্যাসিয়ানাস ও ল্যাভিনিয়ার পুনঃপ্রবেশ

স্যাটার। তাহলে ব্যাসিয়ানাস, বেশ ভালি লাভই করলে। ঈশ্বরের কৃপায় তোমার এই বীরাঙ্গণা বধূকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করো।

ব্যাসি। আপনিও আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আনন্দ করুন। এর কম বা বেশী কিছুই বলতে চাই না আমি।

স্যাটার। বিশ্বাসঘাতক, যদি রোমে কোন আইন থাকে আর আমাদের কোন যুক্তি থাকে তাহলে এই বলাৎকার-সুখের ফল একদিন ভোগ করতেই হবে।

ব্যাসি। আমার নিজের স্ত্রী ও প্রেমিকাকে ধরে নিয়ে যাওয়াকে আপনি বলছেন বলাৎকার ? ঠিক আছে, রোমের আইন একদিন বিচার করে ঠিক করবে কে দোষী। তার আগে আমার বস্তু আমার অধিকারেই থাকবে।

স্যাটার। ঠিক আছে তাই হবে। এখন এই পর্যন্ত থাক। বেঁচে থাকলে এর নিষ্পত্তি হবে।

ব্যাসি। শুনুন প্রভু, আমি যা কিছু করেছি তার জন্য অবশ্যই একদিন কৈফিয়ৎ দান করব। তবে আমি রোমকে আমার জীবনে যেটুকু সেবা দান করেছি তার বিনিময়ে একটা অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাকে। মহান টিটাসের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে। ল্যাভিনিয়াকে উদ্ধার করে আপনাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য উনি ক্রোধের প্রচণ্ডতায় আপন পুত্রকে হত্যা করেছেন। যিনি একদিন আপনার ও সমগ্র রোমের পিতা ও বন্ধুরূপে কাজ করেছেন

তাঁকে অনুগৃহীত করুন।

টিটাস। রাজকুমার ব্যাসিয়ানাস, আমার কৃতিত্বের কথা দয়া করে আর বলবেন না। আপনারাই আমাকে অপমানিত করেছেন। আমি কতখানি স্যাটারনিনাসকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দান করেছি তা রোম আর স্বর্গের দেবতারাই বিচার করবেন।

তামোরা। হে আমার স্বামী ও প্রভু, তামোরাকে যদি আপনি রাজকীয় মর্যাদা দান করেন তাহলে তাকে নিরপেক্ষতার সঙ্গে কথা বলতে দিন। আমার একমাত্র নিবেদন এই যে আপনি সকলকে ক্ষমা করুন।

স্যাটার। কি বলছ রাণী, প্রকাশ্যে অপমানিত হয়ে বিনা প্রতিশোধেই সে অপমান সহ্য করব?

তামোরা। আমি তা বলছি না স্বামী। রোমের দেবতারা না করুন, আমি যেন কখনো আপনার অপমানের কারণ না হই। আমি আমার সমস্ত মান-সম্মানের ঝুঁকি নিয়ে লর্ড টিটাসের নির্দোষিতা প্রমাণিত করতে চাই; এখন তাঁর মধ্যে কোন ক্রোধ নেই, আছে শুধু দুঃখের আবেগ। আমার আবেদন ওঁকে আপনি কৃপার চোখে দেখুন। সামান্য কারণে বা মিথ্যা অনুমানের বশবর্তী হয়ে এমন একজন মহৎ বন্ধুকে হারাবেন না। এমন কোন তিক্তকঠোর দৃষ্টির দ্বারা আঘাত দেবেন না তাঁর। মনে (স্যাটারনিনাসকে আড়ালে) আমার কথা শোন স্বামী, পরে তুমি লাভবান হবে। সম্প্রতি তুমি সিংহাসনে বসেছ; এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হওনি। যে অকৃতজ্ঞতা এক ভয়ঙ্কর পাপ বলে গণ্য হয় রোমবাসীদের কাছে সেই অকৃতজ্ঞতার অপরাধে রোমের জনগণ ও পৌরপিতাগণ যাতে টিটাসের পক্ষ অবলম্বন করে তোমাকে উচ্ছেদ করতে না পারে তার জন্য টিটাসকে হাত করো। আপাততঃ এদের আবেদন মেনে নিয়ে আমার উপর সব ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। একদিন আমি ওদের সকলকে ধ্বংস করব। যে নিষ্ঠুর পিতা আর তার বিশ্বাসঘাতক পুত্রদের কাছে আমি আমার প্রিয় পুত্রের জীবনভিক্ষা করেও সে ভিক্ষা পাইনি তাদের আমি সবংশে ধ্বংস করব, তাদের আমি জানিয়ে দেব আমার মত রাণীর রাজপথে নতজানু হয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা বিফল হওয়ার পরিণাম কী হতে পারে—আসুন প্রিয় সম্রাট, এস এ্যাণ্ড্রোনিকাস। এই সদাশয় বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বন্ধুভাবে বরণ করে নিন এবং এঁর যে অন্তর আপনার ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটির ঝড়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল সে অন্তরকে আনন্দরস সিঞ্চনে সঞ্জীবিত করে তুলুন নূতন করে।

স্যাটার। ওঠ টিটাস ওঠ। আমার সম্রাজ্ঞীর কথাই রইল।

টিটাস। আমি মহারাজ ও মহারাণীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রভু। আপনাদের এই স্নেহশীল বাক্য ও সদয় দৃষ্টি নূতন প্রাণসঞ্চার করছে আমার মধ্যে।

তামোরা। শোন টিটাস, আজ আমি রোমেরই একজন। আমি আজ থেকে সম্রাটকে সৎপরামর্শ দান করে তাঁকে সুপথে চালিত করব। আজ সকলের

বিবাদের অবসান ঘটুক এ্যাণ্ডোনিকাস। আজ আমি সম্রাট ও তার বন্ধুদের মধ্যে যে পুনর্মিলন ঘটাতে পেরেছি তাতে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। শোন রাজকুমার ব্যাসিয়ানাস, তোমাদের কথা আমি সম্রাটকে বলেছি, তবে তোমাকে আরো নরম হতে হবে। মাননীয় লর্ডগণ, কারো কোন ভয়ের কারণ নেই। শোন ল্যাভিনিয়া, তোমাকে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে সম্রাটের কাছে।

লুসি। আমরা মহারাজের কাছে শপথ করে বলছি, আমরা যা কিছু করেছি আমার বোনের সম্মান রক্ষার জন্যই করেছি।

মার্কাস। আমি এ কথার প্রতিবাদ করছি।

স্যাটার। আমার কাছ থেকে সরে যাও। আমাকে আর এ নিয়ে বিরক্ত করতে এস না।

তামোরা। না না একথা বলো না হে প্রিয় সম্রাট। আমরা সকলেই বন্ধু হতে চাই পরস্পরের। টিবিউন মার্কাস ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্ররা নতজানু হয়ে কৃপাভিক্ষা করছে আপনার। একবার ফিরে তাকান।

স্যাটার। শুধু তোমার ও তোমার অগ্রজ আর তামোরার অনুরোধক্রমে আমি এই যুবকদের ভয়ঙ্কর অপরাধ মার্জনা করলাম। ওঠ ল্যাভিনিয়া, যদিও তুমি আমাকে ত্যাগ করেছিলে তথাপি আমি আমার জীবনসঙ্গিনী খুঁজে পেয়েছি, আমাকে অবিবাহিত অবস্থায় চলে যেতে হয়নি গীর্জা থেকে। সম্রাটের রাজদরবারেই আমাদের দুটি বিবাহের ভোজসভা অনুষ্ঠিত হবে। তোমাকে আমার ও বন্ধুদের নিমন্ত্রণ রইল, আজকের দিনটি প্রেমের দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এস তামোরা।

টিটাস। আগামী কাল মহারাজকে আমার সঙ্গে শিকারে বার হতে হবে; একই সঙ্গে করতে হবে সিংহ ও মৃগ শিকার। আমি শিঙা ও শিকারী কুকুরের ভার নিলাম। এইভাবে মহারাজকে আনন্দ দেব আমি।

(সকলের প্রস্থান। বাদ্য)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম। রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ স্থান।

এ্যারণের প্রবেশ

এ্যারণ। আজ তামোরা সুউচ্চ অলিম্পাস পর্বতের শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত। আজ সে নিষ্ঠুর নিয়তির নাগালের বাইরে এমন এক সুউচ্চ জায়গায় বসে আছে যেখানে একমাত্র বজ্রের আঘাত ও বিদ্যুতের চমক ছাড়া অন্য কোন

বিপদের আশঙ্কা নেই। কোন ঈর্ষা ও হিংসার ভীতিপ্রদর্শনও আজ তার কিছুই করতে পারবে না। প্রভাতের সূর্য যেমন উষাকে অভিবাদন করে সমুদ্রবক্ষকে আপন বর্ণাঢ্য রশ্মিজাল দ্বারা রঞ্জিত করে ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ পর্বতমালাকেও হেলাভরে অতিক্রম করে যায় আজ তামোরাও তেমনি তার আপন বুদ্ধিবলে একে একে পার্থিব সম্মানের সব স্তরগুলি অতিক্রম করে উর্ধ্বে উঠে গেছে। সুতরাং হে এ্যারণ, তুমিও তোমার অন্তরের সমস্ত অনুভূতি ও মনের সব চিন্তাকে তোমার রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্না প্রেমিকার সঙ্গে উপরে ওঠার চেষ্টা করো। বরং যাকে এতদিন প্রেমের শৃঙ্খলে বন্দী করে রেখেছিলে, যে তোমার মনোহর চোখের মদির দৃষ্টির দ্বারা ককেশাস পর্বতে আবদ্ধ বন্দী প্রমিথিয়ুসের থেকে আরও শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ ছিল এতদিন, তুমি তাকে ছাড়িয়ে আরও উপরে ওঠার চেষ্টা করো। যত সব দানমূলক বশ্যতামূলক চিন্তারা দূর হয়ে যাও আমার মন থেকে। আমি বরং উজ্জ্বল আশায় বুক বেঁধে নূতন সম্রাজ্ঞীর কৃপাদৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষায় থাকব। ঠিক প্রতীক্ষায় থাকব না, যে বর্তমান রাণী এখন সারা রোমকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেবীর মর্যাদা লাভ করলেও একদিন রাজা ও সারা রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনবে সেই রাণীর প্রতি সময়বিশেষে নিষ্ঠুরও হব। কিন্তু এ আবার কিসের ঝড় ?

উদ্ধত অবস্থায় শিরণ ও দিমেত্রিয়াসের প্রবেশ

দিমে। শোন শিরণ, তুমি এখন ছোট, আমি যে সম্মান লাভ করেছি তা এখন তুমি পেতে পার না, কারণ এমন তোমার বুদ্ধি নেই, যেটুকুও বা আছে তাতে তীক্ষ্ণতা নেই, তার উপর ভদ্র আচরণ কাকে বলে তা জান না।

শিরণ। দিমেত্রিয়াস, তুমি সব কিছুতেই আমাকে পিছনে ফেলে যেতে চাও। আমি মাত্র তোমার থেকে দুই কি এক বছরের ছোট, তার জন্য তুমি সব কিছুতেই সৌভাগ্য লাভ করবে ? আমিও তোমার মত আমার প্রেমিকার প্রেমলাভ করে ধন্য হবার উপযুক্ত। আমি আমার তরবারির দ্বারা আমার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে প্রেম নিবেদন করব ল্যাভিনিয়ার কাছে।

এ্যারণ। (স্বগতঃ, আড়ালে) লাঠি নিয়ে এস। লাঠি নিয়ে এস। এই প্রেমিকরা শান্তিতে থাকতে দেবে না।

দিমে। যদিও মা কারো পরামর্শ না নিয়েই একটা তরবারি তোমায় দিয়েছে, তবু সে তরবারি যেন মরিয়া হয়ে তোমার বন্ধুদের উপর প্রয়োগ করো না। যতদিন পর্যন্ত না সে তরবারি ভাল করে সঞ্চালন করতে শেখ ততদিন তা খাপের ভিতর ঢুকিয়ে রাখবে।

শিরণ। ইতিমধ্যে স্যার, আমার যেটুকু ক্ষমতা আছে দেখ কতদূর তার পরিচয় দিতে পারি।

দিমে। এতদূর বেড়ে উঠেছ তুমি ? (দুজনেই তরবারি বার করল)

এ্যারণ। (সামনে এগিয়ে এসে) কি করছেন লর্ডগণ ? সম্রাটের এই

প্রাসাদের সামনে কোন সাহসে আপনারা প্রকাশ্যে এমনভাবে ঝগড়া করছেন দুজনে? যদিও আমি এই বিবাদের সব কারণ জানি তথাপি লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও আমি কাউকে একথা জানাব না এবং রোমের রাজদরবারে আপনার মহীয়সী মাতাও কখনো এর জন্য অপমানিত হবেন না। অন্ততঃ লজ্জার খাতিরে আপনারা শান্ত হোন।

দিমে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আমার এই তরবারি তার বক্ষে আমূল বসাতে পেরেছি এবং তার মুখনিঃসৃত সমস্ত কুবাক্য তার গলদেশের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাতে পেরেছি জোর করে ততক্ষণ শান্ত হব না আমি।

শিরণ। তার জন্য আমি প্রস্তুত এবং সংকল্পবদ্ধ। তুমি বাগাড়ম্বরপূর্ণ এক কাপুরুষ। মুখে তোমার যতই বজ্র ছুটুক না কেন, কার্যতঃ অস্ত্রসঞ্চালনের সাহস তোমার নেই।

এ্যারণ সরে যান এখান থেকে, আমি বলছি। যুদ্ধবিশারদ গথজাতির দ্বারা পূজিত দেবগণের নামে আমি শপথ করে বলছি, আপনাদের এই তুচ্ছ কারণসম্ভূত বিবাদই আমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। একজন রাজকুমারের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত না। ল্যাভিনিয়া কি এতই সস্তা এবং ব্যাসিয়ানাস কি এতই অযোগ্য ও হীন যে ন্যায়, সংযম ও পরিণাম আশঙ্কা সব কিছু ভুলে তার জন্য এমন দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছেন? আপনারা জেনে রাখুন আপনাদের মাতা সম্রাজ্ঞী এ ব্যাপার জানতে পারলে তার ফল কখনই ভাল হবে না।

শিরণ। আমি তা গ্রাহ্য করি না। আমি জানি সবাইকে। ল্যাভিনিয়াকে আমি এত ভালবাসি যে সে ভালবাসার খাতিরে সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি।

দিমে। অন্য কাউকে চাও হে ছোকরা। জেনে রাখ, ল্যাভিনিয়া তোমার অগ্রজের আকাঙ্খিত বস্তু।

এ্যারণ। আপনারা কি এমনই পাগল হয়ে উঠেছেন দুজনে? আপনারা কি বুঝতে পারছেন না রোমে প্রেমের ব্যাপারে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করতে পারে না রোমবাসীরা, এ ধরনের ব্যাপার তারা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড ক্রোধে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আমি বলছি, আপনারা নিজের মৃত্যুর জন্য নিজেরাই ষড়যন্ত্র করছেন।

শিরণ। শোন এ্যারণ, তাকে লাভ করার জন্য আমি সহস্রবার মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত।

এ্যারণ। তাকে লাভ করতে—কিন্তু কেমন করে?

দিমে। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? যেহেতু সে একজন নারী, সেই হেতু তাকে প্রেম নিবেদন করা যেতে পারে। যেহেতু সে একজন নারী, সেই হেতু তাকে লাভ করা যেতে পারে। যেহেতু সে ল্যাভিনিয়া, সেই হেতু তাকে অবশ্যই ভালবাসতে হবে। একটা পাউরুটিকে যদি টুকরো টুকরো করা হয় তাহলে

সহজেই একটা খণ্ডকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারা যায়। ব্যাসিয়ানাস সম্রাটের ভাই হলেও তারা নিজেরাই নিজেদের পরম শত্রু।

এ্যারণ। (স্বগতঃ) তা বটে। স্যাটারনিনাস নিজেও ব্যাসিয়ানাসের শত্রু।

দিমে। সুতরাং হতাশ হবার কি আছে? যদি কেউ তাকে ভালবাসে তাহলে সে তার মধুর বাক্য, মুগ্ধমদির দৃষ্টি ও উদার ভাবের দ্বারা তাকে লাভ করতে পারবে না? কোন এক মৃগের নাকের ডগা থেকে তার মৃগীকে আঘাত করে কি তাকে বয়ে নিয়ে আসনি কেউ কখনো?

এ্যারণ। তাহলে ত তাকে লাভ করা খুবই সহজ হবে আপনার পক্ষে।

শিরণ। হ্যাঁ এইভাবেই ত হয় এই সব কাজ।

দিমে। তুমি ঠিক কথাই বলেছ এ্যারণ।

এ্যারণ। এটা যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে আর এই ঝগড়া মারামারি করবেন না। আপনারা বুঝতে পারছেন না আপনাদের দুজনকেই একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে এ কাজে?

শিরণ। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

দিমে। আমিও না।

এ্যারণ। লজ্জার খাতিরে দুজনেই আপনাদের আকাঙ্খিত বস্তুর জন্য এক হোন। এখন হচ্ছে নীতি ও কার্যক্রমের প্রশ্ন। যা চেষ্টার দ্বারা সহজে লাভ করতে পারবেন না তা জোর করে ভোগ করতে হবে। আমার কথা শুনুন, ল্যাভিনিয়ার থেকে লুক্রেশিয়াও বেশী সতী ছিল না। এখন হতাশায় দীর্ঘদিন মুহ্যমান হয়ে বসে না থেকে এমন এক পথ অবলম্বন করতে হবে যাতে তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল হতে পারে। আর সে পথ আমি খুঁজে পেয়েছি। শুনুন লর্ডগণ, শীঘ্রই এক বড় শিকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। সেই শিকারে রোমের সুন্দরী নারীরা যোগদান করবেন। এই সব শিকারকার্য অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় সুন্দরী নারীদের ধর্ষণ করার জন্য অনেক শয়তানই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আসন্ন এই শিকারকার্য অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় আপনারাও এই সুন্দরী মৃগীটিকে কথার দ্বারা মুগ্ধ করে না হয় জোর করে ধরে নিয়ে আসুন। আমাদের সম্রাজ্ঞী তাঁর পবিত্র বুদ্ধি তাঁর প্রতিশোধবাসনা চরিতার্থ করার জন্য উৎসর্গ করবেন। আমাদের এই পরিকল্পনার কথা তাঁকে জানাব। তিনি আমাদের পরামর্শ দেবেন, তখন আপনারা ঝগড়া না করে একযোগে এগিয়ে যাবেন ব্রত সাধনে। সম্রাটের দরবার হচ্ছে এমনই এক জায়গা যেখানকার প্রতিটি ইটেরও চোখ, কান আর জিব আছে। সেদিক দিয়ে বনভূমি হচ্ছে ভয়ঙ্কর, কিন্তু কালা আর বোবা; সুতরাং সেখানেই আপনাদের কার্যসিদ্ধি করতে হবে। যেখানে স্বর্গের দেবতাদের দৃষ্টি যার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না সেই গভীর বনচ্ছায়ার অন্তরালে ল্যাভিনিয়ার দেহসৌন্দর্যসুধা ভোগ করবেন।

শিরণ। হ্যাঁ, তোমার পরামর্শের মধ্যে কাপুরুষতা নেই।

জীবননাশের কথা কিছুই জানে না ?

ব্যাসিয়ানাস ও ল্যাভিনিয়ার প্রবেশ

তামোরা। হে আমার প্রিয় মুর, তুমি আমার জীবনের থেকে প্রিয়।

এ্যারণ। আর কোন কথা নয় হে সম্রাজ্ঞী; ব্যাসিয়ানাস এসে পড়েছে। তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসো, আমি তোমার পুত্রদের নিয়ে আসছি। তোমার ঝগড়া যাই হোক, তোমার পুত্ররা এসে তোমাকে সমর্থন করবে।

ব্যাসি। এখানে কারা ? রোমের সম্রাজ্ঞী অনুচরবর্গবিহীন অবস্থায় একাকী এখানে ? অথবা ডায়েনার মত কুঞ্জবন পরিত্যাগ করে এই বনে শিকার দেখতে এসেছেন ?

তামোরা। কোন্ ঔদ্ধত্যের দ্বারা তুমি আমার ব্যক্তিগত আচরণের সমালোচনা করছ ? ডায়েনার মত আমার ক্ষমতা থাকলে তোমার এই দুর্ব্ব্যহারের জন্য এ্যাকটিনের মত তোমার বুকে শিঙাগুলোকে বসিয়ে তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলোকে শিকারী কুকুর দিয়ে ছিঁড়ে খাওয়াতাম।

ল্যাভি। ধৈর্য ধরুন হে সম্রাজ্ঞী। অনেকে জানে আপনি নাকি শিঙাবাদনে বিশেষ পারদর্শিনী। আপনি যে আপনার মুরের সঙ্গে সেই শিঙাবাদনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন এখানে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে জোভ যেন আপনার স্বামীকে তাঁর শিকারী কুকুরদের হাত থেকে রক্ষা করেন, তাঁকেই যেন তারা মৃগ বলে মনে না করে।

ব্যাসি। বিশ্বাস করুন রাণী, আপনার কৃষ্ণকায় মুর তার গাত্রবর্ণের দ্বারা আপনার মানসম্মানকে কলঙ্কিত ও ঘৃণ্য করে তুলেছে। কেন আপনি আপনার অনুচরবর্গের কাছ থেকে দূর নির্জনে সরে এসে আপনার শুভ্র সুন্দর অশ্ব হতে অবতরণ করে এখানে এসেছেন ? যদি আপনার মনে কোন দূরভিসন্ধি না থাকে তাহলে কেন আপনি এই নির্জন গোপন স্থানে একজন অসভ্য বর্বর মুরের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ?

ল্যাভি। আর আপনাকে সেই অবস্থায় ধরতে পারার জন্য আমার স্বামীকে ঔদ্ধত্যের জন্য দোষারোপ করছেন আপনি। চল স্বামী, আমরা চলে যাই এখান থেকে। উনি ওর দাঁড়কাকের মত কালো স্বামীর সঙ্গসুখ নির্জনে উপভোগ করুন। এই নির্জন উপত্যকা এই ধরনের মিলনকার্যের অনুকূল ও উপযুক্ত স্থান।

ব্যাসি। আমার ভাই রাজাকে একথা জানাতে হবে।

ল্যাভি। এই সব ব্যাপার তিনি হয়ত আগে থেকেই জানেন।

তামোরা। এই সব সহ্য করার মত ধৈর্য আমার আছে।

শিরণ ও দিমেত্রিয়াসের প্রবেশ

দিমে। কি করছেন হে রাজকুমার ? কি খবর হে আমার মহীয়সী মাতা ? কেন তোমাকে এমন মলিন দেখাচ্ছে ?

তামোরা। তুমি কি ভাবছ আমি বিনা কারণে ম্লানমুখে বসে আছি ? এরা

আমাকে এই জায়গায় দেখতে পায়। দেখতে পাচ্ছ এ জায়গাটা উষ্ণ পরিত্যক্ত ও জনমানবহীন। এখন বসন্তকাল হলেও গাছগুলো কেমন যেন পত্রহীন শুষ্ক আর শ্যাওলাধরা। এখানে সূর্য প্রবেশ করে না। নৈশ পেঁচা আর দাঁড়কাক ছাড়া আর কোন জীবন্ত প্রাণী এখানে আসে না। ওরা আমাকে এই জায়গায় দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলল, গভীর রাত্রিতে এক হাজার শয়তান, এক হাজার গর্জনরত সাপ, এক হাজার বিষাক্ত ব্যাঙ্ এমনভাবে চিৎকার করতে শুরু করে যে কোন মানুষ সে চিৎকার শুনতে পেলে হয় পাগল হয়ে যাবে অথবা মারা যাবে। এই কথা বলার পর ওরা বলল আমাকে বেঁধে রাখবে এখানে যাতে রাত্রিকালে আমারও এইভাবে মৃত্যু হয়। তারপর ওরা আমায় ব্যভিচারিণী গথরাণী বলেও নানা রকম কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে লাগল। যা মানুষের কোন কান কখনো শোনেনি এর আগে। যদি তোমরা ভাগ্যক্রমে অকস্মাৎ এখানে এসে না পড়তে তাহলে ওরা আমার প্রতি ওদের সেই প্রতিহিংসা অবশ্যই চরিতার্থ করত। যদি তোমরা তোমাদের মাকে ভালবাস এই অপমানের প্রতিশোধ নাও, আর তা যদি না পার তাহলে আমি আর তোমাদের পুত্র বলে ডাকব না কখনো।

দিমে। আমি যে তোমার পুত্র এই তার প্রমাণ।

(ব্যাসিয়ানাসকে ছুরিকাঘাত করল)

শিরণ। আর এই আমিও আমার শক্তির প্রমাণ দিলাম। (ছুরিকাঘাত করল)

ল্যাভি। হায় বর্বর তামোরা, এই জঘন্য অপরাধ তুমি ছাড়া আর কারো দ্বারাই সম্ভব নয়।

তামোরা। আমাকে ঘোড়াটা দাও, জানবে তোমাদের মা যদি কোন অন্যায় করে থাকে তাহলে সে অন্যায় সে-ই ন্যায়ে পরিণত করে তুলবে।

দিমে। আর একটু থাক মা। ওর স্বামী না থাকলেও ওর আরো কিছু সম্পদ আছে। শস্য ঝেড়ে নিয়ে বিচালিতে আগুন ধরিয়ে দিতে হয়। একদিন সতীত্বের বলে বলীয়ান হয়ে ও তোমার মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করতে চেয়েছিল। সেই সতীত্বের অহঙ্কার নিয়ে ওকে কি সমাধিগহ্বরে যেতে দেওয়া হবে?

শিরণ। তা যদি দেওয়া হয় আমি তাহলে একজন নিগ্রো চাকর হব। ওর স্বামীর মৃতদেহটাকে কোন এক গোপন গুহাতে নিয়ে চল আর এই মৃতদেহটা হবে আমাদের মাথার বালিশ যখন আমরা আমাদের ওর দেহ ভোগ করে আমাদের কামনা পূরণ করব।

তামোরো। তবে মধুটুকু ভোগ করার পর বোলতাটাকে যেন ছেড়ে দিও না, তাহলে ও আমাদের সকলকে দংশন করবে।

শিরণ। আমি কথা দিচ্ছি মা, এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পার। এস নারী, তোমার সযত্নরক্ষিত সতীত্ব আমরা জোর করে ভোগ করব।

ল্যাভি। ও তামোরা, তুমি এখনো নারীর মুখ তোমার স্কন্ধে বহন করছ!

তামোরো। আমি ওর কথা আর শুনতে চাইনা, ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে।

ল্যাভি। হে প্রিয় লর্ডগণ, ওঁকে আমার একটা কথা শুনতে অনুরোধ করুন।

দিমে। শোন মা। তাছাড়া ওর চোখের জল দেখে তোমার গৌরব বৃদ্ধি করো। শুধু তোমার অন্তরকে বৃষ্টিবিন্দুশোষণকারী নির্মম আগুনে পরিণত করে তোল।

ল্যাভি। বাঘের বাচ্চারা কি বাঘকে শিক্ষা দিতে পারে? তাঁকে আর ক্রোধ কি তা শেখাতে হবে না—তিনিই তোমাদের তা শিখিয়েছেন। যে স্তন্যদুগ্ধ তোমরা একদিন পান করেছ তা উনি এখন পাথরে পরিণত করেছেন। তবে মার সকল পুত্র ত এক হয় না। (শিরণের প্রতি) তুমি কি তোমার মাকে আমার প্রতি নারীসুলভ একটুখানি দয়া প্রদর্শন করতে বলবে?

শিরণ। তুমি আমাকে অবৈধ সন্তান প্রমাণ করতে চাও?

ল্যাভি। তা অবশ্যই বটে। দাঁড়কাক কখনো ভরত পাখিকে লালন করে না। তবু আমি শুনেছি অনেক সময় সিংহ দয়া করে তার থাবা থেকে শিকার ছেড়ে দিয়েছে। শুনেছি দাঁড়কাক অনেক সময় তার বাসায় নিজের শিশুকে অভুক্ত রেখে অন্য পাখির ছানাকে লালন পালন করেছে। তোমার অন্তরটা বাইরে কঠোর হলেও আমাকে একটু দয়া করো।

তামোরা। আমি জানি না একথার মানে কি, ওকে নিয়ে যাও।

ল্যাভি। আমার পিতার খাতিরে অন্ততঃ দয়া করো। তিনি যখন তোমাকে হত্যা করতে পারতেন তখন তিনি তা না করে তোমার জীবন দান করেছেন। আমার প্রতি নির্দয় হয়ো না। আমার কাতর আবেদন শোন।

তামারো। তুমি নিজে কি কখনো আমার প্রতি অন্যায় করোনি? আর তোমার পিতার জন্যই আমি হব আরও নিষ্ঠুর। শোন পুত্রগণ, আমি তোমাদের ভাইএর জীবনের জন্য কত চোখের জল ফেলেছিলাম তার কাছে। কিন্তু কিছুই হয়নি তাতে। নির্মম নিষ্ঠুর এ্যাণ্ড্রোনিকাস তাতে গলেনি। যাও তাকে নিয়ে যাও, তাকে নিয়ে যা খুশি করগে। সে যত নিগৃহীত হবে তোমাদের হাতে তোমরা ততই প্রিয় হবে আমার কাছে।

ল্যাভি। হে রাণী তামোরা, তুমি নিজের হাতে আমায় হত্যা করো। আমি জীবন ভীক্ষা করছি না। কারণ ব্যাসিয়ানাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমারও মৃত্যু হয়।

তামোরা। তা যদি হয় তাহলে কি ভিক্ষা চাও? আমাকে যেতে দাও।

ল্যাভি। মৃত্যু আর একটা জিনিস। নারী হয়ে লজ্জায় তা বলতে পারছি না। হত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর ওদের অসদাচরণ থেকে আমায় রক্ষা করো। সূচীভেদ্য কোন অন্ধকার গুহায় ওদের কাছে আমায় একা ছেড়ে দিও না। এইটুকু উপকার করে এক উদারহৃদয় হত্যাকারিণীরূপে চিহ্নিত হও।

তামোরা। তা করা মানে আমার পুত্রদের কাছ থেকে তাদের শত্রুকে ছিনিয়ে আনা। না, ওরা ওদের কামনা চরিতার্থ করুক।

দিমে। চল চল। আমাদের অনেক সময় তুমি নষ্ট করিয়েছ।

ল্যাভি। কোন দয়া বা নারীত্ব বলে কোন জিনিস নেই তোমার মধ্যে। হায় কী পাশবিক নিষ্ঠুরতা! আমাদের সমগ্র জাতির শত্রু ও কলঙ্ক। ধ্বংস নেমে আসুক তোমাদের উপর।

শিরণ। আমি তোমার মুখ বন্ধ করব। এই গর্তে এ্যারণ তোমার স্বামীর যে মৃতদেহটা ভরে রাখতে বলেছিল সেটা টেনে এনে তোমার সামনে হাজির করব। (গর্তের ভিতর ব্যাসিয়ানাসের মৃতদেহটা রেখে দিমেত্রিয়াস ও শিরণ ল্যাভিনিয়াকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।)

তামোরা। বিদায় পুত্রগণ, যতদিন না এ্যাণ্ড্রোনিকাসরা সবংশে সকলে ধ্বংস হয় ততদিন আমার অন্তর আনন্দ কাকে বলে তা জানবে না। এবার আমি আমার প্রিয় মুরকে খুঁজে বার করে মেয়েটার সতীত্বনাশের কথা জানাব।

(প্রস্থান)

টিটাসের দুই পুত্র কুইণ্টাস ও মার্তিয়াসের সঙ্গে
এ্যারণের পুনঃপ্রবেশ

এ্যারণ। আসুন লর্ডগণ, দ্রুত পদক্ষেপে আসুন। আমি আপনাদের সেই গুহাতে নিয়ে যাব যার মধ্যে একটা সিংহকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছি।

কুইণ্টাস। আমার চোখ খারাপ। যাই থাক দেখতে পাব না।

মার্তি। আমার কথা যদি বল। কিছুক্ষণের জন্য গুহাটার মধ্যে ঘুমিয়ে নেব সব খেলা ছেড়ে। (গর্তে পড়ে গেল)

কুইণ্টাস। তুমি পড়ে গেলে? কী ধরনের গুহাটা যার মুখটা কাঁটাগাছে ভরা আর সেই কাঁটাগাছের পাতায় রয়েছে সকালের ফুলের উপর চকচক করতে থাকা শিশিরের মতই তাজা আর উজ্জ্বল রক্তের দাগ। জায়গাটা খুব খারাপ মনে হচ্ছে। চল ভাই, পড়ে গিয়ে তোমার কি খুব আঘাত লেগেছে?

মার্তি। কি বলব ভাই, এমন এক ভয়ঙ্কর বস্তুর দ্বারা আঘাত পেয়েছি যা চোখে দেখলে অন্তর কেঁদে ওঠে।

এ্যারণ। (স্বগতঃ) এবার আমি রাজাকে ডেকে আনব এখানে। ওদের এখানে এভাবে দেখলে রাজা নিশ্চয় অনুমান করতে পারবে এরাই তাঁর ভাইকে হত্যা করেছে।

মার্তি। এই অন্ধকার ও রক্তাক্ত গহ্বর থেকে আমাকে বার হতে সাহায্য করছ না কেন?

কুইণ্টাস। এক কুৎসিত ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছি আমি। আমার কম্পিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বয়ে যাচ্ছে হিমশীতল ঘামের ধারা। আমার চোখ কিছু দেখতে না পেলেও আমার মন অনেককিছু সন্দেহ করছে।

মার্তি। তুমি আর এ্যারণ দুজনে একবার নিচে এই গুহার ভিতরে তাকাও। এক ভয়ঙ্কর ও রক্তাক্ত মৃত্যু প্রত্যক্ষ করো।

কুইণ্টাস। এ্যারণ চলে গেছে এবং যা আমি অনুমান করেই ভয়ে কেঁপে

উঠছি, আমার সংবেদনশীল অন্তর কিছুতেই তা আমাকে প্রত্যক্ষ করতে দেকে না। কিন্তু বল আমায়, ওটা কার মৃতদেহ। জীবনে এর আগে কখনো এমন শিশুর মত ভয় করিনি।

মার্তি। এই ঘৃণ্য অন্ধকার রক্তপিপাসু গর্তটার মধ্যে বধকরা মেষশাবকের মত লর্ড ব্যাসিয়ানাসের রক্তাক্ত মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে।

মার্তি। তাঁর রক্তাক্ত আঙ্গুলের উপর এমন একটা মূল্যবান আংটি রয়েছে যার আলোয় সমস্ত গুহাটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। সমাধিগহ্বরের ভিতর যেমন কোন জ্বলন্ত বাতি সমগ্র মৃতদেহটাকে প্রতিভাত করে তোলে এই আংটিটাও ঠিক তাই করছে। পিরামূস যখন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল মলিন চাঁদ তার উপর এমনি কিরণজাল বিস্তার করে দৃশ্যমান করে তুলেছিল তাকে। হে আমার ভাই, আমাকে এই কমিটাসের মুখের মত রহস্যময় এই সর্বগ্রাসী গহ্বর হতে বার হতে সাহায্য করো। তোমার কম্পিত হাতটা বাড়িয়ে দাও।

কুইন্টাস। তোমার হাতটা বরং আমার দিকে বাড়িয়ে দাও যাতে তোমাকে টেনে তুলতে পারি। তা না হলে তোমাকে টেনে তোলার মত শক্তি আমার নেই এবং তা করতে গিয়ে আমি নিজেই ব্যাসিয়ানাসের কবর এই গভীর গর্তটার মধ্যে পড়ে যাব।

মার্তি। তোমার সাহায্য ছাড়া আমারও উপরে ওঠার ক্ষমতা নেই।

কুই। আর একবার তোমার হাতটা বার করো। আমি হাতটা আলগা করব না। তুমি বাইরে আসা অথবা আমি ভিতরে পড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমি ছাড়ব না। তুমি আমার কাছে আসতে না পারলে আমি নিজেই যাচ্ছি তোমার কাছে। (পড়ে গেল গর্তে)

এ্যারণসহ সম্রাটের প্রবেশ

স্যাটার। চল আমার সঙ্গে। আমি দেখব কি রকম গর্ত এবং কে এর মধ্যে লাফ দিয়ে ঢুকেছে। বল, কে শেষকালে নেমেছ এর মধ্যে।

মার্তি। এ্যাণ্ড্রোনিকাসের দুইজন হতভাগ্য পুত্র আমরা। এখানে ঘটনাক্রমে এসে পড়েছি। এসেই দেখছি আপনার ভাই ব্যাসিয়ানাস মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

স্যাটার। আমার ভাই মৃত ? আমি বুঝতে পেরেছি তুমি ঠাট্টা করছ। এই বনের উত্তর দিকের একটি বাড়িতে সে আর তার স্ত্রী দুজনেই ছিল। মাত্র এক ঘণ্টা আগে আমি তাদের সেখানে দেখেছি।

মার্তি। আমরা জানিনা আপনি কোথায় তাকে দেখেছিলেন। তবে হায়, এখানে তাঁকে মৃত দেখেছি।

অনুচরবর্গসহ তামোরা, টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস ও লুসিয়াসের প্রবেশ

তামোরা। আমার স্বামী ও রাজা কোথায় ?

স্যাটার। এই আমি এখানে তামোরা, যদিও আমি মৃত্যুশোকে অভিভূত।

তামোরা। তোমার ভাই ব্যাসিয়ানাস কোথায়?
স্যাটার। এই গর্তের মধ্যেই রয়েছে আমার শোকের কারণস্বরূপ। হতভাগ্য ব্যাসিয়ানাস নিহত অবস্থায় এর তলদেশে পড়ে আছে।
তামোরা। আমি সম্প্রতি এক ভয়ঙ্কর চিঠি পেয়েছি; এতে এক অভূতপূর্ব ষড়যন্ত্রের কথা লেখা আছে। আমি একথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে কোন মানুষের মিষ্টি হাসি মুখের অন্তরালে কোন জঘন্য নরহত্যার পরিকল্পনা এমনভাবে লুকিয়ে থাকতে পারে। (রাজাকে চিঠি দিল)
স্যাটার। (পড়তে লাগল) 'হে প্রিয় শিকারী, যদি আমরা তাকে দেখতে না পাই—আমরা বলছি ব্যাসিয়ানাসের কথা। তোমাকে তার কবর খুঁড়ে রাখতেই হবে। আমাদের কথা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। সেই গর্তের মুখের কাছে বুড়ো গাছটার কোটরে তোমার পুরস্কার লুকোন আছে। সেই গর্তের মধ্যে আমরা ব্যাসিয়ানাসকে কবর দেব ঠিক করে রেখেছি। এ কাজ করে আমাদের তুমি চিরদিনের জন্য বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করো।' ও তামোরা, এমন কথা কখনো শুনেছ? এই সেই গর্ত আর এই সেই বিরীক্ষি গাছ। এখন খুঁজে বার করো কোথায় সেই শিকারী যে ব্যাসিয়ানাসকে এখানে হত্যা করেছে।
এ্যারণ। এই দেখুন মহারাজ, একথলে স্বর্ণমুদ্রা।
স্যাটার। (টিটাসের প্রতি) তোমার দুটো রক্তলোলুপ কুকুরই আমার ভাইএর জীবন নাশ করেছে। তোমরা ওদের গর্ত হতে বার করে কারাগারে নিয়ে যাও। তারপর ওদের কত ভয়ঙ্কর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দান করতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করা যাবে। এমন শাস্তি ওদের দেব যার কথা কেউ কখনো শোনেনি।
তামোরা। ওরা কি এই গর্তের মধ্যেই আছে? হায়, কত সহজেই না হত্যাকারীরা ধরা পড়ল।
টিটাস। হে মহান সম্রাট, আমি নতজানু হয়ে অশ্রুপূর্ণ চোখে শুধু এই বর প্রার্থনা করছি যে আমার এই অভিশপ্ত সন্তানদের অপরাধ যদি প্রমাণিত হয়—
স্যাটার। 'যদি প্রমাণিত'! তুমি সব কিছু দেখছ। কে এই চিঠিটা পেয়েছিল? তামোরা তুমি পেয়েছিলে?
তামোরা। এ্যাণ্ড্রোনিকাস নিজে এটা পেয়েছে।
টিটাস। আমি পেয়েছি প্রভু। তথাপি আমার প্রার্থনা আমার জামীনে ওদের মুক্তি দিন। আমি আমার মহামান্য পূর্বপুরুষদের পবিত্র সমাধিস্তম্ভ স্পর্শ করে শপথ করছি তারা যথাসময়ে সম্রাটের সামনে হাজির হয়ে তাদের অভিযোগের জবাব দেবে, প্রয়োজন হলে জীবন দেবে।
স্যাটার। না, তাদের জামীন দেওয়া হবে না। নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ আর হত্যাকারীদের নিয়ে এস। ওদের কোন কথা বলতে দেবে না। কারণ ওদের অপরাধ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মৃত্যুর থেকে ভয়ানক কোন শাস্তি যদি থাকে

তাহলে সেই শাস্তি ওদের দেওয়া উচিত।

তামোরা। এ্যাণ্ড্রোনিকাস, আমি রাজাকে অনুরোধ করব। তোমার পুত্রদের জীবনের কোন আশঙ্কা করো না। তারা ভালই থাকবে।

টিটাস। চলে এস লুসিয়াস, ওদের সঙ্গে কোন কথা বলো না।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। বনভূমির আর একদিক।

দুহাত ও জিবকাটা অবস্থায় ধর্ষিতা ল্যাভিনিয়াকে নিয়ে দিমেত্রিয়াস ও শিরণের প্রবেশ

দিমে। বল, যদি তোমার জিব কথা বলতে পারে তাহলে বল কে তোমায় ধর্ষণ করেছে ?

শিরণ। যদি লিখতে পার তাহলে লিখে জানাও তোমার মনের কথা।

দিমে। দেখ দেখ, কেমন আভাসে ইঙ্গিতে ও ওর মনের কথা বলার চেষ্টা করছে।

শিরণ। বাড়ি গিয়ে ভাল জল দিয়ে হাত ধুয়ে ফেল।

দিমে। ওর জিব নেই যাতে ও কাউকে ডাকতে পারে আর ওর ধোবার মত হাতও নেই। সুতরাং আমরা ওকে নির্জন পথে ফেলে যাব।

শিরণ। আমিই ওকে ফাঁসি দেব।

দিমে। এই নাও যদি তোমার হাত থাকে ত এই ফাঁসটা গলায় দাও।

(দিমেত্রিয়াস ও শিরণের প্রস্থান)

শিঙাবাদন। শিকারীর বেশে মার্কাসের প্রবেশ

মার্কাস। কে এখানে ? আমার ভাইঝি না ? এত তাড়াতাড়ি চলে এল ? কথা বল ভাইঝি, তোমার স্বামী কোথায় ? আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? তাহলে আমি যেন জেগে উঠি আর যদি জেগে থাকি তাহলে কোন এক বিশাল গ্রহের প্রচণ্ড আঘাতে যেন ধরাশায়ী হয়ে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ি। কথা বল ভাইঝি, কোন নিষ্ঠুর হাত তোমার দেহরূপ বৃক্ষের দুটি শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার পত্রাচ্ছাদিত দুটি বৃক্ষশাখার মত তোমার সেই বাহু দুটিকে ছেদন করেছে, যে বাহু দুটিকে কত রাজা মহারাজা একদিন নিবিড়ভাবে কামনা করেছে। কথা বলছ না কেন ? গোলাপের মত তোমার ওষ্ঠাধর হতে উষ্ণ রক্তের একটি লাল ধারা কোন এক ক্ষীণ নদীর মত উৎসারিত হচ্ছে। যে তোমাকে ধর্ষণ করেছে সেই তোমার জিব কেটে দিয়েছে যাতে তুমি তার নাম না করতে পার। কিন্তু তোমার এত রক্তক্ষয় সত্ত্বেও তোমার গণ্ডদ্বয় টিটানের মুখের মত রক্তাভ আছে এখনো, যেন কোন মেঘের ম্লানিমাকে বরণ করে নিতে লজ্জা পাচ্ছে। তোমার কথা আমি বলে দেব। আমি তোমার মনের কথা জানি আর সেই পশুকেও জানি। আমি তার নিন্দা করে আমার দুঃখভারাক্রান্ত বুকটাকে হালকা করব। দুঃখ অন্তরে চাপা থাকলে তা ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গারের মতই

গোটা অন্তরটাকে পুড়িয়ে দেয়। যে নিষ্ঠুর লোকটা হাত দুটো কেটেছে সে যদি কখনো দেখত পদ্মের পাপড়ির মত তোমার আঙুলগুলো বীণার তারগুলোর উপর কাঁপতে কাঁপতে সেই সব তারের দ্বারা পরিচুম্বিত হয় তাহলে সে কখনই সে হাত কাটত না। তোমার কণ্ঠের মধ্যে যে স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত এক মধুর ঐক্যতান ঝরে পড়ে তা যদি সে শুনত তাহলে সে ঘুমিয়ে পড়ত তা শুনে, তোমার জিব কখনই কাটতে পারত না। যেমন সার্বেরাস একদিন থ্রেসীয় কবির পদতলে পড়েছিল লুটিয়ে। চল, তোমার পিতাকে আগেই অন্ধ করে দিইগে যাতে এ দৃশ্য দেখে তিনি অন্ধ হয়ে না যান। মুখ ফিরিয়ো না। আমরাও বিলাপ করব তোমার সঙ্গে। সে বিলাপে তোমার কষ্ট যদি কিছু-মাত্রও কমে ত কমুক।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম। রাজপথ।

টিটাসের শৃংখলাবদ্ধ দুই পুত্র মার্তিয়াস ও কুইণ্টাস এবং অনুনয় বিনয়রত টিটাসসহ বিচারকগণ, ট্রিবিউনগণ ও সিনেটসদস্যগণ মঞ্চের উপর দিয়ে চলে গেলেন।

টিটাস। হে পৌরপিতাগণ, আমার কথা শুনুন, হে ট্রিবিউনগণ, থামুন। এমন একজন বৃদ্ধের উপর করুণা করুন যার সমগ্র যৌবন যখন বিপজ্জনক যুদ্ধক্ষেত্রে অতন্দ্র অবস্থায় কাটে তখন আপনারা নিরাপদ নিদ্রাসুখ উপভোগ করতেন আপন আপন ঘরে। বিভিন্ন রোমযুদ্ধে যে রক্ত আমি পাত করেছি, দেশের জন্য অতন্দ্র প্রহরী রূপে যে সব তুষারাচ্ছন্ন রাত্রি আমি যাপন করেছি, বর্তমানে যে অশ্রু আমার কুঞ্চিত গণ্ডদ্বয়ের উপর দিয়ে ঝরে পড়ছে তার খাতিরে অন্ততঃ আমার দণ্ডিত পুত্রদের উপর দয়া করুন। আমার পুত্রদের যতটা অপরাধী ও দুর্নীতিপরায়ণ ভাবা হচ্ছে ততটা অপরাধী তারা নয়। আমি আমার বাইশ জন পুত্র হারিয়েছি একের পর এক ; তবু আমি কখনো চোখের জল ফেলিনি, কারণ তারা দেশের জন্য যুদ্ধ করে সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে। (এ্যাণ্ড্রোনিকাস শুয়ে পড়ল, তাকে পাশ কাটিয়ে বিচারকরা বন্দীদের নিয়ে চলে গেল) নির্মম বিচারকদের উদ্দেশ্যে আমি আমার অন্তরের দুঃখের কথা আমার অশ্রু দিয়ে লিখে রাখলাম এই মাটিতে। পৃথিবীর যে শুষ্ক মৃত্তিকার ক্ষুধা আমার পুত্রদের রক্তের দ্বারা তৃপ্ত হতে লজ্জা পাবে সে ক্ষুধা আমি আমার এই অশ্রুধারার দ্বারা তৃপ্ত করলাম। হে পৃথিবী, গ্রীষ্মে আমি তোমার তপ্ত

বক্ষ আমার অশ্রু দিয়ে শীতল করে দেব, আবার শীতকালেও আমার এই তপ্ত অশ্রুর উষ্ণতা দিয়ে সমস্ত বরফকে গলিয়ে দিয়ে পরিষ্কার চিরবসন্তকে বিরাজ করতে বাধ্য করব তোমার বুকে। সুতরাং তুমি আমার প্রিয় পুত্রদের রক্ত পান করতে সম্মত হয়ো না।

মুক্ত তরবারি হাতে লুসিয়াসের প্রবেশ

হে শ্রদ্ধেয় ট্রিবিউনগণ, হে বয়োপ্রবীণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, আমার পুত্রদের বন্ধন খুলে দিন। তাদের মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে অন্য দণ্ড দিন। আজ আপনাদের কাছে এই আবেদন জানাবার জন্য যত অশ্রু পাত করছি তত অশ্রু জীবনে কখনো কোনদিন পাত করিনি।

লুসি। হে আমার মহান পিতা, আপনি বৃথা শোক করছেন। ট্রিবিউনরা আপনার কথা শুনছে না। এখানে কেউ নেই। আপনি পাথরের কাছে আপনার দুঃখের কথা প্রকাশ করছেন।

টিটাস। হ্যাঁ লুসিয়াস, তোমার ভাইদের জন্য আর একবার প্রার্থনা জানাতে দাও। হে মাননীয় ট্রিবিউনগণ, আবার আমি আপনাদের কাছে অনুনয় বিনয় করছি।

লুসি। কিন্তু কোন ট্রিবিউনই শুনছে না আপনার কথা।

টিটাস। তাতে কিছু যায় আসে না বৎস। তারা শুনলেও কান দেবে না আর কান দিলেও আমায় দয়া করবে না। তথাপি আমি আমার আবেদন জানিয়ে যাব এবং সে আবেদন ওরা না শুনলে আমি কঠিন প্রস্তরকেই তা জানাব। ওরা আমার কথার জবাব দিতে না পারলেও ট্রিবিউনদের থেকে ওরা ভাল। আমাকে মাঝ-পথে বাধা দেয় না। আমি যখন কাঁদি তখন ওরা আমার পদতলে থেকে নীরবে আমার অশ্রুবিন্দুকে ধারণ করে, তখন মনে হয় আমার দুঃখে ওরাও যেন কাঁদছে। এই সব প্রস্তরখণ্ডের মত রোমে কোন ট্রিবিউন নেই। এই সব প্রস্তরখণ্ড একদিক দিয়ে রোমের মতন নরম আর ট্রিবিউনরা পাথরের চেয়েও কঠিন। চিরমূক এইসব প্রস্তরখণ্ড কোন শক্ত কথা বলে কাউকে আঘাত করে না। কিন্তু ট্রিবিউনরা তাদের শক্ত কথার আঘাতে মানুষকে মৃত্যুযন্ত্রণা দেয়। (উঠে দাঁড়িয়ে) কিন্তু তুমি কেন মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছ এমন করে ?

লুসি। আমার ভাইদের মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য। তাদের উদ্ধারের চেষ্টার অপরাধে আমাকে বিচারকরা চিরনির্বাসনদণ্ড দান করেছেন।

টিটাস। হায় নির্বোধ লুসিয়াস, তুমি কেন দেখতে পাচ্ছনা যে সারা রোম এখন ব্যাঘ্র অধ্যুষিত এক বিশাল অরণ্যে পরিণত হয়েছে। বাঘ সব সময় শিকার চাইছে। কিন্তু রোমে সে শিকার না পেয়ে বাঘরা আমার বংশের লোকদেরই চায়। কিন্তু তুমি বিশেষ ভাগ্যবান বলে নির্বাসনদণ্ড লাভ করেছ ; তার মানে ওরা অন্ততঃ তোমাকে গ্রাস করতে পারবে না। কিন্তু আমার ভাই

মার্কাসের সঙ্গে কে আসছে এদিকে ?

ল্যাভিনিয়াসহ মার্কাসের প্রবেশ

মার্কাস। হে টিটাস, অশ্রুবর্ষণের জন্য প্রস্তুত করে তোল তোমার বার্ধক্যজর্জরিত চক্ষুযুগলকে, অথবা তোমার মহান অন্তরকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য প্রস্তুত হও। আমি এমনই জ্বালাময়ী দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি যা তোমার মত বৃদ্ধের পক্ষে ভয়ঙ্কর।
টিটাস। সে সংবাদ কি আমার অন্তরকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে ?
মার্কাস। এ তোমার কন্যা না ?
টিটাস। কেন মার্কাস, এ ত আমারি কন্যা।
লুসি। হায় হায়, এ দৃশ্য আমার পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ।
টিটাস। হায় দুর্বলমনা বালক, উঠে তাকে দেখ। কথা বল ল্যাভিনিয়া। কোন সে অভিশপ্ত নিষ্ঠুর দুর্বৃত্ত তোমার দুটি হাত কেটে দিয়েছে ? কোন সে নির্বোধ সমুদ্রে জলসঞ্চার করল অথবা জ্বলন্ত ট্রয়নগরীতে এনে দিল জ্বালানী কাঠ ? হে কন্যা, তুমি আসার আগেই আমার দুঃখের কোন পরিসীমা ছিল না আমাকে একটা তরবারি দাও, সেই তরবারি দিয়ে আমার নিজের হাত দুটোকেও কেটে ফেলব, কারণ এই হাত দিয়ে আমি বৃথাই রোমের জন্য যুদ্ধ করেছি। এই হাত দিয়ে বৃথাই আমি কাতর আবেদন জানিয়ে এসেছি। এই হাতের কাছ থেকে আর কিছুই চাই না। শুধু এই চাই যে একটি হাত অন্য একটি হাতকে কাটতে সাহায্য করবে। তোমার হাত নেই, ভালই হয়েছে ল্যাভিনিয়া, কারণ যে হাত দিয়ে তুমি রোমের জন্য বৃথা কোন কাজ করতে পারবে না।
লুসি। চল বোন, কে তোমার এ ক্ষতি করেছে ?
মার্কাস। ওর যে জিহ্বা গলদেশের অভ্যন্তরে থেকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত সুমিষ্ট স্বরে গান গেয়ে মানুষকে মুগ্ধ করত, যে জিহ্বা ওর চিন্তাকে ভাষারূপ দান করত সেই জিহ্বাকে ওর ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে গলদেশ থেকে।
লুসি। ওর পক্ষ থেকে আপনি বলুন খুল্লতাত, কে এই কাজ করেছে ?
মার্কাস। আমি এইভাবে ওকে বনে পড়ে থাকতে দেখি। হঠাৎ দেখি শরাহত মৃগীর মত ও লুকোবার চেষ্টা করছে।
টিটাস। এই কন্যা ছিল আমার অতিশয় প্রিয় এবং যে তাকে আঘাত করেছে সে আমাকেই সবচেয়ে বেশী আঘাত দিয়েছে। এ আঘাতের থেকে মৃত্যুও ভাল ছিল। সে আমাকে হত্যা করতে পারত। আমার অবস্থা এখন এমনই এক মানুষের মত যে সমুদ্রপরিবৃত এক পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যে লক্ষ্য করছে ছোট ছোট ঢেউগুলি কিভাবে এক একটি তরঙ্গে পরিণত হচ্ছে এবং কখন এক বিশাল তরঙ্গ ছুটে এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তাকে সমুদ্রগর্ভে তার জন্য মুহূর্ত গণনা করছে। এইভাবে আমার দুই পুত্র মৃত্যুবরণ করেছে ;

আমার অন্য এক পুত্র নির্বাসিত আর আমার দুঃখে কাঁদছে। কিন্তু যে ল্যাভিনিয়া আমার আত্মার থেকে প্রিয় সেই ল্যাভিনিয়ার এই দুরবস্থা আমাকে দিয়েছে সবচেয়ে বেশী আঘাত। আমি যদি এই অবস্থায় ওকে মৃত দেখতাম তাহলে আমি পাগল হয়ে যেতাম, কিন্তু এখন ওকে জীবিত দেখেই বা কি করব? তোমার কোন হাত নেই যা দিয়ে তুমি তোমার চোখের জল মোছাতে পার, তোমার জিব নেই যাতে করে মুখে আমাদের বলতে পার কে এই কাজ করেছে। তোমার স্বামী মৃত এবং সেই মৃত্যুর জন্য আমার পুত্ররা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। দেখ মার্কাস, দেখ লুসিয়াস, ওর ভাইদের নাম করতেই ওর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে গালের উপর জমে রইল, দেখে মনে হচ্ছে মধু ঝরে পড়ছে কোন সদ্য-বিশুষ্ক পদ্মের গা থেকে।

মার্কাস। ওর চোখ থেকে জল পড়ছে, কারণ হয়ত ওর স্বামী নিহত। অথবা কে তাকে হত্যা করেছে তা ও জানে এবং ওর ভাইরা নির্দোষ একথা জানে বলেই ও কাঁদছে।

টিটাস। যদি তারা তোমার স্বামীকে মেরে থাকে তাহলে ভালই করেছে। আনন্দ করো কারণ দেশের আইনই তার উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। না না, এমন সাংঘাতিক কাজ তারা করতে পারে না। দেখ লুসিয়াস, ও কেমন দুঃখ করছে। আচ্ছা ওর ওষ্ঠ চুম্বন করে আমি কি ওর কোন কষ্ট দূর করতে পারি না? চল, আমি তোমার কাকা, তোমার ভাই ও তুমি সকলে মিলে কোন এক ঝর্ণার ধারে গিয়ে তার স্বচ্ছ জলে আমাদের মুখগুলোকে দেখি। দেখব চোখের জলে আমাদের মুখগুলোর অবস্থা হয়েছে কর্দমাক্ত জলে পরিপূর্ণ কোন প্রান্তরের ন্যায়। ঝর্ণার সেই স্বচ্ছ জলের পানে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত না আবার জল আসে আমাদের চোখে। অথবা চল, আমরা সবাই হাতগুলো কেটে ফেলিগে। অথবা জিবগুলো কামড়ে কেটে ফেলে সবাই আমরা বোবা হয়ে যাই। এইভাবে আমাদের ঘৃণ্য জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাই। অথবা যাদের জিব আছে তারা আরও বিস্ময়কর দুঃখ কিভাবে লাভ করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তার একটা পরিকল্পনা করো।

লুসি। চুপ করুন পিতা আর কাঁদবেন না। কারণ আপনার দুঃখ দেখে আমার বোনও ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মার্কস। ধৈর্য ধরো ভাইঝি। ভাই, চোখের জল সব মুছে ফেল।

টিটাস। হায় মার্কাস, তোমার গামছায় আমার চোখের জল মোছা যাবে না, কারণ ও গামছা তোমার চোখের জলে আগেই ভিজে গেছে।

লুসি। ও ল্যাভিনিয়া, আমি তোমার গালগুলো মুছিয়ে দিই।

টিটাস। দেখ মার্কাস, আমি ওর হাবভাব দেখে মনের কথা বুঝতে পারছি। লুসিয়াসের ভিজে গামছায় ওর গাল ঠিক মোছা যাচ্ছে না। কিন্তু এর মধ্যে কী করুণ এক সমবেদনা প্রকাশ পাচ্ছে।

এ্যারণের প্রবেশ

এ্যারণ। শোন টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস, আমার সম্রাট তোমাকে বলে পাঠিয়েছেন যদি তুমি তোমার পুত্রদের ভালবাস তাহলে তাদের মুক্তির জন্য মার্কাস, লুসিয়াস অথবা তুমি যে কোন একজন তার একটা হাত কেটে সম্রাটের কাছে এই মুহূর্তে পাঠিয়ে দাও। এই হবে তাদের অপরাধের শাস্তি। তাহলে তারা জীবন্ত ফিরে আসবে।

টিটাস। হে মহান সম্রাট, হে ভদ্র এ্যারণ। কোন দাঁড়কাক প্রথম সূর্যালোক-দর্শনে প্রীত ভরত পাখির মত এমন মিষ্টি সুরে গান গায়নি। আন্তরিক আনন্দের সঙ্গে আমি আমার মাথা কেটে সম্রাটকে পাঠিয়ে দেব। তুমি আমায় এতে সাহায্য করবে এ্যারণ ?

লুসি। থামুন পিতা, আপনার যে হাত একদিন কত শত্রুকে ধরাশায়ী করেছে সে হাত কেটে কখনই পাঠানো হবে না। আমি আমার হাত পাঠাব। আমি যুবক, আমার রক্তপাত হলে এমন কোন ক্ষতি হবে না। সুতরাং আমার হাত দিয়ে আমি আমার ভাইদের জীবন রক্ষা করব।

মার্কাস। তোমাদের কার হাত রোমের রক্ষার জন্য অস্ত্রকে রক্তরঞ্জিত করেনি, তোমাদের কার হাত শত্রুদের সুরক্ষিত দুর্গ ধ্বংস করেনি ? আমার হাত অনেকদিন কর্মহীন অবস্থায় পড়ে আছে। আমার দুজন ভ্রাতুষ্পুত্রের জীবন-রক্ষার জন্য আমার এই হাত আমি দান করব।

এ্যারণ। না না, এবার ঠিক করো কার হাত যাবে। কারণ তা না হলে উপযুক্ত মার্জনার অভাবে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে।

মার্কাস। আমার হাত যাবে।

লুসিয়াস। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি ওঁর হাত যাবে না।

টিটাস। আমি বৃদ্ধ, পাকা ফল যেমন তোলার উপযুক্ত, তেমনি আমার জীবন, সুতরাং আমার হাত যাবে।

লুসি। হে আমার প্রিয় পিতা, আমাকে যদি আপনার পুত্র বলে জ্ঞান করেন তাহলে আমার ভাইদের আমাকে বাঁচাতে দিন।

মার্কাস। আর আমাদের পিতামাতার খাতিরে অগ্রজের প্রতি আমার কর্তব্যকর্ম পালন করে আমার ভ্রাতৃপ্রেমের পরিচয় দান করার সুযোগ দিন।

টিটাস। আমি কিছু করব না, তোমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করো কে হাত দেবে।

লুসি। আমি তাহলে কুঠার আনি।

মার্কাস। আমি তাহলে সে কুঠারের সদ্ব্যবহার করব। (লুসিয়াস ও মার্কাসের প্রস্থান)

টিটাস। এদিকে এস এ্যারণ, আমি ওদের প্রতারিত করব। তোমার হাত দাও, আমার হাত নাও।

এ্যারণ। (স্বগতঃ) একে যদি প্রতারণা বলা হয় তাহলে আমি জীবনে কারো সঙ্গে এমন প্রতারণা করব না। আমি আমার কাজ সততার সঙ্গে করি। আমি তোমাকে অন্যদিকে ঠকাব আর আধ ঘণ্টা পরেই জানতে পারবে।
(টিটাসের হাত কেটে ফেলল)

লুসিয়াস ও মার্কাসের পুনঃপ্রবেশ

টিটাস। এখন তোমাদের দ্বন্দ্ব থামাও। যে হাতের দরকার তা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাও এ্যারণ, মহারাজকে আমার হাতটা দাওগে। বলবে এ হাত কতদিন কত অজস্র বিপদ থেকে রক্ষা করেছে তাঁকে। এ হাত তিনি যেন কবর দেন। আর বলবে আমি আমার ছেলেদের এক একটি মূল্যবান রত্নস্বরূপ জ্ঞান করি। শুধু মূল্যবান নয় আমার একান্ত প্রিয়।
এ্যারণ। আমি যাচ্ছি এ্যাণ্ড্রোনিকাস। ক্রমে তুমি তোমার ছেলেদের মাথা দেখতে পাবে। (স্বগতঃ) এই শয়তানিই আমার ভাল লাগে। যারা বোকা তারা লোকের মঙ্গল সাধন করুকগে। এ্যারণ কিন্তু তার কালো মুখখানার মত হাতটাও কালো ও কলঙ্কিত করে তুলবে। (প্রস্থান)
টিটাস। আমার এই একটা হাত আকাশের দিকে তুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। (ল্যাভিনিয়াকে) তুমি নতজানু হয়ে কি চাইছ? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি নিশ্চয় তোমার কথা শুনবেন। তা যদি না হয় তাহলে আমরা আমাদের সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাসের বাষ্প দিয়ে এমন এক কুয়াশা সৃষ্টি করব যা সূর্যের আলোকে করে দেবে ম্লান।
মার্কাস। বাস্তব জ্ঞানের সঙ্গে কথা বলুন দাদা। আবেগে এমনভাবে বিচলিত হবেন না।
টিটাস। আমার দুঃখ যদি গভীর ও অতলস্পর্শী হয় তাহলে সে দুঃখের আবেগও অনুরূপ গভীর ও অতলস্পর্শী হতে বাধ্য।
মার্কাস। তবু আপনার এই শোকপ্রকাশের মধ্যে যুক্তি থাকা উচিত।
টিটাস। এই সব দুঃখের মধ্যে যদি কোন যুক্তি থাকত তাহলে সে দুঃখ সীমায়িত হতে পড়ত যুক্তির দ্বারা। আকাশ যখন কাঁদতে থাকে তখন পৃথিবী কি পরিপ্লাবিত হয় না সে কান্নার জলে? বাতাস যদি বিক্ষুব্ধ হয় তাহলে সমুদ্র কি উন্মত্ত হয়ে উঠে আকাশকে ভয় দেখায় না? এই সব কিছু আতিশয্যের মধ্যে তুমি কি কোন যুক্তি খুঁজে পাবে? আমি সমুদ্র, আমার কন্যার সকরুণ দীর্ঘশ্বাসে ঢেউ জাগছে আমার সে বুকে। ও হচ্ছে ক্রন্দনরত আকাশ আর আমি হচ্ছি পৃথিবী; আমার সে পৃথিবীর বুক ভেসে যাচ্ছে ওর কান্নার জলে। ওর দীর্ঘশ্বাসে আমার সমুদ্র বিচলিত না হয়ে পারে না। ওর কান্নার জলে আমার পৃথিবী প্লাবিত না হয়ে পারে না, ওর দুঃখ আমি আমার পেটের ভিতর রাখতে পারি না। যারা ক্ষতিগ্রস্ত তারা অন্ততঃ তিক্ত কিছু কথা বলে মনস্তাপ দূর করার চেষ্টা করবেই।

দুটি নরমুণ্ড ও একটি হাত নিয়ে জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। হে সুযোগ্য এ্যাণ্ড্রোনিকাস, আপনি আপনার দানের উচিত মূল্য ঠিক পেলেন না, যে হাত আপনি সম্রাটকে পাঠিয়েছিলেন তার জন্য আপনার পুত্রের এই দুটি মাথা আপনি পেলেন। আপনার এই হাতটি ঘৃণাভরে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনার দুঃখ তাঁদের কাছে ক্রীড়ার বস্তু। আপনার সংকল্প তাদের কাছে উপহাসের বস্তু। আপনার দুঃখের কথা ভাবতে গিয়ে আমার নিজেরই দুঃখ জাগে, আমার পিতার মৃত্যুর কথা মনে পড়ে যায়।

মার্কাস। সিসিলিতে অবস্থিত জ্বলন্ত এটনা আগ্নেয়গিরি ঠাণ্ডা হয়ে যাক, তবু আমার অন্তরে যে নারকীয় অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে তা যেন কখনো না নেভে। এ দুঃখ সহ্যের অতীত।

লুসি। এ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে মনে। বাঁচতে ইচ্ছে করে না। বাঁচা মানেই শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাওয়া। (ল্যাভিনিয়াকে টিটাস চুম্বন করল)

মার্কাস। হায়, এ চুম্বনে কোন সান্ত্বনা নেই; ক্ষুধার্ত সর্পের কাছে বরফের মতই অর্থহীন।

টিটাস। এই ভয়ঙ্কর ঘুম কখন ভাঙ্গবে ?

মার্কাস। এখন হে তোষামোদ বিদায়। তুমি মরো এ্যাণ্ড্রোনিকাস, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো না, তোমার দুই মৃত পুত্রের মাথা, তোমার যুদ্ধপারঙ্গম হাত, তোমার বিকৃতদেহিনী কন্যা ও তোমার কাছে নিষ্প্রাণ ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থাকা আর এক নির্বাসিত পুত্র সকলকে দেখ। আর প্রাণহীন পাথরের এক প্রতিমূর্তির মত তোমার ভাইকেও দেখ। আর আমি তোমার দুঃখের আবেগকে দমন করার চেষ্টা করব না। ছিন্ন করে ফেল তোমার মাথার শুভ্র কেশপাশ, দাঁত দিয়ে দংশন করো তোমার অবশিষ্ট হাতটিকে। আর এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের চোখ যেন চিরতরে মুদ্রিত হয়ে যায়। এখন ঝড়ের সময়, কেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছ ?

টিটাস। হা হা হা।

মার্কাস। কেন তুমি হাসছ ? এখন ত হাসার সময় নয়।

টিটাস। আমার আর এক ফোঁটা অশ্রুও নেই। তাছাড়া এ দুঃখ হচ্ছে আমার শত্রু। এ দুঃখ আমার চোখের সব জল ঝরিয়ে দিয়ে অন্ধ করে দেবে আমার দুচোখ। তখন আমি প্রতিশোধ নেবার কোন উপায় খুঁজে পাব না। কিন্তু প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে, কারণ এই দুটি ছিন্ন মুণ্ড আমাকে ভয় দেখিয়ে বলছে আমি যদি ওদের অন্যায়কারীদের উপযুক্ত শাস্তি না দিই বা তাদের কৃত অন্যায়কর্মকে সুদে আসলে ফিরিয়ে না দিই তাদের তাহলে আমি কোনদিন সুখ পাই না জীবনে। এবার এস সব, দেখা যাক কি করা যায়। তোমরা সবাই এস আমার কাছে। আমার আত্মার নামে শপথ করো তোমরা সব অন্যায়ের প্রতিবিধান করবে। এস ভাই, তুমি একটা মাথা নাও, আমি আমার এই হাতে

আর একটা মাথা বয়ে নিয়ে যাব। এস ল্যাভিনিয়া, তুমি আমার এই হাতটা দাঁতে করে নাও। 'আর তুমি বৎস লুসিয়াস, তুমি গথ জাতির মধ্যে গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করো। যদি তুমি আমাকে পিতা হিসাবে ভালবাস তাহলে আমাকে চুম্বন করে চলে যাও। আমাদের এখনো অনেক কিছু করার আছে।

(লুসিয়াস ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

লুসি। বিদায় এ্যাণ্ড্রোনিকাস, হে আমার মহান পিতা, এই রোমে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দুঃখ ও লাঞ্ছনা তুমি ভোগ করেছ। বিদায় হে গর্বিত রোম। লুসিয়াস শপথ করে যাচ্ছে সে আবার ফিরে আসবে। বিদায় হে ল্যাভিনিয়া, হে আমার প্রিয় বোন। হায়, তুমি যদি আগের মত থাকতে। মনে হচ্ছে আমরা যেন মরে গেছি। লুসিয়াস আর ল্যাভিনিয়া বেঁচে আছে শুধু বিস্মৃতি আর ঘৃণ্য দুঃখের মধ্যে। যদি লুসিয়াস কোনদিন আবার বেঁচে ওঠে তাহলে সে তোমার উপর যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিকার করবেই। সে অহঙ্কারী স্যাটারনিনাস ও তাঁর রাণীকে টারকুইন ও তার রাণীর মত নগরদ্বারে ভিক্ষা করাবে। এখন আমি গথদের মধ্যে গিয়ে এক সৈন্যদল গঠন করে রোম র স্যা টা রনিনাসের উপর প্রতিশোধ নেব। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। রোম। টিটাসের বাসভবন।

ভোজসভা। টিটাস, মার্কাস, ল্যাভিনিয়া ও বালক লুসিয়াসের প্রবেশ

টিটাস। বস, বস। যতটুকু খেলে প্রতিশোধ নেবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় হয় তার বেশী যেন খেয়ো না। মার্কাস, আমার আর ভাইঝির হাত নেই। আমরা যুক্তকরে প্রার্থনা করতে পারি না। শুধু আমার অবশিষ্ট ডান হাতটি দিয়ে মাঝে মাঝে আমার বুকটাকে চাপড়াই। (ল্যাভিনিয়াকে) হে দুঃখের প্রতি-মূর্তি, শুধু ইঙ্গিতে তুমি কথা কও, তোমার হৃৎপিণ্ডটা যখন রাগে দ্রুত স্পন্দিত হয়, তখন তুমি সেটা স্তব্ধ করে দিতে পার না অথবা চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দিতে পার না। অথবা একটা ছুরি দিয়ে তোমার হৃৎপিণ্ডের কাছে একটা গর্ত করতে পার না যাতে তোমার চোখের সব জল তার মধ্যে ডুবে যায়।

মার্কাস। ছিঃ ভাই, তুমি হতভাগ্য মেয়েটাকে নিজের হাতে জীবন নাশ করতে শেখাচ্ছ?

টিটাস। কেমন করে? দুঃখ তোমার মধ্যে ক্রিয়া করতে শুরু করে দিয়েছে। কেন মার্কাস, আমি ছাড়া আর কেউ পাগল হবে না। তুমি হাত দিয়ে কেন বললে? ঈনিসকে ট্রয়ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করার কথা বলার মতই তোমার এ কথা বলা অর্থহীন। যদি হাতের কথা বলো, তাহলে যে হাতের কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম তার কথা আবার মনে পড়বে। হে আমার কন্যা, খেয়ে নাও। এখানে কোন মদ নেই। শোন মার্কাস, সে কি বলছে—আমি সব কথা বুঝতে পারি। সে বলছে সে তার দুঃখমেশানো অশ্রু ছাড়া আর কিছুই পান করবে না। তুমি কোন ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গী করবে না।

নতজানু হবে না, দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না, আকাশে মুখ তুলে তাকাবে না, চোখের পাতা ফেলবে না—আমি তোমার মনের কথা বিনা লক্ষণেই বুঝে নেব। আমি চেষ্টা করে করে তোমার মনের ভাষা সব শিখে নেব।

বালক। এই সব দুঃখের কথা ছেড়ে দাও ঠাকুর্দা, আমার পিসিমাকে কিছু আনন্দের গল্প বল।

মার্কাস। হায়, এই দুধের বালকও তার পিতামহের দুঃখ দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছে। তার চোখেও জল এসেছে।

টিটাস। হে শিশু, চোখের জলেই যেন তুমি গড়া আর চোখের জলের আঘাতে আঘাতেই তোমার জীবন যাবে ক্ষয়ে। (মার্কাস ছুরি দিয়ে তার খাবার ডিশে আঘাত করল) ছুরি দিয়ে কাকে আঘাত করলে ভাই ?

মার্কাস। একটা মাছিকে মারলাম ভাই।

টিটাস। দূর হয়ে যাও হে হত্যাকারী। তুমি আমার অন্তরকেই আঘাত করলে। আমার চোখ কোন অত্যাচারের দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। যে কোন নির্দোষ প্রাণীকে অকারণে হত্যা করতে পারে সে কখনো টিটাসের ভাই হতে পারে না। তুমি আমার সঙ্গে থাকার উপযুক্ত নও।

মার্কাস। কিন্তু প্রভু, আমি সামান্য একটি মাছিকে হত্যা করেছি।

টিটাস। কিন্তু সামান্য একটি মাছি হলেও যদি তার পিতা মাতা থাকত ? যদি তারা রঙীন ডানা মেলে গুঞ্জন ধ্বনিতে বাতাস মুখরিত করে বিলাপ করতে আসত পুত্রশোকে ? হায় হতভাগ্য মক্ষিকা, কিছুক্ষণ তোমার মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তুলে আনন্দ দান করতে এসেছিলে আমাদের। আর তুমি তাকে হত্যা করলে ?

মার্কাস। আমাকে ক্ষমা করো। মাছিটা ছিল কালো রঙের আর কুৎসিত ধরনের দেখতে, ঠিক যেন রাণী তামোরার সেই কৃষ্ণকায় মুর। সেই ভেবেই ওকে হত্যা করেছি আমি।

টিটাস। ও, তাই বল। তাহলে তোমাকে অকারণে তিরস্কার করার জন্য আমাকেই ক্ষমা করো। তুমি ত একটা উপকার করেছ। আমাকে ছুরিটা দাও, আমি ওকে মরার উপর আবার খাঁড়ার ঘা দেব। এই নাও এই আঘাতটা তোমার আর এইটা তামোরার। যে মাছি কালো মুরের রূপ ধরে এসেছিল আমরা শুধু তাকেই মেরেছি।

মার্কাস। হায়, হতভাগ্য ভাই। দুঃখ তোমাকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে কোন অলীক মিথ্যা বস্তুকেও সত্য বলে মনে করছ।

টিটাস। চল আমরা যাই। ল্যাভিনিয়া, আমার সঙ্গে চল। আমি তোমার ঘরে গিয়ে যতসব দুঃখের কাহিনী পড়ব। চল বালক, তুমি আমাকে পড়ে শোনাবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম। টিটাসের বাগানবাড়ি।
প্রথমে বালক লুসিয়াসের পশ্চাতে ধাবিত ল্যাভিনিয়ার প্রবেশ।
পরে টিটাস ও মার্কাসের প্রবেশ

বালক। আমাকে বাঁচাও ঠাকুরর্দা, আমার পিসিমা ল্যাভিনিয়া আমাকে সব জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না কেন সে এমন করছে। দেখ দেখ মার্কাস, কত তাড়াতাড়ি ও আসছে।

মার্কাস। আমার পাশে দাঁড়াও লুসিয়াস। তোমার পিসিকে আর ভয় করো না।

টিটাস। তোমাকে সে এতদূর ভালবাসে যে সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

বালক। যখন আমার বাবা রোমে ছিল তখন সে আমাকে ভালবাসত।

মার্কাস। আচ্ছা এইসব ইঙ্গিতের দ্বারা আমার ভাইঝি কি বোঝাতে চাইছে?

টিটাস। ভয় করো না লুসিয়াস, সে যা হোক একটা কিছু বলতে চাইছে। দেখ লুসিয়াস, ও তোমাকে কি বলছে, ও চাইছে তুমি ওর সঙ্গে এক জায়গায় যাবে। শোন বালক, ও যত তোমাকে ভালবাসে কর্ণেলিয়াস তার পুত্রদেরও এত ভালবাসত না।

মার্কাস। তুমি কি বুঝতে পারছ না সে কোথায় তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছে?

বালক। ও যখন পাগলের মত আচরণ করে তখন ছাড়া আর ওর কোন ইঙ্গিত বা ইশারাই বুঝতে পারি না। আমার ভয় হচ্ছে ও বুঝি বা পাগল হয়ে গেছে। কারণ ঠাকুর্দার কাছে শুনেছিলাম অতিরিক্ত দুঃখে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমি বইয়ে পড়েছি ট্রয়ের রাণী হেকুবা দুঃখে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তাই আমিও সেই ভয় করেছিলাম, যদিও আমি জানি আমার পিসিমা আমায় নিজের মার মত ভালবাসে এবং খুব রেগে না গেলে আমাকে কখনো ভয় দেখায় না। আর এই ভয়েই আমি সব কষ্ট ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি ও ভয় নিরর্থক। আমায় ক্ষমা করো পিসিমা, দাদু, মার্কাস যদি যায় আমিও তাহলে যাব তোমার সঙ্গে।

মার্কাস। লুসিয়াস, আমি যাব। (লুসিয়াসের ফেলে দেওয়া বইগুলো দেখাতে লাগল)

টিটাস। কি চাও ল্যাভিনিয়া? মার্কাস, ও কি বলতে চায়? এই সব বই-এর মধ্যে ও কোন কোন বিশেষ বই পছন্দ করে। তা যদি হয় তাহলে এস আমার নিজস্ব গ্রন্থাগারে। সেখানে তোমার পছন্দমত বই পড়ে সময় কাটাতে

পারবে যত দিন না ঈশ্বর প্রকৃত অন্যায়কারীকে প্রকাশিত না করেন। দেখ দেখ ও কেমন কাটা হাতের অবশিষ্ট অংশগুলো নাড়াচ্ছে উপরের দিকে তুলে।
মার্কাস। আমার মনে হয় ও বলতে চাইছে এই ষড়যন্ত্রে একজনের বেশী লোক জড়িত আছে। আর এও হতে পারে যে ও আকাশের পানে মুখ তুলে স্বর্গের দেবতাদের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করছে।
টিটাস। লুসিয়াস, কোন বইটা ও দেখাচ্ছে ?
বালক। ঠাকুর্দা, এটা ওভিদের 'মেটা মরফসিস' ; মা আমাকে এটা দিয়েছিল।
টিটাস। ও তাড়াহুড়ো করে পাতা ওল্টাবার চেষ্টা করছে। ওকে সাহায্য করো। ও কোন পাতাটা পড়তে চায় ? ল্যাভিনিয়া, আমি তোমাকে পড়ে শোনাই ? এ জায়গাটায় আছে ফিলোমেলের কাহিনী, আর আছে তেরেউসের রাষ্ট্রদ্রোহিতা আর ধর্ষণ।
মার্কাস। দেখ দেখ, কি ভাবে ও লেখাগুলো মুখস্থ করছে।
টিটাস। ল্যাভিনিয়া, তুমিও কি হতভাগিনী ফিলোমেলের মতই নির্জন অরণ্য প্রদেশের কোন এক অংশে নির্মমভাবে ধর্ষিত হয়েছিলে ? হায় কেনই বা আমরা শিকারে বার হয়েছিলাম ! কবি ঠিকই বলেছে, যেন প্রকৃতি নিজেই নরহত্যা আর ষড়যন্ত্রের জন্য এ শিকারের আয়োজন করেছিল।
মার্কাস। প্রকৃতির কথা কেন বলছ ? দেবতারা না চাইলে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কিছুই ঘটত না।
টিটাস। বল মেয়ে, এখানে কেউ নেই। বল, কোন রোমান লর্ড এই সাংঘাতিক কাজ করেছে ? টারকুইন যেমন সহসা যুদ্ধশিবির ত্যাগ করে লুক্রীর বাড়িতে গিয়ে তার শালীনতা নষ্ট করেছিল তেমনি করে স্যাটারনিনাসও কি তাই করেছিল ?
মার্কাস। আমার পাশে বস ভাইঝি। দাদা, তুমিও বস। হে এ্যাপোলো, জোভ ও মার্কারি, আমাকে শক্তি দাও, যাতে আমি ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বার করতে পারি। এই দেখ দাদা, এই দেখ ল্যাভিনিয়া। (মুখ ও পায়ের আঙুলের সাহায্যে নিজের নাম লিখল) দেখলে ত, তোমরা যদি চাও তোমরাও এভাবে লিখতে পার। আমার পর তোমরা লেখ। আমি অন্য কারো সাহায্য না নিয়েই আমার নাম লিখেছি। হে আমার ভাইঝি, তুমিও এমনি করে যে এ কাজ করেছে তার নাম লিখে দাও। ঈশ্বর তোমায় সাহায্য করুন। তুমি তোমার মনের কথা লিখে জানাও যাতে আমরা আসল সত্য ও ষড়যন্ত্রকারীদের নাম জানতে পারি। একদিন ঈশ্বর যাদের খুঁজে বার করে প্রতিশোধ নিতেন তুমি তাদের নাম আগেই জানিয়ে দাও। (ল্যাভিনিয়া মুখে করে কলমটা নিয়ে পায়ের আঙুল ও বাহুর অবশিষ্ট অংশ দিয়ে লিখতে লাগল)
টিটাস। দেখ দেখ পড়তে পারা যায় কি না। শিরণ—দিমেত্রিয়াস।
মার্কাস। কী, তামোরার দুই লম্পট পুত্র এই জঘন্য কাজ করেছে ?
টিটাস। হায়, হাতে ক্ষমতা পেয়ে ওরা এই কাজ করেছে।

মার্কাস। শান্ত হও ভাই। জনগণকে বিদ্রোহী করে তোলার আগে অনেক কারণই ওদের বিরুদ্ধে আছে। এখন তোমরা আমার সঙ্গে নতজানু হয়ে শপথ করো যেমন একদিন লুক্রেশিয়া ধর্ষিতা হলে তার পিতা লর্ড জুনিয়াস ব্রুটাস শপথ করেছিল প্রতিশোধ নেবার জন্য। আমরাও তেমনি শপথ করছি হয় আমরা বিশ্বাসঘাতক গথদের উপর মারাত্মক প্রতিশোধ নেব আর তা না পারি ত নিজেরা মরব।

টিটাস। তা ত বুঝলাম কিন্তু তুমি যখনই ভালুক ছানাগুলোকে টেনে আনবে তখনই তাদের মা জেগে উঠবে। এখন সেই ভালুকটা সিংহের সঙ্গে মিতালি করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তার পিঠে খেলা করছে আর নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। তুমি হচ্ছ তার কাছে এক শিশু শিকারী। আমি এক পিতলের পাতায় ইস্পাত দিয়ে একথা লিখে রাখব। উত্তরের বাতাস আমার সে লেখা ছড়িয়ে দেবে সর্বত্র। আচ্ছা বালক, বল এখন আমাদের কর্তব্য কি?

বালক। আমি যদি বড় হতাম তাহলে সেই সব দুর্বৃত্তদের মজা দেখিয়ে দিতাম, যাদের জন্য সারা দেশ হচ্ছে কলঙ্কিত।

মার্কাস। তোমার পিতা এই অকৃতজ্ঞ দেশের পক্ষে উপযুক্ত শাস্তির বিধান করবে।

বালক। আমিও তাই করব দাদু যদি বেঁচে থাকি।

টিটাস। এস, আমার সঙ্গে অস্ত্রাগারে এস। তোমাকে অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করে রাণীর দুই পুত্রের কাছে পাঠাব। আমার সংবাদ তুমি বহন করে নিয়ে যাবে।

বালক। আমার ছোরা তাদের বুকে বসিয়ে দেব দাদু।

টিটাস। না বালক। তোমাকে আমি অন্য পথ বলে দেব। ল্যাভিনিয়া, এস আমার সঙ্গে। মার্কাস, তুমি আমার বাড়ির দিকে নজর রেখো। লুসিয়াস আর আমি রাজসভায় যাব।

(টিটাস, ল্যাভিনিয়া ও বালক লুসিয়াসের প্রস্থান)

মার্কাস। হে স্বর্গের দেবতাবৃন্দ, তুমি কি একজন সৎ মানুষকে শুধু দুঃখে আর্তনাদ করাবে, তাকে দয়া করবে না? মার্কাস তার এই দুঃখে তাকে দেখবেই। আমার ঢালের উপর শত্রুদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত তরবারির যত না আঘাতের দাগ আছে তার থেকে বেশী ক্ষত আছে আমার অন্তরে। তবু আমি নিজের হাতে প্রতিশোধ নেব। বৃদ্ধ এ্যাণ্ড্রোনিকাসের জন্য দেবতারা প্রতিশোধ নেবেন।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। রোমের রাজপ্রাসাদ।

একটি দরজা দিয়ে এ্যারন, দিমেত্রিয়াস ও শিরণ এবং অন্য একটি দরজা দিয়ে বালক লুসিয়াস ও তার সঙ্গে কতকগুলি অস্ত্র হাতে জনৈক অনুচরের প্রবেশ

শিরণ। দেখ দিমেত্রিয়াস, লুসিয়াসের ছেলে এসেছে। নিশ্চয় সে কিছু বলবে।

এ্যারণ। হ্যাঁ, নিশ্চয় তার পাগল পিতামহের কোন প্রলাপোক্তি বলবে হয়ত।
বালক। হে মাননীয় লর্ডগণ, আমি যথাবিহিত বিনয়ের সঙ্গে এ্যাণ্ড্রোনিকাসের পক্ষ থেকে আপনাদের অভিবাদন জানাচ্ছি। (স্বগতঃ) আর সেই সঙ্গে রোমের দেবতাদের নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি তাঁরা যেন শীঘ্রই তোমাদের ধ্বংস করেন।
দিমে। ধন্যবাদ হে সুন্দর বালক লুসিয়াস। কি খবর?
বালক। (স্বগতঃ) খবর আর কি, তোমরা দুজনেই ধরা পড়ে গেছ। তোমরা দুজনেই হচ্ছ সেই শয়তান যারা ধর্ষণকার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। —আমার পিতামহ মনে করেন আপনারা হচ্ছেন এমনই সব সম্মানিত যুবক যাঁরা ভবিষ্যৎ রোমের একমাত্র আশা ভরসা, তাই তিনি তাঁর অস্ত্রাগার হতে কিছু ভাল অস্ত্র উপহার পাঠিয়েছেন আপনাদের পরিতৃপ্ত করার জন্য। এই কথা বলে এই উপহারগুলি আপনাদের দেবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের দরকার হলে আরও অস্ত্র পাবেন তাঁর কাছে। এইকথা বলে আমি যাচ্ছি।

(অনুচরসহ বালক লুসিয়াসের প্রস্থান)

দিমে। একি! এখানে একটা কাগজে কি লেখা রয়েছে? কই দেখি! (পড়তে লাগল)
শিরণ। ও, এটা হোরেসের লেখা একটি কবিতা। আমি ব্যাকরণে এটা আগেই পড়েছি।
এ্যারণ। হ্যাঁ, এটা হোরেসের লেখা কবিতা। তোমাকে দিয়ে ভালই করেছে। (স্বগতঃ) একেবারে গাধা যাকে বলে। আসলে এটা ঠাট্টার কথাই নয়; বৃদ্ধ এ্যাণ্ড্রোনিকাস ওদের দোষ ধরে ফেলেছে এবং কবিতা লেখা অস্ত্র পাঠিয়ে দিয়েছে যাতে এরা তার মর্ম সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে, যাতে এরা অন্তরে আঘাত পায়। আজ আমাদের সম্রাজ্ঞী যদি ভাল থাকতেন তাহলে এ্যাণ্ড্রো-নিকাসের এই ইঙ্গিত বুঝতে পারতেন। ঠিক আছে, তাঁকে আর এ বিষয়ে বিরক্ত করে লাভ নেই; তিনি বিশ্রাম করুন।—হে তরুণ লর্ডগণ, আচ্ছা যে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানগত প্রভাব আমাদের বন্দী অবস্থায় বিদেশ বিভুঁই রোমে এনে উন্নতির এমন উচ্চ শিখরে আরূঢ় করে সে গ্রহনক্ষত্র নিশ্চয় ভাল এবং সৌভাগ্যসূচক। প্রাসাদদ্বারে এ্যাণ্ড্রোনিকাসের ভাই ট্রিবিউনের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় আমার ভালই হয়েছে।
দিমে। এতবড় একজন লর্ড আমাকে যে হীন ইঙ্গিতপূর্ণ উপহার পাঠিয়েছেন তা পেয়ে আমারও ভাল হলো।
এ্যারণ। আর তাঁর এই উপহার পাঠানোর পিছনে যুক্তিরও অভাব নেই লর্ড দিমেত্রিয়াস, আপনি তাঁর কন্যার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেননি?
দিমে। আমাদের কামনা চরিতার্থ করার জন্য যদি ওঁর মেয়ের মত এক হাজার রোমের ললনা পেতাম তাহলে কতই না ভাল হত।

শিরণ। আর সেই সব নারীর মধ্যে যদি থাকত প্রেম আর স্বেচ্ছাকৃত স্নেহ-দানের প্রবণতা।

এ্যারণ। আজ তোমাদের এই কামনাকে তথাস্তু বলে সমর্থন করার জন্ত তোমাদের মা এখানে নেই।

শিরণ। তিনি ত চাইবেন আরও কুড়ি হাজার মেয়েকে ধর্ষণ করি আমরা।

দিমে। চল, আমাদের মার প্রসবযন্ত্রণা যাতে নির্বিঘ্নে কেটে যায় তার জন্য রোমের সকল দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা জানাইগে।

এ্যারণ। (স্বগতঃ) শয়তানদের কাছে প্রার্থনা জানাওগে, দেবতারা আমাদের ত্যাগ করেছে। (জয়ঢাকের শব্দ)

দিমে। এই জয়ঢাকের বাদ্যের অর্থ কি ?

শিরণ। মনে হয় সম্রাটের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।

দিমে। চুপ করো, কে আসছে এই দিকে।

কৃষ্ণকায় এক নবজাত শিশুহাতে জনৈক ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। নমস্কার লর্ডগণ। আচ্ছা, আপনারা মুর এ্যারণকে দেখেছেন ?

এ্যারণ। কম না বেশী দরকার ? এ্যারণ এখানেই রয়েছে। কি দরকার আছে বল।

ধাত্রী। আমাদের সর্বনাশ হয়েছে এ্যারণ। যা হোক একটা কিছু করো, তা না হলে সারা জীবন দুঃখ পেতে হবে তোমাকে।

এ্যারণ। তোমার হাতে ওটা কি ?

ধাত্রী। আমার হাতে আছে এমন একটা জিনিস যা আমি স্বর্গের দেবতাদের চোখের সামনে থেকে লুকিয়ে রাখতে চাই। এটা হচ্ছে এমনই একটা জিনিস যা মহারাণীর পক্ষে লজ্জা আর রোমের রাজবংশের পক্ষে অপমানের বস্তু। রাণীর প্রসব হয়েছে। তিনি এখন বিছানায়।

এ্যারণ। ঈশ্বর তাঁকে বিশ্রাম দান করুন। সম্রাট তাঁকে কি উপহার পাঠিয়েছেন ?

ধাত্রী। একটা শয়তান।

এ্যারণ। তাহলে তিনি এখন শয়তানের স্ত্রী এবং আনন্দদায়ক সন্তান এক প্রসব করেছেন।

ধাত্রী। নিরানন্দময় ভয়াবহ, কৃষ্ণকায় এক দুঃখদায়ক সন্তান। সুন্দর মুখবিশিষ্ট আমাদের এই শ্বেতকায় স্বজাতিদের মধ্যে এই শিশুটা এক ঘৃণ্য বিষাক্ত ব্যাঙের মত। এ শিশুর মুখে তোমার ছাপ স্পষ্ট, এ তোমার প্রতি-নিধি, আমাদের রাণী একে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি তোমাকে বলেছেন তুমি যেন তোমার তীক্ষ্ণ ছোরার মুখ দিয়ে ওর গায়ে ওর নাম লিখে দিও।

এ্যারণ। দূর হও বেশ্যা মাগী, কালো রং কি এতই খারাপ ? ফুলের কুঁড়ির

মতই কী সুন্দর তুমি এক মানবশিশু !

দিমে। শয়তান, কি করেছ তুমি ?

এ্যারণ। আমি যা করেছি তা তুমি নস্যাৎ করতে পার না।

শিরণ। তুমি আমার মার সর্বনাশ করেছ।

এ্যারণ। শয়তান, আমি তোমার মার ভাল করেছি।

দিমে। নরকের কুকুর, তুমি তার ভাল করতে গিয়ে তাঁর সর্বনাশ করেছ। তাঁকে শত ধিক যে তোমাকে তিনি তাঁর প্রেমাস্পদ হিসাবে নির্বাচন করেছেন এবং তোমার মত শয়তানের এক অভিশপ্ত সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন।

শিরণ। এ সন্তানকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা চলবে না।

এ্যারণ। না, এ মরবে না।

ধাত্রী। এ্যারণ, একে মরতেই হবে ; এর মা তাই চায়।

এ্যারণ। কী, একে মরতেই হবে ? অন্য কেউ নয়, তাহলে আমি নিজেই আমার রক্ত মাংসে গড়া সন্তানকে হত্যা করব।

দিমে। ধাত্রী, তুমি আমাকে ওটা দাও, আমি আমার তরবারি দিয়ে ওকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

এ্যারণ। তার আগেই আমার এই তরবারি তোমার উপস্থিত সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে। (শিশুপুত্রকে ধাত্রীর কাছ থেকে নিয়ে তরবারি বার করল) থাম থাম হে নরহত্যাকারী শয়তানের দল। তোমরা কি তোমাদের ভাইকে হত্যা করবে ? আকাশের যে সূর্য এর জন্মকালে কিরণ দান করেছিল সেই জ্বলন্ত সূর্যের নামে শপথ করে বলছি আমার এই প্রথম সন্তান ও উত্তরাধিকারী আমারি তরবারির আঘাতে মৃত্যুবরণ করবে। আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি বাছাধনরা, সমগ্র টাইফন জাতিদের সাহায্যপুষ্ট তাদের নেতা এনসিলোদাস অথবা মহান এ্যানসিদে অথবা রণদেবতা স্বয়ং তার পিতার কাছ থেকে এই শিশুকে কেড়ে নিতে পারবে না। শোন দুর্বলমনা অর্বাচীনের দল, সাদা চুণকালি দেওয়া দেওয়াল। জেনে রাখবে, কয়লার মত কালো রং অন্য যে কোন রঙের থেকে ভাল, কারণ এই কালো রং অন্য রংএর সঙ্গে মিশতে চায় না। কালো রং কখনো নিজের স্বভাব বদলও করে না। সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি কখনো সামান্য একটা সাদা হাঁসের কালো পা দুটোকে সাদা করতে পারে না। অথচ এই কালো পায়ের সাহায্যেই হাঁসেরা যত বানের জল ঠেলে সাঁতার কেটে উদ্ধার পায়। সম্রাজ্ঞীকে বলবে, আমার নিজের সম্পদকে রক্ষা করার মত বয়স আমার হয়েছে। তিনি যা পারেন করবেন।

দিমে। তুমি কি তোমার মালিকের সঙ্গে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে ?

এ্যারণ। আমার মালিক আমার মালিক ; এ হচ্ছে আমার আত্মা, আমার যৌবনের শক্তি আর সৌন্দর্যের অভ্রান্ত প্রতিচ্ছবি, সারা জগতের সকল বস্তুর মধ্যে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু। সারা বিশ্বের সকল প্রতিকূলতা সত্বেও একে

আমি রক্ষা করে চলব। দরকার হলে এর জন্ম তোমাদের কাউকে হত্যা করব।
দিমে। এর জন্ম আমার মা চিরকাল লজ্জার বস্তু হয়ে থাকবে।
শিরণ। এই জঘন্য ভুলের জন্ম সারা রোম আমাদের মাকে ঘৃণা করবে।
ধাত্রী। সম্রাট রেগে গিয়ে এর জন্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দান করবেন।
শিরণ। এ বিষয়ে মার অবিশ্বস্ততার কথা ভেবে আমার লজ্জা পাচ্ছে।
এ্যারণ। তোমাদের ত বর্ণের দিক থেকে সুবিধা আছে; কিন্তু তোমাদের গায়ের রং ফর্সা হলেও সে রং বিশ্বাসঘাতক বলেই তা তোমাদের অন্তরের নির্দেশ মানে না। দেখ দেখ, এই ছেলেটা এই কালো ক্রীতদাসটা তার বাবার মুখের পানে তাকিয়ে হাসছে। যেন বলছে, ও বুড়ো খোকা, আমি তোমারি। ভাল করে অনুভব করে দেখ যার প্রাণরক্তে তোমাদের জন্ম হয় সেই প্রাণরক্তে এরও জন্ম, যার গর্ভে তোমরা একদিন ভ্রূণ অবস্থায় বন্দী ছিলে তার গর্ভ হতেই এ শিশু পৃথিবীর আলো হাওয়ার মাঝে ভূমিষ্ঠ হয়। এর মুখে আমার মুখের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠলেও এ হচ্ছে তোমাদের মার দিক থেকে তোমার সহোদর ভাই।
ধাত্রী। এ্যারণ বল, আমি সম্রাজ্ঞীকে কি বলব?
দিমে। কি করা যায় তুমি পরামর্শ দাও এ্যারণ যাতে তোমার এই শিশু সন্তান ও আমরা রক্ষা পাই।
এ্যারণ। তাহলে বসে আলোচনা করো। তোমরা, আমি আর আমার পুত্রও রক্ষা পাবে। বস, তোমাদের নিরাপত্তার কথা আলোচনা করো।

(বসল)

দিমে। কতজন স্ত্রীলোক এই শিশুকে দেখেছে?
এ্যারণ। হে সাহসী বীর লর্ডগণ, কোন ভয় নেই। যখন তোমরা মিলে-মিশে থাকবে আমার সঙ্গে তখন নিরীহ মেষশাবকের মত শান্ত থাকব। কিন্তু যদি আমাকে বাধা দাও তাহলে আমি এমনই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠব যে কোন শৃংখলিত বন্য শূকর, কোন পার্বত্য সিংহী অথবা কোন স্ফীত সমুদ্র আমার সে বিক্ষোভের সমান হতে পারে না। কিন্তু বল ধাত্রী ক'জন লোকে এ শিশুকে দেখেছে?
ধাত্রী। ধাত্রী কর্ণেলিয়া আর আমি নিজে। আর যিনি প্রসব করেছেন এ শিশু সেই সম্রাজ্ঞী তিনি ছাড়া এ ব্যাপার আর কেউ জানে না।
এ্যারণ। সম্রাজ্ঞী, ধাত্রী আর তুমি। দুজনকে যা করে হোক বোঝানো যাবে আর তৃতীয় জন ইহজগৎ হতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। যাও তোমার রাণীকে এ কথা বলগে। (ধাত্রীকে হত্যা করল)
দিমে। এর মানে কি এ্যারণ, কেন তুমি এ কাজ করলে?
এ্যারণ। এটা হচ্ছে নীতির কথা স্যার। সে থাকলে আমাদের এই অপকর্মের কথা প্রকাশ করে দিত আর সে কথা দীর্ঘদিন ফিরত লোকের মুখে মুখে। না, তা হতে পারে না। এখন আমার মতলবটা শোন। অদূরে মিউটিয়াস নামে আমার এক স্বজাতি বাস করে। তার স্ত্রীও গত রাত্রিতে এক পুত্রসন্তান প্রসব

করেছে। সে সন্তানের গায়ের রং তোমাদের মত সুন্দর। যাও তার কাছে, সে সন্তানের মাকে টাকা দিয়ে বশ করো। তাকে যা করে হোক নিয়ে এসে সম্রাটের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বলে জানাতে হবে আর আমার পুত্রকে তার জায়গায় দিয়ে আসবে। এইভাবে রাজদরবারের মধ্যে আসন্ন প্রতিবাদের ঘূর্ণি ঝড়কে উঠতে না উঠতেই শান্ত করতে হবে। সম্রাট সেই শিশুকে নিজের বলে জেনে তৃপ্ত হোক। শোন লর্ডগণ, আমি তাকে হত্যা করেছি। (ধাত্রীকে দেখিয়ে) তোমরা এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করবে। নিকটে কবরের জায়গা আছে। তোমরা হচ্ছ সাহসী বীর; এ কাজের উপযুক্ত সাহসের অভাব তোমাদের হবে না। এ কাজ সারা হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন ধাত্রীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে, সময় নেই। দুজন ধাত্রী ইহলোক থেকে চলে গেলে মেয়েরা যা বলাবলি করে করুক।

শিরণ। এ্যারণ, আমি দেখছি তুমি বাতাসকেও বিশ্বাস করো না।

দিমে। সম্রাজ্ঞীর যে উপকার তুমি করলে এর জন্য তিনি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবেন তোমার কাছে।

(দিমেত্রিয়াস ও শিরণ ধাত্রীর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গেল)

এ্যারণ। এইবার চাতক পাখির মত দ্রুতগতিতে গথদের কাছে যেতে হবে। সেখানে আমার হাতের শিশুপুত্রকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানে আমাদের রাণীর বন্ধুবান্ধব ও সমর্থনকারীদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এস ঠোঁটমোটা ক্রীতদাস, তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব। তোমাকে এখন থেকে গাছের ফল, দুধ ঘি আর ছানামাংস খাইয়ে মানুষ করা হবে-যাতে তুমি ভবিষ্যতে একজন বীর যোদ্ধা হয়ে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতে পার।

(শিশুসহ প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। রোম। বারোয়ারীতলা।

হাতে লেখা কবিতার কাগজআঁটা কতকগুলি তীরসহ টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস ও ধনুকসহ মার্কাস, বালক লুসিয়াস ও পাবলিয়াস, সেম্প্রনিয়াস, কায়াস প্রভৃতির প্রবেশ

টিটাস। এস মার্কাস এস। হে আমার স্বজাতিবৃন্দ, এই হচ্ছে পথ। এস বালক, তোমার তীর ধনুকটা দেখি। মনে রেখো মার্কাস, সে চলে গেছে পালিয়ে গেছে। হে আমার ভাইসব, তোমরা অস্ত্র ধারণ করে সারা সমুদ্র জুড়ে জাল ফেলগে। নিশ্চয় তোমরা তাকে সমুদ্রের মধ্যে পেয়ে যাবে। কিন্তু স্থলের মত জলেও কোন বিচার নেই। পাবলিয়াস আর সেম্প্রনিয়াস, তোমাদের এ কাজ করতেই হবে। গাঁইতি আর কোদাল নিয়ে পৃথিবীর মাটি খুঁড়ে তার খোঁজ করতে করতে সুদূর পাতালে প্লুটোর রাজ্যে চলে যাবে। গিয়ে বলবে, অকৃতজ্ঞ রোমের দ্বারা লাঞ্ছিত ও জর্জরিত বৃদ্ধ এ্যাণ্ড্রোনিকাসের কাছ থেকে আসছি আমরা, বলবে আমরা এসেছি ন্যায়বিচার আর সাহায্যের

প্রত্যাশায়। হায় রোম, যেদিন আমি এমন একজন অত্যাচারীর উপর জনগণের নির্বাচন চাপিয়ে দিয়েছি যে আমাকে এভাবে লাঞ্ছিত করেছে সেদিন থেকে তোমার বুকের অভিশাপ নেমে এসেছে। যাও, যে কোন যুদ্ধজাহাজ অনুসন্ধান করে দেখবে। দুষ্টবুদ্ধি সম্রাট তাকে জাহাজে করে এখান থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে পারে। ভাইসব, তোমরা বিচারের জন্য যাও।

মার্কাস। ও পাবলিয়াস, তোমার কাকার মত একজন মহান ব্যক্তিকে পাগল হয়ে যেতে দেখা সত্যিই কত দুঃখের।

পাব। সুতরাং হে মাননীয় লর্ড, যতদিন পর্যন্ত না কালক্রমে তাঁর মানসিক রোগের আরোগ্য হয় ততদিন যত্নসহকারে তাঁর সেবা করে যাওয়াই হবে আমার কর্তব্য।

মার্কাস। ভাইসব, তাঁর এ দুঃখ এ রোগ প্রতিকারের অতীত। সুতরাং যাও, গথদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই অকৃতজ্ঞতার জন্য রোমের উপর চরম প্রতিশোধ নাও, তাকে ধ্বংস করো।

টিটাস। পাবলিয়াস, এখন খবর কি? তার দেখা পেয়েছ?

পাব। না হে মহান লর্ড। প্লুটো খবর পাঠিয়েছেন, আপনি যদি প্রতিশোধ চান তাহলে পাতালের সকল দেবতারাই আপনাকে তাতে সাহায্য করবেন। আপনার কন্যা সেখানেই আছে ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায়। তিনি স্বর্গের জুনোর সঙ্গে আপনাকে ধৈর্যধারণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

টিটাস। দেবতারা বড় দেরি করছেন। আমি নিজে পাতালে গিয়ে সেই জলন্ত হ্রদ থেকে তাকে টেনে তুলে আনব। মার্কাস, আমরা সামান্য কাঁটা-গাছের মতই দুর্বল, আমরা কেউ বলিষ্ঠ দেবদারু গাছ নই। সাইক্লপের মত অস্থিমজ্জা-বিশিষ্ট আমরা বিশালকায় মানুষ নই। আমরা নিজেদের ভারে নিজেরাই জর্জরিত। অন্যায় আমাদের দেহে মজ্জাগত হয়ে আছে। আমাদের এই মর্ত্যভূমি ও নরক অন্যায়ে পরিপূর্ণ। সুতরাং ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে তিনি যেন সব অন্যায়ের প্রতিকার করে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নাও, তোমরা সব তীর নাও। মার্কাস, বালক, তোমরা সবাই তীর ছোঁড়। আমিও নিই। এমন কোন দেবতা নেই যাঁর কাছে আমরা প্রার্থনা জানাইনি।

মার্কাস। ভাইসব, তোমরা সবাই তীর ছোঁড়। আমরা সম্রাটের গর্ব খর্ব করবই।

টিটাস। এখন তরবারি বার করো। (তরবারি বার করল) বালক, তুমি নাও। পাবলিয়াসকেও দাও।

টিটাস। হা হা হা! পাবলিয়াস, তুমি তরবারি বার করো। তুমি তীর দিয়ে একজন ভার্জিনের শিংকে বিদ্ধ করেছ।

মার্কাস। এটা খেলার ছলে প্রভু। পাবলিয়াসের তীরেতে একটা ষাঁড় বিদ্ধ হয়ে ছুটে গিয়ে রাজদরবারে পড়ে যায়। রাণী তখন তার মুরকে বলল সে যেন

সেই মৃত ষাঁড়টা রাজাকে উপহার দেয়।
টিটাস। ঈশ্বর রাজাকে আনন্দ দিন।

দুটি পায়রাসমেত একটি ঝুরি নিয়ে ভাঁড়ের প্রবেশ

এই স্বর্গ থেকে খবর এসেছে। মার্কাস, খবর এসেছে শোন। কি খবর দূত? জুপিটার কি বলছেন, আমি ন্যায় বিচার পাব ত?
ভাঁড়। কে আপনি? দেবতারা বলল আগামী সপ্তার আগে লোকটার ফাঁসি হবে না।
টিটাস। জুপিটার কি বলল আমি তাই তোমাকে শুধোচ্ছি।
ভাঁড়। হায় স্যার। আমি জুপিটারকে চিনি না। আমি জীবনে তার সঙ্গে কোনদিন মদ খাইনি।
টিটাস। কেন শয়তান, তুমি কি পত্রবাহক নও?
ভাঁড়। হ্যাঁ, আমি আমার পায়রার বাহক মাত্র, আর অন্য কিছুর নই।
টিটাস। কেন, তুমি স্বর্গ থেকে আসছ না?
ভাঁড়। স্বর্গ থেকে! হায় স্যার, আমি কখনো স্বর্গে যাইনি। ঈশ্বরের দয়া যে আমি ছেলেবেলায় স্বর্গে যাবার জন্য জেদ ধরিনি। এখন আমি ট্রিবিউনাল প্লেব নামে এক জায়গায় যাচ্ছি পায়রা নিয়ে। সেখানে আমার কাকা আর সম্রাটের একজন লোকের মধ্যে যে ঝগড়া বেধেছে তা মিটমাট করতে হবে।
মার্কাস। তা তোমার মত বাগ্মী লোকের পক্ষে এটা ভাল কাজই হবে। তাকে দিয়ে তোমরা পায়রাগুলো সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেবে।
টিটাস। আচ্ছা সম্রাটকে কিছু কথা বলতে পারবে সম্মানের সঙ্গে?
ভাঁড়। না স্যার, জীবনে আমি কাউকে কখনো সম্মান দেখাতে পারি না।
টিটাস। এদিকে এস ভাই। আর হৈ চৈ না করে সম্রাটকে পায়রাগুলো দিয়ে দাও। আমার মাধ্যমে তুমি ন্যায়বিচার পাবে সম্রাটের কাছে। থাম থাম. এই নাও কিছু টাকা। আমাকে আর একটা কলম আর কালি দাও ত। আচ্ছা ভাই, তুমি উপযুক্ত সম্মানের সম্রাটকে আমার একটা প্রার্থনা জানাতে পারবে?
ভাঁড়। হ্যাঁ, পারব স্যার।
টিটাস। এই নাও সেই প্রার্থনা। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে প্রথমে নতজানু হবে, তারপর তাঁর পদচুম্বন করবে। তারপর পায়রাগুলো দিয়ে তোমার পারিতোষিক চাইবে। আমি কাছাকাছি কোথাও থাকব। কাজটা সাহসের সঙ্গে করবে।
ভাঁড়। আমার অনুরোধ, আমাকে একলা যেতে দিন।
টিটাস। আচ্ছা, তোমার কাছে ছুরি আছে ত? মার্কাস, একটা ছুরি ভাঁজ করে ওর সঙ্গে দাও। আর শোন, সম্রাটকে প্রার্থনাটা জানাবার পর তিনি কি বলেন তা আমার বাড়ি গিয়ে জানাবে আমাকে।

ভাঁড়। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমি তা জানাব।
টিটাস। এস মার্কাস, চল আমরা যাই। পাবলিয়াস, এস আমার সঙ্গে।
(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। রোম। রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ স্থান।
সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, সম্রাজ্ঞীর দুই পুত্র দিমেত্রিয়াস ও শিরণ, লর্ডগণ ও অন্যান্য অনুচরবর্গের প্রবেশ। সম্রাটের হাতে টিটাসের পাঠানো তীর।

স্যাটার। আচ্ছা বলুন লর্ডগণ, এসব কি? রোমের অন্য কোন সম্রাট কি এর আগে এইভাবে দুর্ব্যবহার পান ও বিপন্ন বোধ করেন? ন্যায় বিচার প্রার্থনার নামে এইভাবে কেউ কখনো সম্রাটকে উপহাস করে? মাননীয় লর্ডগণ, আপনারা জানেন, এই সব বিঘ্ন ও অশান্তিসৃষ্টিকারী লোকরা নিন্দার কলগুঞ্জন তুলে যাই বলুক না কেন, বৃদ্ধ এ্যাণ্ড্রোনিকাসের পুত্ররা আইনসম্মত-ভাবেই মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছে। কিন্তু দুঃখে তিনি এমনই উন্মাদের মত আচরণ করছেন এবং স্বর্গের দেবতাদের কাছে প্রতিকারের জন্য প্রার্থনার কথা লিখেছেন বিভিন্ন কাগজে। জোভ, এ্যাপোলো, মার্কারি, রণদেবতা প্রভৃতি দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বিভিন্ন কাগজ রোমের রাজপথে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আমাদের অন্যায়ের কথা সর্বত্র প্রচার করছেন। এটা কি অদ্ভুত মনোভাবের পরিচয় নয়? কে বলবে রোমেতে কোন ন্যায়বিচার নেই? যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে যে ভণ্ড উন্মত্ততার ছদ্ম আবরণের মধ্যে ও ওর ক্রোধের প্রচণ্ডতাকে ঢেকে রেখেছে সে আবরণকে আমি এমনভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেব যাতে করে সে আবরণ আর সে ক্রোধকে আশ্রয় দিতে না পারে। আমি ওকে বা ওর দলবলকে বুঝিয়ে দেব স্যাটারনাইনের মধ্যে ন্যায়বিচার বলে জিনিস আছে। যদি ন্যায়বিচার ঘুমিয়ে থাকে তাহলে স্যাটারনাইন এমন প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়বে যে উদ্ধত অহংকারী ষড়যন্ত্রকারীদের সমস্ত গর্ব খর্ব করে দেবে।

তামোরো। হে আমার মাননীয় প্রভু, আমার প্রিয়তম স্বামী, টিটাসের বয়সের কথা ভেবে আপনি শান্ত হোন। তার বীর পুত্রদের মৃত্যুজনিত যে দুঃখ তার অন্তর ভেদ করে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার মর্মদেশে, টিটাসের এই আচরণ সেই দুঃখেরই ফল। তার এই ঘৃণা ও উপহাসপূর্ণ আচরণের জন্য কোন শাস্তি না দিয়ে তার দুঃখে বরং সান্ত্বনা দান করা উচিত। (জনান্তিকে) বুদ্ধিমতী তামারো সব দিকেই লক্ষ্য রাখছে। কিন্তু টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস, আমি তোমার প্রাণরক্ত সব শোষণ করে নিয়েছি। যদি এখন এ্যারণ ঠিক থাকে তাহলে বন্দরে নোঙর করা জাহাজের মত আমরা সব নিরাপদে থাকব।

ভাঁড়ের প্রবেশ

কি খবর ভাঁড় মশাই, আমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলবে?
ভাঁড়। হ্যাঁ, আপনি আমার আর কেউ নন সম্রাজ্ঞী।

তামোরা। হ্যাঁ আমি ত সম্রাজ্ঞী বটে, সম্রাট কাছেই বসে রয়েছেন।
ভাঁড়। হ্যাঁ, তিনিই বটেন। ঈশ্বর আর সেণ্ট স্টীফেন আপনাদের সুমতি দিন। আমি আপনার জন্য একটা চিঠি আর একজোড়া পায়রা এনেছি।
(স্যাটারনাইন চিঠি পড়ল)
স্যাটার। যাও, তাকে এখনি এখান থেকে নিয়ে যাও, তাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাও।
ভাঁড়। কত টাকা আমি পাব ?
তামোরা। এস, তোমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।
ভাঁড়। ফাঁসি ! তাহলে ত ব্যাপারটা এখন গলায় এসে ঠেকেছে।
স্যাটার। এ অন্যায় যেমন ঘৃণ্য তেমনি অসহ্য। এই ভয়ঙ্কর শয়তানি কি সহ্য করব ? এ চক্রান্তের মূল কোথায় তা আমি জানি। এটা কি সহ্য করা যায় ? ও বলতে চায় ওর বিশ্বাসঘাতক পুত্ররা আমার ভাইকে হত্যা করা সত্ত্বেও আমরা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছি তাদের। নিয়ে এস শয়তানটাকে, তার চুলের মুঠি ধরে নিয়ে এস। তোমার বয়স, সামাজিক সম্মান কোন কিছুই তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। তোমার এই উপহাসের সমুচিত প্রতিফল আমি দান করব। তুমি হচ্ছ ধূর্ত শয়তান, আমাকে এবং রোমকে নিজে শাসন করার জন্যই আমাকে একদিন এতবড় পদে বসিয়েছিলে।

এমিলিয়াসের প্রবেশ

কি খবর এমিলিয়াস ?
এমিলিয়াস। সৈন্যদল প্রভু। গথরা কখনো রোমের এত কাছে আসেনি। এক বিরাট সুশিক্ষিত সেনাদল বৃদ্ধ এ্যাণ্ড্রোনিকাসের পুত্র লুসিয়াসের নেতৃত্বে এদিকে কুচকাওয়াজ করে আসছে। কোরিওলেনাসের মত তারাও রোমের উপর এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
স্যাটার। বীর যোদ্ধা লুসিয়াস হয়েছে গথদের সেনাপতি ? এ সংবাদ আমার সমস্ত রাজ্যসুখকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিচ্ছে। ঝঞ্ঝাহত তৃণগুল্ম অথবা তুষারাচ্ছন্ন কুসুমকলির মতই দুঃখভারে অবনত হয়ে উঠছে আমার মস্তক। এইবার আমাদের দুঃখের দিন শুরু হলো। রোমের জনগণ লুসিয়াসকেই ভালবাসে বেশী। আমি নিজে গোপনে রাজ্যের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে কতবার তাদের বলতে শুনেছি যে লুসিয়াস অন্যায়ভাবে নির্বাসিত হয়েছে আর তাদের ইচ্ছা লুসিয়াসই সম্রাট হোক।
তামোরা। কেন তুমি ভয় করছ ? তোমার নগর কি সুরক্ষিত নয় ?
স্যাটার। হ্যাঁ সুরক্ষিত, কিন্তু জনগণ তাকে ভালবাসে এবং এমন অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে জনগণ বিদ্রোহ করে তাকে আহ্বান জানাতে পারে।
তামোরা। হে রাজন, তোমার নামের মত তোমার চিন্তাভাবনাও রাজোচিত হোক। উড্ডীয়মান মক্ষিকার ছায়াপাতে সূর্য কখনো ম্লান হয় না। ঈগল

যখন ওড়ে তখন তার করাল ছায়াপাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গান বন্ধ করে পাখিরা। তুমিও তেমনি স্তব্ধ করে দিতে পার রোমের সাধারণ মানুষদের কণ্ঠস্বর। সুতরাং আনন্দ করো। জেনে রেখো হে সম্রাট, মৌচাক অথবা মাছধরার জন্য বঁড়শীর গায়ে লাগানো উপচারের থেকেও মিষ্টি কথায় তুষ্ট করব বৃদ্ধ এ্যাণ্ড্রোনিকাসকে।

স্যাটার। কিন্তু সে আমাদের জন্য তার পুত্রকে অনুরোধ করবে না।

তামোরা। তামোরা যদি তাকে অনুনয় বিনয় করে বলে তাহলে সে নিশ্চয় তার পুত্রকেও অনুনয় বিনয় করে কথা বলবে। কারণ সোনালী প্রতিশ্রুতির দ্বারা তার বৃদ্ধ কর্ণকুহরকে এমনভাবে শান্ত ও তৃপ্ত করব যে যদি তার অন্তর দুর্ভেদ্য হয় অথবা সে বধির হয় তাহলেও তার অন্তর এবং কর্ণ আমার কথা অমান্য করবে না। (এমিলিয়াসের প্রতি) আমাদের রাষ্ট্রদূত হয়ে তুমি যাও, বলগে, সম্রাট বীর যোদ্ধা লুসিয়াসের সঙ্গে কথা বলতে চান এবং এ্যাণ্ড্রো-নিকাসের বাসভবনেই এক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হোক।

স্যাটার। এমিলিয়াস, এই সংবাদ তুমি বহন করে নিয়ে যাও। যদি তিনি নিরাপত্তার কথা বলেন তাহলে বলবে তিনি এ বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি চান তাই তাঁকে দেওয়া হবে।

এমিলিয়াস। আপনাদের আদেশ আমি যথাযথভাবে পালন করব।

(প্রস্থান)

তামোরা। আমি এবার যাব বৃদ্ধ এ্যাণ্ড্রোনিকাসের কাছে এবং গথদের কাছ থেকে বীর লুসিয়াসকে ছিনিয়ে আনার জন্য তার উপর আমি যথাসাধ্য সমস্ত রকমের কলাকৌশল প্রয়োগ করব। হে প্রিয়তম সম্রাট, আনন্দ করো এবং সমস্ত আশঙ্কা আমার এই প্রচেষ্টার মধ্যে সমর্পণ করো।

স্যাটার। যাও, তাকে অনুরোধ করগে। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোমের সন্নিকটস্থ সমতলভূমি।

বাদ্য ও পতাকাসহ গথ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে লুসিয়াসের প্রবেশ

লুসি। হে আমার প্রিয় যোদ্ধৃবৃন্দ এবং আমার বিশ্বস্ত বন্ধুগণ, আমি রোমের জনগণের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে জেনেছি কী ভীষণ ঘৃণা তারা রোমের সম্রাটের প্রতি পোষণ করে এবং আমাদের দর্শনলাভের জন্য তারা কত উন্মুখ। সুতরাং হে লর্ডগণ, যে রোম একদিন তোমাদের উপর অন্যায় করেছে সেই রোম

যাতে সদ্ব্যবহারের দ্বারা তোমাদের তৃপ্তি সাধন করতে পারে তার ব্যবস্থা করো।

১ম গথ। এ্যাণ্ড্রোনিকাস বংশোদ্ভূত হে বীর, যে এ্যাণ্ড্রোনিকাসের নাম একদিন আমাদের কাছে ছিল ভয়ের বস্তু আজ সেই নাম সান্ত্বনার উৎস, যাঁর সমস্ত বীরত্ব ও কৃতিত্বের কথা অকৃতজ্ঞ রোম ভুলে গিয়ে ঘৃণা প্রদর্শন করেছে তাঁকে সেই এ্যাণ্ড্রোনিকাসই আমাদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করুন আজ। অসংখ্য পুষ্পসম্ভার পরিপূরিত প্রান্তরাভিমুখে ধাবমান মধুমক্ষিকার মত আমরা ছুটে যাব আপনাকে অনুসরণ করে। অভিশপ্ত তামোরার উপর আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করবই।

লুসি। আমি বিনয়ের সঙ্গে আমার পিতা এ্যাণ্ড্রোনিকাস ও তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু একজন গথের সঙ্গে কে আসছে?

শিশুপুত্রহাতে এ্যারণকে নিয়ে জনৈক গথের প্রবেশ

২য় গথ। হে শ্রদ্ধেয় লুসিয়াস, কোন ভগ্ন মঠে এক শিশুকণ্ঠের কান্না শুনে আমি সৈন্যদল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেখানে গিয়ে দেখি একটি ভগ্ন দেওয়ালের নিচে একটি শিশু কাঁদছে আর তার কান্না থামাবার জন্য একজন লোক বলছে, 'হায় ক্রীতদাস, তুমি তোমার মা ও আমার সর্বনাশ করলে। তোমার রং যদি প্রকৃতির কৃপায় তোমার মার মত হত তাহলে তুমি সম্রাট হতে পারতে শয়তান। হবে কি করে! দুগ্ধফেননিভ গাত্রবর্ণবিশিষ্ট নরনারীর মিলন হতে কখনো কয়লার মত কালো সন্তান সৃষ্ট হয় না।'—এই কথা বলার পর সে আবার বলল, আমি তোমাকে কোন বিশ্বাসী গথের কাছে রেখে আসব। তোমার মার খাতিরে সে নিশ্চয় যত্নসহকারে তোমাকে লালন-পালন করবে। এই কথা শোনার পর আমি মুক্ত তরবারি হাতে তার কাছে অকস্মাৎ গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসি। এবার যা ভাল বোঝেন করুন।

লুসি। হে সুযোগ্য গথ, এই সেই শয়তানের প্রতিমূর্তি যে এ্যাণ্ড্রোনিকাসকে তার হাত হতে বঞ্চিত করেছে। এই সেই রত্ন যা তোমাদের সম্রাজ্ঞীর দৃষ্টিকে করেছে মন্ত্রমুগ্ধ। আর এই শিশুসন্তান হচ্ছে তাঁর জ্বলন্ত কামনার ঘৃণ্য ফল। বল ক্রীতদাস, তোমার এই শয়তানসুলভ মুখের জীবন্ত প্রতিচ্ছবিটাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও? কথা বলছ না কেন? তুমি কি কানে কালা হয়ে গেলে? মুখে একটা কথাও নেই? সৈনিকগণ, এই গাছে ওকে ঝুলিয়ে দাও গলায় দড়ি দিয়ে আর ওর পাশে এই অবৈধ সন্তানটাকেও ফাঁসি দাও।

এ্যারণ। ছেলেটাকে স্পর্শ করো না, ওর মধ্যে রাজরক্ত আছে।

লুসি। কিন্তু তোমার মতই ও দেখতে হয়েছে। আগে ছেলেটাকে ফাঁসি দাও যাতে সে দৃশ্য তার পিতা নিজের চোখে দেখতে পায়। একটা মই এনে দাও। (একটা মই আনা হলো)

এ্যারণ। লুসিয়াস, ছেলেটাকে অব্যাহতি দাও এবং একে সম্রাজ্ঞীর কাছে

নিয়ে যাও। যদি তুমি তা করো তাহলে আমি তোমাকে এমন সব আশ্চর্য জিনিস দেখাব যাতে তোমার সুবিধা হবে। আর তা যদি তুমি না করো তাহলে যা ঘটে ঘটুক, তাহলে আমি শুধু অভিশাপ দিয়ে বলব, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ চাই।

লুসি। বল কি বলার আছে। যদি সে কথা আমার ভাল লাগে তোমার শিশুপুত্রকে তাহলে বাঁচিয়ে রাখা হবে আর তার লালন-পালনের ব্যবস্থা করব আমি।

এ্যারণ। সে কথা তোমার ভাল লাগবেই। তবে আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি লুসিয়াস, আমি যা সব বলব তাতে দুঃখ ও বিরক্তবোধ করবে তোমার আত্মা, কারণ আমি বলব নরহত্যা, নারীধর্ষণ, কৃষ্ণকুটিল পাপ-রাত্রির কত ঘৃণ্য অপকর্ম, কত বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্র ও শয়তানি—যে সব কাজের কথা মানুষে কানে শুনতে পারে না, সে সব কাজ আমি করেছি। আর যদি তুমি আমার পুত্রকে জীবন-দানের শপথ না করো, যদি আমি এই মুহূর্তে মরে যাই তাহলে এসব কথা আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব সমাহিত হয়ে যাবে, প্রচ্ছন্ন রয়ে যাবে চিরকাল।

লুসি। বল তোমার কথা। আমি বলছি তোমার শিশুপুত্র বেঁচে থাকবে।

এ্যারণ। আগে শপথ করো, তারপর আমি শুরু করব।

লুসি। কার নামে শপথ করব, তুমি ত কোন দেবতাকে বিশ্বাস করো না। তা যদি হয় তাহলে কি করে আমার শপথ বিশ্বাস করবে ?

এ্যারণ। তা যদি না করি ত করি না। তবু তোমার কথা বিশ্বাস করব, কারণ তুমি ধার্মিক আর তোমার মধ্যে বিবেক বলে একটা জিনিস আছে। আমি অনেক ক্ষেত্রে তার পরিচয় পেয়েছি আর সেই জন্যেই তোমাকে শপথ করতে বলছি। অনেক অজ্ঞ ব্যক্তিও কোন দেবতার নামে শপথ করে তা পালন করে। তুমি যে দেবতাকে বিশ্বাস করো সেই দেবতার নামে শপথ করে বলবে আমার পুত্রকে তুমি বাঁচিয়ে রাখবে ও লালন-পালন করে মানুষ করে তুলবে। তা না হলে আমি কোন কথাই প্রকাশ করব না।

লুসি। আমার আরাধ্য দেবতার নামে শপথ করছি আমি তা করব।

এ্যারণ। প্রথমে জেনে রেখো, আমি সম্রাজ্ঞীর গর্ভে এ শিশুর জন্ম দিয়েছিলাম।

লুসি। কী অতৃপ্তকাম ও ক্ষণপ্রণয়বিলাসিনী নারী!

এ্যারণ। এ শিশুসন্তান একরকম দান করেছি তাঁকে ; পরে আমি সব বলব। সম্রাজ্ঞীর দুটি পুত্রই ব্যাসিয়ানাসকে হত্যা করে, তারাই তোমার বোনের জিব কেটে নেয় এবং যেভাবে তোমরা তাকে দেখতে পাও সেইভাবে তারাই তাকে সাজায়।

লুসি। ও ঘৃণ্য শয়তান, তাকে সাজানোর কথা বলছ! এটাকে সাজানো বলে ?

এ্যারণ। কেন, তারা তাকে হাতে কেটে ধুয়ে সাজিয়ে দেয় খেলার ছলে।

লুসি। তোমার মতই কী বর্বর শয়তান তারা?

এ্যারণ। আমিই অবশ্য তাদের এই সব শিক্ষা দিয়েছিলাম। অন্তরের তেজ ও কামনার তীব্রতাটা তারা পেয়েছে তাদের মার কাছ থেকে। কিন্তু রক্তলোলুপ মনটা পেয়েছে আমার কাছ থেকে। যে গর্তে ব্যাসিয়ানাসের মৃতদেহটা পড়ে ছিল সেই গর্তে তোমার জ্ঞাতি ভাইদের নিয়ে গিয়ে আমি দেখাই। তোমার বাবা যে চিঠি পায় সে চিঠি আমিই লিখি। চিঠিতে যে সোনার কথা লেখা ছিল সে সোনা আমিই লুকিয়ে রাখি। আমিই রাণী আর তার দুই পুত্রের সঙ্গে আলোচনা করি। এমন কী অন্যায় করিনি যা তোমার দুঃখের কারণ নয় আর এমন কী অন্যায় কাজ আছে যাতে আমার সক্রিয় অংশ নেই? আমি ছলনা করে তোমার পিতার হাত কাটা করাই। সে হাত নিয়ে আড়ালে সরে গিয়ে এক নির্মম হাসিতে ফেটে পড়ি আমি। তারপর তাঁর হাত ও দুটি পুত্রের মাথা দেখে একটি দেওয়ালের আড়াল থেকে এমন হাসি হাসতে থাকি যে আমার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। যখন সে কথা আমি সম্রাজ্ঞীকে গিয়ে বলি তখন তিনি আনন্দে প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েন আর সে সংবাদ দানের জন্য তিনি আমাকে কুড়িটা চুম্বন করেন।

গথ। এই সব কথা বলতে গিয়ে তোমার লজ্জা পাচ্ছে না?

এ্যারণ। হ্যাঁ, কালো কুকুর যতটুকু পায়।

লুসি। তুমি কি এই সব জঘন্য কাজের জন্য দুঃখিত নও?

এ্যারণ। আমি এই ধরনের আরো হাজার কাজ করতে পারতাম। অবশ্য আমি সেই দিনটিকে অভিশাপ দিই এবং কোন লোক যেন এ অভিশাপের কবলে না পড়ে। কোন লোককে হত্যা করা অথবা হত্যার ষড়যন্ত্র করা, কোন নারীকে ধর্ষণ করা অথবা তার পথ বলে দেওয়া, কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা অথবা দুইজন বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া, কোন গরীব লোক বা পশুর ঘাড় ভেঙ্গে দেওয়া অথবা তার খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া আর সে আগুন চোখের জল দিয়ে নেবাতে মালিককে বাধ্য করা, কবর খুঁড়ে মৃতদেহ বার করে তার বন্ধুর বাড়ির সামনে ফেলে দেওয়া, 'আমি মারা গেলেও তোমাদের দুঃখ যেন না মরে।'—এই ধরনের কথা ছুরি দিয়ে সেই সব মৃতদেহের পিঠের চামড়ায় লিখে দেওয়া প্রভৃতি কাজগুলি আমি মাছি মারার মত অবলীলাক্রমে করেছি এবং এর জন্য কোন দুঃখই অনুভব করি না আমি যার ফলে আরো দশ হাজার এই ধরনের কাজ আমি করতে পারব।

লুসি। ওকে নামিয়ে আন। শয়তানটাকে মারা হবে না। এত সহজ মৃত্যু তাকে দেওয়া হবে না।

এ্যারণ। শয়তান বলে যদি কেউ থাকে এবং আমি যদি শয়তান হই তাহলে আমি যেন তোমার সঙ্গেই নরকের আগুনে জ্বলি আর আমার তীব্র ভর্ৎসনার দ্বারা তোমাকে জর্জরিত করে তুলি।

লুসি। ওর মুখ বন্ধ করো।

এমিলিয়াসের প্রবেশ

এমি। প্রভু, রোম থেকে এক দূত এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছে।

লুসি। তাকে নিয়ে এস। এস এমিলিয়াস। রোমের খবর কি ?

এমি। গথদের রাজা হে লর্ড লুসিয়াস, আমার মারফৎ সম্রাট আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে আপনার পিতার বাড়িতে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হতে চেয়েছেন। আপনার আতিথেয়তা তিনি লাভ করতে চাইছেন।

১ম গথ। আমাদের সেনাপতি কি বলেন ?

লুসি। এমিলিয়াস, সম্রাটকে বলবেন তিনি আমার পিতা ও খুল্লতাত মার্কাসের

তামোরা ও তার দুই পুত্রের ছদ্মবেশে প্রবেশ

তামোরা। এই অদ্ভুত নিরানন্দময় বাড়িতে আমি এ্যাণ্ড্রোনিকাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। আমি বলব আমি প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি-রূপে নরক থেকে এইমাত্র উঠে আসছি। আমি তাঁর পাঠাগারের দরজায় করাঘাত করব যেখানে তিনি প্রতিশোধের পরিকল্পনা করেন দিনরাত। বলব প্রতিহিংসা নিজে এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমার শত্রুদের ধ্বংসসাধন করতে এসেছে।

ওরা করাঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে উপরে পাঠাগারের দরজা টিটাস খুলল।

টিটাস। কে আমার চিন্তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে ? তোমরা চাতুরী করে আমার পাঠাগারের দরজা খোলাতে চাও। তোমরা ভুল করছ। আমি যা করব তা রক্তের অক্ষরে লিখে রেখেছি।

টিটাস। আমি পাগল নই, আমি তোমাকে চিনি। এই দেখ আমার কাটা বাহুর অবশিষ্টাংশ। এই দেখ রক্তের দাগ, দুঃখ আর দুশ্চিন্তা যে গভীর ক্ষত

তোমার মিত্র। আমি হচ্ছি মূর্তিমতী প্রতিহিংসা, নরকের রাজ্য থেকে উঠে তোমাদের শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিয়ে তোমার মনের মধ্যে আঁচড়াতে থাকা অশান্ত শকুনিগুলোকে শান্ত করতে এসেছি। নিচে নেমে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো, মৃত্যু ও নরহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করো। এমন কোন